" মানব জাতির নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে আল-কুরআনের শিক্ষা"

এম ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০০৯

Dhaka University Library
449255
449255
GIFT
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষক
আবু জাফর মুহাম্মদ ইউসুফ
এম ফিল ২য় বর্ষ
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

Dr. Muhammad Mustafizur Rahman
Professor
Department of Arabic
University of Dhaka
Former Vice-Chancellor
Islamic University, Kushtia
Bangladesh

الدكتور محمد مستفيض الرحمن
أستاذ القسم العربي، جامعة داكا
شيخ الجامعة الإسلامية سابقا
كوشتيا، بنغلاديش

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আরবী বিভাগের এম. ফিল. গবেষক, আবু জাফর মুহাম্মদ ইউসুফ এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত "মানব জাতির নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষরোধে আল-কুরআনের শিক্ষা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে সম্পন্ন হয়েছে। এটি গবেষকের একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এই শিরোনামে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ উপস্থাপিত হয়নি। এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য গবেষকের এই অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

449255

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক 28/12/07

Dr. M. Mustafizur Rahman
Professor
Department of Arabic
University of Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার নামা

এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমি আবু জাফর মুহাম্মদ ইউসুফ " মানব জাতির নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে আল-কুরআনের শিক্ষা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম; অন্য কোন প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থায় কোন ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা লাভের নিমিত্তে এর সম্পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ জমা দেইনি।

30.12.09

আবুজাফর মুহাম্মদ ইউসুফ
এম ফিল ২য় বর্ষ
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449255

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। সেইসাথে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বংশধর ও সাহাবীদের প্রতি লাখো- কোটি দরুদ ও সালাম পেশ করছি। অতঃপর **" মানব জাতির নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে আল-কুরআনের শিক্ষা"** গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আরবী বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান স্যারপ্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ গবেষণা সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ করতে তিনি সার্বিক নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভাগীয় শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমন্ডলী মধ্যে থেকে প্রফেসর ডঃ মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, প্রফেসর ডঃ এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, প্রফেসর ডঃ আবদুল মাবুদ ও প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ স্যার সহ অনেকেই আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। স্যারদের সহযোগিতা আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

গবেষণা কর্মের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামী ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী ও নরসিংদী সরকারী কলেজ লাইব্রেরী ব্যবহার করছি। এসব প্রতিষ্ঠান এবং যে সব ব্যক্তিবর্গ আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণা কার্যটি সম্পাদন করতে আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে মোঃ আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী আমি তার প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণা কর্ম ফলপ্রসু করার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন নরসিংদী সরকারী কলেজের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব মোহাম্মদ বদর উদ্দীন, বাংলা বিভাগের প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, জনাব মোহাম্মদ ইফতেখারুল ইসলাম ও আমার বন্ধুরা। আমি তাদের সকলের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, নানা প্রতিকূল অবস্থার পরও এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার তৌফিক দেয়ার জন্য মহাদয়াময় আল্লাহ জাল্লা শানুহূ দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

০০ ঃ ০০ = প্রথম সংখ্যা সূরার, ২য় সংখ্যা আয়াতের

সাঃ	ঃ সাল্লালাহু আ'লাইহি ওয়া সালাম
আঃ	ঃ আ'লাইহিস সালাম
রাঃ	ঃ রাদি আল্লাহু
রহঃ.	ঃ রাহমাতুল্লাহি আ'লাইহি
হি.	ঃ হিজরী
খ্রী.	ঃ খ্রীস্টাব্দ
খ.	ঃ খন্ড
পৃ.	ঃপৃষ্ঠা
অনূঃ	ঃ অনূদিত
অনুঃ	ঃ অনুবাদ
ই ফা বা	ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
তা বি.	ঃ তারিখ বিহীন
সম্পাঃ	ঃ সম্পাদিত,
সং-	ঃ সংকলন
ড.	ঃ ডক্টর
দ্র.	ঃ দ্রষ্টব্য
প্রাগুক্ত	ঃ পূর্বোল্লিখিত

P	: Page
Vol	: Volume
Ed	: Edition
N B.	: বিঃ দ্রঃ
N D =	: Nil dated

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা/০১

১ম অধ্যায় ঃ আল-কুরআন পরিচিতি

আল-কুরআনের পরিচয়/ ০৪
আল-কুরআনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য / ১৪
আল-কুরআন ও তাঁর বিধি-বিধান সম্পর্কিত কিছু অভিযোগ এবং তার জবাব/১৫
আল-কুরআন নাজিলকৃত সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ হওয়ার প্রমাণসমূহ
এবং আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও অলৌকিকত্ব /১৮
আল-কুরআন সংরক্ষণ ও একত্রকরণ/২৫
আল-কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা/২৬
নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের মানদন্ড হিসেবে আল-কুরআন/২৮

২য় অধ্যায় ঃ নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা

নৈতিকতা কি ? নৈতিক মূল্যবোধের বিশ্লেষণ /৩১
নৈতিক মূল্যবোধ সর্ম্পকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি/৩২
সামাজিক মূল্যবোধ কি? /৩২
সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা /৩৩
নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যকার সম্পর্ক/৩৩

৩য় অধ্যায় ঃ নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের ধারণা

অবক্ষয় কি ? /৩৬
মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারণা/৩৬
অবক্ষয়ের কারণ /৩৬,
নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের লক্ষণ ও স্বরূপ /৩৭

৪র্থ অধ্যায় ঃ নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহের বর্ণনা, অবক্ষয়ের কারণ, এর ক্ষতিকর প্রভাব

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহের বর্ণনা/৪০
বর্তমান সময়ে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিশেষ আলোচিত বিষয়সমূহ/১০৫
যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও সমাজের নৈতিক এবং সামাজিক অবক্ষয় পর্যালোচনা/১০৮
নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ ও উপাদান /১১২
মানব জীবনে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহের ক্ষতিকর প্রভাব পর্যালোচনা/১১৫

৫ম অধ্যায় ঃ নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে আল-কুরআন ও বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা এবং নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় প্রতিকারের কৌশল

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে আল-কুরআনের শিক্ষার বর্ণনা/১১৮
নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা/২১৫
নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিকার কৌশল/২১৮
উপসংহার/২২০
গ্রন্থপঞ্জি/ ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকাঃ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের অধিপতি মহান আল্লাহর জন্য, যিনি মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মানুষের সুপথ প্রর্দশন, শান্তি-সমৃদ্ধি, মুক্তি ও কল্যাণের জন্য নবী-রাসূল ও আসমানী গ্রন্থ নাজিল করেছেন। দরুদ ও সালাম পেশ করছি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সা. প্রতি, যার উপর সমগ্র বিশ্ববাসীর হেদায়েত ও মুক্তির জন্য নাজিল করা হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
রমযান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যা-মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।[1]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাজিলের মাধ্যমে নবুয়্যতে ও রিসালাতের ধারার সমাপ্তি ঘটে। ফলে এই মহাগ্রন্থে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমগ্র মানব জাতির জন্য সকল যুগের উপযোগী করে একটি সার্বজনীন চিরন্তর, মৌলিক, পূর্ণাঙ্গ ও চুড়ান্ত জীবন বিধান প্রদান করা হয়। ইতোপূর্বে নাজিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহে এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত ছিল। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কোন কালের উপযোগী ছিল, তাতে সর্বজনীন, পূর্ণাঙ্গ ও সর্বকালের উপযোগী চূড়ান্ত জীবন বিধান প্রদান করা হয়নি, যা আল কুরআনের প্রদান করা হয়েছে। এতে সমস্যা -সংঙ্কুল মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক-আধ্যাত্মিক, রাষ্ট্রীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়সহ সামগ্রীক জীবনের মৌলিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ্ বলেন
وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا –
উহারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করে না, যাহার সঠিক ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করি না।[2]

বর্তমান পৃথিবী নানা সমস্যায় জর্জরিত ও ভারাক্রান্ত । নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় তৎমধ্যে উল্লেখযোগ্য। নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় আজ সমগ্র মানব জাতিকে ভয়াবহভাবে সর্বদিক থেকে গ্রাস করেছে। অন্যায়, অবিচার, অনাচার, পাপচার ও অশন্তি সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। যদি এ অবস্থা অব্যাহত থাকে তবে এক সময় মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। আর এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য মানুষই দায়ী। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন- ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়াইয়া পড়ে, যাহার ফলে উহাদিগকে উহাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।[3]

বর্তমান নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়প্রাপ্ত সংঙ্কটাপন্ন মানব জাতিকে তা থেকে মুক্তি দিতে এবং মানব জাতির নৈতিক উন্নয়ন করতে আল-কুরআনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনিস্বীকার্য। কারণ আল-কুরআনে মানব জাতির জন্য যে জীবন বিধান প্রদান করা হয়েছে তাতে মানব জাতির ইহলৌকিক কল্যাণ, পরলৌকিক মুক্তি এবং নৈতিক-আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার অতি চমৎকার দিকনির্দেশনা রয়েছে। শুধু তাই নয়, নৈতিকভাবে অধঃপতিত ও বিপর্যস্ত সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে একটি উৎকৃষ্ট সমাজ গঠনের উদাহরণ আল-কুরআনের আছে। এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল-জাহেলী যুগে আরব সমাজের মানুষ ছিল চরম বর্বর ,অসভ্য, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আরবরা নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সীমা অতিক্রম করে পৃথিবীর একটি নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তাদের সমাজ ব্যবস্থা চরম কলুষিত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই চরম বর্বর অসভ্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব জাতি

---

[1] . আল-কুরআন. (০২:১৮৫)

[2] . আল-কুরআন (২৫:৩৩)

[3]. আল-কুরআন(৩০:৪১)

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের সংস্পর্শে এসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়। সামাজিক সুবিচার , আর্দশ সমাজ ও সুসভ্য জাতি গঠনে তারা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা করে।
বর্তমান পৃথিবীবাসী যে ভয়ানক নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের সংকটে ভূগছে তারও উত্তরণ আল-কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। এই লক্ষ্যে "মানব জাতির নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে আল-কুরআনের শিক্ষা " শিরোনামে গবেষণার এই প্রয়াস। বিষয়টি সুন্দর উপস্থাপন করার জন্য এই গবেষণাকর্মটিকে আমি ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে– আল-কুরআন পরিচয়, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য; আল-কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার প্রমাণ,আল-কুরআন ও তাঁর বিধি-বিধান সম্পর্কিত কিছু অভিযোগ এবং তার জবাব; আল-কুরআন সংরক্ষণ; আল-কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সংকলন ও নির্ভরযোগ্যতা ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছি। নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের উন্নয়নে আল-কুরআন কতটুকু সক্ষম তাও ব্যক্ত করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে– নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধের ব্যাখ্যা; ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক মূল্যবোধের ধারণা স্বরূপ তুলে ধরেছি। এরপর নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যকার পার্থক্য ও সম্পর্ক উপস্থাপন করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে – অবক্ষয় কি ? মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারণা; নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের লক্ষণ ও স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে–আল-কুরআনের দৃষ্টিতে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহের বর্ণনা; বর্তমান সময়ে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিশেষ আলোচিত বিষয়সমূহ এবং বিভিন্ন জাতি ও সমাজের নৈতিক এবং সামাজিক অবক্ষয় পর্যালোচনা করেছি।নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ ও উপাদান; মানব জীবনে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহের ক্ষতিকর প্রভাব পর্যালোচনা করেছি ।

পঞ্চম অধ্যায়ে–নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে আল-কুরআনের শিক্ষার বর্ণনা করেছি। এছাড়াও নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে বিভিন্ন ধর্মের নৈতিক শিক্ষাও এতে আলোকপাত করা হয়েছে। এরপর নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিকার কৌশল নিয়ে আলোকপাত করেছি।

সর্বশেষে, উপসংহারের মাধ্যমে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধ এবং নৈতিক উন্নয়নে সচেতনভাবে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছি।এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে যতদূর সম্ভব মৌলিক উৎস থেকে প্রদানের চেষ্টা করেছি। তথাপিও অনেক ক্ষেত্রে দ্বৈতয়িত উৎসও ব্যবহার করতে হয়েছে। বহু প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে। যে ধরণের মানসম্মত গবেষণা অভিসন্দর্ভ হওয়া উচিত ছিল তা আমার অযোগ্যতার কারণে হয়ে উঠেনি। অসংখ্য অযোগ্যতা নিয়েই গবেষণার পথে এটাই প্রথম পথ চলা। এর সিঁড়ি বেয়ে ভবিষ্যতে ভাল মানের গবেষণার চেষ্টা থাকবে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ, তিনি যেন তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এই অধমের অতি ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টাটুকু কবুল করেন। আমীন

Dhaka University Institutional Repository

১ম অধ্যায় ঃ আল-কুরআন পরিচিতি

আল-কুরআনের পরিচয়

আল-কুরআনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

আল-কুরআন ও তাঁর বিধি-বিধান সম্পর্কিত কিছু অভিযোগ এবং তার জবাব

আল-কুরআন নাজিলকৃত সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ হওয়ার প্রমাণসমূহ
এবং আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও অলৌকিকত্ব

আল-কুরআন সংরক্ষণ ও একত্রকরণ

আল-কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের মানদন্ড হিসেবে আল-কুরআন

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের পরিচয়ঃ

আল-কুরআন শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ-

আল-কুরআন (القرآن) শব্দের ক্রিয়ামূল(مصدر)কয়েকভাবে হতে পারে। এ কারণে এর কয়েকটি আভিধানিক অর্থ পাওয়া যায়। (ক) (القرآن)শব্দটি (قرء)ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত, যার অর্থ- পাঠ করা, উচ্চারণ করা।
(খ) (القرآن) শব্দটি مفعول এর ওজনে قران থেকে গঠিত, যা পঠিত (مقروء) অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় এর অর্থ হয় সেই গ্রন্থ যা পাঠ করা হয়।
আল ফাররা বলেন -" আল-কুরাআন (القرآن) নামটি القرائن থেকে উদ্ভুত। এটি قرينة এর বহুবচন । যার অর্থ অনুরূপ। যেহেতু কুরআনের একটি আয়াত অপর আয়াতের অনুরূপ প্রতিপন্ন করে এবং এর এক আয়াত অপর আয়াতের অনুরূপ। এ কারণে তাকে কুরআন বলা হয়।"[১]
আয-যুজায এর মতে - আল কুরআন(القرآن) শব্দটি فعلان এর ওজনে গঠিত এবং قرء ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ সন্নিবেশ করা। পানি হাওযে জমা করা হলে বলা হয় قرا الماء في الحوض অর্থাৎ - পানি হাওযে জমা হয়েছে। কুরআন মজীদে পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থের সারবস্তু জমা করা হয়েছে বলে তাকে কুরআন বলা হয়।"[২]
কারো কারো মতে-قرن الشئ بالشئ থেকে (القرآن) উদ্ভুত। এর অর্থ - একটি বস্তু অপর বস্তুর সাথে সংযোজিত হয়েছে। কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ পরস্পরের সাথে সংযোজিত বলে তাকে কুরআন বলা হয়।

আল-কুরআনের পারিভাষিক অর্থঃ-

ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্নভাবে আল-কুরআনের পারিভাষিক অর্থ প্রদান করেছেন।
আহমাদ মোল্লাজিওন বলেন-

اما الكتاب فاالقرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه و سلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة-

"কিতাব হল আল-কুরআন যা রাসুল (সঃ)এর উপর নাযিল করা হয়েছে। এটি মাসহাফ সমূহে লিপিবদ্ধ করা হযেছে। আর তা রাসূল (সঃ) এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির সনদে (পর্যায়ে) সন্দেহমুক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।"[৩]
মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী বলেন-

هو كلام الله المنزل على خاتم الانبياء و المرسلين بواسطة الامين جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول الينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة و المختتم بسورة الناس-

"কুরআন আল্লাহর কালাম যার মোকাবেলায় সবাই অক্ষম। জিব্রাইল আমিন (আঃ) এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবী ও রাসুলের উপর এটি অবতীর্ণ। মাসহাফ সমূহে লিপিবদ্ধ। মুতাওয়াতির পর্যায়ে এটি আমাদের নিকট পর্যন্ত বর্ণিত। এর তিলাওয়াত করা ইবাদত এবং এর আরম্ভ সূরা আল-ফাতিহা দ্বারা এবং সমাপ্তি সূরা আন -নাস এর মাধ্যমে।"[৪]
মান্না আল-কাত্তান বলেন-**هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه و سلم المتعبد بتلاوته-**
"কুরআন হল আল্লাহর কালাম যা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ, এর তেলাওয়াত করা ইবাদত।"[৫]
স্বয়ং আল-কুরআন তাঁর পরিচয়ে বলেন

---

[১].জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন ১ম খন্ড, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৫১
[২].ড.সুবহী সালেহ, মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন,বৈরুত-১৯৮৫,পৃ-১৯
[৩] .আহমাদ মোল্লা জিওন, নূরুল আনোয়ার ,পৃ-৩০,
[৪] . মুহাম্মদ আলী সাবূনী, আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন,বৈরূত,১ম খন্ড,১৯৪৫,পৃ-০৮,
[৫] .মান্ন আল কাত্তান, মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন বৈরুত, ১ম খন্ড, ১৯৭৩, পৃ-১৯

Dhaka University Institutional Repository

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ- نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ- عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ- بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ -

"নিশ্চয়ই উহা (আল-কুরআন) জগৎ সমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ জিব্রাইল (আঃ) তা নিয়ে অবতরণ করেছেন আপনার (মুহাম্মাদ) হৃদয়ে, যাতে আপনি আপনার উম্মতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। এটা নাযিল করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।(অবশ্যই তার উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে)"।[১]

আল-কুরআনের নামসমূহ ঃ-

মহান আল্লাহ আল-কুরআনকে বিভিন্ন নামে ভূষিত করেছেন। যথা ঃ-

১। আল-কুরআন

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে– إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

"এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে যা সর্বাদিক দিয়ে সরল।" [২]

২। আল-ফুরক্বান(সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদকারী)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে– تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

"কত মহান তিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফোরক্বান নযিল করেছেন যাতে তিনি বিশ্বাসীদেরকে সর্তক করতে পারেন।"[৩]

৩। আয-যিক্‌র (স্মারক)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

" আমিই স্মারক (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমি তার সংরক্ষক।"[৪]

৪। আল-কিতাব (মহাগ্রন্থ)

এ মর্মে আল্লাহ বলেন– ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ "ইহা সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই ।"[৫]

৫। আত-তানযীল (প্রত্যাদেশ)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে– وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

নিশ্চয়ই তা (আল-কুরআন) জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ।[৬]

৬। আল-মাজীদ (মহিমান্বিত)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ কাফ, শপথ সম্মানিত কুরআনের ।[৭]

৭। আন-নূর (জ্যোতি)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট প্রমাণ আসিয়াছে এবং তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করিয়াছি।[৮]

৮। আল-হিকমত (জ্ঞান, প্রজ্ঞা)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে– وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যাহা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তাহা তোমরা স্মরণে রাখিবে।[৯]

৯। আল-কারিম (মহান, সম্মানিত)

---

[১]. আল-কুরআন (২৬ঃ১৯২-১৯৫)
[২]. আল-কুরআন(১৭ঃ০৯)
[৩]. আল-কুরআন(২৫ঃ০১)
[৪]. আল-কুরআন(১৫ঃ০৯)
[৫]. আল-কুরআন(০২ঃ০২)
[৬]. আল-কুরআন(২৬ঃ১৯২)
[৭]. আল-কুরআন(৫০ঃ০১)
[৮]. আল-কুরআন. (০৪ঃ১৭৪)
[৯]. আল-কুরআন. (৩৩ঃ৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে– إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন।[১]

১০। আল-মুবীন (সুস্পষ্ট)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে– الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ আলিফ-লাম-রা, এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।[২]

১১। আর-রাহমাত (অনুগ্রহ)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যাহা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু উহা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।[৩]

১২। আল-হুদা (পথ প্রর্দশক)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنزلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ রমযান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যা-মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।[৪]

১৩। আল-বুরহান (প্রমাণ / দলীল)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট প্রমাণ আসিয়াছে এবং তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করিয়াছি।[৫]

১৪। আল- মাওইজা (উপদেশ)

এ মর্মে আল্লাহ বলেন– يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহার আরগ্য এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়ত ও রহমত।[৬]

১৫। আল-হাকীম (প্রজ্ঞাময়)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে– وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের।[৭]

১৬। আল- ক্বায়্যিম (সংরক্ষণকারী)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে– قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ

ইহাকে করিয়াছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁহার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিবার জন্য।[৮]

১৭। আযীম (মহান)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

আমি তো তোমাকে দিয়াছি সাত আয়াত যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়াছি মহান কুরআন।[৯]

১৮। আল-হাক্ক (সত্য)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

বল, সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই।[১০]

১৯। আশ-শিফা (নিরাময়কারী)

---

১. আল-কুরআন. (৫৬ঃ৭৭)
২. আল-কুরআন. (১২ঃ০১)
৩. আল-কুরআন. (১৭ঃ৮২)
৪. আল-কুরআন. (০২ঃ১৮৫)
৫. আল-কুরআন. (০৪ঃ১৭৪)
৬. আল-কুরআন. (১০ঃ৫৭)
৭. আল-কুরআন. (৩৬ঃ০২)
৮. আল-কুরআন. (১৮ঃ০২)
৯. আল-কুরআন. (১৫ঃ৮৭)
১০. আল-কুরআন. (১৭ঃ৮১)

Dhaka University Institutional Repository

এ মর্মে আল্লাহ বলেন– يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহার আরোগ্য এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়ত ও রহমত।[১]

২০। আল-মুসাদ্দিক (সত্যায়নকারী)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহা উহার পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী।[২]

২১। হাবলুল্লাহ (আল্লাহর রজ্জু)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।[৩]

২২। আন-নাযীর (সর্তককারী)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–

قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ-بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

আরবী ভাষায় কুরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।[৪]

২৩। আল- বাশীর (সুসংবাদদাতা)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–

قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ-بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

আরবী ভাষায় কুরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।[৫]

২৪। আল- মুবারক (কল্যাণময়)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে– وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ

ইহা কল্যাণময় উপদেশ; আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি । তবুও কি তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর?[৬]

২৫। আল- বায়ান (স্পষ্ট বর্ণনা)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

ইহা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।[৭]

২৭। আর-রূহ (নির্দেশ)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে– وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি রূহ ; তুমি তো জানিতে না ঈমান কি, কিতাব কি![৮]

২৬। আল-বাসায়ির (স্পষ্ট প্রমাণ)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে– قَدْ جَاءكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই আসিয়াছে। সুতারাং কেহ উহা দেখিলে উহা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হইবে, কেহ না দেখিলে তাহাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ।[৯]

২৮। আল-হুকুম (সিদ্ধান্ত, রায়)

---

[১]. আল-কুরআন. (১০ঃ৫৭)
[২]. আল-কুরআন. (০৩ঃ০৩)
[৩]. আল-কুরআন. (০৩ঃ১০৩)
[৪]. আল-কুরআন. (৪১ঃ৩-৪)
[৫]. আল-কুরআন. (৪১ঃ৩-৪)
[৬]. আল-কুরআন. (২১ঃ৫০)
[৭]. আল-কুরআন. (০৩ঃ১৩৮)
[৮]. আল-কুরআন. (৪২ঃ৫২)
[৯]. আল-কুরআন.(০৬ঃ১০৪)

Dhaka University Institutional Repository

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে– وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا
এইভাবে আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি বিধানরূপে আরবী ভাষায়।[১]
২৯। আল-ওয়াহয়ি (প্রত্যাদেশ)
এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ
বল, আমি তো কেবল ওহী দ্বারাই তোমাদের সতর্ক করি, কিন্তু যাহারা বধির তাহাদিগকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তাহারা সতর্ক বাণী শুনে না।[২]
৩০। আল-খায়ের (কল্যাণ)
এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা কল্যাণের দিকে আহবান করিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্যে নিষেধ করিবে; ইহারাই সফলকাম।[৩]
৩১। কালামূল্লাহ (আল্লাহর বাণী)/আল-কালাম (বাণী)
এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ
মুশরিকদের মধ্যে কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে আশ্রয় দিবে যাহাতে সে আল্লাহর বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দিবে; কারণ তাহারা অজ্ঞ লোক।[৪]
৩২। আহসানুল হাদীস (উত্তম বাণী)
এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ
আল্লাহ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যাহা সুসমঞ্জস্য এবং যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়।[৫]
৩৩। তাযকিরাহ (স্মরণিকা, উপদেশ)
এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে– إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا
নিশ্চয়ই ইহা এক উপদেশ, অতএব যে চাহে সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।[৬]
৩৪। আল-আ'লী (মহান, সুউচ্চ)
এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ
ইহা তো রহিয়াছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে, ইহা মহান, জ্ঞানগর্ভ।[৭]
৩৫। আত-তাবসিরা (জ্ঞান, আলোক)
এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ
আল্লাহ অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।[৮]
৩৬ আল-বায়্যিনাহ (স্পষ্ট প্রমাণ)
এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্টপ্রমাণ,পথনির্দেশ ও দয়া আসিয়াছে।[৯]
৩৭।আল-আযীয (মহিমাময়,)

---

[১]. আল-কুরআন. (১৩ঃ৩৭)
[২]. আল-কুরআন. (২১ঃ৪৫)
[৩]. আল-কুরআন. (০৩ঃ১০৪)
[৪]. আল-কুরআন. (০৯ঃ০৬)
[৫]. আল-কুরআন. (৩৯ঃ২৩)
[৬]. আল-কুরআন. (৭৩ঃ১৯)
[৭]. আল-কুরআন. (৪৩ঃ০৪)
[৮]. আল-কুরআন. (৫০ঃ৮)
[৯]. আল-কুরআন. (৬ঃ১৫৭)

Dhaka University Institutional Repository

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ইহা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ।[১]

৩৮।আল-হাদী (পথপ্রর্দশক)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى আল্লাহর পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ।[২]

৩৯।আল-বুশরা (সুসংবাদ)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ইহা মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদ।[৩]

৪০। আস-সিরাতুল মুস্তাক্বীম (সরল পথ)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–اهدِنا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ। আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর।[৪]

৪১।আস্–সুহফা (পুস্তিকা)

এ মর্মে আল্লাহ বলেন– صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍউহা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে, যাহা উন্নত,পবিত্র।[৫]

৪২।আল্-মুতাহ্হারাহ (পবিত্র)

এ মর্মে আল্লাহ বলেন– صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ উহা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে, যাহা উন্নত,পবিত্র।[৬]

৪৩।আল-মারফু'আ (উন্নত)

এ মর্মে আল্লাহ বলেন– صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ উহা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে, যাহা উন্নত,পবিত্র।[৭]

৪৪।আল-মুকার্রামাহ (মর্যাদাসম্পন্ন, অনবদ্য)

এ মর্মে আল্লাহ বলেন– صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ উহা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে, যাহা উন্নত,পবিত্র।[৮]

৪৫। আল-উরওয়াতুল উসকা (মজবুত হাতল)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا যে তাগুতকে অস্বীকার করিবে ও আল্লাহে ঈমান আনিবে সে এমন এক হাতল ধরিবে যাহা কখনও ভাঙ্গিবে না।[৯]

৪৬।আল-আ'জব (বিস্ময়, বিস্ময়কর)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا
আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি।[১০]

৪৭।আল-ক্বাওলুল ফসল (মীমাংসাকারী /প্রভেদকারী বাণী)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে– إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ নিশ্চয়ই কুরআন মীমাংসাকারী বাণী।[১১]

৪৮।আল-মুহাইমিন (অভিভাবক, সংরক্ষক)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

---

১. আল-কুরআন. (৪১ঃ৪১)
২. আল-কুরআন. (০২ঃ১২০)
৩. আল-কুরআন. (০২ঃ৯৭)
৪. আল-কুরআন.(০১ঃ০৬)
৫. আল-কুরআন. (৮০ঃ১৩-১৪)
৬. আল-কুরআন. (৮০ঃ১৩-১৪)
৭. আল-কুরআন. (৮০ঃ১৩-১৪)
৮. আল-কুরআন. (৮০ঃ১৩-১৪)
৯. আল-কুরআন. (০২ঃ২৫৬)
১০. আল-কুরআন. (৭২ঃ০১)
১১. আল-কুরআন. (৮৬ঃ১৩)

Dhaka University Institutional Repository

আমি তোমার প্রতি সত্য সহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে।[১]

৪৯। আল-কাসাস (বর্ণনা, কাহিনী)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ নিশ্চয়ই ইহা সত্য বৃত্তান্ত ।[২]

৫০।আল-বালাগ (মহান বার্তা)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ

নিশ্চয়ই ইহাতে রহিয়াছে মহান বার্তা সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা ইবাদত করে।[৩]

৫১।আল-আমর (নির্দেশ/বিধান)

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

ইহা আল্লাহর বিধান যাহা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন।[৪]

আল-কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিচিতি ঃ-

সূরা ঃ-

আল-কুরআনের সূরা সংখ্যা-১১৪ টি। তন্মধ্যে আল-ফাতিহা প্রথম সূরা এবং আন-নাস শেষ সূরা। কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরা আল-বাকারা। এটি কুরআনের দ্বিতীয় সূরা এতে ২৮৬ টি আয়াত, ৪০টি রুকু আছে। ১০৮তম সূরা আল-কাউসার কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ০৩ টি।

কুরআনের সূরাগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

(ক) মাক্কী [৫]

(খ) মাদানী [৬]

মাক্কী ও মাদানী সূরার সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। প্রথম মত হল- মাক্কী সূরা –৮৪টি, মাদানী সূরা–৩০টি,[৭] প্রচলিত মত–মাক্কী সূরা -৮৬ টি, আর মাদানী সূরা -২৮টি, ।

আয়াত ঃ-

আল-কুরআনের আয়াত সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। এই মতভেদের কারণ– রাসূলুল্লাহ সাঃ কোন কোন সময় কিছু কিছু আয়াতের শেষে থামতেন, আবার কখনও মিলিয়ে পড়তেন। তাই কেহ কেহ সেসব আয়াতকে পৃথক ধরেছেন, কেহ কেহ মিলিয়ে হিসাব করেছেন। ফলে সংখ্যার এই তারতম্য ঘটেছে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হল- কুরআনের মোট আয়াত-৬২৩৬ টি।[৮] সূরা সমূহের শুরুতে উল্লেখিত বিসমিল্লাহকে আয়াত হিসেবে গণনা করলে আয়াত সংখ্যা হবে-৬৩৪৯ টি।

আল-কুরআনের ২য় সূরা আল-বাক্বারা এর ২৮২ নম্বর আয়াত কুরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। কুরআনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আয়াত হল সূরা আল-বাকারা এর- ২৫৫ নম্বর আয়াত যা আয়াতুল কুরসী নামে পরিচিত।

রুকু ঃ-

আল-কুরআনের রুকু সংখ্যা ৫৫৮টি । সালাতের এক রাকাআতে সাধারণত কুরআনের যতটুকু অংশ পড়া যায় ততটুকু নিয়ে গঠিত কুরআনের ছোট অনুচ্ছেদকে রুকু বলা হয়। রুকু গঠনে স্বাভাবিক অবস্থায় আলোচ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সাধারণত একটি রুকুতে কয়েকটি আয়াত থাকে ,আবার একটি আয়াতে যা পূর্ণ একটি

---

[১]. আল-কুরআন. (৫ঃ৪৮)

[২]. আল-কুরআন. (০৩ঃ৬২)

[৩]. আল-কুরআন. (২১ঃ১০৬)

[৪]. আল-কুরআন. (৬৫ঃ০৫)

[৫]. যে সকল সূরা মহানবী সা. এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে নাজিল হয়েছে সেগুলোকে মাক্কী সূরা বলা হয়।

[৬].যে সকল সূরা মহানবী সা. এর মদীনায় হিজরতের পরে নাজিল হয়েছে সেগুলোকে মাদানী সূরা বলা হয়।

[৭].ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান. কুর'আন পরিচিতি, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা ২য় সংস্করণ–১৯৯৯, পৃষ্ঠা–১৮,

[৮]. ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুর'আন পরিচিতি, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা–১৮,

Dhaka University Institutional Repository

রুকু । সকল রুকুর আয়াত সংখ্যা সমান নহে। ৭৩ নং সূরা মুযযাম্মিলের সর্বশেষ ২০ নং আয়াতটি একমাত্র রুকু, যা এক আয়াত সম্বলিত।

জুয/পারা ঃ-

আল-কুরআনের পারা/জুয সংখ্যা ৩০টি। পুরো কুরআন তিলাওয়াতের সুবিধার্থে কুরআনকে ৩০ অংশে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রতিটি অংশকে জুয বা পারা বলে। পারা ফার্সী শব্দ, যা শুধু উপমহাদেশে প্রচলিত। আরবীতে পারাকে জুয বলা হয়। পারা বা জুয বিভাজনের ক্ষেত্রে সাধারণত মোট আয়াতের উপর লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রত্যেক পারা বা জুয পরস্পর প্রায় সমান।

মানজিল ঃ-

আল-কুরআন ৭টি মানজিলে বিভক্ত। পুরো কুরআন সাতদিনে তিলওয়াতের সুবিধার্থে কুরআনকে ০৭(সাত) মানজিলে বিন্যাস করা হয়েছে।

সিজদা ঃ-

আল-কুরআনে মোট ১৪/১৫টি সিজদার আয়াত আছে। যে সকল আয়াত তিলওয়াত করলে অথবা তিলওয়াত শুনলে সিজদা করা ওয়াজিব হয় সে সকল জায়গাকে তিলওয়াতে সিজদা বলে।

নাযিলকাল/অবতরণকাল ঃ-

আল-কুরআন নাযিলের সময়কাল হচ্ছে ২৩ বছর। মক্কায় নুযূলের সময়কাল ১২ বছর ৫ মাস ২১ দিনএবং মদীনায় নুযূলের সময়কাল ১০ বছর ৬ মাস ৯ দিন।[১]

আল-কুরআনের সূরা পরিচিতি ঃ-

ক্রমিক নং	সূরার নাম	আয়াত	রুকু	মাক্কী / মাদানী	
০১	সূরা আল-ফাতিহা	০৭	০১	মাক্কী	×
০২	সূরা আল-বাক্বারা	২৮৬	৪০	×	মাদানী
০৩	সূরা আলে-এমরান	২০০	২০	×	মাদানী
০৪	সূরা আন-নিসা	১৭৬	২৪	×	মাদানী
০৫	সূরা আল-মায়িদা	১২০	১৬	×	মাদানী
০৬	সূরা আল-আনয়াম	১৬৫	২০	মাক্কী	×
০৭	সূরা আ'রাফ	২০৬	২৪	মাক্কী	×
০৮	সূরা আল-আনফাল	৭৫	১০	×	মাদানী
০৯	সূরা আত-তাওবা	১২৯	১৬	×	মাদানী
১০	সূরা ইউনুছ	১০৯	১১	মাক্কী	×
১১	সূরা হুদ	১২৩	১০	মাক্কী	×
১২	সূরা ইউসুফ	১১১	১২	মাক্কী	×
১৩	সূরা আর-রা'দ	৪৩	০৬	×	মাদানী
১৪	সূরা ইব্রাহীম	৫২	০৭	মাক্কী	×
১৫	সূরা হিজ্‌র	৯৯	০৬	মাক্কী	×
১৬	সূরা নাহল	১২৮	১৬	মাক্কী	×
১৭	সূরা বানী ইসরাইল	১১১	১২	মাক্কী	×

[১]. ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান,কুর'আন পরিচিতি, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-১৮,

Dhaka University Institutional Repository

১৮	সূরা আল-কাহাফ	১১০	১২	মাক্কী	×
১৯	সূরা মরিয়ম	৯৮	০৬	মাক্কী	×
২০	সূরা ত্বাহা	১৩৫	০৮	মাক্কী	×
২১	সূরা আম্বিয়া	১১২	০৭	মাক্কী	×
২২	সূরা আল-হাজ্জ	৭৮	১০	×	মাদানী
২৩	সূরা আল-মুমিনূন	১১৮	০৬	মাক্কী	×
২৪	সূরা আন-নূর	৬৪	০৯	×	মাদানী
২৫	সূরা আল-ফুরক্বান	৭৭	০৬	মাক্কী	×
২৬	সূরা আশ-শু'আরা	২২৭	১১	মাক্কী	×
২৭	সূরা আন-নামল	৯৩	০৭	মাক্কী	×
২৮	সূরা আল-ক্বাসাস	৮৮	০৯	মাক্কী	×
২৯	সূরা আল-আনকাবুত	৬৯	০৭	মাক্কী	×
৩০	সূরা আর-রূম	৬০	০৬	মাক্কী	×
৩১	সূরা লোকমান	৩৪	০৪	মাক্কী	×
৩২	সূরা আস-সাজদা	৩০	০৩	মাক্কী	×
৩৩	সূরা আল-আহযাব	৭৩	০৯		মাদানী
৩৪	সূরা আস-সাবা	৫৪	০৬	মাক্কী	×
৩৫	সূরা ফাতির	৪৫	০৫	মাক্কী	×
৩৬	সূরা ইয়াছিন	৮৩	০৫	মাক্কী	×
৩৭	সূরা আস্-সাফফাত	১৮২	০৫	মাক্কী	×
৩৮	সূরা আস-সাদ	৮৮	০৫	মাক্কী	×
৩৯	সূরা আজ-জুমার	৭৫	০৮	মাক্কী	×
৪০	সূরা আল-মুমিন	৮৫	০৯	মাক্কী	×
৪১	সূরা হামীম আস-সাজ্‌দা	৫৪	০৬	মাক্কী	×
৪২	সূরা আশ-শূরা	৫৩	০৫	মাক্কী	×
৪৩	সূরা আস-যুখরুফ	৮৯	০৭	মাক্কী	×
৪৪	সূরা আদ-দুখান	৫৯	০৩	মাক্কী	×
৪৫	সূরা আজ-জাছিয়া	৩৭	০৪	মাক্কী	×
৪৬	সূরা আহক্বাফ	৩৫	০৪	মাক্কী	×
৪৭	সূরা মুহাম্মাদ	৩৮	০৪	×	মাদানী
৪৮	সূরা আল-ফাত্‌হ	২৯	০৪	×	মাদানী
৪৯	সূরা আল-হুজুরাত	১৮	০২	×	মাদানী
৫০	সূরা আল-ক্বাফ	৪৫	০৩	মাক্কী	×
৫১	সূরা আজ-জারিয়াত	৬০	০৩	মাক্কী	×
৫২	সূরা আত-তুর	৪৯	০২	মাক্কী	×
৫৩	সূরা আন-নাজম	৬২	০৩	মাক্কী	×
৫৪	সূরা আল-ক্বামার	৫৫	০৩	মাক্কী	×
৫৫	সূরা আর-রাহমান	৫৮	০৩	×	মাদানী
৫৬	সূরা আল-ওয়াকিয়া	৯৬	০৩	মাক্কী	×

Dhaka University Institutional Repository

৫৭	সূরা আল-হাদীদ	২৯	০৪	×	মাদানী
৫৮	সূরা আল-মুজাদালা	২২	০৩	×	মাদানী
৫৯	সূরা আল-হাশর	২৪	০৩	×	মাদানী
৬০	সূরা আল-মুনতাহিনা	১৩	০২	×	মাদানী
৬১	সূরা আস-সাফ্ফ	১৪	০২	×	মাদানী
৬২	সূরা আল-জুমুআ	১১	০২	×	মাদানী
৬৩	সূরা আল-মুনাফেকুন	১১	০২	×	মাদানী
৬৪	সূরা আত-তাগাবুন	১৮	০২	×	মাদানী
৬৫	সূরা আত-ত্বালাক	১২	০২	×	মাদানী
৬৬	সূরা আত-তাহারীম	১২	০২	×	মাদানী
৬৭	সূরা আল-মূলক	৩০	০২	মাক্কী	×
৬৮	সূরা আল-কালাম	৫২	০২	মাক্কী	×
৬৯	সূরা আল-হাক্কা	৫২	০২	মাক্কী	×
৭০	সূরা আল-মা'য়ারিজ	৪৪	০২	মাক্কী	×
৭১	সূরা-নূহ	২৮	০২	মাক্কী	×
৭২	সূরা আল-জ্বীন	২৮	০২	মাক্কী	×
৭৩	সূরা আল-মুয্যাম্মিল	২০	০২	মাক্কী	×
৭৪	সূরা আল-মুদ্দাচ্ছির	৫৬	০২	মাক্কী	×
৭৫	সূরা আল-ক্বিয়ামা	৪০	০২	মাক্কী	×
৭৬	সূরা দাহার বা ইনসান	৩১	০২	×	মাদানী
৭৭	আল-মুরসালাত	৫০	০২	×	×
৭৮	সূরা আন-নাবা	৪০	০২	মাক্কী	×
৭৯	সূরা আন-নাযিয়াত	৪৬	০২	মাক্কী	×
৮০	সূরা আবাসা	৪২	০১	মাক্কী	×
৮১	সূরা তাকভীর	২৯	০৯	মাক্কী	×
৮২	সূরা ইনফিতার	১৯	০১	মাক্কী	×
৮৩	সূরা মুতাফফিফীন	৩৬	০১	মাক্কী	×
৮৪	সূরা ইনশিক্বাক	২৫	০১	মাক্কী	×
৮৫	সূরা আল-বুরূজ	২২	০১	মাক্কী	×
৮৬	সূরা আত-তারিক	১৭	০১	মাক্কী	×
৮৭	সূরা আল-আ'লা	১৯	০১	মাক্কী	×
৮৮	সূরা আল-গাশিয়া	২৬	০১	মাক্কী	×
৮৯	সূরা আল-ফজর	৩০	০১	মাক্কী	×
৯০	সূরা আল-বালাদ	২০	০১	মাক্কী	×
৯১	সূরা আশ-শামস	১৫	০১	মাক্কী	×
৯২	সূরা আল-লায়ল	২৯	০১	মাক্কী	×
৯৩	সূরা আদ-দোহা	১১	০১	মাক্কী	×
৯৪	সূরা ইনশিরা	০৮	০১	মাক্কী	×
৯৫	সূরা আত-ত্বীন	০৮	০১	মাক্কী	×

Dhaka University Institutional Repository

৯৬	সূরা আল-আলাক্ব	১৯	০১	মাক্কী	×
৯৭	সূরা আল-ক্বদর	০৫	০১	মাক্কী	×
৯৮	সূরা আল-বায়্যিনা	০৮	০১		মাদানী
৯৯	সূরা যিলযাল	০৮	০১	×	মাদানী
১০০	সূরা আদিয়াত	১১	০১	মাক্কী	×
১০১	সূরা আল-ক্বারিআ	১১	০১	মাক্কী	×
১০২	সূরা আত-তাকাসুর	০৮	০১	মাক্কী	×
১০৩	সূরা আল-আসর	০৩	০১	মাক্কী	×
১০৪	সূরা আল-হুমাযা	০৯	০১	মাক্কী	×
১০৫	সূরা আল-ফীল	০৫	০১	মাক্কী	×
১০৬	সূরা কুরাইশ	০৪	০১	মাক্কী	×
১০৭	সূরা মা'উন	০৭	০১	মাক্কী	×
১০৮	সূরা আল-কাউসার	০৩	০১	মাক্কী	×
১০৯	সূরা আল-কাফিরুন	০৬	০১	মাক্কী	×
১১০	সূরা আন-নসর	০৩	০১	×	মাদানী
১১১	সূরা লাহাব/মাসাদ	০৩	০১	মাক্কী	×
১১২	সূরা ইখলাস	০৪	০১	মাক্কী	
১১৩	সূরা আল-ফালাক	০৫	০১	×	মাদানী
১১৪	সূরা আন-নাস	০৬	০১	×	মাদানী
	মোট সূরা=১১৪টি,	আয়াত= ৬২৩৬টি	রুকু= ৫৫৮টি	৮৪টি	৩০টি

আল-কুরআনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ঃ-

পৃথিবীতে অনেক ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ প্রচলিত রয়েছে। অনেকেই আল-কুরআনকে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মত নিছক একটি ধর্মগ্রন্থ মনে করে, কিন্তু তা ঠিক নয়। বিভিন্ন কারণে আল-কুরআন অন্য সকল ধর্মগ্রন্থ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যে সব কারণে আল-কুরআন বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত তা নিম্নে আলোকপাত করা হল-

আল-কুরআন এমন ধর্মগ্রন্থ যা মানব রচিত নয় বরং তা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত। অন্যদিকে বাইবেল, তালমুদ, গসপেল, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদী সবই মানব রচিত। তৌরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল নামে যে সকল কিতাব আজ প্রচলিত তার সবই মানব রচিত, নাযিলকৃত আসমানী গ্রন্থ তৌরাত যাবুর ও ইঞ্জিল থেকে তা সম্পূর্ণ বিকৃত। এ গুলোর অবিকৃত নির্ভরযোগ্য কোন কপি পৃথিবীতে মজুদ নেই। তৌরাত যাবুর ও ইঞ্জিল নামে বর্তমানে প্রচলিত এ সকল মানব রচিত ধর্মগ্রন্থ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে সংশোধিত ও সংকলিত হয়েছে। কিন্তু একমাত্র আল-কুরআন আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিকৃত ও অপরিবর্তিত। একে কোন কালেই সংশোধিত বা সংযোজিত করা হয়নি ভবিষ্যতেও কখনও তার প্রয়োজন হবে না। এ ব্যাপারে কোন ধর্মগ্রন্থের সাথে আল-কুরআনের কোন তুলনা হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মরিস বুকাইলির উক্তি উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে–"ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের মধ্যে আর একটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। তা হলো, খ্রীষ্টানদের এমন কোন ধর্মগ্রন্থ নাই যার বাণীসমূহ সরাসরি ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং যে গ্রন্থে বাণীসমূহ হুবহু লিপিবদ্ধ। পক্ষান্তরে, ইসলামের কোরআন এই চরিত্রের ধর্মগ্রন্থ। অর্থাৎ এই গ্রন্থ সরাসরিভাবে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত"।[১]

[১]. মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, আখতার-উল-আলম অনূঃ, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী,৭ম সংস্করণ-১৯৯৬,পৃ-০৭,

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনে সমগ্র মানব জাতির জন্য সর্বকালের উপযোগী সার্বজনীন-চিরন্তন একটি পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে এরূপ সর্বকালের উপযোগী সার্বজনীন-চিরন্তন জীবন বিধান অনুপস্থিত। তাছাড়া পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ একটি বিশেষ জাতি-গোষ্ঠির প্রতি, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নাজিল করা হয়েছিল।মানব রচিত কোন গ্রন্থই ভুল-ত্রুটি, দোষ, সংশয় ও সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণরুপে মুক্ত নয়। কিন্তু আল-কুরআন একটি নির্ভুল এবং সকল ধরনের সংশয় ও সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণরুপে মুক্ত মহাগ্রন্থ। এমর্মে আল্লাহ ঘোষণা করেন– ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ "ইহা সেই কিতাব যাহাতে কোন সন্দেহ নেই ।"[১]

আল-কুরআন তাঁর পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সত্যতা ও স্বীকৃতি প্রদান করেছে। শুধু তাই নয়, সেগুলোর প্রতি ঈমান আনার জন্য খোদ কুরআনেই মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।এ মর্মে আল-কুরআনে বলা হয়েছে– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا-
হে মূমিনগণ ! তোমরা তাহার রাসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আন। আর কেউ আল্লাহ, তাঁহার ফেরেস্তাগণ, তাঁহার কিতাবসমূহ, তাঁহার রাসূলগণ ও আখিরাতকে অস্বীকার করিলে সে তো ভীষণ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।[২]

তাছাড়া আল-কুরআনে পূর্ববর্তী নবী-রাসূল হযরত নুহ(আঃ), ইব্রাহীম(আঃ),ইসমাইল(আঃ), ইসহাক(আঃ), ইয়াকুব(আঃ), মুসা(আঃ),ও ঈসা (আঃ) প্রমূখের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। উল্লেখিত নবীগণ সহ লুত(আঃ), হুদ(আঃ), সালেহ(আঃ), ইউসুফ(আঃ), আইয়ুব(আঃ), দাউদ(আঃ), সুলাইমান(আঃ), যাকারিয়(আঃ) ও মারিয়ম(আঃ) প্রমূখ অনেককে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে তাদের আলোচনা করেছে। নুহ(আঃ), ইব্রহীম(আঃ), হুদ(আঃ), ইউসুফ(আঃ), ইউনুস(আঃ), মরিয়ম(আঃ) প্রমূখের নামে কয়েকটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আল-কুরআন যেমন পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের স্বীকৃতি দিয়েছে তেমনি পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সত্যতার ঘোষণা দিয়েছে। এ প্রসংগে মরিস বুকাইলি বলেন–কোরআন ইতিপূর্বেকার সবকটি আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়াও কোরআন অন্যান্য পয়গাম্বর যেমন যীশু বা হযরত ঈস, হযরত মুসা, ও তাঁর পরবর্তী নবীদের এবং তাঁদের উপর নাজিলকৃত আল্লাহর বাণী সম্পর্কে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। যীশু বা হযরত ঈসাকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ মর্যাদা।.....যীশুমাতা বা হযরত মরিয়মকেও কোরআনে বিশেষ মর্যাদার আসন দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর নামানুসারের নামকরণ করা হয়েছে কোরআনের ১৯নং সূরার।[৩]

আল-কুরআন ও তাঁর বিধি-বিধান সম্পর্কিত কিছু অভিযোগ এবং তার জবাব ঃ

অমুসলিমদের একটি বড় অংশ ধারণা করে যে, কুরআন মুহাম্মাদ সাঃ রচিত,আল্লাহ কর্তৃক নাজিলকৃত ঐশী গ্রন্থ নয়। শুধু তাই নয়, তারা কুরআনের বিধি–বিধান সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ ও আপত্তি করে থাকে। যদি তাদের ধারণা সঠিক হয় তবে তারাই সফল ও সত্যপন্থী এবং মুসলমানরা অন্ধবিশ্বাসী; কিন্তু যদি তাদের ধারণা সঠিক না হয়, তবে তারা বিভ্রান্ত এবং চরম দূর্ভোগ্যজনক পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, যদি এই কুরআন আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহা প্রত্যাখ্যান কর তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে, তাহার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?[৪]

---

[১] .আল-কুরআন(০৪ঃ১৩৬)

[২] . আল-কুরআন (০৪ঃ১৩৬)

[৩] . মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, আখতার-উল-আলম অনূদিত, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-০২,

[৪] . আল-কুরআন(৪১ঃ৫২)

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন সম্পর্কে অমুসলিমদের অভিযোগ কতটুকু সত্য ও যুক্তিসংগত এ পর্যায়ে তা নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করব–

০১. খ্রিষ্টান লেখকদের মতে, হযরত মুহাম্মাদ সা. বাইবেলের অনুকরণে আল-কুরআন রচনা করেছেন ?অথবা তিনি ইহুদী, খৃষ্টান, জোরস্ত্রীয়, মিশরীয়, আর্মেনীয়, গ্রীক ও ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আল-কুরআন রচনা করেছেন?

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নাস্তিক, পৌত্তলিক, ছাড়াও ইহুদী ও খ্রীষ্টান সহ পাশ্চাত্যের অধিকাংশ অধিবাসী যাদেরকে আসমানী গ্রন্থের উত্তরসূরী ও একেশ্বরবাদী বলে গণ্য করা হয় তারা আল-কুরআনকে আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করতে চান না। তাদের ধারণা–হযরত মুহাম্মাদ সাঃ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ পড়ে তার উপর ভিত্তি করে আল-কুরআন রচনা করেছেন। এ প্রসংগে মরিস বুকাইলি বলেন-পাশ্চাত্যে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও নিরশ্বরবাদীগণ কোন রকম সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই একযোগে বলে থাকেন যে, মুহাম্মাদ বাইবেলের অনুকরণে নিজেই কুরআন লিখেছিলেন অথবা কাউকে দিয়ে লিখে নিয়েছিলেন। তারা আরও বলে থাকেন যে, কুরআনে ধর্মীয় ইতিহাসের যে সকল কাহিনী আছে তা বাইবেলের কাহিনীগুলোর পুনরাবৃত্তি মাত্র।[১]

যারা এ মন্তব্য করেন তারা তলিয়ে দেখেন না যে, বাইবেল ও কুরআনে একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বর্ণনা আছে; সুতরাং তা নকল করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এর উত্তরে মরিস বুকাইলি বলেন–"চৌদ্দশত বছর আগে আবির্ভূত হয়ে কি করে একজন মানুষের পক্ষে বাইবেলের বাণীর ভুল–ত্রুটি এমন যথাযথভাবে সংশোধন করা সম্ভব ? কিভাবে তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ নিজের জ্ঞান–বুদ্ধি মোতাবেক বাইবেল থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ বাণীসমূহ বাদ দিয়ে এমন সব বাণী ও বক্তব্য রচনা করে কোরআনে সন্নিবেশিত করা সম্ভব –যা এতদিন –এতকাল পরে কেবলমাত্র আজকের বিজ্ঞানের পরীক্ষা–নিরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারছে? সুতরাং কোরআন মোহাম্মদের (দঃ)নিজস্ব রচনা কিংবা তিনি বাইবেলের বাণী থেকে নকল করে কোরআনের বাণী তৈরী করেছিলেন বলে যে ধারণা পোষণ করা হয় – সে ধারণা আদৌ সত্য সমর্থনযোগ্য নয় । কেননা, বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কিত কোরআনের বাণী ও বর্ণনা বাইবেলের বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।[২]

মুহাম্মাদ সাঃ ইহুদী, খৃষ্টান, জোরস্ত্রীয়, মিশরীয়, আর্মেনীয়, গ্রীক ও ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আল-কুরআন রচনা করেছেন বলে যারা অভিযোগ করেন তারা এ কথা প্রমাণ করতে পারেনি –কিভাবে মুহাম্মাদ সাঃ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এরপর অভিযোগকারীরা যে প্রশ্নের সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছেন তা হল– মুহাম্মাদ সাঃ ছিলেন একজন উম্মী (নিরক্ষর) নবী, যিনি তার নিজের নামটিও লেখতে জানতেন না, তাঁর পক্ষে এত বিচিত্র জটিল উৎস থেকে চয়ন করে কুরআনের মতো মানব জীবনের সামগ্রিক বিধান ও জীবন-জগতের সকল সমস্যার মৌলিক ও প্রকৃত জবাব সম্বলিত বিশ্বের সেরা বিস্ময় একটি অনবদ্য, অতুলনীয়, নির্ভূল মহাগ্রন্থ রচনা কি করে সম্ভব হল? কিভাবেই বা এসব উৎসের সাথে তাঁর যোগাযোগ ঘটল? কুরআন বিরোধীদের এই বক্তব্য যথার্থভাবে যাচাইয়ের পর তা একেবারেই অমূলক, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হয়েছে।

কুরআন মহান আল্লাহর বাণী এ সম্পর্কে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ দারায বলেন–কোরআনে হাকীমই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষ্য দেয় যে, তা আল্লাহ তা'য়ালার রচিত। রাসূলে কারীম কখনো কোরআনের মাধ্যমে নিজের কথা বলেন নি। মহাগ্রন্থে হয় তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে নাম পুরুষে, অথবা তাঁকে প্রত্যক্ষ সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে নবী, হে রাসূল, আমি তোমার কাছে নাযিল করেছি,...এ কাজ কর ,এ কথা বল, কোরআনে হাকীমের ভাষা হচ্ছে অনুরূপ।[৩]

---

১. মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, ওসমান গনি অনূদিত, প্রীতি প্রকাশন, ১ম সংস্করণ-১৯৯৪,পৃষ্ঠা-১৭০

২. মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, আখতার-উল-আলম অনূদিত, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-২০৩,

৩. কেনেথ ডাব্লিউ মর্গান,ইসলাম ও আধুনিক চিন্তাধারা, প্রকাশকাল–১৯৬৩, পৃষ্ঠা-২৭,

Dhaka University Institutional Repository

০২. বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে জীবন সমস্যার সমাধানে চৌদ্দশত বছর পূর্বে নাজিলকৃত আল-কুরআন কি সেকেলে নয়? বর্তমান সময়ে আল-কুরআন কতটুকু উপযোগী ভূমিকা রাখতে সক্ষম ? বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রে কুরআন বিধি-বিধান প্রয়োগ করলে মানুষ কি পশ্চাৎপদ হবে না?

সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর বস্তু কখনও তার মূল্য হারায় না বা সেকেলে হয় না। বরং সত্য, সুন্দরের আবেদন সার্বজনীন ও সর্বকালব্যাপী হয়ে থাকে। হাজার বছর পূর্বে সত্য ও সুন্দরের যেমন আবেদন ছিল, হাজার বছর পরে আজও তেমনি তার মূল্য ও আবেদন আছে এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। আল-কুরআন সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রতীক। কুরআন নাজিল হয়েছে অন্যায়, অসত্য, অনাচার উৎখাত করে ন্যায়, সত্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য। মানবতার উৎকর্ষতার পথে অন্তরায় হতে পারে এবং সততা ও কল্যাণের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে এরূপ সবকিছুর দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদানের জন্য। তাই আল-কুরআনের শিক্ষা সর্বকালের, সর্বযুগের ও সকল সমাজের মানুষের উপযোগী থাকবে।

তাছাড়া আল-কুরআনে মানুষের যে স্বভাব ধর্মের কথা বলা হয়েছে এবং তা নিয়ন্ত্রণের যে মূলনীতি দেওয়া হয়েছে তা সর্বকালের উপযোগী । কাজেই এ ধরনের বক্তব্য ও মূলনীতি সংম্বলিত গ্রন্থের পুরাতন হওয়ার কোন প্রশ্নেই উঠে না। আল-কুরআনের মূলনীতির সার্বজনীন উপযোগিতার পক্ষে জর্জ বার্নাড শ বলেন–It is only religion which appears to me to prossess that assimilating capability to the Changing phase of existence can make itself appeal to every age.[1]

অর্থাৎ- আমার মনে হয় এটাই একমাত্র ধর্ম, জীবনের বিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে যার সামঞ্জস্য বিধানের সেই ক্ষমতা আছে যা প্রত্যেক যুগের উপযোগী।

০৩.আল-কুরআনে এমন অনেক বিধি-বিধান (ব্যভিচারের শাস্তি, চোরের শাস্তি)বিদ্যমান যা অমানবিক ও বর্বরীয়, বর্তমান সভ্য সমাজে তা কতটুকু উপযোগী?

ইসলাম উন্নত নৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী । ইসলাম সমাজ থেকে চুরি, ডাকাতি, হত্যা, সন্ত্রাস, অনৈতিকতা, অন্যায়, অনাচার, দূর্নীতিমুক্ত করে একটি উন্নত ও আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই ইসলাম সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণ এবং সমাজের পবিত্রতা রক্ষায় দুস্কৃতিকারী–অপরাধীদের কঠোর শাস্তির বিধান নিশ্চিত করেছে। কারণ যে কোন সমাজ থেকে অন্যায়, অনাচার ও অপরাধ মুক্ত করতে হলে সর্বসাধারণের উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার পাশাপাশি দুস্কৃতিকারী–অপরাধীদের দমনে কঠোর শাস্তি বিধান প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। যদি তা না করা হয় তবে সে সমাজ থেকে অপরাধ বন্ধ হবে না এবং এক পর্যায়ে সমাজ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে কুরআন যে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে তার অন্যতম উদ্দেশ্য সমাজ থেকে অপরাধ স্থায়ীভাবে নির্মূল করা। অপরাধের প্রতি অপরাধীর অনাগ্রহ ও ভীতি সৃষ্টি করা।

০৪.অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের মত আল-কুরআন একবারে নাজিল হল না কেন?আল-কুরআনে সাধারণত কোন একটি বিষয় একস্থানে পাওয়া যায় না। নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এর বিষয়সমূহ। একই বিষয় বিভিন্ন স্থানে আবার বিভিন্ন বিষয় একই আয়াতে সন্নিবেশিত।

কুরআনকে একবারে নাজিল না করে দীর্ঘ ২৩ বছরে ক্রমে ক্রমে নাজিলের কারণ–কুরআনের শিক্ষা মানব হৃদয়-মনে স্থায়ীভাবে গ্রেথিত করা এবং ক্রমে ক্রমে সেই শিক্ষা অনুযায়ী নৈতিক মানের উন্নয়ন ঘটানো।এছাড়া কুরআন মুখস্তকরণ, সংরক্ষণ ও সংকলন সহজভাবে সম্পন্ন করা ক্রমে ক্রমে নাজিলের অন্যতম কারণ হতে পারে । আল-কুরআন একবারে নাজিল হল না কেন?– এই প্রশ্ন কুরআন নাজিলের সময়েই কাফিররা তুলেছিল। তাদের বক্তব্য তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন–

---

[১] . রশীদুল আলম কোরআনের দর্শন, ,আয়েশা কিতাব ঘর,প্রকাশকাল-২০০২,পৃষ্ঠা–৬৬,

Dhaka University Institutional Repository

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا-

কাফিররা বলে, সমগ্র কুরআন তাহার নিকট একবার অবতীর্ণ হইল না কেন? এইভাবেই আমি অবতীর্ণ করিয়াছি তোমার হৃদয়কে উহা দ্বারা মযবুত করিবার জন্য এবং তাহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করিয়াছি।[১]

এ প্রসংগে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন- وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا

আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি খন্ড খন্ড ভাবে যাহাতে তুমি উহা মানুষের নিকট পাঠ করিতে পার ক্রমে ক্রমে এবং আমি উহা ক্রমশ অবতীর্ণ করিয়াছি।[২]

০৫. অনেকে অভিযোগ করে থাকেন–আল-কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যা অবিন্যস্ত, বিশৃংখল এর বিষয়বস্তুগত গ্রন্থনা বিক্ষিপ্ত ও সম্পূর্ণ এলোমেলো।

আহমাদ দীদাত বলেন– বিশ্বের পুরাতন ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে যেগুলো আজও বিদ্যমান তার মধ্যে পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে বিশেষ বৈশিষ্টমণ্ডিত। এর লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ প্রকৃতই অলৌকিক। সাধারণভাবে মানুষ যা কিছু বর্ণনা করে তা থেকে এর বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। স্বল্পদৃষ্টি সম্পন্ন ও বৈরীভাবাপন্ন অনেকেই এই মহাগ্রন্থকে সামঞ্জস্যহীন বা অসম্বন্ধ বলে থাকেন। এই মহাগ্রন্থের সজ্জিতকরণ রীতি অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এর কোন তুলনা নেই । এটিই এর বিশেষত্ব।[৩]

০৬.আল-কুরআন কি আদৌ আল্লাহ প্রদত্ত নাজিলকৃত আসমানী গ্রন্থ, নাকি হযরত মুহাম্মাদ সা. এর রচিত ? আল-কুরআন আসমানী গ্রন্থ এর প্রমাণ কি ?

আল-কুরআন নাজিলকৃত সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ হওয়ার প্রমাণসমূহ এবং আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও অলৌকিকত্ব ঃ

ক.আল-কুরআনের ভাষা ও সাহিত্যিক মানঃ

আল-কুরআনের সাহিত্যিক মান অতি উচ্চাঙ্গের। বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকর্মগুলো এর সাহিত্যিক মানের সামনে মধ্যাহ্নের সূর্যলোকের সামনে জোনাকির আলোর মত ম্রিয়মান। এটি গদ্যও নয়, পদ্যও নয়, বরং গদ্য ও পদ্যের মধ্যবর্তী এমন একটি অভূতপূর্ব গঠনরীতি অনুসরণ করা হয়েছে, যা ছিল আরব ভাষাবিদদের চিন্তা বহির্ভূত।এর মধ্যে রয়েছে সর্বোচ্চ মানের গদ্য সাহিত্যের সাবলীলতা এবং কাব্যিক মূর্ছনা, এ দু'য়ের অপূর্ব মিশ্রনে সৃষ্টি হয়েছে অভিনব সাহিত্য। অনুপম শব্দচয়ন, অর্থের ব্যাপকতা, বক্তব্যে ভাব-গাম্ভীর্যতা, অতি চমৎকার ভাষাশৈলী, বৈয়াকরণিক বিশুদ্ধতা ও অত্যন্ত নিখুঁত বাক্যবিন্যাস তাকে অপূর্ব সৌন্দর্য্য মন্ডিত করেছে। জালাল্'দ-দীন সুয়ূতী তার আল-ইতকান গ্রন্থে হাযিম (মিনহাজুল বূলাগা) এর বরাতে লিখেছেন যে- "কুরআনের অন্যতম মু'জিযা এই যে, এতে ভাষার সাবলীলতা ও অলংকার সর্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান। সারা কুরআন খুজেঁ কোথাও এমন একটি আয়াতও পাওয়া যাইবে না, যাহার ভাষা সাবলীল বা আলংকারিক নয়।কিন্তু কেন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, তার রচনা বা বক্তব্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র ভাষার সাবলীলতা বা অলংকার সমানভাবে বিদ্যমান।"[৪]

---

১. আল-কুরআন(২৫ঃ৩২)

২. আল-কুরআন(১৭ঃ১০৬)

৩. আহমাদ দীদাত রচনাবলি, অনুঃ ফজলে রাব্বী ও মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, ই ফা বা, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০৪, পৃ-২৮,

৪. জালাল্'দ-দীন সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, ২য় খন্ড, কায়রো সংস্করণ,পৃষ্ঠা-১১৯,

Dhaka University Institutional Repository

বাচনভঙ্গির অভিনবত্বঃ

আল-কুরআনের অনুপম বর্ণনারীতি, বাচনভঙ্গি ও অনন্য রচনাশৈলী আরব ভাষাবিদ ও অলংকারবিদদের বর্ণনারীতি হতে সম্পূর্ণ অভিনব । আয়াতের সমাপ্তি ও মিলবিন্যাস সম্পূর্ণ নতুন ধরনের । আল-কুরআনের পূর্বে অন্য কোন রচনায় যেমন এর নজির পাওয়া যায়না, তেমনি আল-কুরআনের পরবর্তী কোন গ্রন্থেও এর নমুনা পরিলক্ষিত হয় না। আরব ভাষাবিদরা আল-কুরআনের এই অভিনব ও অপূর্ব বাচনভঙ্গি প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত ও হতবাক হয়ে পড়ে।

আরবী সাহিত্যের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যরূপ ঃ

এটা একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, মুহাম্মাদ সাঃ এমন একজন নিরক্ষর লোক ছিলেন যিনি নিজের নামও লিখতে জানতেন না। এ মর্মে আল্লাহ বলেন–**وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ**

তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখ নাই যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করিবে।[১]

কাব্যচর্চা তৎকালীন আরবদের মজ্জাগত ব্যাপার হলেও এর প্রতি তাঁর কোন প্রকার ঝোঁক ছিল না। না তিনি কোনদিন একটি কবিতা লিখেছিলেন, আর না কোন কবির মেলায় গিয়েছিলেন। কোন পাঠশালায় বা কোন জ্ঞানী সংস্পর্শে গিয়ে জ্ঞানার্জনের কোন ধরনের সুযোগও তাঁর হয়নি। শুধুমাত্র ব্যবসায়িক কাজে তিনি দু'বার সিরিয়ায় কয়েকদিনের জন্য গিয়েছিলেন।এ অল্প সময়ে জ্ঞানার্জন সম্ভব নয় । জীবনের চল্লিশ বছর যিনি মক্কায়, শৈশবে অনাথ অবস্থায়, কৈশরে চাচার গৃহে মেষ চড়িয়ে, যৌবনে খাদীজার কর্মচারী হিসেবে অতিবাহিত করলেন ,জীবনে যার পক্ষে কোনদিন বই-কলম স্পর্শ করার সুযোগ হলো না। জীবনের চল্লিশতম বৎসরে সহসা একদিন তার মুখ দিয়ে এমন নির্ভূল ও অপূর্ব অলংকার সমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট বাণী উচ্চারণ হল যা আল-কুরআন নামে খ্যাত, যা আরব কবি-সাহিত্যিকদের বিস্ময়াভিভূত করে ফেলল। যার সমকক্ষ সাহিত্য পূর্বে তো ছিলই না পরেও এর সমতুল্য রচনা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি যা আরবী সাহিত্য জগতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যরূপ হিসেবে পরিগণিত হল। এটা অভাবনীয় ও অকল্পনীয়। এ প্রসংগে মরিস বুকাইলি যথার্থই বলেছেন–"সত্যি,ভাবতে অবাক লাগে,–মোহাম্মদের (দঃ) মত একজন মানুষ,–যিনি পুরোপুরিভাবেই নিরক্ষর ,–তিনি কিভাবে সমগ্র আরব্য - সাহিত্যের তুলনায় কোরআনের মত এমন একখানি শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকীর্তি রচনা করতে পারলেন?"[২] এ থেকে বুঝা যায় যে, কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত, কোন মানব রচিত নয় ।এ মর্মে কুরআন বলেছে–

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ-وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ-وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ-تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ- وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ-لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ- ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ-فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ-

নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা । ইহা কবির রচনা নহে ; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।ইহা কোন গণকের কথাও নহে, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ। সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিত , আমি অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম, এবং কাটিয়া দিতাম তাহার জীবন ধমনী, অতঃপর তোমাদের মধ্য এমন কেহই নাই যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।[৩]

খ. আল-কুরআনের সমকক্ষ রচনার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জঃ

বর্তমান কালের ইসলাম বিরোধীদের ন্যায় মক্কার কাফিররাও আল-কুরআন নাজিলকালীন সময়ে রাসূল সাঃ উপর এই মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল যে, মুহাম্মাদ সাঃ নিজেই আল-কুরআন রচনা করেছেন। তাদের এই মিথ্যা

---

[১] .আল-কুরআন(২৯ঃ৪৮)

[২] মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, আখতার-উল-আলম অনূদিত প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-১৭৩

[৩] .আল-কুরআন(৬৯ঃ ৪১-৪৭)

Dhaka University Institutional Repository

অপবাদের মোকাবেলায় আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উদ্দেশ্যে আল-কুরআন সমকক্ষ রচনার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। কাফিরদের বক্তব্যকে আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে উদ্ধৃত করেন

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ- أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ-

উহারা কি রলে , এই কুরআন তাহার নিজের রচনা ? বরং উহারা অবিশ্বাসী। উহারা যদি সত্যবাদী হয় তবে ইহার সাদৃশ্য কোন রচনা উপস্থিত করুক।[১]

কুরআনের সমতুল্য গ্রন্থ রচনা যখন সম্ভব হল না তখন আল্লাহ তাদেরকে কুরআনের সূরার মত মাত্র দশটি সূরা রচনার আহবান জানান। এই মর্মে আল্লাহর বলেন–

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"তাহারা কি বলে যে, সে ইহা নিজে রচনা করিয়াছে ? বল , তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা ইহার অনুরূপ দশটি সূরা আনায়ন কর।"[২]

কুরআনের চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে অনুরূপ দশটি সূরা রচনায় যখন তারা ব্যর্থ হল তখন বলা হল–

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ

আমি আমার বান্দাহর উপর যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিলে তোমরা উহার অনুরূপ একটি সূরা আনায়ন কর।[৩]

আরবের খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, অলংকার বিশরদ ও পণ্ডিতরা যখন কুরআনের অনুরূপ একটি সূরাও রচনা করতে সক্ষম হল না তখন মহান আল্লাহ বললেন–

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرً

বল যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনায়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় এবং তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ আনায়ন করিতে পারিবে না।[৪]

কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অদ্যাবধি কেউ এর সমমান সম্পন্ন সাহিত্য রচনা করতে সক্ষম হয়নি। এই চ্যালেঞ্জ শুধু যে ঐ সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ ছিল তাই নয়, বরং তা কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত। কুরআন অবতরণের যুগ সহ বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল জ্ঞানী-গুণী এ চ্যালেঞ্জের শামিল।

কুরআন নাজিলকালীন সময়ে আরবে বড় বড় কবি বিদ্যমান ছিল। কুরআন অনেকবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়ার পরও সমকালীন আরবের কেউই এর মোকাবেলার সাহস করেনি, বরং তারা সম্মুখে সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, তৎকালীন আরবের কবি সম্রাট লবীদ এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে বলেছিলেন-এটা মানব রচিত কোন কথা হতে পারে না। এই চ্যালেঞ্জের ১৪০০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও আজ পর্যন্ত কেউ এ ব্যাপারে সফল হতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যর আরব দেশগুলোতে আরব বংশজাত বহু ইহুদী,খৃষ্টান পরিবার আছে যাদের মধ্যেকার আরবী ভাষার বড় বড় পন্ডিত ব্যক্তিবগর্ও এর সমকক্ষ একটি আয়াত রচনা করতে সক্ষম হয়নি, আর ভবিষতেও কেউ পারবে না।

গ.আল-কুরআনে উপস্থাপিত ভবিষ্যবাণীসমূহের বাস্তবায়ন ও গায়েবী তথ্য পরিবেশন ঃ

বর্তমান আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোন্নতি সাধিত হওয়া সত্বেও ভবিষ্যত ঘটনাবলী সম্পর্কে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু আল-কুরআনে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে যা সংঘটিত হওয়ার অনেক পূর্বে মহান আল্লাহ তার রাসূল (সা)কে জানিয়ে দিয়েছেন। কুরআনে এরূপ যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ,তা ঠিক যেভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবেই যথাসময়ে সংঘটিত হয়েছে বিরুদ্ধবাদীরাও এর

---

[১] .আল-কুরআন(৫২ঃ৩৩-৩৪)

[২] .আল-কুরআন(১১ঃ১৩)

[৩] .আল-কুরআন(০২ঃ২৩)

[৪] .আল-কুরআন(১৭ঃ৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

যথার্থতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।এ প্রসংগে পারসিকদের বিরূদ্ধে রোমানদের বিজয়ের সংবাদ, বদর যুদ্ধে মুসলমাদের বিজয়ের সংবাদ, ইসলামের বিজয়ের সুসংবাদ ও রাসূল সাঃ কে হিফাজতের ওয়াদা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে পারসিকদের উপর রোমকদিগের বিজয়ের সুসংবাদ সংক্ষেপে তুলে ধরা হল ঃ

রোমক ও পারস্যের পারস্পারিক যুদ্ধে পারসিকরা ছিল অধিকতর শক্তিশালী ; রোমকরা বারবার পরাজিত হচ্ছিল। পারসিকদের উপর রোমকদের বিজয়ের কোনই সম্ভবনা ছিল না। ঠিক সে সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ-

উহারা উহাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হইবে ,কয়েক বৎসরের মধ্যেই। [১] এই ভবিষ্যদ্বাণীর অনুসারে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই রোমকরা পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করে।

ঘ. আল-কুরআনে বিশ্বজগৎ ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অত্যাধুনিক বিশুদ্ধ তথ্যাদি উপস্থাপনঃ

আল-কুরআনে অনেক জায়গায় আল্লাহ মহাকাশ, ভূমন্ডল, উদ্ভিদ, প্রাণী, জীবন ও জগৎ ইত্যাদি সম্পর্কে বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়েছেন। যে তথ্যগুলো কুরআন নাজিলের ১৪০০বছর পরে বৈজ্ঞানিকগণ নির্ভূল সত্য হিসেবে প্রমাণ বা আবিষ্কার করেছেন।এ প্রসংগে মরিস বুকাইলি যথার্থই বলেছেন–"কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিশ্বসৃষ্টি, জ্যোতিবিজ্ঞান, ভূমন্ডল গঠনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, পশুপ্রজাতি, উদ্ভিদজগৎ, এবং মানব-প্রজনন প্রভৃতি বিষয়ে এত বেশী আলোচনা রয়েছে যে, অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা, এসব বিষয়ে আলোচনায় বাইবেলের ভুলের পরিমাণ পর্বত প্রমাণ, সেখানে কোরআনের ভুলের একটিমাত্র ভুলও আমি খুঁজে পাই নাই।বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পদে পদে আমাকে থেমে যেতে হয়েছে প্রতিটি পর্যায়ে নিজেকেই আমি জিজ্ঞাসা না করে পারি নাই যে, সত্যি সত্যিই কোন মানুষ যদি এই কোরআন রচনা করে থাকেন, তাহলে সপ্তম শতাব্দীতে বসে কিভাবে তিনি জ্ঞান–বিজ্ঞানের এতসব বক্তব্য এত সঠিকভাবে রচনা করতে পারলেন? আর সে সব বক্তব্য কিভাবে আজকের যুগের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য – জ্ঞানের সাথে এতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারল।[২]

অজ্ঞতার যুগের বর্বর সমাজের একজন নিরক্ষর লোক যিনি কারও নিকট কোন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেননি তাঁর পক্ষে এরূপ অত্যাধুনিক নির্ভূল বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রদান কিরূপে সম্ভব হল? মরিস বুকাইলি যথার্থই বলেছেন– "মোহাম্মাদের (দঃ)আমলে জ্ঞান–বিজ্ঞানের যতটা উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল,–তার নিরিখে বিচার করলেও দেখা যায়,–কোরআনের বাণীতে বিজ্ঞান বিষয়ক যে সব বক্তব্য ও বর্ণনা বিদ্যমান–সে সব বৈজ্ঞানিক বিষয় আদৌ সে সময়কার কোন মানুষের রচনা হতে পারে না । সুতরাং তথ্যগত যুক্তির বিচারে এই সত্য স্বীকার করে নিতে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না যে, কোরআন অবতীর্ণ এক আসমানী কিতাব ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৩]

ঙ.আল-কুরআনে দূর্লভ প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক বিশুদ্ধ তথ্য পরিবেশনঃ

আল-কুরআনে এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায়, যা ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের, ষষ্ঠ শতাব্দীর লোকেরা যে সম্পর্কে খোঁজও রাখত না, ইহুদীদের ধর্মে এ সম্পর্কে অল্পকিছু তথ্য পাওয়া গেলেও তা ছিল ত্রুটিপূর্ণ,বিকৃত ও অতিরঞ্জিত। আবার কুরআনে এমন অনেক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়, (যার উল্লেখ না ছিল ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থে, আর না ছিল তার চর্চা আরবদের মধ্যে।) প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের এসব ঘটনা কুরআনে এমন নিখুঁত ও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যার সত্যতাকে আজ পর্যন্ত কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। বরং আধুনা প্রত্নতত্ত্ববিদদের ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহের নব নব আবিষ্কার এর সত্যতাকে আরও সন্দেহাতীত করে তুলেছে। এ প্রসংগে– আদম-হাওয়ার (আঃ) বৃত্তান্ত; নুহ (আঃ), ইবরাহিম (আঃ), ইসমাইল (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), ইউসুফ

---

[১] আল-কুরআন(৩০ঃ৩-৪)

[২] .মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, আখতার-উল-আলম অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৪-১৬৫,

[৩] .মরিস বুকাইলি,.বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, আখতার-উল-আলম অনূদিত, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৩৯,

Dhaka University Institutional Repository

(আঃ) এর ঘটনা; নমরুদ, ফিরাউন প্রসঙ্গ; আদ, সামুদ, তুব্বা ও সাবা ইত্যাদি জাতিসমূহের বৃত্তান্ত, আসহাবে কাহফ, লুকমান(আঃ), যুল-কারনায়ন, হুদ(আঃ), সালেহ(আঃ), দাউদ (আঃ), সুলয়মান(আঃ) মুসা(আঃ), যাকারিয়া(আঃ),ইয়াহিয়া(আঃ) মারিয়াম(আঃ) ও ঈসা(আঃ) প্রমূখের ঘটনাবলী উল্লেখযোগ্য। মুহাম্মাদ সাঃ একজন নিরক্ষর ব্যক্তি ছিলেন, যিনি না ছিলেন পর্যটক, না ছিলেন ইতিহাসবেত্তা, না গিয়েছিলেন কোন জ্ঞানী-গুণীর সাহচর্যে। কাজেই তাঁর পক্ষে এতসব ঘটনা এত নিখুঁত ও বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা কিভাবে সম্ভব? এসম্পর্কে আল্লাহ বলেন–وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লেখ নাই যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করিবে।[১]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন–تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا

এই সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওয়াহ্য়ির দ্বারা অবহিত করিয়াছি যাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানিত না।[২]

চ.আল-কুরআনে বহুবিদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার এবং সেগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান ঃ

আল-কুরআনে ধর্মীয়-সামাজিক বিধানাবলী ছাড়াও দর্শন, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকার, ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিক বর্ণনা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি-বিধান, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের বহুবিদ আলোচনা রয়েছে। আল-কুরআনে বহুবিদ জ্ঞানের সমারোহ ঘটলেও এদের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। কুরআনে বর্ণিত সকল জ্ঞানই নির্ভূল প্রমাণিত হয়েছে। একজন ব্যক্তির পক্ষে সর্বজ্ঞানে বিশরদ হওয়া এবং জ্ঞানের সকল শাখাই নির্ভূল তথ্য প্রদান করা অসম্ভব। একজন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে কিভাবে জ্ঞানের সকল শাখায় নির্ভূল উচ্চারণ সম্ভব হল? এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا–

তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না ? ইহা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে আসিত তবে তাহারা উহাতে অনেক অসংগতি পাইত।[৩]

এ প্রসংগে মরিস বুকাইলি বলেন–"আর কিভাবেই বা মোহাম্মাদের (দঃ) মত একজন নিরক্ষর মানুষের পক্ষে আধুনিক জ্ঞান–বিজ্ঞানের এতোসব সত্য উচ্চরণ করে যাওয়া সম্ভব হল? বিশেষত সে যুগে বসে – যে যুগে কোন মানুষের পক্ষেই বিজ্ঞানে অত বেশী উৎকর্ষ অর্জন ছিল একেবারেই অসম্ভব। শুধু কি তাই, বিজ্ঞান বিষয়ক অতসব বক্তব্য উচ্চরণে তাঁর মত নিরক্ষর মানুষের একটিবারের জন্যও সামান্যতম কোন ভুলও ঘটল না ?–এটা সত্যি আশ্চার্যজনক নয় কি?"[৪]

ছ.সর্বকালের মানব সমাজের উপযোগী সার্বজনীন, চিরন্তন আইন ও পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান প্রদানঃ

আল-কুরআন সর্বকালের মানব জাতির জন্য একটি সুসামঞ্জস্য, সার্বজনীন, স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান প্রদান করে বিশ্বের ইতিহাসে একটি মহাবিপ্লব সৃষ্টি করেছে। 'মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আখলাক-চরিত্র, ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, আর্ন্তজাতিক জীবন সহ সর্বক্ষেত্রে ও সর্বযুগের জন্য তার বিধান বিস্তৃত ও প্রযোজ্য। মানব রচিত কোন বিধানই এর মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়।'[৫] শামছুল হক আফগানী বলেন–দুনিয়ার যে কোন আইন বা বিধান তা কোন ব্যক্তির রচিতই হউক, কোন জামাত বা পার্লামেন্টে রচিতই হউক; দেশ, কাল ও জাতি নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানভাবে তা চলতে পারে না। যুগ, জনগোষ্ঠী বা আঞ্চলিক ব্যবধানের দরূন তার মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা এই আইনের মূল উৎস মানুষের

---

১. আল-কুরআন (২৯ঃ৪৮)

২. আল-কুরআন (১১ঃ৪৯)

৩ . আল-কুরআন(০৪ঃ৮২)

৪. মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, আখতার-উল-আলম অনূদিত, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-১৭৩,

৫. রশীদ রিদা,তাফসীরুল মানার, ১ম খন্ড,২য় সংস্কার, দারুল ফিকর, বৈরুত,পৃঃ-২০৬,

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান। আর মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। স্থান ও কাল নির্বিশেষে তার দৃষ্টি সমভাবে প্রসারিত নয়।এইজন্য আমরা দেখতে পাই, দুনিয়ার প্রতিটি পার্লামেন্ট প্রতি বছর আইন-কানুনের পরিবর্তন-পরিবর্ধনের এবং বদ-বদলের ধারা লেগেই রয়েছে। আর কুরআনের আইন-কানুন যিনি প্রচার করলেন সেই পয়গাম্বর ছিলেন একজন উম্মী । তিনি কোন স্কুল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন না। তদানীন্তন গোট আরব দেশেই কোন স্কুল, কলেজ বা লাইব্রেরীর অস্তিত্ব ছিল না। মানুষের রাষ্ট্র, সমাজ বা ব্যক্তি জীবনে প্রয়োগ করার মত আইন প্রয়োগকারী কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব তখন কেউ কল্পনা করতো না । কিন্তু দেখা গেছে যে, মুসলিম জাতির বিজয় অভিযানের পর মরক্কো থেকে শুরু করে চীনের দেয়াল পর্যন্ত বিশাল ভূভাগে শত শত বর্ষব্যাপী এর আইন অনুসৃত হয়ে আসছে। কোন সময়েই এতে কো প্রকার রদবদলের প্রয়োজন দেখা দেয়নি। .....ডক্টর আসওয়েল জনসন বলেন–'কুরআনের প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধানগুলো এতই কার্যকরী এবং সর্বকালের জন্য উপযোগী যে, সর্বকালের সকল দাবী পূরণ করতে তা সক্ষম।'[১]

জ. সর্বোৎকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থা উপহারঃ

আল-কুরআন মানব জাতির জন্য শুধুমাত্র একটি সুসামঞ্জস্য, সার্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের ফরমূলা প্রদান করেনি বরং সে জীবন বিধানের আলোকে বাস্তবে একটি সর্বোৎকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। আল-কুরআনের মূলনীতির আলোকে মুহাম্মাদ সাঃ সেই কল্যাণকর সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন যা অধঃপতিত আরব জাতিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেন। মুফতী মুহাম্মদ শফী বলেন–কুরআন এমন একখানি কিতাব যাহাতে রহিয়াছে প্রাচীন ও নব্যযুগের নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাবেশ এবং ব্যক্তি জীবন হইতে শুরু করিয়া সমাজ জীবন পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারে সর্বোত্তম পন্থার নির্দেশ, মানবের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার উত্তম ব্যবস্থা এবং গৃহস্থলী হইতে রাষ্ট্রপরিচালনা পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যাপারের সর্বোত্তম নির্দেশনাবলী।[২]

ঝ. আল-কুরআনের অসাধারণ প্রভাবঃ.

মূর্তিপূজা,পাথরপূজা, বৃক্ষপূজা, কন্যা সন্তানের জীবন্ত সমাধি, বিমাতা বিবাহ, অবৈধ যৌনাচার, মদ, জুয়া, দাসপ্রথা, সবল কর্তৃক দুর্বল নির্যাতন, গোত্রে গোত্রে কলহ ও যুদ্ধ সহ হাজার রকমের অনাচার যখন আরবদের ভয়ানকভাবে গ্রাস করেছিল; অসভ্যতা, বর্বরতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতায় আরব জাতি যখন অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌছে গিয়েছিল, তখন হযরত মুহাম্মাদ সাঃ আল-কুরআনের শিক্ষার পরশে অতি স্বল্পসময়ে অসভ্য, বর্বর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব জাতির সামগ্রিক জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন মানব সভ্যতার ইতিহাসে তা এক যুগান্তকারী বিরল ঘটনা। মূলতঃ কুরআনের বিপ্লবাত্মক শিক্ষার প্রভাবেই চরম অসভ্য আরবরা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুসভ্য ও শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হন।

কোন ধর্মই এ পর্যন্ত তার অনুসারীদের এত বিপুল পরিমাণে নবজীবন দান করেনি–যে জীবন মানবজাতির ক্রিয়াকলাপের সকল বিভাগকে প্রভাবিত করেছে। ব্যক্তি, পরিবার , জাতিসমূহ এবং দেশের রূপান্তর ঘটিয়েছে, বস্তুগত, নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক জাগরণ এনে দিয়েছে। কুরআন স্বল্পকালের মধ্যে মানবতাকে অধঃপতনের অতলান্ত থেকে সভ্যতার সুউচ্চ শিখরে উন্নীত করেছিল যেখানে বহু শতাব্দীর সংস্কারমূলক কাজ নিষ্ফল প্রমাণিত হয়।

কোরআন শরীফের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব জগতের ইতিহাসে এক পরম বিস্ময়। জগতের ইতিহাসে একখানা গ্রন্থ যে এত বিপুল পরিবর্তন আনায়ন করতে পারে তার তুলনা নেই। একটি জাতির জীবনে তেইশ বৎসর অতি সামান্য সময় । এই অল্প পরিসর সময়ে একটি বিচ্ছিন্ন , বিক্ষিপ্ত, কলহপরায়ণ জাতি তৌহিদের স্পর্শে বলীয়ান হয়ে জীবন ও জগতের রহস্য উদঘাটনে ব্রতী হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই জাতি কোরআনের শিক্ষার জাদু স্পর্শে বিশ্বের বুক থেকে অন্ধকার নিরসন করে , সেখানে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছে । ইসলামী সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের

---

[১] কোরআন পরিচিতি, সম্পাদনা-মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স,ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৯২, পৃ-০৪-০৫,

[২] কোরআন পরিচিতি, সম্পাদনা-মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭-১৮,

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসে যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে স্পৃহা জাগিয়ে দিয়েছে তা কোরআনের শিক্ষারই পরিণতি।[১]

ঞ. আল-কুরআনের সুর, ছন্দ, মোহনীয় আকর্ষণ শক্তি ও সুমিষ্টতা ঃ

আল-কুরআনের তেলাওয়াতে এক চমৎকার সুর ঝংঙ্কার ও মোহনীয় সুরমাধুরী আরবী ভাষা-ভাষীসহ অন্য ভাষার শ্রোতাদের মন-মগজকে মোহিত করে তুলে। এর তেলাওয়াতের সুরের মূর্ছনা শ্রোতার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কুরআন ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোন গ্রন্থের তেলাওয়াত বা পাঠের সুর এরূপ চমৎকার ও মনোমুগ্ধকর বলে লক্ষ্য করা যায় না। এটা কুরআনের একক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

ট. পুনঃপুনঃ তেলাওয়াতে স্বাদ ও বিরক্তিহীনতা ঃ

কোন রচনা যত বিখ্যাত, যত সাবলীল ও অলংকারপূর্ণই হোক না কেন মানুষ একবার, দু'বার, তিনবার পাঠ অথবা শুনার পর তা আর পাঠ বা শুনার জন্য আগ্রহী হয় না, বরং তার প্রতি একধরনের বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু পৃথিবীতে আল-কুরআন এর একমাত্র ব্যতিক্রম, যা বারবার পাঠ অথবা শ্রবণে এক ধরণের নূতন আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করা যায়। 'চিন্তা–দুর্ভাবনা দূরীকরণের ক্ষেত্রে আল-কুরআন এমন একটি ফলদায়ক গ্রন্থ, যাহা মনোযোগ ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে সকল চিন্তা বা অস্থিরতা হইতে লাভ করিয়া হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করা যায়।'[২]

ঠ. আল-কুরআনের নির্ভুলতা সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জঃ

পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থ পাওয়া যাবে না সম্পূর্ণ নির্ভুল বরং প্রতিটি গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক তার রচনায় ভুল-ত্রুটি থাকলে তা সংশোধনে সকলের সহযোগিতা চান। কিন্ত আল-কুরআন এমন এক মহাগ্রন্থ যা যাবতীয় ভুল-ত্রুটি, দুর্বলতা, সন্দেহ-সংশয় হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এতে বহুবিদ জ্ঞানের সমাহার ঘটলেও তার সবগুলোই নির্ভুল ও যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত। আল-কুরআন তার নির্ভুলতা ও সংশয়-সন্দেহহীনতা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে ঘোষণা দিয়েছে ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ "ইহা সেই কিতাব যাহাতে কোন সন্দেহ নেই ।"[৩]

ড. কুরআন ও হাদীসের ভাষা–সাহিত্যিক মানগত পার্থক্যঃ

কুরআন ও হাদীসের ভাষা-সাহিত্যগত মান তুলনামূলক বিচার করলে বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। কুরআনের সাহিত্যরীতি রাসূল সা. এর বর্ণনাভংগী অথবা সাধারণ মানুষের রচনাশৈলী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাহিত্যের বিচারে কুরআন ও হাদীসের ভাষা-সাহিত্যিক মানের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য দেখা যায় না। যদি মুহাম্মাদ সা. কুরআন রচনা করতেন তাহলে কুরআন ও হাদীসের ভাষা-সাহিত্যগত মান কাছাকাছি হত।এ প্রসংগে মরিস বুকাইলি বলেন– "কোরআন ও হাদীসের বিজ্ঞান সংক্রান্ত বাণীর মধ্যে যখন তুলনামূলক বিচার–বিশ্লেষণ করা করা হয়, তখন দেখা যায়, কোরআনের বর্ণনার সাথে হাদীসের বর্ণনার পার্থক্য দুরন্ত। অথচ হাদীস হচ্ছে মোহাম্মাদেরই(দঃ)বাণী। কোন কোন হাদীসের বক্তব্যে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের যর্থার্থতা ও প্রামাণিকতা খুবই অস্পষ্ট। পক্ষান্তরে, কোরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক বর্ণনা সুস্পষ্ট এবং আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারেও সেসব সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতারাং কোরআন ও হাদীসের বাণীর মধ্যে বিরাজমান স্বভাবিক এই পার্থক্যের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, হাদীস মোহাম্মাদের(দঃ) ব্যক্তিগত বাণী ও বক্তব্য হলেও –কোরআন আদৌ মোহাম্মাদের (দঃ) নিজস্ব ও ব্যক্তিগত বাণী নয়: এ বাণী নিঃসন্দেহে ঐশীবাণী। অন্য কথায় : কোরআন ও হাদীস মোহাম্মাদের (দঃ) নিজস্ব রচনা অর্থাৎ উভয়ের উৎস এক ও অভিন্ন –এই ধারণা ও প্রচারণা আদৌ ধোপে টেকে না।"[৪]

---

[১]. রশীদুল আলম, কোরআনের দর্শন,প্রাগুক্ত, পৃ-৬৮

[২].কুরআন পরিচিতি, ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ই ফা বা, প্রকাশকাল-১৯৯৫, পৃ-২৬২

[৩] .**আল-কুরআন(০২ঃ০২)**

[৪] . মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, আখতার-উল-আলম অনূদিত, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৩৯,

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরও বলেন– "আসমানী কিতাব কোরআনের বাণী থেকে হাদীসে বর্ণিত বক্তব্যসমূহ সম্পূর্ণ আলাদা। ..... একটা কথা না বলে পারছি না যে, কোরআনের বাণী আর হাদীসের মধ্যে এই যে পার্থক্য, তা সত্যি বিস্ময়কর।"[১]

ঢ.আল-কুরআন অভিনব সংরক্ষণ (হেফাজত) ব্যবস্থাঃ

আল-কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে চৌদ্দশত বছর পর আজও তা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত থাকবে। ভাষার অলংকার ও সাবলীলতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত উন্নতিই হোন না কেন কুরআনের বাণীর কোন ধরণের দুর্বলতা অনুভূত হবে না। কুরআন অবতীর্ণের শুরু থেকে লিখন ও মুখস্তের মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করা হয়। রাসূল সাঃ যুগ থেকে শুরু করে যুগে যুগে লাখ লাখ হাফিজ মুখস্থ করণের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ করে। মুদ্রন যন্ত্রের আবিস্কারের পরও মুদ্রন পদ্ধতিতে কুরআন ছাপানোর ব্যবস্থা থাকার পরও লাখ লাখ হাফিজ মুখস্থ করণের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ করেছে। বর্তমান বিশ্বে কুরআনের প্রায় ০২ (দুই)কোটি হাফেজ বিদ্যমান। অথচ পৃথিবীতে অন্য কোন গ্রন্থ তো দুরের কথা কোন ধর্মগ্রন্থও এরূপভাবে সংরক্ষিত নয়। কুরআনের এই অভিনব সংরক্ষণ ব্যবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ– আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং অবশ্য আমিই উহার সংরক্ষক।[২]

ণ. আল-কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিতগ্রন্থ ঃ

আল-কুরআন পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসে সর্বাধিক পঠিত মহাগ্রন্থ। মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচওয়াক্ত নামাজে বাধ্যতামূলকভাবে এবং নামাজের বাইরেও কুরআন তেলওয়াত করে থাকে। বিভিন্ন দেশে সূর্যের উদয়-অস্তের পার্থক্য থাকায় দেশে দেশে নামাজের সময় আবর্তিত হয়। ফলে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর কোথাও না কোথাও নামাজে কুরআন তেলওয়াত হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে এক মুহূর্তের জন্য কুরআন তেলওয়াত বন্ধ থাকছে না। অধিকন্তু, প্রতিবছর রামজান মাসে খতমে তারাবীহ নামাজের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বার পুরা কুরআন তেলওয়াত হচ্ছে। নামাজের বাইরেও ব্যক্তি পর্যায়ে ও বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র লক্ষ লক্ষ মুসলিম কুরআন তেলওয়াত করছে। পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ পাওয়া যাবে না, যা এত ব্যাপকভাবে প্রতিনিয়ত সর্বত্র পঠিত হয়। বস্তুত এটি কুরআনের অন্যতম মুজিজা।

আল-কুরআন সংরক্ষণ ও একত্রকরণ ঃ

আল-কুরআন নাজিলের শুরু থেকেই লিখিত ও মুখস্থকরণের মাধ্যমের সংরক্ষিত হয়। কোন আয়াত নাজিল হলে রাসূলুল্লাহ সাঃ তা পাঠ করে শুনাতেন এবং তাঁর সাহাবীদের তা পাঠ করে শুনাতে বলতেন। এভাবে মুখস্থ হয়ে যেত। এরপর নাজিলকৃত আয়াত কাতেবে ওহী (সম্মানিত লেখকদের) দ্বারা লিখে রাখতেন। এমনকি রাসূল সাঃ এর মদীনা হিযরতের সংকটাপন্ন সময়ে অন্যতম কাতেবে ওহী আবুবকর সিদ্দীক(রাঃ) দোয়াত, কলম ও লিখার উপকরণ সংগে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাঃ এর দরবারে এরূপ ৪২জন কাতিব ছিল, যারা ওহী নাযিল হলে তাঁর নির্দেশে তা লিখে রাখতেন।এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন– যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ), আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ),উমার ফারুক (রাঃ), উছমান (রাঃ), আলী (রাঃ), যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ),উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)। অনুরূপভাবে কুরআন নাজিলকালীন সময়ে কুরআনের হাফিজ সংখ্যাও ছিল অনেক। এর প্রমাণ বি'র মাউনের ঘটনায় ৭৭ জন হাফিজ শহীদ হন, পরবর্তীতে ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ জনের হাফিজ শহীদ হন। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাঃ কাতিবদের লেখনীর মাধ্যমে এবং হাফিজদের মুখস্তকরণের মাধ্যমে কুরআন দুনিয়ায় রেখে যান। তিনি যেভাবে বিন্যস্ত করে গেছেন তা ক্বারীদের স্মৃতিতে ছিল। কিন্তু কাতিবরা যা লিপিবদ্ধ করেছিল তা একস্থানে একত্র ছিল না।

---

[১]. মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, আখতার-উল-আলম অনূদিত, প্রাগুক্তপৃষ্ঠা-১৭৩,

[২]. আল-কুরআন(১৫ঃ০৯)

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল সাঃ এর ওফাতের ০৬ মাস পর ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফিজ শহীদ হলে উমার রাঃ এর পরামর্শে খলীফা আবু বকর রাঃ গ্রন্থকারে কুরআন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) কে দায়িত্ব দিলে তিনি রাসূলুল্লাহর সাঃ তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ করা কুরআনের বিভিন্ন অংশ সংগ্রহ করে হাফিজদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত কুরআনের সাথে মিলিয়ে একটি প্রণিধানযোগ্য স্ট্যান্ডার্ড কপি তৈরী করেন। সূরা তাওবার শেষাংশ লিখিত আকারে করো কাছে না পাওয়ার কারণে তিনি তা মাসহাফে অন্তর্ভূক্ত করতে পারছিলেন না। যদিও তা তিনি এবং তাঁর ন্যায় আরোও অনেকে উক্ত অংশ স্মৃতিতে ধারণ করেছিল,তবুও লিখিত কপি না পাওয়া পর্যন্ত তা মাসহাফে অন্তর্ভূক্ত করেননি। পরে তা আবু খুযাইমা রাঃ থেকে পাওয়া গেলে মাসহাফে অন্তর্ভূক্ত করেন। এভাবে তিনি যে মাসহাফ তৈরী করেন তা সর্বদিক দিয়ে নির্ভূল ও রাসূলুল্লাহ সাঃ কর্তৃক বিন্যস্ত কুরআন। এতে কোন ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন করা হয়নি।

খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগে অনারব দেশসমূহে ইসলাম ছড়িয়ে পড়লে নবদীক্ষিত অনারব মুসলিমদের জন্য কুরআন পাঠে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে ওসমান রাঃ এর খিলাফতকালে হুযায়ফা রাঃ আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের এলাকার এক অভিযান থেকে ফিরে এসে সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে কুরআন পাঠের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উল্লেখ্য যে, রাসূল সাঃ তাঁর জীবদ্দশায় কুরাইশী ভাষা ছাড়াও আরবের কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন তেলাওয়াতের সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাগুলোর উচ্চারণে পার্থক্য থাকায় কুরআন তেলাওয়াতে উচ্চারণে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। ইসলাম প্রসারের ফলে কিছু অনারব দেশে আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন তেলাওয়াতের চর্চা শুরু হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াতে এক ধরণের উচ্চারণ বিকৃতি ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। বিষয়টি ওসমান রাঃ এর দৃষ্টি গোচর হওয়ার পর তিনি উপস্থিত সাহাবীদের পরামর্শ ভিত্তিতে আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন তেলাওয়াতে নিষিদ্ধ করেন এবং আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত কুরআনের কপি পুড়ে ফেলেন এবং একমাত্র কুরাইশী ভাষায়, যে ভাষায় কুরআন নাজিল হয় শুধু তাতে কুরআন তেলওয়াতের সিদ্ধান্ত জারি করেন। এরপর ওসমান রাঃ আবু বকর রাঃ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'মাসহাফ' যা হাফসা রাঃ এর নিকটে রক্ষিত ছিল তা সংগ্রহ করে তার হুবহু কয়েকটি কপি নকল করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এভাবে ওসমান রাঃ কুরআনকে স্থায়ীভাবে হেফাজতের ব্যবস্থা করেন।

আল-কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

স্মরণাতীত কাল হতে পয়গাম্বরদের উপর যে সব কিতাব নাযিল হয়েছে তার অধিকাংশই এখন দুস্প্রাপ্য। যে অল্প কয়েকখানা পাওয়া যায় তাও তার মূল ভাষায় নয়। আর মূল ভাষা হতে যখন কোন গ্রন্থকে অনুবাদ করা হয়, তখন তা অনুবাদ গ্রন্থ, আসল গ্রন্থ নয়। বিশেষ করে মহান আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাবের ভাষা স্বয়ং আল্লাহরই। সুতরাং আল্লাহর কিতাব যখন ভাষান্তরিত হয় , তখন আর তা আল্লাহর কিতাব থাকে না, বরং তা আল্লাহর কিতাবের অনুবাদ। আর অনুবাদ গ্রন্থের ভাষা অনুবাদকের, আল্লাহর নয়।

তাছাড়া ঐ সমস্ত গ্রন্থ যে পরিবর্তন মুক্ত নয় তা তাদের বিজ্ঞ অনুসারীদের অনেকেই স্বীকার করেছেন। কেননা সে যুগে না ছিল আজকের মত কাগজ, আর না ছিল আজকের মত ছাপাখানা। ফলে বৃক্ষপত্র, কাষ্ঠফলক , মসৃণ পাথর -প্লেট অথবা পাতলা চামড়ায় উহা লিখে রাখা হত এবং উহার অতিরিক্ত কপি করা অসম্ভব বিধায় পাদরী-পুরোহিতদের কাছে উহার এক আধ কপি তাদের কেন্দ্রীয় উপসানালয়ে রক্ষিত হত। আর যখনই প্রতিদ্বন্দ্বী কোন কোন জাতি তাদের রাজধানী কিংবা নগর আক্রমণ করত, তখন তাদের ধর্মগ্রন্থ ও উপসনালয়ই হত বিজয়ী জাতির আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য স্থল।[১]

ইসলামের অভ্যুত্থানের পূর্বে এভাবে বহুবার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি কর্তৃক ইহুদী ও খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। অধুনা একখানা পূর্ণাঙ্গ তাওরাত কিংবা ইঞ্জিল তার মূল ভাষায় পাওয়া সাধারণভাবে অসম্ভব।

---

[১]. আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, মহাগন্থ আল-কোরআন কি ও কেন?,খেলাফত পাবলিকেশন্স,একাদশ প্রকাশ-২০০৪,পৃ-৫২-৫৩,

Dhaka University Institutional Repository

ওল্ডটেষ্টামেন্ট (তাওরাত বা যাবুর) অনেকবারই ধ্বংসের পর বিভিন্ন ব্যক্তির মৌখিক বর্ণনা এবং বিক্ষিপ্ত লিপির অংশ বিশেষ সংগ্রহ করে তার উপর ভিত্তি করে নতুন কপি তৈরী করা হয়। ফলে আল্লাহ কর্তৃক নাজিলকৃত আসমানী গ্রন্থ হিসেবে তা মৌলিক ও অবিকৃত থাকেনি। এ প্রসংগে মরিস বুকাইলি বলেন– ওল্ডটেষ্টামেন্ট বিভিন্ন দৈর্ঘ্য, আকার ও প্রকারের রচনার একটি সংকলন।মৌখিক প্রবাদের ভিত্তিতে এগুলি নয় শতাধিক বছর যাবত বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে। এরপর বিভিন্ন সময়ে, বহুদিন পরপর কোন ঘটনার ভিত্তিতে অথবা কোন বিশেষ প্রয়োজনবশত অনেক রচনাই সংশোধন ও সম্পূর্ণ হয়েছে।..... ওল্ডটেষ্টামেন্টের রচনাবলীর মধ্যে ওহী মিশ্রিত ছিল বলে বিশ্বাস করার কারণ আছে। কিন্তু এখন গ্রন্থখানি আমরা যে অবস্থায় পেয়েছি, তাতে সেই অহী আর অবশিষ্ট আছে কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ আমরা দেখেছি বর্ণনা অনেকবার রদবদল হয়েছে এবং অনেক লেখকই হস্তক্ষেপ করেছেন। সুতরাং সহজেই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ পরিবেশে, পরিস্থিতি ও পছন্দ অনুসারে যা ভাল মনে করেছেন, শুধু সেইটুকুই অবশিষ্ট রেখেছেন এখন আমাদের পর্যন্ত শুধু সেইটুকুই এসেছে।..... পেন্টাটিউক বা তৌরাতের মূল রচনা পরীক্ষা করে দেখলে অতি সহজেই মানুষের হাতের কাজ বলে ধরা যায়। ইহুদী জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন আমলের মৌখিক কাহিনী, কিংবদন্তি এবং পুরুষানুক্রমে রক্ষিত রচনার ভিত্তিতে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে।[১]

নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে আমাদের স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকে না যে, বাইবেলের যে পাঠ এখন আমাদের সামনে আছে, তার সাঙ্গে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই। এ অবস্থায় আমাদের নিজের কাছেই প্রশ্ন করতে হয় যে, আল্লাহর পক্ষে সত্য ছাড়া আর কিছু নাযিল করা কি আদৌ সম্ভব? এমন কিছু ধারণা করাও অসম্ভব যে, আল্লাহ মানুষকে যা জানিয়ে দিয়েছেন, তা কেবল অবাস্তবই নয়, পরস্পর বিরোধীও বটে। সুতরাং আমরা স্বভাবতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বাইবেলের মূল পাঠে বিকৃতি ঘটেছে এবং বিকৃতি মানুষের দ্বারাই ঘটেছে। মুখে মুখে এক পুরুষ থেকে এক পুরুষে আসার সময়, অথবা লিখিত হয়ে যাওয়ার পর তা নকল বা সম্পাদনা করার সময় এ বিকৃতি ঘটেছে। [২]

হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ বেদ বৈদিক যুগের অনেক পরে মহাভারতীয় যুগে (কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময়) বেদব্যাস মুনি কর্তৃক সঙ্কলিত হয়। পাশ্চাত্য পন্ডিতদের মতে– বেদ যীশু খৃষ্টের জন্মের মাত্র সাত কি আটশত বছর পূর্বের রচনা। অনুরূপভাবে বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের তৃতীয় পিটকখানা বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় দুইশত বছর পর মহামতি অশোকের নেতৃত্বে লিপিবদ্ধ করা হয় । প্রথম ও দ্বিতীয় পিটকদ্বয়ও বুদ্ধের মৃত্যুর পরে সংকলিত হয়।[৩]

অনুরূপভাবে পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ জিন্দাবেস্তা গরুর চামড়ায় সোনালী কালিতে লিখে পারসিকদের রাজধানী পার্সেপলিসের বিখ্যাত লাইব্রেরীতে রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার যখন উক্ত রাজধানী দখল করে পুড়িয়ে দেন তখন উক্ত পবিত্র জেন্দাবেস্তা গ্রন্থটিও পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়।

অধিকন্তু,নাজিলের শুরু থেকেই আল-কুরআন লিখিত ও মুখস্থকরণের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়। কুরআন হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং মহান আল্লাহ গ্রহণ করেন, এ ঘোষণা কুরআন নাজিলের প্রাথমিক স্তরে একটি মাক্কী সূরাতে পাই। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং অবশ্য আমিই উহার সংরক্ষক।[৪]

ওহী নাজিলের প্রথম দিকে জিবরাইল আঃ যখন রাসূল সাঃ এর কাছে উপস্থিত হয়ে ওহী পাঠ করে শুনাতেন, তখন রাসূল সাঃ জিবরাইলের আঃ সাথে ব্যস্ততার সাথে তা পাঠ করতে থাকতেন, যাতে তা দ্রুত মুখস্ত হয় এবং কোন অংশ বাদ না পড়ে। রাসূল সাঃ কে তখন আশ্বস্ত করে মহান আল্লাহ নাজিল করেন–

---

[১]. মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, ওসমান গনি অনূদিত, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-২২,২৫,২৮;

[২]. মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, ওসমান গনি অনূদিত, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৪৮,

[৩]. আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ , মহাগন্থ আল-কোরআন কি ও কেন? প্রাগুক্ত, পৃ-৫৪-৫৫,

[৪]. আল-কুরআন (১৫ঃ০৯)

Dhaka University Institutional Repository

لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ - إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ব করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা উহার সহিত সঞ্চালন করিও না। ইহা সংরক্ষণও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমারই।[১]

তাছাড়া অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ যে সব ভাষায় নাজিল বা লিপিবদ্ধ হয়েছে সেসব ভাষার প্রচলন বর্তমান পৃথিবীতে নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে যে মূল আরবী ভাষায় কোরআন মহানবী সা. এর প্রতি নাজিল হয়েছে, আজ চৌদ্দশত বছর পরও কোরআনের সে ভাষা না পুরান হয়েছে ; না পরিত্যক্ত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক কৌতুহলের বহু বিষয় কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে এবং কোরআনের বাণীসমূহ বাইবেলের বাণীর তুলনায় পুরোপুরি নির্ভুল। বাইবেলে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বক্তব্য কম–মাত্র কিছু সংখ্যক ; কিন্তু সেগুলি বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী পক্ষান্তরে, বিজ্ঞান–সংক্রান্ত বক্তব্য কুরআনে প্রচুর তার সবগুলিই সত্যভিত্তিক। বস্তুত, কোরআনে বিজ্ঞান–সংক্রান্ত একটি বক্তব্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না –যেটি বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী।[২]

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের মানদন্ড হিসেবে আল-কুরআন ঃ

পৃথিবীতে বহু মতবাদ ও মতাদর্শ রয়েছে। যেগুলো মানবতার উন্নতি ও কল্যাণের জন্য বড় বড় শ্লোগান দেয়। কিন্তু ঐ সকল মানবীয় মতবাদ বৈষয়িক কিছু ক্ষেত্রে সামান্য উন্নতি-সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারলেও সামগ্রিকভাবে মানুষের কল্যাণ, শান্তি, নিরাপত্তা নিশ্চিত ও উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং এগুলোর মাধ্যমে মানব জাতির মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া এসব মানব রচিত মতবাদ ও মতাদর্শে সমগ্র মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান অনুপস্থিত। অধিকন্তু, এসব মতবাদে বহুবিদ ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ভরপুর। একারণে অনেক মতবাদ কালের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন–

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ

যদি তুমি অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। তাহারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে , আর শুধু অনুমান ভিত্তিক কথা বলে।[৩]

পক্ষান্তরে, আল-কুরআনে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের উপর মৌলিক দিক নির্দেশনা দিয়ে একটি সার্বজনীন পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যাবস্থা প্রদান করা হয়েছে। আল-কুরআন শুধু সূত্র আকারে জীবন বিধান দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং বাস্তবেক্ষেত্রে এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, জাহেলী যুগে আরব সমাজের মানুষ ছিল চরম অসভ্য, বর্বর, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা মূর্তি পূজা, প্রকৃতি পূজা, বিভিন্ন কুসংস্কার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা-লুণ্ঠন, কন্যা সন্তানের জীবিত কবর, দূর্বলের প্রতি সবলের অন্যায়-অবিচার, নির্দয়তা, মদ-জুয়া, অশ্লীলতা-ব্যভিচার, অনাচার-পাপাচার ও নৈতিক অধঃপতনের মাধ্যমে তাদের সমাজকে ভয়ানকভাবে কলুষিত ও বিপর্যস্ত করেছিল। আরবরা নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সীমা অতিক্রম করে পৃথিবীর একটি নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছিল। আরব ভূখন্ড ছাড়াও সমকালীন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতির মধ্যেও নৈতিক অধঃপতন, বিভিন্ন অনাচার ও অবক্ষয় মারাত্মকভাবে গ্রাস করেছিল। এই চরম ক্রান্তিলগ্নে সংকটাপন্ন বিশ্ববাসীর জন্য মহান আল্লাহ আরব ভূখন্ডে হযরত মুহাম্মাদ সা. কে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর প্রতি নাজিল করলেন সর্বশেষ আসমানী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন।

মহামূল্যবান পরশমনি আল-কুরআনের সংস্পর্শে ও মুহাম্মাদ সাঃ এর সাহচর্যে এসে চরম বর্বর, উশৃঙ্খল, অসভ্য, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব জাতি মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়। উন্নত

---

[১]. আল-কুরআন (৭৫ঃ১৬-১৭)

[২]. মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, আখতার-উল-আলম অনূদিত, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-০৮,

[৩].আল-কুরআন(০৬ঃ১১৬)

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক মূল্যবোধ, চারিত্রিক মাধুর্যতা, সাম্য, সামাজিক সুবিচার, ন্যায়পরায়নতা, উদারতা, ভ্রাতৃত্ব, সুসভ্য-সুশৃঙ্খল জাতি, আদর্শ-কল্যাণকর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে তারা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যয়ের সূচনা করে। শুধু তাই নয়, আল-কুরআনের অনুপম আদর্শের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ ভূখন্ডের মানুষের হৃদয়-মন জয় করে দীর্ঘকাল পৃথিবীর নেতৃত্ব প্রদান করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সভ্যতার মশাল জ্বালিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীবাসীকে আলোর পথে নিয়ে আসে। কিন্তু মুসলমানগণ যখন আল-কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শ থেকে সরে এসে পার্থিব ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়েছে তখনই তাদের পতন হয়।

আল-কুরআন তাঁর সেই চিরন্তন, শাশ্বত ও সার্বজনীন কল্যাণকর আদর্শ নিয়ে আজও চিরভাস্কর। সূর্য যেমন প্রায় ৪৫০ কোটি বছর পৃথিবীতে আলো দানের পরও তার আবেদন হারায়নি। সত্য, সুন্দর যেমন স্ব-মহিমায় চিরকাল মানুষের নিকট তার আবেদন রেখেছে, তেমনি ন্যায় ও সত্যের প্রতীক আল-কুরআন সর্বকালের মানুষের নিকট তার শাশ্বত সুন্দর শিক্ষা ও আদর্শ নিয়ে চির অম্লান থাকবে । কাজেই নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের মানদন্ড হিসেবে অন্য কোন মতবাদ নয়; বরং আল-কুরআনই সমগ্র বিশ্ববাসীকে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আর্ন্তজাতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুক্তি, শান্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ, ও সমৃদ্ধি প্রদানে পূর্ণ সক্ষম। তবে এক্ষেত্রে আল-কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শকে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে প্রয়োগ করতে হবে। নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ মানদন্ড হিসেবে আল-কুরআন যে সর্বাধিক উপযোগী এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন– وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

উহারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করে না , যাহার সঠিক ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করি না।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ

এই কুরআন সৎপথের দিশারী; যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, উহাদের জন্য রহিয়াছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি।[২]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত, যাহাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।[৩]

অন্যত্র মহান আল্লাহ আরও বলেন–هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

এই কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত।[৪]

কোরআনে হাকীমের শিক্ষা বিশ্বজনীন এবং তার আবেদন জন্মবৈষম্য নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে। মানব জাতির কাছে আল-কুরআন নাজিল হয়েছে মানুষের আত্মাকে আলোকিত করতে, তার নীতিবোধ সংশোধন করতে, তার সমাজকে সংহত করতে এবং মানব সমাজে শক্তিমানের আধিপত্যের পরিবর্তে ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্ব কায়েম করতে।[৫]

---

[১] . আল-কুরআন (২৫ঃ৩৩)

[২] . আল-কুরআন(৪৫ঃ১১)

[৩] . আল-কুরআন(৩৯ঃ২৮)

[৪] . আল-কুরআন. (৪৫ঃ২০)

[৫] কেনেথ ডাব্লিউ মরগান, ইসলাম ও আধুনিক চিন্তাধারা, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

২য় অধ্যায় ঃ নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা

নৈতিকতা কি ?

নৈতিক মূল্যবোধের বিশ্লেষণ

নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

সামাজিক মূল্যবোধ কি?

সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যকার সম্পর্ক

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতা কি?

নৈতিকতা শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ Morality,
Morality শব্দের অর্থ সম্পর্ক **Oxford Advanced Learner's Dictionary** তে বলা হয়েছে–
Morality- Principles concerning right and wrong are good and bad behaviour.[1]

Oxford Reference Dictionary তে বলা হয়েছে––
Morality- Principles concerning the deffence between right and wrong, moral behaviour, the extent to which an action is right or wrong.[2]

অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন-
A code is moral when it promluagates standards of conduct that directly derive their sufficiant justification from the human interpretation of good or evil.[3]

সুতরাং বলা যায়–নৈতিক মূল্যবোধ হল মানুষের এমন একটি অনন্য অন্তর-শক্তি যা সাধারণত কোন না কোন একটি নৈতিক আদর্শের প্রতি একান্ত নিষ্ঠাকে বোঝায়। যা প্রতিটি ব্যক্তিকেই ভাল বা শুভের দিকে আকর্ষিত করে এবং মন্দ বা অশুভ থেকে বিকর্ষিত করে।

নৈতিক মূল্যবোধের বিশ্লেষণঃ

নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধের উৎস হল নীতিবোধ। ন্যায়-অন্যায় বা ভাল-মন্দের ধারণার ভিত্তিতে নীতিবোধের সৃষ্টি হয়। নীতিবোধ মানুষের একটি অন্তর শক্তি সেই শক্তির উৎস হল সত্য সুন্দর ও শুভের প্রতি অনুরাগ এবং মিথ্যা ও অসুন্দর আর অশুভের প্রতি বিরাগ। আর এই নীতিবোধ থেকেই উৎসারিত হয় আমাদের নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ।

নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ কোন না কোন নৈতিক আদর্শের প্রতি একান্ত নিষ্ঠাকেই বোঝায়, নৈতিক আদর্শ হল নৈতিক মূল্যবোধের নির্দিষ্ট একটি কাঠামো, যা নৈতিক জীবনের পথ-নির্দেশক কতগুলো মূল্যের তালিকা দেয় ও সেই মূল্যকে বাস্তবায়নের পথের দিশারী পদ্ধতি বা উপায় দিয়ে দেয়। একটি নৈতিক আদর্শের প্রতি অনুরাগ ও একনিষ্ঠতার মাধ্যমেই নৈতিকতার বা নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ পায় এবং এই অনুরাগ ও একনিষ্ঠতাই নৈতিক মূল্যবোধের সুস্পষ্ট পরিচায়ক।[৪]

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয় সমাজে বসবাসকারী মানব গোষ্ঠীর নৈতিকতা । তবে এই প্রভাবের ফল শুভ হবে না অশুভ হবে , অর্থাৎ এই প্রভাব প্রতিকূলে যাবে না অনুকূলে যাবে তা নির্ভর করে সেই বিশেষ মূল্যবোধের কাঠামোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর। বিশেষ করে বহুবিদ, এমন কি বিপরীতধর্মী নৈতিক আদর্শের মধ্যে কোনটি যে সমাজ দ্বারা গৃহীত হবে সেটার নিয়ন্ত্রণ সেই সমাজের সামাজিক মূল্যবোধের কাঠামোর উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

---

[1] . Oxford Advanced Learner's Dictionary, sixth edition, Oxford University press, p-861,
[2] . Oxford Reference Dictionary, Oxford University press, 2001,p-546,
[৩]. ড অনাদি কুমার মহাপাত্র, বিষয় সমাজতত্ত্ব, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-৮৩৯,
[৪] হাসনা বেগম, নৈতিকতা নারী ও সমাজ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রকাশকাল-১৯৯০, পৃ-২৭

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিঃ

ইসলামের নৈতিকতার রূপরেখা বহুমুখী, সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপকতর। ইসলামী নৈতিকতা মানুষ ও আল্লাহর সম্পর্ক, মানুষ ও মানুষের সম্পর্ক, মানুষ ও বিশ্বের অন্যান্য বস্তু ও প্রাণীর সম্পর্ক এবং মানুষ ও তার অন্তর্নিহিত সত্তার সম্পর্ক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে। এই নৈতিকতার তাকিদেই মানুষকে তার বাহ্যিক আচরণ, তার প্রকাশ্য কার্যাবলী, তার কথা, তার চিন্তা, তার অনুভূতি ও তার অভিসন্ধি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে– মুসলমানের ভূমিকা হলো সুকৃতিকে বিজয়ী করে তোলা এবং দুস্কৃতিকে পরাস্ত করা, সত্যকে আঁকড়ে ধরা এবং মিথ্যাকে পরিত্যাগ করা। সত্য ও সুকৃতি তার জীবনের চরম লক্ষ্য । বিনয় ও সারল্য, সৌজন্য ও সহৃদয়তা তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। তার দৃষ্টিতে ঔদ্ধত্য ও অহংকার এবং রূঢ়তা ও উদাসীনতা আল্লাহর কাছে অরুচিকর , বিরক্তিকর ও অসন্তোষজনক। অধিকতর সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, আল্লাহর সাথে মুসলমানের সম্পর্ক হলো–প্রগাঢ় ভালবাসা ও আনুগত্য , আস্থাশীলতা ও সুবিবেচনা, শান্তিপ্রিয়তা ও সত্যোপলব্ধি এবং স্থিরচিত্ততা ও কর্মশীলতার সম্পর্ক এই উচ্চমানের নৈতিকতা নিঃসন্দেহে নৈতিকতাকে মানবিক পর্যায়ে লালন ও সম্প্রসারণ করবে। সহযোগী লোকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে মুসলমান অবশ্যই নিকট আত্মীয়দের প্রতি সহৃদয়তা ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে উদ্বেগ, বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি মমতা, অসুস্থদের জন্যে পরিচর্যা ও অভাবগ্রস্থদের জন্য সাহায্য, শোকার্তদের জন্য সহানুভূতি ও ভগ্নোৎসাহদের জন্য সান্ত না, নিঃসহায়ের প্রতি উদারতা এবং মন্দ কাজের প্রতি অসন্তোষ ও তুচ্ছ কাজের প্রতি উপেক্ষার মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে। তার মন-মানস থাকবে গঠনমূলক ধারণা ও বাস্তবমূখী কর্মপ্রেরণায় ভরপুর। তার হৃদয়ে স্পন্দিত হবে সদিচ্ছা, শুভকাংখা ও দয়ার্দ্র অনুভূতি । তার আত্মা দ্যুতিময় হবে শান্তি ও স্বস্তি দ্বারা। তার উপদেশ হবে আন্তরিকতা পূর্ণ ও শুভেচ্ছামূলক।[১]

সামাজিক মূল্যবোধ কি?

Francis E. Merill বলেন–

A social value may be define as a pattern of whose maintenance is considered to group welfare.[2]

অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ ও সচদেব বলেন–

social values are cultural standards that indicate the general goods deemed desirable for organised social life ..... They are the abstract sentiments or ideals.[3]

অধ্যাপক হাসনা বেগম বলেন– "সামাজিক মূল্যবোধ সাধারণ অর্থে এক একটি বিশেষ সমাজের কোন ব্যক্তিকে সেই সমাজে টিকে থাকার প্রয়োজনে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং অন্যান্য নিয়ম–কানুনকে গ্রহণযোগ্য মনে করে সেই গৃহীত নিয়ম–কানুনগুলো মেনে নেয়াকে বুঝায়।"[৪]

মোটকথা, যে সব আদর্শ, নিয়ম-নীতি, বিশ্বাস, ও চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ, ও কার্যাবলী পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় সেগুলোর সমষ্টিই সামাজিক মূল্যবোধ।

---

১. হামমুদাহ আবদাল 'আতি,ইসলাম একমাত্র জীবন বিধান,অনুঃ-মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান,খাইরুন প্রকাশনী,প্রকাশকাল১৯৯৪,পৃ-৫৭,

২. Francis E. Merill, Analysing Social Prorlems, p-13;

৩. ড অনাদি কুমার মহাপাত্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬১৪,

৪. হাসনা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৬,

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক মূল্যবোধের ধারণাঃ

সামাজিক মূল্যবোধ সমাজ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক লক্ষ্য অর্জন, সামাজিক সংহতি সৃষ্টি ও সামাজিক শৃঙ্খলার মূল্যবান উপাদান। এর মাধ্যমে কোন সমাজের আচার-আচরণ এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক রীতি-নীতির উচ্চতর মানদণ্ড হিসেবে সমাজের ভাল-মন্দ, ও ন্যায়-অন্যায়ের নির্ধারক শক্তি হিসেবে কাজ করে। সুতরাং যে সব সামাজিক আদর্শ, বিশ্বাস, সাধারণ মানদণ্ড, ভাল-মন্দ নির্ধারণ ও প্রত্যাশিত কল্যাণ প্রবণতা সমাজের সংহতি বৃদ্ধি করে, সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে, ভাল কাজে উৎসাহিত করে এবং খারাপ কাজে বাঁধা দেয় সেই সমস্ত অমূর্ত সামাজিক উপাদানের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

সামাজিক মূল্যবোধ সমাজের অলিখিত বিধান। সমাজের রীতি-নীতি,আদর্শ ও অনুমোদিত ব্যবহারের সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে। সামাজিক কাঠামো ,অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিকল্পনা এবং সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের চেতনা ও আকাঙ্খা সামজিক মূল্যবোধ গঠনে কাজ করে । সমাজ ভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য হয়ে থাকে। সমাজ জীবনে ব্যক্তিগত, দলীয়, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পেশাগত ইত্যাদি পর্যায়ে মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ের মূল্যবোধ ব্যক্তির বিশ্বাসবোধ, রুচিবোধ, ধ্যান-ধারণা ও নীতিবোধকে নির্দেশ করে। যেগুলো ব্যক্তির আচার-আচরণ, ও কার্যাবলী পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। দলীয় আদর্শ,লক্ষ্য ও নীতিবোধের প্রেক্ষাপঠে গড়ে উঠা বিচারবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গি দলীয় মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে। সামাজিক রীতি-নীতি, আদর্শ ও অনুমোদিত ব্যবহারের সমন্বয়ে গড়ে উঠা মূল্যবোধ সমাজের মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে। আর প্রতিষ্ঠানিক ও পেশাগত মূল্যবোধ হল নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট পেশার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শ ভিত্তিক নীতিমালার সমষ্টি যা প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যকার সম্পর্ক ও পার্থক্যঃ

সামাজিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিগত (নৈতিক) মূল্যবোধ অভিন্ন নয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে । সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে থাকে অপরের কল্যাণের চেতনা। সামাজিক মূল্যবোধসমূহ সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে হয়ে যায়।ব্যক্তি মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আচার–ব্যবহারকে এগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ব্যক্তিগত (নৈতিক) মূল্যবোধ ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ওতপ্রতোভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই কারণে ব্যক্তিগত (নৈতিক) মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে অর্থ , ক্ষমতা ও মর্যাদা। সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত সকল ব্যাক্তির মধ্যেই এই ধরণের চিন্তা -চেতনা অল্পবিস্তার বর্তমান থাকে।এতদসত্বেও এগুলিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলা যায় না।[১]

সাধারণত নীতি দার্শনিক এবং অধিকাংশ সাধারণ লোকেরা ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের দিক থেকে নৈতিক মূল্যবোধের স্থান সামাজিক মূল্যবোধের চেয়ে অনেক উচ্চমানের বলে মনে করে থাকেন।কিন্তু এই প্রাধান্য দিতে গিয়েও ভুলক্রমে অনেক ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধকে অন্যান্য মূল্যবোধের সাথে গুলিয়ে ফেলার কারণে অনেকেই নৈতিকতাকে জীবনের অন্যান্য দিকের চেয়ে মানের দিক দিয়ে অনেক নিচে নামিয়ে ফেলে। নৈতিক মূল্যবোধের স্বকীয় ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক মূল্যবোধের বৈশিষ্টগুলোকে আলাদা করে দেখার ক্ষেত্রে আমাদের অসামর্থ্যতা ও অপারগতা থেকেই হয়তো নৈতিক মূল্যবোধের প্রাধান্য অনেক অংশে লোপ পেয়েছে। আর একারণেই হয়ত এখনকার সমাজে প্রায়ই আমরা নৈতিক মূল্যায়ন অপেক্ষা অন্যান্য সামাজিক মূল্যায়নকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়ে থাকি। যেমন – বর্তমান সমাজে প্রায়ই দেখা যায় একটি ব্যক্তির নৈতিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিপত্তি প্রভৃতি দ্বরা প্রভাবিত হয়ে তার চারিত্রিক দুর্বলতাকে প্রাধান্য দিই না; আমাদের চোখে তার নৈতিক মূল্য মনে হয়(যা

[১] ড. অনাদি কুমার মহাপাত্র, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৬১৪,

Dhaka University Institutional Repository

সত্যিকার অর্থে শুধুমাত্র নৈতিক মূল্য নয়; অন্যান্য সামাজিক মূল্যের সাথে গুলিয়ে যাওয়ায় ভুলক্রমে খাঁটি নৈতিক মূল্য মনে হয়।) এভাবে তার প্রাপ্য মূল্যের চেয়ে অনেক উপরে ধরা পড়ে থাকে।এই যে নৈতিক মূল্যবোধকে পৃথক করে দেখতে পারার অক্ষমতা বা এই ভিন্নতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বা আংশিক অজ্ঞতা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে একে সজ্ঞানে প্রাধান্য না দেবার দুর্বলতা এ সকলই নৈতিকতার অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবের কারণেই সম্ভব এবং এ ভ্রান্তিকে এড়িয়ে গেলে আমাদের জানতে হবে নৈতিক মূল্যবোধ অন্যান্য সামাজিক মূল্যবোধ থেকে কোন কোন বিশেষ দিক থেকে ভিন্ন; অথবা এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কি যার স্বরূপ জানতে পারলে এক আমরা অন্যান্য মূল্যবোধ থেকে ভিন্ন দেখতে সক্ষম হব।

নৈতিক মূল্যবোধের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য (যার জন্য এ বোধ সামাজিক নানাপ্রকার মূল্যবোধ থেকে একেবারেই ভিন্ন)খুব সম্ভবত এই যে এইটি একটি অনন্য শক্তি যা মানুষের মধ্যেই রয়েছে। সমাজের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত থেকেও এ শক্তি সমাজের উর্দ্ধে। এ শক্তি মাত্রার দিক থেকে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্ন হয়ে তাকলেও এই অনন্য অন্তর শক্তি প্রতিটি ব্যক্তিতেই কম বা বেশী অবস্থান করে থাকে (নৈতিক অন্ধ বা নৈতিক নিস্পৃহ লোকদের এ আলোচনার বাইরে রাখতে হবে)। এ এমন একটি অন্তর শক্তি প্রতিটি ব্যক্তিকেই শুভের দিকে আকর্ষিত করে এবং অশুভ থেকে বিকর্ষিত করে। অর্থাৎ ব্যাপকতর অর্থে এই কথা বলা যায় , এ শক্তি তেমনই একটি উৎস বলে ধরে নেয়া যেতে পারে যা যেটা ভাল বা শুভ তাকে বৃদ্ধি করার দিকে চালিত করে থাকে এবং যেটা মন্দ বা অশুভ তাকে খর্ব করার দিকে আমাদের পরিচালিত করে থাকে।

এখন যথাযথভাবেই একটি সূক্ষতর প্রশ্ন উঠতে পারে–বিশেষ কোন দিক থেকে নৈতিকতা একটি অনন্য শক্তি? নৈতিকতার অনন্যতা বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মাঝে পার্থক্য সঠিকভাবে কি? আমার মনে হয় এ দুইয়ের মধ্যে মূল পার্থক্য হল এই যে, সামাজিক মূল্যবোধের উৎস হল ব্যক্তিকে তার নিজস্ব সমাজে টিকে থাকার (এবং হয়ত সে সমাজকে টিকে রাখার)প্রয়োজন। এই প্রয়োজন উপলব্ধি হয় বাইরের অনুমোদন থেকে। সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির অনুমোদিত নিয়ম-কানুন বা আচার–আচরণকে একটি বিশেষ ব্যক্তির সাধারণ মূল্য দিয়ে থাকে এই টিকে থাকার প্রয়োজনের তাকিদেই। এই সামাজিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটে সেই বিশেষ সমাজের রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক প্রভৃতি কাঠামোর মাধ্যমেই। ঐ বিশেষ সমাজেই আবার পরিবর্তিত পরিবেশের কারণে যখন কাঠামোগুলোর পরিবর্তন সাধিত হয় তখন সাধারণ ব্যক্তি বিশেষের সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়ে থাকে।এইদিক থেকে বলা যেতে পারে সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তি বিশেষকে তার নিজস্ব সমাজের সাথে মানিয়ে চলার দিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ এই বোধ বাইরের শক্তি দ্বার নিয়ন্ত্রিত এবং বাইরের অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই সামাজিক মূল্যবোধ অন্তরজ না বলে বাহিরজ বলতে হবে।

এখন দেখা যাক নেতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ কোন দিক থেকে সামাজিক মূল্যবোধ থেকে ভিন্ন। নৈতিকতাকে একটি অনন্য অন্তরশক্তি বলে উল্লেখ করার যৌক্তিকতা এই যে, এ শক্তি মানুষের নিজেস্ব অন্তরশক্তি যা বাইরের কোন অনুমোদনের রাখে না। বাইরের অনুমোদন আমাদের অন্তরের বা ভেতরের অনুমোদনের সাথে উপস্থিত থাকতে পারে এবং যদি থাকে তবে সামাজিক মূল্যবোধের সাথে নৈতিক মূল্যবোধের কোন বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দেয় না। কিন্তু এখান অবশ্যই লক্ষণীয় যে নৈতিকতা সামাজিক মূল্যবোধের উপর, অন্য কথায়, সমাজে টিকে থাকার প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনের উপর অথবা বাইরের কোন শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। এই সম্পূর্ণ স্বনির্ভরতাই নৈতিকতাকে সামাজিক মূল্যবোধ থেকে আলাদা করেছে।[১]

[১]. হাসনা বেগম ,নৈতিকতা নারী ও সমাজ ,প্রাগুক্ত, পৃ-৯৭-৯৮,

Dhaka University Institutional Repository

৩য় অধ্যায় ঃ নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের ধারণা

অবক্ষয় কি ?

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারণা

অবক্ষয়ের কারণ

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের লক্ষণ ও স্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

অবক্ষয় কি ?

অবক্ষয় শব্দের অর্থ –ধীরে ধীরে অথচ নিয়মিতভাবে ক্ষয়প্রাপ্তি অথবা অধঃগতি;[১]
ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন নৈতিক অবক্ষয়। আর যে সব আদর্শ, নিয়ম-নীতি, বিশ্বাস, ও চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ, ও কার্যাবলী পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় যা দ্বারা সমাজের ভারসাম্য রক্ষা হয় সেগুলোর প্রতি ধারাবাহিকভাবে অনাস্থা জ্ঞাপন করে তা থেকে সরে আসা সামাজিক অবক্ষয়।
অবক্ষয় বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন–নৈতিক বা চারিত্রিক অবক্ষয়, সামাজিক অবক্ষয়, ধর্মীয় অবক্ষয়, সংস্কৃতিক অবক্ষয়।

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারণাঃ

মূল্যবোধ হল–মানুষের এমন এক বিশ্বাসবোধ ও মানদণ্ড, যার মাধ্যমে কোন ঘটনা বা অবস্থার ভাল-মন্দ বিচার করা হয়। আর এই মূল্যবোধের অবক্ষয় হল–ধীরে ধীরে নিয়মিত মূল্যবোধের অধঃগতি, অধঃপতন বা ক্ষয়প্রাপ্তি। দৈনন্দিন জীবনের লেন-দেন উপলক্ষ করে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চাল-চলনে যে আদর্শ বা উদ্দেশ্য ফুটে উঠে, তাতেই রয়েছে তার মূল্যবোধের পরিচিতি। শ্রেষ্ঠ–মূল্যবোধ মানব-প্রকৃতির সমধর্মী, অতএব স্বাভাবিক উর্ধ্বতন মানুষের জন্যে সহায়ক; অপরপক্ষে হীন-মূল্যবোধ ও ধারণাবলী থেকে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক স্ফূরণ হয় বাধাপ্রাপ্ত তাই অবক্ষয় । অজ্ঞতা, বল্গাহীন অহংকার, খামখেয়ালী ও গোঁয়ার্তুমি থেকে এসবের উদ্ভব, আবার এসব থেকেই সূত্রপাত হয় যুলম বা সীমালংঘন।

অবক্ষয়ের কারণ ঃ

মূল্যবোধের অবক্ষয় বর্তমান মানব সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা। মূল্যবোধের অবক্ষয়ে সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরকে সর্বতোভাবে গ্রাস করে মানব সমাজ বিপন্ন করে তুলেছে। সর্বত্র আজ মানবতা ভূলুণ্ঠিত। দিনে দিনে এ সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। মানব সমাজ আজ এক মহাবিপর্যয়ের এগিয়ে যাচ্ছে। মহাবিপর্যয়কারী এই অবক্ষয় মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সীমাহীন লোভ লালসা, জুলুম-অন্যায়, হিংসা-বিদ্বেষ অর্থ-সম্পদ ও দৈহিক সূখ সহ নানাবিদ বিষয় এই অবক্ষয়ের কারণ।

মূল্যবোধের অবক্ষয়ে সমাজ জীবনের প্রত্যেকটি স্তরকে সর্বতোভাবে গ্রাস করেছে। দৈহিক ও অর্থনৈতিক মূল্য ছাড়া স্বতঃমূল্যগুলি(Intrisic value) মানুষের চেতনায় স্থান পাচ্ছে না। অর্থের মানদণ্ডে সবকিছুকে বিচার করার একটি প্রবণতা মানুষের মাঝে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই বিত্তবানেরা আজ সমাজপতি। বর্তমানে অর্থই পরমার্থ এবং দৈহিক সুখই পরম সুখ। সামান্য অর্থের বিনিময়ে নীতিবোধ হচ্ছে বিসর্জিত। ছাত্র সমাজের একটি বড় অংশ অর্থ ও কিছু সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে নীতি বিসর্জন দিয়ে রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করছে।.....অনেকসময় তরুণ ডাক্তার , ইঞ্জিনিয়ার ,অধ্যাপক ও অফিসাররা মোটা যৌতুকের লোভে ধনী হবু শশুড়ের নিম্ন আই কিউ বিশিষ্ট দুলালীদের বিয়ে করে ভবিষ্যত প্রজন্মকে ক্ষতি করছে। কনের বর নির্বাচনে কনের বাবা-মায়েরা হবু বরের উপরি আয়ের (ঘুষ) উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। আবার যৌতুক প্রাতি যোগ না ঘটায় যৌতুকলোভীরা হত্যা ও লাঞ্ছিত করছে নববধুদের। এককথায়, সত্য, কল্যাণ ও সুন্দরকে পদদলিত করে মানুষ প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলছে দৈহিক ও অর্থনৈতিক এ দুটি পরতঃমূল্যের পেছনে। অথচ দেহ ও অর্থের নিজস্ব কোন মূল্য নেই।

[১].সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ৪র্থ সংস্করণ,পৃ-৩৪

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান মূল্যবোধের যে মারাত্মক অবক্ষয় ঘটেছে তার প্রধান কারণ দৈহিক ও অর্থনৈতিক এ দু'টি পরতঃমূল্যের (Extrinsic value) উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ। আর সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর এই তিনটি স্বতঃমূল্যের (Intrisic value) প্রতি প্রকাশ্য অবহেলা। বর্তমানে আমরা স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য – এ দু'টি মূল্যের হেরফের করে ফেলেছি। আমরা স্বতঃমূল্যকে মর্যাদা দিচ্ছি পরতঃমূল্যের, আর পরতঃমূল্যকে মর্যাদা দিচ্ছি স্বতঃমূল্যর। দৈহিক ও অর্থনৈতিক মূল্য দু'টির অতিমূল্যায়ন এবং সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর এ তিনটি মূল্যের অবমূল্যায়নই বর্তমানে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মূল কারণ। দৈহিক ও অর্থনৈতিক মূল্যের প্রভাবে প্রভাবিত আমাদের জীবনে সত্য, কল্যাণ ও সুন্দরের প্রভাব প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছে। নীতিহীনতা পরিণত হয়েছে নীতিতে আর অসত্য পরিণত হয়েছে জীবনের মূলমন্ত্রে। ব্যবসায়ী মহল ও ঠিকাদার শ্রেণী অসৎ উপায়ে সম্পদের পাহাড় গড়েছে, আকাশ চুম্বী ইমারত নির্মাণ করছে আর চর্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয় ও বিভিন্ন ধরণের ফ্যাট ও কোলেসটেরল যুক্ত খাবার খেয়ে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ব্লাপেসার প্রভৃতি রোগের শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের সম্পদ নেই , মাথা গোজার ঠাই নেই, দু'বেলা ডাল-ভাত জুটছে না, ফলে তারা ভিটামিনের অভাবজনিত অসূখে ভূগছে। একদল ভূগছে অতিভোজনে আর একদল ভূগছে অনাহারে।[১]

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের লক্ষণ ও স্বরূপ

একটি সমাজ নৈতিক অবক্ষয়ে নিপতিত তখনই মনে করা হয় যখন সে সমাজে প্রকাশ্যে এবং ব্যাপকভাবে নৈতিক নৈতিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। যখন নৈতিকতার লঙ্ঘন, দুর্নীতি-দুস্কৃতি, অন্যায়-অবিচার, ভাওতা, প্রবঞ্চনা-প্রতারণা, ঠগবাজি ও মিথ্যাচার সাধারণ হয়ে ওঠে। নীতিবোধ থাকে অনুপস্থিত এবং নীতিহীনতাকে অপরাধ মনে করা হয়না। পাশাপাশি, ব্যক্তি তার নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখে। স্বার্থের কাছে সে অন্ধ হয়ে যায়। স্বীয় অন্যায় স্বার্থ ও উচ্চাভিলাষকে চরিতার্থ করার যা প্রয়োজন সবই সে করে। নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ন্যায়পরায়তা, সততা ইত্যাদীকে তখন মানুষ নির্দ্ধিধায় জলাঞ্জলি দেয়। তখন সমাজের সিংহভাগ মানুষ উৎকোচ, দুর্নীতি, ঠকানো, জুলুম, নিপীড়ন, জবর-দখল, শোষণ ইত্যাদিকে ভাগ্য পরিবর্তনের সোপান হিসেবে গ্রহণ করে। আয়-ব্যয়ের অসঙ্গতি, নিরতিশয় বিলাসিতা, অপচয়, অপব্যয় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের মধ্যে বিরাজমান থাকাও কোনো সমাজের নৈতিক সংকট নির্দেশ করে। সন্ত্রাস এবং চরিত্র বিধ্বংসী সংস্কৃতির ব্যাপকতাও নৈতিক সংকটের নির্দেশক।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রসংগে আসা যাক। বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিক অবক্ষয় অত্যন্ত প্রবল। রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষাঙ্গন,ব্যবসায়সহ সকল পেশায় নৈতিকতা ও নীতিবোধের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ও যেন আজ অনুপস্থিত। এখানে চিকিৎসক রোগের হিতকে দেখছে না, শিক্ষক ছাত্রের হিতকে না, আমলা লোকতিকে না, রাজনীতিবীদ জাতির হিতকে না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ত নিজের বৈষয়িক উন্নতি নিয়ে। বৈষয়িক উন্নতি সাধন বা বৈষয়িক উন্নতির জন্য কাজ করা দোষের কিছু নয়। কিন্তু সে উন্নতি বা উন্নতিপ্রয়াস যদি হয় দুর্নীতি, অনিয়ম, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, নিপীড়ন, ভাওতা, ঠগবাজি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে তবে তা ঘৃণ্য ও অবাঞ্ছিত। আহার, বিহার ও বাসস্থানের চাকচিক্য বৃদ্ধি এবং বিলাসী জীবনভোগের নিমিত্তে অন্যের অধিকার হরণ, ঘুম-উৎকোচ গ্রহণ, শোষণ, নিপীড়ন, মিথ্যাভাষণ, সদ্‌গুণাবলির বিসর্জন মানুষকে কতটা অধঃপতিত করে তার উপলব্ধি ও আজ মানুষের মধ্যে অনুপস্থিত। প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে মানুষ আজ পাশবিকতার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। কে কত পশুবৃত্তি অর্জন করতে পারে, কে কত সিংস্র হতে পারে, কে কতবেশী আত্মকেন্দ্রিক হতে পারে, প্রতিশোধ-প্রতিহিংসায় কে কতবেশি পারঙ্গম তারই প্রতিযোগিতা চলছে সবত্র। মানুষ আজ বড় নির্দয়, নিষ্ঠুর ও নির্মম। দয়া, মায়া, প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, ন্যায্যতা, সততা, দক্ষতা, নিয়মনীতি, শৃঙ্খল, শ্রদ্ধা-মূল্যবোধ ইত্যাদি তার নিকট অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়। পরিণামে আমাদের সমাজে দুর্নীতি, দুস্কর্ম, বলপ্রয়োগ, অপকৌশল ইত্যাদির চর্চা দিন দিন গতি পাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ অবস্থা

[১]. এ এফ মোঃ এনামুল হক, মূল্যবোধ কি এবং কেন? ই ফা বা, ঢাকা ১ম প্রকাশ-২০০৪, পৃ-৬৭-৬৮,

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দেশ ও জাতির জঘন্য অধঃপতন নির্দেশ করে। এ অবস্থ অব্যহত থাকলে আমাদের দেশ ও জাতির আরো পশ্চাৎপদতায় নিপতিত হবে। আমাদের দেশ ও জাতি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আরো পঙ্গু ও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়বে।[১]

আমাদের সমাজে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি-দুস্কৃতির যে বিস্তার তার মূল বীজ মানুষের হৃদয় ও মানসিকতায় গ্রথিত। দুর্নীতি-দুস্কৃতি মানুষের চিন্তা-চেতনা, মন ও মগজকে গ্রাস করে ফেলেছে। এর পশ্চাতে আত্মসুখ ও স্বার্থবাদিতা প্রধান ভুমিকা পালন করে। পরসুখ বা সর্বসুখ তার নিকট অর্থহীন। কেউ যদি স্বীয় সুখ বিসর্জন দিয়ে পরসুখ নিশ্চিত করে সে তো খুবই উত্তম। আবার কেউ নিজের বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত সুখ বিসর্জন দেয় নাই কিন্তু পরসুখ, স্বার্থ ও অধিকারের ক্ষতি বা ক্ষুন্ন করে নাই সেও উত্তম। কিন্তু কেউ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যদি অপরের স্বার্থ ও অধিকারকে ক্ষুন্ন করে, অন্যের সাথে মিথ্যা,প্রতারনা, ভাওতা, ফাকি ও কূটকৌশল অবলম্বন করে তাহলে তা হবে নিকৃষ্টতম কাজ। এই নিকৃষ্টতম কাজ এবং এই কাজের মানুষের সংখ্যা আমাদের সমাজে খুব বেশি। অফিস আদালতের চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী-বণিক, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এমনকি গ্রামে-গঞ্জের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও এই নিকৃষ্টতমের সংখ্যা বিপুল। এরা নিজেদের অজান্তেই হয়তো পাশবিকতার চর্চায় প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করে বেড়াচ্ছে। মনুষ্যত্ব, বুদ্ধ-বিবেক এরা হারিয়ে ফেলেছে। শুভবোধ, শুভদৃষ্টি ও হৃদয়ানুভূতি এদের বিলুপ্ত হয়েছে। তাই এরা পশুতুল্য। আল কুরআনে এমন প্রকৃতির মানুষকে চতুস্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে।[২] কুরআন বলছে–

لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

'তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে ন, তাদের চোখ রয়েছে তার দ্বারা দেখেনা, তাদের কান রয়েছে তার দ্বারা শুনেনা। তারা চতুস্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়ে ও নিকৃষ্ট।'[৩]

---

[১]. দর্শন ও প্রগতি, ১৯বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর-২০০২,গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢা বি, পৃ-১৩৮,

[২]. দর্শন ও প্রগতি, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৯,

[৩] আল-কুরআন(**০৭:১৭৯**)

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায় ঃ নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহের বর্ণনা, অবক্ষয়ের কারণ, এর ক্ষতিকর প্রভাব

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহের বর্ণনা

বর্তমান সময়ে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিশেষ আলোচিত বিষয়সমূহ

যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও সমাজের নৈতিক এবং সামাজিক অবক্ষয় পর্যালোচনা

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ ও উপাদান

মানব জীবনে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহের ক্ষতিকর প্রভাব পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিষয়সমুহ ঃ

১.শির্ক ,কুফর এবং নিফাকঃ

শির্ক ,কুফর, নাস্তিকতা, বস্তুবাদীদৃষ্টিভঙ্গি এবং নিফাক মানবতার জন্য অভিশাপ। এসব মানুষের চিন্তা-চেতনা,বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে বিকৃত ও অধঃপতিত করে ফেলে যা মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা ও কুসংস্কারের দিকে নিয়ে যায় ।এগুলো বিভিন্ন ধরণের অনাচার ও অবক্ষয়ের উৎস । এগুলো স্রষ্টার অসন্তুষ্টি ও বিপথগামী হওয়ার প্রধান উপকরণ এবং অমার্জনীয় অপরাধ । এই গর্হিত বিষয়গুলো মানব মর্যাদার জন্য চরম ঘৃণার্য্য ও অপমানজনক। নিম্নে আলাদা আলাদাভাবে এসবের স্বরূপ ও অপকারিতা তুলে ধরা হল।

ক .শির্ক

শিরক শব্দের শাব্দিক অর্থ–অংশীদার করা। ইসলামী পরিভাষায়– আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর কোন বিষয়ে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা বা আল্লাহর প্রাপ্য কোন ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কার জন্য পালন করা বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকাকে শিরক বলা হয়।[১]

শিরকের প্রকারভেদ ও স্বরূপঃ

শিরক দু'প্রকার- ক. শিরকে আকবার (বড় শিরক), খ.শিরকে আসগার (ছোট শিরক)

ক. শিরকে আকবার (বড় শিরক),

শিরকে আকবার হচ্ছে–আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর কোন বিষয়ে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা বা আল্লাহর প্রাপ্য কোন ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কার জন্য পালন করা বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা। যেমন– মূর্তি, পাথর ,প্রকৃতি, বৃক্ষ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, আগুন, নবী-রাসূল,ওলী-দরবেশ, কবর-মাজার, পুরোহিত, জিন, ফেরেশতা, দেবদেবী ইত্যাদির পূজা, আনুগত্য, সিজদা ও ইবাদত করা। আল্লাহ ছাড়া এদের জীবন-মৃত্যু, দান, রিযক (সন্তান, সম্পদ, ক্ষমতা,চাকুরী) দান, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা।

খ.শিরকে আসগার (ছোট শিরক),

শিরকে আসগার হচ্ছে–যে বিশ্বাস, কথা বা কর্ম শিরকের মত হলেও প্রকৃত শিরকের পর্যায়ে পৌঁছেনি।[২] যেমন- রিয়া(লোক দেখানোর জন্য, সুনাম বা জাগতিক কিছু অর্জনের জন্য নেক কাজ করা),ওসীলা, গাইরুল্লাহ নামে শপথ,ভাগ্যবক্তার কথায় বিশ্বাস, রশি বা তাবিজ ব্যবহার,শুভ-অশুভ, অযাত্রা ইত্যাদিতে বিশ্বাস।

অনেক মানুষ আল্লাহে বিশ্বাস করা ও মুসলমান হওয়া সত্বেও আল্লাহর সাথে শরীক করে। শিরকের ব্যাপকতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ

তাহাদের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁহার শরীক করে।[৩]

শিরকে আকবার ও শিরকে আসগার মধ্যকার পার্থক্যঃ

শিরকে আকবার ও শিরকে আসগার দু'টিই মারাত্মক কবীরা গুনাহ ,তবে এদের মধ্যকার কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। শিরকে আকবার বান্দাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। তার সমস্ত আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। তা ক্ষমার অযোগ্য সর্বপেক্ষা বড় মহাপাপ যার ফলে বান্দা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। পক্ষান্তরে, শিরকে আসগার ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। তা যে সব আমলের সাথে যুক্ত তা বিনষ্ট করে দেয়, তার সমস্ত আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। শিরকে আসগার ফলে বান্দা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। শিরকে আসগারকারীকে আল্লাহ শাস্তির পর ক্ষমা করে দেবেন।

---

[১].ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর,কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা,আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স,ঝিনাইদহ,প্রকাশ-২০০৭,পৃ-৩৬৬

[২].ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রাগুক্ত ,পৃ-৩৭২

[৩].আল-কুরআন((১২ঃ১০৬)

Dhaka University Institutional Repository

শিরকের ক্ষতি, অকল্যাণকারিতা ও ভয়াবহতাঃ

শিরক মানুষের আত্মমর্যাদার জন্য চরম অবমাননাকর ও অপমানজনকঃ

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া কেউ মানুষের উপরে নয়। আল্লাহ ছাড়া কোন কোন ইলাহ নেই– একথাটি মানুষের মর্যাদার সবচাইতে বড় দলীল, যা মানুষকে সকল গোলামী থেকে মুক্তি দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর গোলামীর শিক্ষা দেয়। কাজেই মানুষ আল্লাহ ছাড়া কার প্রভুত্ব মানবে না, অন্য কার কাছে মাথা নত করবে না, অন্য কার গোলামী করবে না, অন্য কার মুখাপেক্ষী হবেনা। পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তার অধীন অন্য সকল সৃষ্টিকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করবে। কিন্তু যদি মানুষ তা না করে সৃষ্টিকে আল্লাহ সমকক্ষ স্থির করে অথবা সৃষ্টির গোলামী করে তবে তা তার আত্মমর্যাদার জন্য চরম অবমাননাকর, অসম্মানজনক ও চরম অপমানজনক । তাছাড়া মালিককে বাদ দিয়ে চাকরকে মুনিব বানানো চরম নির্বুদ্ধিতা ও মারাত্মক অন্যায়ও বটে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ- مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ-

হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হইতেছে, মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবন কর ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, এই উদ্দেশ্যে তাহারা একত্রিত হইলেও এবং মাছি যদি কিছু ছিনাইয়া লইয়া যায় তাহাদের নিকট হইতে, ইহাও তাহারা উহার নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। অন্বেষক ও অন্বেষিত কতই দুর্বল। তাহারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না,আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।[১]

অত্যন্ত আশ্চার্যের বিষয় এই যে, অনেক মানুষ আছে যারা নিজ হাতে নির্মিত অতিদূর্বল, যা নিজ শরীর থেকে ময়লা লাগলে বা মাছি বসলে দূর করতে পারে না এমন সব মূর্তির পুজা করে এবং তাদের নিকট বিপদ থেকে আশ্রয়, জীবিকা, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান চায় –মানুষের জন্য এর চেয়ে মূর্খতা, অমর্যাদাকর ও লজ্জাজনক আর কি হতে পারে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ- وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ- وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ- إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ- فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ -أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ-

উহারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট। উহারা না তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারে আর না করিতে পারে নিজেদিগকে সাহায্য। তোমরা উহাদিগকে সৎপথে আহবান করিলেও উহারা তোমাদিগকে অনুসরণ করিবে না ; তোমরা উহাদিগকে আহবান কর বা চুপ করিয়া থাক ,তোমাদের পক্ষে উভয়েই সমান।আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে আহবান কর তাহারা তো তোমাদের মত বান্দা তোমরা তাহাদিগকে আহবান কর, তাহারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তাহাদের কি পা আছে যাহা দ্বারা উহারা চলে? তাহাদের কি হাত আছে যদ্দারা উহারা ধরে? তাহাদের কি চক্ষু আছে যদ্দারা উহারা দেখে,উহাদের কি কান আছে যদ্দারা উহারা শ্রবণ করে, বল, তোমরা যাহাদিগকে আল্লাহর শরীক করিয়াছে তাহাদিগকে ডাক অতঃপর আমার বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না; [২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا-

---

[১] .আল-কুরআন (২২৪৭৩-৭৪)

[২] .আল-কুরআন(০৭৪১৯১-১৯৫)

Dhaka University Institutional Repository

আর তাহারা তাঁহার পরিবর্তে ইলাহরূপে গ্রহণ করিয়াছে অন্যদিগকে, যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং উহারা নিজরাই সৃষ্ট এবং উহারা নিজেদের অপকার অথবা উপকার করিবার ক্ষমতা রাখে না এবং মৃত্যু, জীবন ও উত্থানের উপর কোন ক্ষমতা রাখে না।[১]

শিরক ক্ষমার অযোগ্য সর্বাপেক্ষা বড় মহাপাপ এবং চরম ভ্রষ্টতার পথঃ

মহান আল্লাহ বিশ্বজতের সবকিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। তিনি সর্বশক্তিমান, কার মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারও থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি। তার সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষ তা জানার পরও যদি সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ পরিবর্তে মানুষ সৃষ্টির দাসত্ব করে এবং সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমতুল্য জ্ঞান করে। তবে তা হবে চরম ভ্রষ্টতা ও ক্ষমার অযোগ্য মহাঅপরাধ । এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার সহিত শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত সব কিছু যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেহ আল্লাহর শরীক করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার সহিত শরীক করা ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেহ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।[৩]

সর্বাপেক্ষা বড় মহাপাপ ও চরম ধ্বংসাত্মক অপরাধ শিরক এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে–একব্যাক্তি মহানবী সাঃ কে জিজ্ঞেস করলো, কোন পাপ সর্বাধিক মারাত্মক? আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক স্থির করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বললো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, তোমার খাদ্যে অংশগ্রহণের আশংকায় তোমার সন্তান হত্যা করা। সে বললো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার যেনায় লিপ্ত হওয়া। এর সমর্থনে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেনঃ

وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

"যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না। যে প্রাণ হত্যা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে করে না এবং যেনা করে না।"(আলকুরআন–২৫ঃ৬৮) [৪]

শির্ক চরম নির্বুদ্ধিতা ও স্রষ্টার প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা ঃ

যিনি সকল সৃষ্টির উপর মানুষকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিলেন, সকলের চেয়ে বেশী জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দিলেন, যাকে আল্লাহ নিজ প্রতিনিধির মর্যাদা দিলেন, যাকে সৃষ্টি করলেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য এবং অন্য সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করলেন যে মানুষের সেবার জন্য, সেই প্রিয়সৃষ্টি মানুষ যদি স্রষ্টার পরিবর্তে অন্য কোন সৃষ্টির গোলামী করে তবে তা কত বড় ভয়ানক অকৃতজ্ঞতা! দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মানুষ স্রষ্টার পরিবর্তে অন্য সৃষ্টির অথবা নিজ হাতে নির্মিত মূর্তির কিংবা কোন মানুষের গোলামী করছে, যা অন্য কোন ইতর প্রাণী বা পশুও করতে দেখা যায় না। মানুষের জন্য এরচেয়ে বড় নৈতিক স্খলন, নির্বুদ্ধিতা, অবক্ষয়, ও অকৃতজ্ঞতা আর কি হতে পারে? এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

---

[১] .আল-কুরআন(২৫ঃ০৩)

[২] .আল-কুরআন (৪ঃ১১৬)

[৩] .আল-কুরআন(০৪ঃ৪৮)

[৪] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল,সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল তাফসীর, বাবু সূরা আল-ফুরকান,হাদীস নং-৪৪০৪,

Dhaka University Institutional Repository

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও উহাতে সাড়া দিবে না? এবং এইগুলি উহাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নহে। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হইবে তখন ঐগুলি হইবে উহাদের শত্রু এবং ঐগুলি উহাদের ইবাদত অস্বীকার করিবে।[১]

বিপদে যিনি একমাত্র আশ্রয় ও মুক্তিদাতা, যার অনুগ্রহ ছাড়া এক মুহূর্ত বেঁচে থাকা সম্ভব নয় ।বিপদ শেষে সেই মহানের অবাধ্য হওয়া বড়ই অকৃতজ্ঞতা। এ সম্পর্কে স্বয়ং মহান আল্লাহ বলেন–

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

উহারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন উহারা বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থল ভিড়াইয়া উহাদিগকে উদ্ধার করেন, তখন উহারা শিরকে লিপ্ত হয়।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا

সমুদ্র যখন তোমাদিগকে বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাহাদিগকে তোমরা আহবান করিয়া থাক তাহারা অন্তর্হিত হইয়া যায়; অতঃপর তিনি যখন তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ-

মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তাহার প্রতিপালককে ডাকে। পরে যখন তিনি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহার পূর্বে যাহার জন্য সে ডাকিয়াছিল তাঁহাকে এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় কড়ায়, অপরকে তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য।[৪]

শিরক স্রষ্টার প্রতি চরম জুলম (অবিচার), মহাভয়ঙ্কর মিথ্যাচার ও আল্লাহর সার্বভৌমত্বে আঘাত ঃ

শিরক স্রষ্টার প্রতি চরম জুলম(অবিচার), আল্লাহর সার্বভৌমত্বে আঘাত ও ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ। এই অপরাধ এতই ভয়াবহ যে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا - أَاطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا- كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا- وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا- وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا- كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا- أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا-

তাহারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। তোমরা তো এমন এক বীভৎস বিষয়ের অবতরণা করিয়াছ , যাহাতে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হইবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া আপতিত হইবে যেহেতু তাহারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে ।অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নহে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হইবে না।[৫]

---

[১] .আল-কুরআন(৪৬ঃ৫-৬)

[২] .আল-কুরআন(২৯ঃ৬৫)

[৩] .আল-কুরআন (১৭ঃ৬৭)

[৪] .আল-কুরআন(৩৯ঃ০৮)

[৫] .আল-কুরআন(১৯ঃ৮৮-৯৩)

Dhaka University Institutional Repository

শিরক সত্যপথে বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারীঃ

শিরক সত্যপথের প্রধান প্রতিবন্ধক। শিরক শয়তানের পথ। মানুষকে সত্যের পথ থেকে বিভ্রান্ত করার শয়তান ও তার অনুসারীদের যতগুলো মাধ্যম আছে তৎমধ্যে শিরক সবচেয়ে বড়। এর মাধ্যমে মানুষকে চূড়ান্তভাবে বিভ্রান্ত ও সত্যচ্যুত করা হয়। মুশরিকদের এই ব্যাপারে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন -

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ-

এবং উহারা আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করে তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য। বল, ভোগ করিয়া লও, পরিণামে অগ্নিই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।[১]

মুশরিকরা চরম অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ঃ

শিরক এক ভ্রান্ত আন্দাজ-অনুমান, যা মানুষকে চরম অজ্ঞতায় নিমজ্জিত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ-وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ-

তাহারা তো আল্লাহর পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করিয়াছে এই আশায় যে, তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এইসব ইলাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম নহে; [২]

শিরক সবচেয়ে বড় ধরনের কুসংস্কারঃ

শিরক মানব জীবনে সবচেয়ে বড় ধরনের কুসংস্কার। শিরক প্রতিটি যুগে ছিল এবং বর্তমানেও তা বিদ্যমান। বিভিন্ন যুগে শিরক বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন যুগের নানাবিদ শিরকের একটি চিত্র নিম্নে তুরে ধরা হল।শিরক যে কুসংস্কার তার একটি খন্ড চিত্র দেখতে পাই কুরআন নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে–

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ-وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ-وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ- وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ-

আল্লাহ যে শস্য ও গবাধি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্যে তাহারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, ইহা আল্লাহর জন্য এবং ইহা আমাদের দেবতার জন্য । যাহা তাহাদের দেবতাদের অংশ তাহা আল্লাহর কাছে পৌছায় না এবং যাহা আল্লাহর অংশ তাহা তাহাদের দেবতাদের নিকট পৌছায়, তাহারা যাহা মীমাংসা করে তাহা নিকৃষ্ট ! এই রূপে তাহাদের দেবতারা বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে তাহাদের সন্তানদের হত্যাকে শোভন করিয়াছে তাহাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাহাদের ধর্মসম্বন্ধে তাহাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। ..... তাহারা তাহাদের ধারণা অনুসারে বলে, এইসব গবাধি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাহাকে ইচ্ছ করি সে ব্যতীত কেহ এইসব্ আহার করিতে পারিবেন নাএবং কতক গবাধি পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছেএবং কতক পশু যবেহ করিবার সময় তাহারা আল্লাহর নাম লয় না।এই সমস্তই তাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে বলে; তাহাদের এই মিথ্য রচনার প্রতিফল তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে দিবেন। তাহারা আরও বলে, এইসব গবাধি পশুর গর্ভে যাহা আছে তাহা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং ইহা আমাদের স্ত্রীদের জন্য অবৈধ আর উহা যদি মৃত হয় তবে সকলেই ইহাতে অংশীদার।[৩]

---

[১] .আল-কুরআন(১৪ঃ৩০-৩১)

[২] . আল-কুরআন(৩৬ঃ৭৪–৭৫)

[৩].আল-কুরআন (০৬ ঃ ১৩৬-১৩৯)

Dhaka University Institutional Repository

শিরক সর্বকালের জন্য গর্হিত কাজ ঃ

পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল মানুষ ছিলেন নবী-রাসূলগণ। তারা সকলই ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তারা সকলই ছিলেন ন্যায়, সত্য ও কল্যাণের ধারক-বাহক অসত্য,অন্যায় ও অকল্যাণের নির্মূলকারী। সকল নবী-রাসূল নিজ নিজ যুগে তাওহীদ(আল্লাহর একাত্ববাদ) প্রতিষ্ঠা এবং শিরক নির্মূলের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। শিরক নির্মূলে সব নবী-রাসূলই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন।

শিরকের জন্ম,শিরকের বিভিন্ন দিক এবং তার নেতিবাচক প্রভাবঃ

বিভিন্ন অন্ধঅনুসরণ -অনুকরণ ও কুসংস্কার থেকে শিরকের জন্ম। যেগুলো থেকে উদ্ভব হয়েছে নানাবিদ কল্পিত বিশ্বাস ও অসার বস্তু পূজা যা বিভিন্নভাবে মানুষের বিশ্বাস ও চেতনা বিকৃত ও কলূষিত করেছে। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল–

ক.মূর্তিপূজা, প্রকৃতি পূজা, নক্ষত্র পূজা, আগুন পূজাঃ

কুরআনে ইব্রাহীম আঃ এর সমাজের মূর্তিপুজার একটি চিত্র এভাবে তুলে ধরেছে যা অন্ধঅনুসরণ -অনুকরণ ও কুসংস্কার থেকে গড়ে উঠেছে–

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ- إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ- قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ- قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ- أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ- قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ-قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ- أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ-

উহাদের নিকট ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। সে যখন তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা কিসের ইবাদত কর? উহারা বলিল, আমরা মূর্তির পুজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সহিত উহার পুজায় নিরত থাকিব। সে বলিল, তোমরা প্রার্থনা করিলে উহারা কি শোনে? অথবা উহারা কি তোমাদের উপকার কিংবা তোমাদের অপকার করিতে পারে? উহারা বলিল, না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এইরূপ করিতে দেখিয়াছি। সে বলিল, তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, কিসের পুজা করিতেছ, তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা ? [১]

মৃত্তিকা দিয়ে তৈরী মূর্তি, সূর্য, নক্ষত্র ,বৃক্ষ, আগুন, পাথর ইত্যাদিকে তারা দেবতা হিসাবে পুজা করত এবং এসবকে আল্লাহ সাথে ইবাদতে অংশীদার মনে করত। তাদের এই শিরকী অপকর্মের নিন্দা জ্ঞাপন করে আল্লাহ বলেন– **أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ**

উহারা মৃত্তিকা হইতে তৈরী যে সব দেবতা গ্রহণ করিয়াছে সেইগুলি কি মৃত্যুকে জীবিত করতে সক্ষম? যদি আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকিত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়েই ধ্বংস হইয়া যাইত । অতএব উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান।[২]

খ.জিন্ন / ফিরিশতা সম্পর্কিত শিরকঃ

ফেরেশতা ও জিন্ন দুই-ই আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা। মানুষের মধ্যে একদল তাদেরকে আল্লাহর পুত্র-কন্যা আরোপ করে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যাস্ত করে এবং বিভিন্ন সময় তাদের নিকট সাহায্য কামনা করে। এই ভ্রষ্টতা থেকে মানুষ সৃষ্টির পুজা ও বিভিন্ন অবক্ষয়ে জড়িয়ে পড়ে। এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদে মহান আল্লাহ বলেন–

---

[১] .আল-কুরআন(২৬ঃ ৬৯-৭৬)

[২] .আল-কুরআন (২১ঃ২১-২২)

Dhaka University Institutional Repository

وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ

তাহারা জিন্নকে আল্লাহর শরীক করে, অথচ তিনিই ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে ; তিনি পবিত্র মহিমান্বিত ! এবং উহারা যাহা বলে তিনি তাহার উর্দ্ধে।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

উহার আল্লাহ ও জিন্ন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করিয়াছে, অথচ জিন্নেরা জানে তাহাদিগকেও উপস্থিত করা হইবে শাস্তির জন্য। উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আল্লাহ পবিত্র, মহান।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

উহারা তো পুজা করিত জিন্নদের এবং উহাদের অধিকাংশই ছিল উহাদের প্রতি বিশ্বাসী।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

উহারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা ফিরিশ্‌তাদিগকে নারী গণ্য করিয়াছে; ইহাদের সৃষ্টি কি উহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল? উহাদের উক্তি অবশ্য লিপিবদ্ধ করা হইবে এব উহাদের জিজ্ঞাসা করা হইবে।[৪]

গ.খৃষ্টানগণ প্রবর্তিত ত্রিত্ববাদ ঃ

খ্রিষ্টানরা সমগ্র সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার করলেও মারইয়াম আঃ কে আল্লাহর স্ত্রী, এবং ঈসা আঃ আল্লাহর পুত্র মনে করে। পিতা ব্যতীত ঈসা আঃ জন্মের বিরল ঘটনাকে পুঁজি করে তারা এধারণা প্রচার করেন। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা পৃথিবী একটি বড় মানব গোষ্ঠিকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করেছে। অথচ তারা জানে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, আর ঈসা আঃ ও তাঁর মাতা মরণশীল। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রী ও পিতা-পুত্র সমগোত্রীয় ও সমগুণাবলীর অধিকারী হবেন– এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঈসা আঃ ও তার মাতা মহান আল্লাহ সমগোত্রীয় তো দুরের কথা বরং তাঁর মত কোন একটি গুণেরও অধিকারী নয়। মহান আল্লাহ বলেন–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ-

যাহারা বলে, 'আল্লাহই মারইয়াম তনয় মাসীহ' তাহারা তো কুফরী করিয়াছেই। অথচ মাসীহ বলিয়াছিল,হে বনী ইসরাইল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর। কেহ আল্লাহর শরীক করিলে আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করিবেন এবং তাহার আবাস জাহান্নাম। যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই। যাহারা বলে, আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন, তাহারা তো কুফরী করিয়াছে, তাহাদের উপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবেই। মারইয়াম তনয় মাসীহ তো কেবল একজন রাসূল। তাহার পূর্বে বহু রাসূলর গত হইয়াছে এবং তাহার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল।[৫]

---

[১] .আল-কুরআন (০৬ঃ১০০)

[২] .আল-কুরআন (৩৭ঃ১৫৮)

[৩] .আল-কুরআন(৩৪ঃ৪১)

[৪] .আল-কুরআন(৪৩ঃ১৯)

[৫] .আল-কুরআন (০৫ঃ ৭২-৭৩,৭৫)

Dhaka University Institutional Repository

ঘ.বিশেষ ব্যক্তিবর্গের পূজা (ধর্মগুরু,ওলী,পীর-ফকির) ঃ

ওলী-দরবেশ, পুরোহিতদের প্রতি অতিভক্তি ও অমুলক ধারণা অনেক মানুষকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে শিরকে নিমজ্জিত করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ- اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ-

ইয়াহুদী বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং খৃস্টানরা বলে, মাসীহ আল্লাহর পুত্র। উহা তাহাদের মুখের কথা। পূর্বে যাহারা কুফরী করিয়াছিল উহারা তাহাদের মত কথা বলে। আল্লাহ উহাদিগকে ধ্বংস করুন। আর কোন দিকে উহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ ব্যতীত তাহাদের পন্ডিতগণকে ও সংসার-বিরাগীগণকে তাহাদের প্রভূরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং মারইয়াম তনয় মাসীহকেও । কিন্তু উহারা এক ইলাহের ইবাদতের জন্যই আদিষ্ট হইয়াছিল। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি কত পবিত্র।[১]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহঃ বলেন– এই দলের বিশ্বাস, আল্লাহই মূলকর্তা ও সকল কার্যকারণের উৎস। কিন্তু কখনও তিনি কোন বান্দাকে মর্যাদা ও কর্তৃত্ব দান করেন এবং তার উপর বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। এমনকি বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে তার সুপারিশ কবুল হয় । যেমন, কোন শাহানশাহ বিভিন্ন এলাকায় লোক পাঠিয়ে কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাপার ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ণ দায়িত্ব তাদের অর্পণ করেন, এও ঠিক তেমনি ব্যাপার । তাই এ ধরণের লোককে আল্লাহর বান্দা বলতে সাহসী হয় না। তাহলে সে হয়ত অন্যান্যদের পর্যায়ে থেকে যাবে। তাই তারা তাকে আল্লাহর পুত্র ও তার বন্ধু বলে আখ্যায়িত করে থাকে এবং নিজের নামের নামের মাধ্যমে নিজকে তার বান্দা বলে প্রকাশ করে। আবদুল মসীহ,আবদুল উজ্জা ইত্যাদি। এ ধরনের শিরকে ইয়াহুদি, নাসারা ও মুশরিকরা একাকার। এমনকি এ যুগে আমাদের মুসলমানদের ভেতরেও এ ধরনের বাড়িবাড়ি ও মুনাফিকী দেখা দিয়েছে।[২]

ঙ.কবর-মাজার পুজাঃ

ভ্রান্তবিশ্বাসের বশীভুত হয়ে বর্তমান মুসলিম সমাজের একটি বড় অংশ কবর–মাজার পুজা সাথে জড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে তারা সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে বসিয়েছে। যা বড়ই অনৈতি কাজ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ-يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ

সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা উহার কোন অপকার করিতে পারে না, উপকারও করিতে পারে না, ইহাই চরম বিভ্রান্তি। সে ডাকে এমন কিছুকে যাহার ক্ষতিই উহার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এই সহচর।[৩]

চ.গাইরুল্লাহকে সিজদা, গাইরুল্লাহ উদ্দেশ্যে মানত-জাবেহ ও গাইরুল্লাহর নিকট প্রার্থনা/দু'আ ঃ

অজ্ঞতা, অমুলক ধারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়ে অনেক মানুষ আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তি, পাথর, প্রকৃতি, বৃক্ষ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, আগুন, নবী-রাসূল, ওলী-দরবেশ, কবর-মাজার, পুরোহিত, জিন, ফেরেশতা, দেব-দেবী ইত্যাদির সিজদা, পূজা, ইবাদত করছে। এগুলোর কার উদ্দেশ্যে মানত-জাবেহ এবং এদের কার কাছে প্রার্থনাও করেছে । আল্লাহ ছাড়া এদের জীবন-মৃত্যু, দান, রিয্ক (সন্তান, সম্পদ, চাকুরী) দান, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করছে। তাদের গভীরভাবে ভক্তি করছে।অথচ এরা সবাই আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর

---

[১] .আল-কুরআন(০৯ঃ ৩০-৩১)

[২]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী,হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, অনুঃ- আখতার ফারুক, রশীদ বুক হাউস,ঢাকা,২য় মুদ্রন-২০০১, পৃ-১৯১,

[৩] .আল-কুরআন(২২ঃ১২-১৩)

Dhaka University Institutional Repository

দাস। আল্লাহ ছাড়া এদের কোন ক্ষমতা নেই। শয়তান এসব কাজকে এই অজ্ঞ শ্রেণীর নিকট সুশোভিত করে তুলে ধরে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ-

এই রূপে তাহাদের দেবতারা বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে তাহাদের সন্তানদের হত্যাকে শোভন করিয়াছে তাহাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাহাদের ধর্মসম্বন্ধে তাহাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। ।[১]

শায়খ আবদুর রহীম বলেন–অভীষ্ট লাভের জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানানোই হচেছ তওহীদের বহিঃপ্রকাশ।কারণ মানুষের অভিলাষ পূর্ণ করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারুরই নাই। ফলে, কেউ যদি নিজ অভীষ্ট লাভের আকাঙ্খায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কার উদ্দেশ্যে মানত করে,তাহলে তা শিরক বলে পরিগণিত সেইরূপ আল্লাহ ছাড়া অপর করো সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কোন জানোয়ার অথবা কোন দ্রব্য কুরবানী করাও ঐ কারণে শিরক বলে পরিগণিত হবে। একই কারণে আল্লাহ ছাড়া অপর করো নিকট সন্তান প্রার্থনা করা, রোগমুক্তি চাওয়া শিরকী বলে গণ্য হবে।[২]

ছ.বিভিন্ন অলীক শিরকী বিশ্বাসঃ

বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি এবং অভাব-অভিযোগ দূরকরণ ইত্যাদি সকল সমস্যার সমাধান বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ হাতে। কিন্তু মুশরিকরা এতই নির্বোধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে তারা সর্বশক্তিমান স্রষ্টার আল্লাহর পরিবর্তে নিজ হাতে নির্মিত মূর্তি অথবা অন্য কোন সৃষ্টির নিকট তাদের কল্যাণ ও বিপদ থেকে আশ্রয় কামনা করে। অথচ এরা কল্যাণ বা অকল্যাণের কোন ক্ষমতা রাখে না। যা বড় ধরণের মূর্খতা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে না, যাহা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না, কারণ ইহা করিলে তখন তুমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভক্ত হইবে। এবং আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত ইহা মোচনকারী আর কেহ নাই এবং আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চাহেন তবে তাঁহার অনুগ্রহ রদ করিবার কেহ নাই । তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন।[৩] এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ

উহারা আল্লাহ ব্যতীত যাহার ইবাদত করে তাহা উহাদের ক্ষতিও করিতে পারে না, উপকারও করিতে পারে না।[৪]

আশা ও ভয়–ভীতিতে শিরকঃ

কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক একমাত্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ। তাঁর প্রতি মানুষ সর্বোচ্চ ভয়-ভীতি, দীনতা, বিনয় প্রকাশ করবে, অন্য কার নিকট নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কাউকে তাঁর মত ভয় করা শিরক তো বটেই বরং তা মানুষের স্বীয় মর্যাদার জন্য অপমানজনক। এধরনের ভয়-ভীতি মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– - فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ أَوْلِيَاءَهُ সুতারাং যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর।[৫]

---

[১].আল-কুরআন (০৬ ঃ ১৩৭)

[২]. স্রষ্টা ও ইসলাম,লেখক মণ্ডলী, প্রবন্ধ সংকলন, ই ফা বা, ,পৃ–১৪৭,

[৩] . আল-কুরআন(১০ঃ১০৬-১০৭)

[৪] . আল-কুরআন(১০ঃ১৮)

[৫]. আল-কুরআন (০৩ঃ১৭৫)

Dhaka University Institutional Repository

ভক্তি ও ভালবাসার ক্ষেত্রে শিরকঃ

সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক হিসেবে প্রত্যেক মানুষের সর্বোচ্চ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। কিন্তু অনেক মানুষ আছে যারা আল্লাহ ছাড়া দেব-দেবী, মানুষ ও অন্যকিছুর প্রতি এমন ভক্তি-ভালবাসা পোষণ করে যা স্রষ্টা, প্রতিপালক, রিজিকদাতা, ও ইলাহ হিসেবে একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য। এটা বড় ধরণের মূর্খতা ও অকৃতজ্ঞতা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلهِ-

তথাপি মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাহাদিগকে ভালবাসে; কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় তাহারা সুদৃঢ়।[১]

তাওক্কুলের (নির্ভরতা/ভরসা)ক্ষেত্রে শিরক,

উপকার-অপকার বা বিপদ-আপদ বা কাঙ্খিত বস্তু লাভের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কার প্রতি তথা মূর্তি, কোন পীর-বুজুর্গ, কোন মানুষ, জিন্ন বা ক্ষমতাধর ব্যক্তির উপর আস্থা ও ভরসা করাই গাইরুল্লাহর উপর তাওক্কুলের (ভরসা)ক্ষেত্রে শিরক। এধরনের শিরক মানুষকে আল্লাহর প্রতি আস্থাহীন করে তুলে এবং সৃষ্টির গোলামীর দিকে নিয়ে যায়। এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ - وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ

আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাহাকে আহবান কর তাহারা তো তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না এবং তাহাদের নিজেদিগেকেও নহে।যদি তাহাদিগকে সৎপথে আহবান কর তবে তাহারা শ্রবণ করিবে না, এবং তুমি দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া আছে ; কিন্তু তাহারা দেখ না।[২]

শরীয়ত সম্মত উপায় -উপকরণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এগুলোর উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করা ঠিক নয়। বরং সম্পূর্ণরূপে ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপরই করতে হবে । সুতারাং কোন চাকুরীজীবী যদি তার বেতনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এবং সকল বস্তুর সৃষ্টিকারী আল্লাহর উপর ভরসা করতে ভুলে যায়, তাহলে সে এক প্রকার শিরকে লিপ্ত হবে।আর যে কর্মচারী বিশ্বাস করে যে বেতন কেবল একটি মাধ্যম মাত্র তাহলে এটা আল্লাহর উপর ভরসার বিরোধী হবে না।[৩]

আল্লাহর আইন পালনে শিরকঃ

ইসলামী তাওহীদি আকীদায় আল্লাহর একত্ব ও অনন্যতা স্বীকৃত যেমন বিশ্বসৃষ্টি, লালন-পালন, রিযিকদান এবং দু'আ ইবাদত পাবার অধিকার প্রভৃতির ক্ষেত্রে, অনুরূপভাবে মানুষের বাস্তব জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে নিরংকুশভাবে আনুগত্য করে চলতে হবে কেবল এক আল্লাহকেই। মানুষের নিকট এই আনুগত্য পাওয়ার একমাত্র অধিকার হচ্ছে আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া আর কারোই এ অধিকার নেই, যেমন সমগ্র বিশ্বলোক-বিশ্বলোকের অণু-পরমাণু পর্যন্ত আনুগত্য করে চলছে কেবল এক আল্লাহর । পরন্তু নিখিল জগতের সবকিছুর উপর আইন-বিধান চলে এক আল্লাহর তেমনি মানুষের জীবনেও সর্বদিকে ও বিভাগে আইন জারী করার নিরংকুশ অধিকারও একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর সৃষ্ট এই মানুষের উপর আল্লাহ ছাড়া আর করোই আইন জারী করার অধিকার নেই, মানুষ পারে না আল্লাহ ছাড়া আর কার আইন মেনে নিতে ও পালন করতে। করলে তা হবে সম্পূর্ণরূপে অনধিকার চর্চা অন্যায় এবং অনাচার; তা হবে সুস্পষ্টরূপে শিরক।[৪]

---

[১] .আল-কুরআন(০২ঃ১৬৫)

[২] .আল-কুরআন(০৭ঃ১৯৭)

[৩] .শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ,ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, অনুঃ-আব্দুল্লাহ আলকাফী ও আব্দুল্লাহ শাহেদ,তাওহীদ পাবলিকেশন্স, প্রকাশ-২০০৭, পৃ-১০৩,

[৪] .মুহাম্মদ আবদুল মজিদ, শিরক ও বিদাআত, আল-ফুরকান প্রকাশনী, প্রকাশকাল-২০০৫, পৃ-৪৪,

Dhaka University Institutional Repository

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন– إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ-

বিধান দিবার অধিকার কেবল আল্লাহরই । তিনি আদেশ দিয়াছেন অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে, কেবল তাঁহার ব্যতীত ; ইহাই শাশ্বত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।[১]

বর্তমান যখন মুসলমানরা দ্বীন-ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতিকে দুই বিচ্ছন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন জিনিস বলে মনে করতে শুরু করে এবং এই মনোভাবের ফলে ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়া কেবল আল্লাহর হুকুমই নয়, সেই সঙ্গে ধর্মনেতা তথা পীরসাহেবের হুকুম পালন করাও দরকারী বলে মনে করে। জীবনের বৃহত্তম দিক– রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক কাজকর্মকে ইসলামের আওতার বাইরে বলে মনে করে। সেখানে মেনে নেয়া হয় রাজনীতিক ও শাসকদের বিধান। নামাযের ইমামতি ধার্মিক লোকই করবে বলে গুরুত্ব দেয়া হয়, কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ফাসিক-ফাজির তথা ইসলামের দুশমনদের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিতেও এতটুকু দ্বিধাবোধ করা হয় না। বরং এক ইসলামের বিপরীত কাজ মনে করা হয়। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত জীবনে যারা ধর্মকে খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করে– পালন করা দরকার মনে করে, তারাই যখন রাজনীতি করতে নামে, তখন সেখানে করে চরম গায়র-ইসলামী রাজনীতি', চরম শরীয়ত বিরোধী সামাজিকতা এবং সুস্পষ্ট হারাম উপায়ে লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য। কেননা এসব ক্ষেত্রে তারা আল্লাহকে হুকুম দেয়ার অধিকার দিতে রাজী হয় না, আল্লাহর হুকুম এক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে তা মনে করতে পারে না। ইসলামের তাওহীদি আকীদায় সামাজিক-রাজনৈতিক দিকে এই হল এক মারাত্মক বিদআ'ত। এই পযায়ে এসে সমাজের ধার্মিক লোকেরা আল্লাহকে পাবার জন্য পীর ধরা ফরয বলে প্রচার করে। আর তারই ফলে আল্লাহর তাওহীদি ধর্মে ধর্মনেতার তথা পীর বুযুর্গ লোকদের এবং রাজনীতি ও সমাজ সংস্থার রাজনীতিকদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্বীকার করে শিরক -এর এক বড় বিদআ'ত দাঁড় করিয়ে নিয়েছে।[২]

শিরকে আসগার

রিয়া(লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎকর্ম সম্পন্ন) ঃ

রিয়া হচ্ছে - মানুষ তার ইবাদতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সন্তুষ্টি কামনা করবে।[৩] রিয়া এক ধরনের শিরক। রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উন্নয়নের পরিবর্তে কলুষতা ও ভণ্ডামি বৃদ্ধি পায়। রিয়াকারী লোকদেরকে তার ইবাদত ও পরহেযগারী সম্বন্ধে অবহিত করতে ইচ্ছা করে যাতে এর দ্বারা তাদের থেকে প্রশংসা, সুনাম, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন–সম্পদ অথবা কোন পার্থিব উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। একারণে এরূপ ব্যক্তির ইবাদত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আল্লাহর কাছে ঘৃনিত ,লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হবে।

এধরণের শিরক বা আচরণ মানুষকে মানুষ পূজা, সমাজ পূজা ও প্রবৃত্তি পূজার দিকে ধাবিত করে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এদের নৈতিক মূল্যবোধ দৃঢ় হয় না। এরা সৃষ্টির গোলামীতে ব্যস্ত।

রিয়ার নিন্দা করে কুরআনে বলা হয়েছে-

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

সুতরাং যে তাহার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তাহার প্রতিপালকের ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।[৪]

অন্যত্র বলা হয়েছে-الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ- الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ-فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ -

সুতারাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, যাহারা তাহাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন , যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে।[১]

---

[১] .আল-কুরআন(১২ঃ৪০)

[২]. মুহাম্মদ আবদুল মজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৭-৪৮,

[৩]. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাববারা,ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ, অনুঃ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, ইফাবা,৩য় সং-২০০৪,পৃ-৮৩

[৪] .আল-কুরআন(১৮ঃ১১০)

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র বলা হয়েছে-

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاء النَّاس وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاء قِرِينًا

এবং যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য তাহাদের ধন–সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাহাদিগকে ভালবাসেন না। আর শয়তান কাহারও সংগী হইলে সে সংগী কত মন্দ।[২]

অন্যত্র বলা হয়েছে-

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ-أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ-

যে কেহ পার্থিব জীবন ও উহার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমি উহাদের কর্মের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেথায় তাহাদিগকে কম দেওয়া হইবে না। উহাদের জন্য আখিরাতে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই এবং উহারা যাহা করে আখিরাতে তাহা নিষ্ফল হইবে এবং উহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা নিরর্থক।[৩]

অন্যত্র বলা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

হে মু'মিনগণ ! দানের কথা বলিয়া বেড়াইয়া এবং ক্লেশ দিয়া তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করিও না, যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যায় করিয়া থাকে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না।?[৪]

রাসূল সাঃ বলেন– যে ব্যক্তি লোককে শোনানোর জন্য ইবাদত করেছে আল্লাহ তা লোকদের শুনিয়ে দেবেন। যে ব্যক্তি লোকদের দেখানোর জন্য কোন কাজ করেছে তা তিনি লোকদের দেখিয়ে দেবেন।[৫]

শিরকের ভিত্তি ঃ

মুশরিকদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মানুষ্ঠান ভিত্তিহীন,অলীক ও অনুমান ভিত্তিকঃ

মুশরিকরা ধর্মের নামে যেসব বিভিন্ন কার্যকলাপ করে থাকে তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন,অলীক, ও অনুমান ভিত্তিক। তারা এমন অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকে যা কোন ভিত্তি কোন ধর্মগ্রন্থে নেই।আমাদের সমাজে ধর্মের নামে এধরনের বিভিন্ন কুসংস্কার লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

قَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ-

যাহারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে শরীকরূপে ডাকে , তাহারা কিসের অনুসরণ করে ? তাহরাতো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে এবং তাহারা শুধু মিথ্যাই বলে।[৬]

অধিকাংশ মুশরিকরা বলে থাকেন মূর্তিপুজার মাধ্যমে তারা আল্লাহরই পুজা করে থাকে, মূর্তিকে তারা প্রতীক হিসাবে সামনে রাখেন, যাতে ইবাদতে তাদের মনোনিবেশ ভাল হয়। বস্তুত তারা যে কথা বলে থাকে তা তাদের মনগড়া। কোন আসমানী গ্রন্থ বা কোন নবী-রাসূল থেকে এরূপ কাজের কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়।এ সম্পর্কে [redacted] মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ-

যাহারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাহারা বলে, আমরা তো তাহাদের পূজা এইজন্যই করি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহর সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে। উহারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ

---

[১] .আল-কুরআন(১০৭ঃ০৪-০৬)

[২] .আল-কুরআন(০৪ঃ৩৮)

[৩] .আল-কুরআন(১১ঃ১৫-১৬)

[৪] .আল-কুরআন(০২ঃ২৬৪)

[৫] . আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী,জামিউত তিরমিযী, আবওবু যাহদ, বাব আর-রিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬১,

[৬].আল-কুরআন (১০ঃ৬৭)

Dhaka University Institutional Repository

করিতেছে আল্লাহ তাহার ফয়সালা করিয়া দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ তাহাকে সৎপথে পরিচালনা করেন না।[১]

মুশরিকরা তাদের অলীক ধ্যান-ধারণা থেকে অনেক ধর্মানুষ্টান করে থাকেন এবং তারা দাবী করেন এসব তারা আল্লাহর মর্জিতে তারা তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য তা করে থাকেন। কিন্তু তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কাল্পনিক। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ -

মুশরিকরা বলিবে , আল্লাহ ইচ্ছা করিলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তাঁহাকে ব্যতীত অপর কোন কিছুর ইবাদত করিতাম না এবং তাঁহার অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কিছু নিষিদ্ধ করিতাম না। উহাদের পূর্ববর্তীরা এইরূপ করিত।[২]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ-

যাহারা শিরক করিয়াছে তাহারা বলিবে, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিরক করতাম না, এবং কোন কিছু হারাম করিতাম না। বল, তোমাদের নিকট কোন যুক্তি আছে কি? থাকিলে তাহা পেশ কর; তোমরা শুধু কল্পনাকেই অনুসরণ কর এবং মনগড়া কথা বল।[৩]

মহান আল্লাহ আরও বলেন–

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

উহারা বলে, দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করিলে আমরা উহাদের পুজা করিতাম না। এ বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান নাই, উহারা তো কেবল মনগড়া বলিতেছে।[৪]

শিরকের ভয়াবহ পরিণতিঃ

শিরক সত্যভ্রষ্ট ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকৃত করেঃ

শিরকের মাধ্যমে মানুষ যুগে যুগে বিপথগামী ও সত্যচুত্য হয়েছে। আত্মবিস্মৃত মানুষ একত্ববাদের আকীদা থেকে সরে গিয়ে বহুত্ববাদ গ্রহণ পৃথিবীতে নানা ধরনের বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে এবং বর্তমানেও করছে। ফলে মানুষ ন্যায়-অন্যায় ও হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা হরিয়ে ফেলেছে। একারণে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে নানান অনাচার। শিরক মানষের পার্থিব জীবনের যেমন অকল্যাণ ও ক্ষতি ডেকে এনেছে তেমনি পরকালীন জীবনেও ভয়াবহ পরিণতি দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

শিরক যাবতীয় পূণ্যই নিষ্ফল করে দেয়ঃ

শিরক মানুষের যাবতীয় সৎকর্ম ও সকল ইবাদতকে,তেমনিভাবে বরবাদ করে দেয়, যেমনভাবে এক পাতিল দুধে কিছু মল-মুত্র পড়লে তাকে নষ্ট করে দেয়। এ কারণে মুশরিকদের কোন পূণ্যের কাজ গৃহীত হবে না।

নবী-রাসূলগণও যদি শিরক করত তাঁদের যাবতীয় সৎকর্ম আল্লাহ নিষ্ফল করে দিতেন। আল্লাহর প্রিয় বন্ধু ও সর্বশ্রেষ্ট রাসূল মুহাম্মাদ সা. যদি শিরক করতেন তবে তার পরিণতি কি হত সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

---

[১] .আল-কুরআন (৩৯ : ০৩)

[২] .আল-কুরআন(১৬৪৩৫)

[৩] .আল-কুরআন (০৬৪১৪৮)

[৪] .আল-কুরআন(৪৩৪২০)

Dhaka University Institutional Repository

তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হইয়াছে, তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করিলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হইবে এবং অবশ্যই তুমি হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।[১]

মুহাম্মাদ সা.এর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ যদি শিরক করত তবে তবে পরিণতি কি হত সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُون তাহারা যদি শিরক করিত তবে তাহাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হইত।[২]

মুশরিকদের জন্য জান্নাত হারামঃ

মুশরিকদের পরকালীন আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত প্রবেশ হারাম করেছেন।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَاوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اَنصَار
কেহ আল্লাহর শরীক করিলে আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করিবেন এবং তাহার আবাস জাহান্নাম।যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।[৩]

মুশরিকরা চির জাহান্নামী এবং সৃষ্টির অধমঃ

ঈমান আনার পর যারা শিরক করেনি কিন্তু অন্য বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে তারা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ শেষে এক পর্যায়ে তারা জান্নাতে দাখিল হবে। কিন্তু মুশরিকরা কখনই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ
কিতবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করে তাহারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে, উহারাই সৃষ্টির অধম।[৪]

মুশরিকদের কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকবে না ঃ

কিয়ামতের দিন শিরক ছাড়া অন্য অপরাধে অপরাধী গুনাহগার মু'মিনদের জন্য নবী-রাসূল ও পূণ্যবানগণ সুপারিশ করবে। কিন্তু সেদিন মুশরিকদের কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–
وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ- مِن دُونِ اللّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ اَوْ يَنتَصِرُونَ- فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ- وَجُنُودُ إِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ- قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ- تَاللّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ- إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ- وَمَا اَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ-فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ- وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ- فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ-
উহাদিগকে বলা হইবে, তাহারা কোথায়, তোমরা যাহাদের ইবাদত করিতে,আল্লাহর পরিবর্তে ? উহারা কি আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম ? অতঃপর উহাগিকে এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হইবে অধোমুখী করিয়া, ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও। উহারা সেথায় বিতর্ক লিপ্ত হইয়া বলিবে, আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম, যখন আমরা তোমাদিগকে জগতসমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করিতাম। আমাদিগকে দুস্কৃতিকারীরাই বিভ্রান্ত করিয়াছিল। পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নাই। এবং কোন সুহৃদয় বন্ধু নাই। হায়! যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটিত, তাহা হইলে আমরা মু'মিনদের অর্ন্তভূক্ত হইয়া যাইতাম।[৫]

---

[১] .আল-কুরআন(৩৯ঃ৬৫)

[২] . আল-কুরআন(০৬ঃ৮৮)

[৩] . আল-কুরআন(০৫ঃ৭২)

[৪] .আল-কুরআন(৯৮ঃ০৬)

[৫] .আল-কুরআন(২৬ঃ ৯২-১০২)

Dhaka University Institutional Repository

মুশরিকরা ক্ষমার অযোগ্য চিরস্থায়ী মহাশাস্তির অধিকারীঃ

শিরক ছাড়া অন্য পাপকে শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের শাস্তির মেয়াদ শেষে আল্লাহ ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।কিন্তু শিরক এমন গুরতর অপরাধ যে, এ অপরাধে অপরাধীকে চিরকাল শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং তারা ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ- قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ- وَقَالَتْ أُولاَهُمْ لأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ-

যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্য রচনা করে কিংবা তাহার নিদর্শনকে অস্বীকার করে তাহার অপেক্ষা অধিক বড় জালিম আর কে? তাহাদের যে হিস্সা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে উহা তাহাদের নিকট পৌছিবে। যতক্ষণ না আমার ফিরিশ্তা জান কবজের জন্য তাহাদের নিকট আসিবে ও জিজ্ঞাসা করিবে, আল্লাহ ছাড়া যাহাদিগকে তোমরা ডাকিতে তাহারা কোথায়? তাহারা বলিবে, তাহারা অর্ন্তহিত হইয়াছে এবং তাহারা স্বীকার করিবে যে, তাহারা কাফির ছিল। আল্লাহ বলিবেন, তোমাদের পূর্বে যে জিন্ন ও মানব দল গত হইয়াছে তাহাদের সহিত তোমরা অগ্নিতে প্রবেশ কর। যখনই কোন দল উহাতে প্রবেশ করিবে তখনই অপর দলকে তাহাকে অভিসম্পাত করিবে, এমনকি যখন সকলে উহাতে একত্র হইবে তখন তাহাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! ইহারাই আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। সুতারাং ইহাদিগকে দিগুণ অগ্নি শাস্তি দাও। আল্লাহ বলিবেন, প্রত্যেকের জন্য দিগুণ রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা জান না। তাহাদের পূর্ববতীরা পরবর্তীদিগকে বলিবে, আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, সুতারাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন কর।[১]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللهِ مِن وَاقٍ

উহাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে আছে শাস্তি এবং আখিরাতের শাস্তি তো আরো কঠোর! এবং আল্লাহর শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার উহাদের কেহ নাই।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلاء شُرَكَآؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ-وَأَلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

মুশরিকরা যাহাদিগকে আল্লাহর শরীক করিয়াছিল, তাহাদিগকে যখন দেখিবে তখন তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! ইহারাই তাহারা, যাহাদিগকে আমরা তোমার শরীক করিয়াছিলাম, যাহাদিগকে আমরা আহবান করিতাম তোমার পরিবর্তে ; অতঃপর তদুত্তরে উহারা বলিবে, তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। সেই দিন তাহারা আল্লাহর নিকট আত্মসমার্পণ করিবে এবং তাহারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করিত তাহা তাহাদের জন্য নিস্ফল হইবে। আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করিব কাফিরদের ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীদের ; কারণ তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিত।[৩]

শিরকের কারণঃ

বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্ধঅনুসরণ-অনুকরণ, বিশেষ বান্দাদের অতিভক্তি, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার
শয়তানের প্রতারণা, শিরকমিশ্রিত বিভিন্ন বিনোদন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

---

[১] .আল-কুরআন(০৭ঃ৩৭-৩৯)

[২] .আল-কুরআন(১৩ঃ৩৪)

[৩] .আল-কুরআন(১৬ঃ ৮৬-৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

খ.কুফর(অবিশ্বাস, অস্বীকার),

কুফর শব্দের আভিধানিক অর্থ-ঢেকে রাখা, গোপন করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, ।
শরীয়তের পরিভাষায় 'কুফর' হচ্ছে–আল্লাহর অস্তিত্ব বা ইসলামে অন্যান্য যে সব বিষয়য়ের অস্তিত্ব স্বীকার করার বিধান রয়েছে, সে সবের অস্তিত্ব অস্বীকার করা। ইসলামে যে সব বিধি-নিষেধ, হুকুম-আহকাম আল-কুরআন ও আল-হাদীসের বাণী দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত সে সব বা তার যে কোন একটি অস্বীকার করাই কুফরী। যে কুফর করে তাকে বলা হয় কাফির । কুফর ঈমানের বিপরীত। কাজেই শরীয়তের দৃষ্টিতে আল্লাহ, ফিরিশতা, আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব, নবী ও রাসূল, তাকদীর, কিয়ামত, আখিরাত , কিয়ামতে উত্থান, হাশর,নাশর, বিচার, জান্নাত, জাহান্নাম এসবে বা এর কোন একটিতে অবিশ্বাস বা অস্বীকৃতি কুফরীর কাজ। আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছু বা কাউকে শরীক করলেও কুফরী হয়; কারণ এতে আল্লাহর নিরঙ্কংকুশ প্রভুত্বকে অস্বীকার করা হয়।
আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আদেশ-নিষেধ মেনে নেওয়া ও পালন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যে সব আদেশ–নিষেধের যৌক্তিকতায় অবিশ্বাস করাও কুফরী।যেমন-সালাত কয়েম করা, যাকাত দেওয়া,সিয়াম পালন করা ইত্যাদি কাজ ইসলামের রুকন হিসেবে ফরয করা হয়েছে।এগুলোর কোন একটির অবশ্য পালনীয়তার ব্যাপারে অস্বীকার বা অবিশ্বাস করা বা কাউকে এসব পালনে বাধা দেওয়াও কুফরীর শামিল। এরূপ যে নির্দেশে কোন কাজ হারাম বা অবশ্য পরিত্যাজ্য করা হয়েছে, সেসবের কিংবা এর কোন একটির অবশ্য বর্জনীয় হওয়ার ব্যাপারে অবিশ্বাস পোষণ করা । যেমন– ব্যভিচার , মদ পান, সুদ খাওয়া–এসব নির্বিচারে হালাল মনে করা বা হালাল মনে করে তা করাও কুফরীর পর্যায়ে পড়ে।[১]

নাস্তিকতা ঃ

বিশ্বজগতের স্রষ্টা তথা মহান আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা ও অস্বীকার করা।

বস্তুবাদঃ

বস্তুবাদের মূল কথা হল–বস্তুই প্রথম এবং প্রধানএবং বস্তু থেকেই চিন্তার সূত্রপাত। বস্তু জগতের বাইরে অন্য কিছু সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশ নেই । বস্তুই শুরু বস্তুই শেষ। বস্তুবাদীরা আরো মনে কর যে, বস্তু থেকেই ধারণা বা জ্ঞানের উৎপত্তি। বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলেই সে সম্পর্কে মানুষের মনে ধারণা জন্মে। বস্তু জগতের বাইরে কোন জ্ঞান বা দর্শনকে বস্তুবাদীরা অস্বীকার করে।[২]
নাস্তিকতা ও বস্তুবাদীদৃষ্টিভঙ্গি দু'টিই এক ধরনের কুফরী।

কাফিরদের স্বরূপঃ

কাফিররা মৃত্যুর পরের জীবন তথা পরকালের জবাবদিহীতার ব্যাপারে অবিশ্বাসী। তারা মনে করে মৃত্যুর পর তাদের দেহ পঁচে-গলে মাটির সাথে মিশে যাবে। পৃথিবীর জীবন ও কর্মের জন্য কোন জবাবদিহী করতে হবে না। ভাল কর্মের প্রতিদানে জান্নাতে মহাসুখ এবং মন্দ কর্মের বিনিময়ে জাহান্নামে মহাশাস্তি পেতে হবে–এ বিশ্বাসকে তারা হস্যকর ও অবাস্তব বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ- أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ -

কাফিররা বলে, আমরা কি তোমাদিগকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব যে তোমাদিগকে বলে তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িলেও তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হইবেই সে কি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উন্মাদ? বস্তুত যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।[৩]
এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا-أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا

---

[১]. স্রষ্টা ও ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ–৭৯,
[২]. ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ, অনন্যা প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ-২০০১,পৃ-১৭৫,
[৩].আল-কুরআন(৩৪ঃ৭-৮)

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ বলে, আমার মৃত্যু হইলে আমি কি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হইব ? মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাহাকে পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি যখন সে কিছুই ছিল না?[১]

কুফর সরল পথ হতে বিচ্যুত চরম ভ্রষ্টতার পথঃ

আল্লাহ বিস্মৃতি, পরকাল বিস্মৃতি এবং নবী-রাসূলদের শিক্ষামালার প্রতি উপেক্ষা ও উদাসীনতার ফল হল চরম ভ্রষ্টতা ও অসভ্যতা। রাসূল সাঃ অবর্ভিাবের পূর্বে যে চরম বর্বরতা, ভ্রষ্টতা, অসভ্যতা আরবদের জীবন অতিষ্ট করে তুলেছিল তার কারণ ছিল আল্লাহ ও পরকাল অস্বীকার এবং নবী-রাসূলদের শিক্ষামালার প্রতি উপেক্ষা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدً

আর কেউ আল্লাহ, তাঁহার ফেরেস্তাগণ, তাঁহার কিতাবসমূহ, তাঁহার রাসূলগণ ও আখিরাতকে অস্বীকার করিলে সে তো ভীষণ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।[২]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ

আর নিশ্চয়ই যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারা তো সরল পথ হইতে বিচ্যুত।[৩]

কুফর যে মানুষকে সরল পথ হইতে বিচ্যুত করে চরম ভ্রষ্টতার অসভ্যতার পথে নিয়ে যায় বর্তমান পাশ্চাত্যবাসীর জীবনাচরণের দিকে লক্ষ্য করলে তাই পরিলক্ষিত হয়।

কাফিরদের পথ অনুসরণ করলে তা তাকে ভ্রষ্টতায় নিয়ে যাবেঃ

কাফিররা নিজেরা সত্য ভ্রষ্ট। কেউ তাদের আনুগত্য করলে তারা তাদেরকেও ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যাবে।এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর তবে তাহারা তোমাদিগকে বিপরীত দিকে ফিরাইয়া দিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।[৪]

কাফিররা ভোগবাদী, বস্তুবাদী ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিতঃ

আল্লাহ ও পরকাল অস্বীকারের ফলে কাফিরদের জীবন ভোগ-বিলাস ও পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি অর্জনের প্রতিযোগিতায় নিমজ্জিত। সর্বযুগের কাফিরদের এই একই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

যাহারা কুফরী করে উহারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু–জানেয়ারের মত উদর পূর্তি করে; আর জাহান্নামই উহাদের নিবাস।[৫]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই এবং আমরা উত্থিত হইব না[৬]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

উহারা বলে, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি আর কাল-ই আমাদিগকে ধ্বংস করে। বস্তুত এই ব্যাপারে উহাদের কোন জ্ঞান নেই, উহারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।[৭]

---

[১] .আল-কুরআন(১৯ঃ৬-৬৭)
[২] .আল-কুরআন (০৪ঃ১৩৬)
[৩].আল-কুরআন (২৩ঃ৭৪)
[৪] .আল-কুরআন(০৩ঃ১৪৯)
[৫] .আল-কুরআন(৪৭ঃ১২)
[৬] .আল-কুরআন (২৩ঃ৩৭)
[৭] .আল-কুরআন (৪৫ঃ২৪)

Dhaka University Institutional Repository

কাফিরদের এই ভোগবৃত্তিকে পুরণ করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে, যা বিভিন্ন অবক্ষয়ের জন্ম দিচ্ছে। বর্তমান পাশ্চাত্যের কাফিরদের ভোগবাদী জীবনের খন্ড চিত্র তুলে ধরে সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন–'পরকাল অস্বীকারের স্বাভাবিক প্রভাব এই যে, পার্থিব জীবন এবং দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু ভোগের ও স্বাদ গ্রহণের এক ধরণের পাগলামী সৃষ্টি হয়ে গেছে। ভোগ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাড়িয়েছে। আজ পাশ্চাত্যের প্রতিটি কোন থেকে কেবল " খাও দাও ফুর্তি কর" এই শ্লোগান উত্থিত হচ্ছে। তাদের গোটা জীবনেই এর পিছনে এবং এগুলো অর্জনের প্রতিযোগিতায় ব্যয়িত হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতা জীবনকে এক এমন একিটি ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার ময়দান বানিয়ে দিয়েছে যার কোন শেষ নেই। জীবনের অন্ত হীন পিপাসা রয়েছে, রয়েছে এমন এক রাক্ষুসে ক্ষুধা যা কোন দিন মিটবার নয়। সকলের মুখে কেবল এক কথা- আরো চাই, আরো চাই, কেবল এক চিৎকার আরো দাও, আরো দাও। জীবনের প্রয়োজন প্রতিদিন কেবল বাড়ছে আর বাড়ছে। প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের উপকরণ এবং এর ভেতর নিত্য-নতুন আবিস্কারও প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর তা শতবিধ সামাজিক সমস্যা-সংকট সৃষ্টি করছে। বাণিজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা এতে সাহায্য করছে। জীবনযাত্রার মান প্রতিদিন উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছে, এমনকি প্রত্যেক লোক যখন চোখ তুলে তাকায় মনজিলে মাকসুদ তখন তা দূরে দেখতে পায়। ফল হয় এই যে , তার জীবন এ সবের লাভের আশায় ও চেষ্টা-তদবীরে নিরানন্দ ও বিষাদ হয়ে যায় এবং লোভ-লালসার এক লাগাতর আযাব ও জীবনের অন্তহীন সংগ্রামে মত্ত হয়ে পড়ে। ধৈর্য ও অল্পে তুষ্টি, যা মানসিক প্রশান্তি ও আত্মিক তৃপ্তির সবচেয়ে বড় মাধ্যম, দীর্ঘকাল থেকেই ইউরোপে তা দুষ্প্রাপ্য।[১]

কাফিররা উদ্‌ভ্রান্তঃ

অবিশ্বাসীদের সমুদয় ভাবনা দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ কেন্দ্রিক। তারা জগত ও জীবনের গুরুরহস্য নিয়ে ভাবতে চায় না। আমরা কে? কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাব? আমাদের চুড়ান্ত পরিণতি কি? ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাদের কোন চিন্তা নেই। তারা সর্বক্ষণ উদভ্রান্তের ন্যায় আনন্দ-ফুর্তি ও খেল-তামাশায় মত্ত থেকে জীবনকে অতিবাহিত করে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ

যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের দৃষ্টিতে তাহাদের কর্মকে আমি শোভন করিয়াছি, ফলে উহারা বিভ্রান্তি তে ঘুরিয়া বেড়ায়; ইহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং ইহারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ ।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

উহাদিগকে ছাড়, উহারা খাইতে থাকুক, ভোগ করিতে থাকুক এবং আশা উহাদিগকে মোহচ্ছন্ন রাখুক, অচিরেই উহারা জানিতে পারিবে।[৩]

কাফিররা স্রষ্টার প্রতি চরম অকৃতজ্ঞ ঃ

পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহ ও সর্বাধিক মর্যাদা দান করছেন। মানুষের মত অন্য কোন সৃষ্টিকে এত মর্যাদাও দেননি এবং অনুগ্রহও করেননি।এতদসত্বেও অন্য সকল সৃষ্টি প্রতিনিয়ত যথানিয়মে আল্লাহর গোলামী করে যাচ্ছে ব্যতিক্রম শুধু মানুষ। এত মর্যাদা এবং অনুগ্রহ লাভের পরও মানুষের একটি বড় অংশ আল্লাহকে ও তাঁর আদেশ–নিষেধসমূহ মানতে অস্বীকার করছে। তাই নিঃসন্দেহে এটা পরম করুণাময় আল্লাহর প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতার নামান্তর।

---

[১].সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম, সম্পাদনা-নুরুল ইসলাম মানিক, ই ফা বা, ঢাকা, ১ম প্রকাশ-২০০৫, পৃষ্ঠা-১৩,

[২].আল-কুরআন (২৭ঃ৪-৫)

[৩].আল-কুরআন (১৫ঃ০৩)

Dhaka University Institutional Repository

কাফিররা নিকৃষ্ট প্রকৃতির মানুষ ঃ

কুফর চরম গর্হিত অপরাধ ও নিকৃষ্ট গুণ। এর নেতিবাচক ব্যক্তির উপর পড়ে।ফলে কাফিরদের মনুষ্যত্ব ও উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ লোপ পায়। এরা সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট এবং সর্বাধিক অকৃতজ্ঞ প্রাণীতে পরিণত হয়। ফলে এদের দ্বরা নানাধরনের অন্যায়, অনাচার, বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى

যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস উহারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির ,আর আল্লাহ তো মহত্তম প্রকৃতির।[১]

শয়তান ও তাগুত কাফিরদের অভিভাবক ঃ

কাফিরদের অভিভাবক শয়তান ও তাগুত[২]। শয়তান ও তাগুত যার অভিভাবক হয় তার পরিণতি কি হতে পারে বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ

যাহারা ঈমান আনে না, শয়তানকে আমি তাহাদের অভিভাবক করিয়াছি।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-

যাহারা কুফরী করে তাগুত তাহাদের অভিভাবক, ইহারা তাহাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়। উহারা অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ لاَ يَهْدِيهِمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ-

যাহারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে আল্লাহ হিদায়েত করেন না এবং তাহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। যাহারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তাহারা তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং উহারাই মিথ্যাবাদী।[৫]

কাফিররা আল্লাহর পথে বাঁধাদানকারীঃ

কাফিররা আল্লাহদ্রোহী ও প্রচন্ড ইসলাম বিদ্বেষী। তারা সত্য ও শান্তির পথে বাঁধা সৃষ্টিকারী। এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ

যাহারা আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিত এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিত; উহারাই আখিরাত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।[৬]

কাফিররা অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টিকারীঃ

কাফিররা সমাজে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টিকারী। তারা মু'মিনদের মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি উদ্দেশ্যে বলে বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে। এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً-

---

[১] .আল-কুরআন(১৬ঃ৬০)

[২] .তাগুত অর্থ নিরুপনে মতভেদ রয়েছে – উমার রা. বলেন, তাগুত হচ্ছে– শয়তান,, মুজাহিদ বলেন–মানুষরূপী ময়তান। ইমাম মালেক রহ. বলেন, তাগুত হচ্ছে–প্রত্যেক ঐ জিনিষ, আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয়।

[৩] .আল-কুরআন(০৭ : ২৭)

[৪] .আল-কুরআন (০২ঃ২৫৭)

[৫] .আল-কুরআন(১৬ঃ ১০৪-১০৫)

[৬] .আল-কুরআন(০৭ঃ৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

যাহারা আল্লাহকে অস্বীকার করে ও তাঁহার রাসূলদিগকেও এবং আল্লাহে ও তাঁহার রসূলের মধ্যে ঈমানের ব্যাপারে তারতম্য করিতে চাহে এবং বলে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি আর তাহার মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করিতে চাহে, ইহারাই প্রকৃত কাফির, এবং আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।[১]

কাফিররা মানবতার দুশমন ও পরিত্যাজ্যঃ

কাফিররা শুধু আল্লাহ ও রাসূলের দুশমন বরং সমগ্র মানবতার দুশমন। তাদের কাছে অকল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণের আশা করা যায় না। তাই তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে শুধু নিজের ক্ষতিই হবে। এজন্য তাদেরকে বর্জনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে উহাদিগকে অন্ত রঙ্গ রূপে গ্রহণ করিও না। তোমাদের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করে, তাহারাই যালিম।[২]

কাফিররা সত্যবিমূখ ও অহংকারীঃ

আল্লাহ ও পরকাল অস্বীকারীরা পরকালীন জীবনের প্রতিদানে বিশ্বাস রাখে না ফলে তাদের জীবন বল্গাহীন অশ্বের মত নিয়ন্ত্রণহীন। নিজের চেয়ে উচ্চতর শক্তি তথা আল্লাহ বলতে কিছু আছে বলে সে মনে করে না।এসব কারণে সে হয়ে অহংকারী ও উদ্ধত। আর অহংকারীরা সত্য প্রত্যাখ্যানে কোন দ্বিধা করে না। এর ফলে এদের মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন অনাচার সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ-

তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, সুতারাং যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর সত্যবিমূখ এবং তাহারা অহংকারী।[৩]এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন–

وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ- وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ

উহাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে। সত্য যদি উহাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হইত তবে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই।

কাফিররা ভ্রান্তপথ অবলম্বী ও সৎপথ বর্জনকারী ঃ

কাফিররা সত্য পথ বর্জনকারী ও ভ্রান্তপাথের যাত্রী । সত্য যত সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হোক না কেন তা তাদের ভাল লাগে না এবং তা গ্রহণ করে না। পক্ষান্তরে ভ্রষ্টপথ, কর্মকাণ্ড ও আচরণ তা যত খারপ হোক না কেন তাদের নিকট তা ভাল লাগে এবং গ্রহণ করে।এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ

পৃথিবীতে যাহারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করিয়া বেড়ায় তাহাদের দৃষ্টি আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন হইতে ফিরাইয়া দিব, তাহারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখিলেও উহাতে বিশ্বাস করিবে না, তাহারা সৎপথ দেখিলেও উহাকে পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে না, কিন্তু তাহারা ভ্রান্তপথ দেখিলে উহাকে তাহারা পথ হিসাবে গ্রহণ করিবে।। ইহা এই হেতু যে, তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছে এবং সে সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল।[৪]

---

[১] .আল-কুরআন(০৪ঃ১৫০)

[২] .আল-কুরআন(০৯ঃ২৩)

[৩] .আল-কুরআন(১৬ঃ২২)

[৪] .আল-কুরআন(০৭ঃ১৪৬)

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আমি কাফিরদের জন্য শয়তানদিগকে মন্দকর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করিবার জন্য।[১]

কুফরের(আল্লাহ ও পরকাল অস্বীকার) ক্ষতি কত ভয়ানকঃ

দুনিয়া ও পরলোক উভয় জগতে কুফরের ক্ষতি অতীব ভয়ানক এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

নিশ্চয়ই যাহারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে মারা যায় তাহাদের উপর লা'নত আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের।[২]

মানব জীবনে কুফর এর পার্থিব ক্ষতি যে কত ভয়ানক সে সম্পর্কে মুহাম্মদ কুতুব বলেন–"পারলৌকিক জীবনকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে ঃ মানুষের সমগ্র আয়ুর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে সম্পূর্ণরুপেই বাদ দেয়া এবং উহাকে অন্ধ প্রবৃত্তির ও কামনা-বাসনার হাতে ছেড়ে দেয়া । এর ফলে মানুষ প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার কাজেই সম্পূর্ণরূপে মশগুল হয়ে যায় । তখন তার যাবতীয় কর্মতৎপরতা লক্ষ হয়ে দাড়ায় আরাম-আয়েশের যত উপায় -উপাদান হস্তগত করা তার পক্ষে সম্ভবপর তার সবটুকু সে করবে আর এ ক্ষেত্রে কেউ তার সাথে ভাগ বসাক তা সে কখনো বরদাস্ত করবে না। বস্তুত এখান থেকেই যাবতীয় শত্রুতা ও পাশবিক সংঘর্ষের সূচনা হয়।.....পরকালে অস্বীকার করার কারণে মানুষ তার আশা–আকাংখা ও চিন্তা–ভাবনা নিম্নতম স্তরে নেমে যায়। তার যাবতীয় ধ্যান-ধারণার উৎকর্ষতা ও ক্রমোন্নতি বন্ধ হয়ে যায় –তার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায় । গোটা মানবতাই চিরন্তন গৃহযুদ্ধের এক আখরায় পরিণত হয়। এমনি করে তার হাতে এতটুকু সময় থাকে না যে, জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। এই নতুন জগতে স্নেহ–মমতা, সহানুভূতি বা সৌহার্দের কোন স্থান থাকে না ; বস্তুগত আরাম–আয়েশ সন্ধান এবং প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার নেশা এ সকল কথা চিন্তা করারই অবকাশ দেয় না। এবং দেয় না বলেই জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধ এবং মহত্তসূচক আশা–আকাংখার প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল হতে পারে না।"[৩]

কাফিরদের পরিণাম/ পরিণতিঃ

কাফিরদের পরিণাম অতীব ভয়াবহ। তাদের পরণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ-

যাহারা কুফরী করিয়াছে, কিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে মুক্তির জন্য পণ স্বরূপ দুনিয়ার যাহা কিছু আছে, যদি তাহাদের তাহার সমস্তই থাকে এবং তাহার সহিত সমপরিমাণ আরও থাকে, তবুও তাহাদের নিকট হইতে তাহা গৃহীত হইবে না এবং তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে। তাহারা অগ্নি হইতে বাহির হইতে চাহিবে ; কিন্তু তাহারা বাহির হইবার নহে এবং তাহাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রহিয়াছে।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ-

যেদিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হইবে সেদিন উহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ–সম্ভার পাইয়াছ এবং সেইগুলি উপভোগও করিয়াছ । সুতারাং আজ তোমাদিগকে দেওয়া

---

[১] .আল-কুরআন(১৯ঃ৮৩)

[২] .আল-কুরআন(০২ঃ১৬১)

[৩]. মুহাম্মাদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, অনুঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রাজ্জাক,আধুনিক প্রকাশনী-ঢাকা,প্রকাশকাল-২০০৩,পৃষ্ঠা-৩৫,

[৪] .আল-কুরআন(০৫ঃ৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

হইবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিল সত্যদ্রোহী।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ

যাহারা আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমনকি অকস্মাৎ তাহাদের নিকট যখন কিয়ামত উপস্থিত হইবে তখন তাহারা বলিবে, হায়, ইহাকে আমরা যে অবহেলা করিয়াছি তজ্জন্য আক্ষেপ। তাহারা তাহাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করিবে; দেখ, তাহারা যাহা বহন করিবে তাহা অতি নিকৃষ্ট![২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করিব কাফিরদের ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীদের; কারণ তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিত।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ

যাহারা কুফরী করে আল্লাহর নিকট তাহাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে লাগিবে না এবং ইহারাই অগ্নির ইন্ধন।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ- يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ- وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ- كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ-

যাহারা কুফরী করে তাহাদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে আগুনের পোশাক, তাহাদের মাথার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি, যাহা দ্বারা উহাদের উদরে যাহা আছে তাহা এবং উহাদের চর্ম বিগলিত করা হইবে। উহাদের জন্য থাকিবে লৌহ মুদগর(হাতুর)। যখনই যন্ত্রণা কাতর হইয়া জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই তাহাদিগকে ফিরাইয় দেওয়া হইবে উহাতে; উহাদিগকে বলা হইবে ,আস্বাদন কর দহন যন্ত্রণা।[৫]

কাফিররা পরকালে শাস্তি থেকে কখনও নিস্কৃতি বা মুক্তি পাবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

যাহারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে যাহাদের মৃত্যু ঘটে তাহাদের কাহারও নিকট হইতে পৃথিবীপূর্ণ বিনিময় স্বরূপ প্রদান করিলেও তাহা কখনও কবুল করা হইবে না। ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে; ইহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।[৬]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

উহাতে (জাহান্নামে) তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। তাহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং তাহাদিগকে বিরামও দেওয়া হইবে না।

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

---

[১] .আল-কুরআন(৪৬ঃ২০)
[২] .আল-কুরআন(০৬ঃ৩১)
[৩] .আল-কুরআন(১৬ঃ৮৮)
[৪] .আল-কুরআন(০৩ঃ১০)
[৫] .আল-কুরআন(২২ঃ১৯-২২)
[৬] .আল-কুরআন(০৩ ঃ ৯১)

Dhaka University Institutional Repository

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

যাহারা তাহাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল , সুতারাং আজ আমি তাহাদিগকে বিস্মত হইব , যেভাবে তাহারা তাহাদের এই দিনের সাক্ষাতকে ভূলিয়াছিল এবং যেভাবে তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছিল।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ-

যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে ,অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ- وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ-وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ-

তুমি যদি দেখিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে অগ্নির পার্শ্বে দাড় করানো হইবে এবং তাহারা বলিবে, হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করিতাম না এবং আমরা মু'মিনদের অর্ন্তভূক্ত হইতাম। না, পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত তাহা এখন তাহাদের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইলেও যাহা করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল পুনরায় তাহারা তাহাই করিত এবং নিশ্চয়ই তাহারা মিথ্যাবাদী। তুমি যদি দেখিতে পাইতে তাহাদিগকে যখন তাহাদের প্রতিপালকের সন্মুখে দাঁড় করানো হইবে এবং তিনি বলিবেন, ইহা কি প্রকৃত সত্য নহে ?তাহারা বলিবে আমাদের প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই সত্য। তিনি বলিবেন, তোমরা যে কুফরী করিতে তজ্জর্ন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর।[৩]

গ. নিফাক(কপটতা)

নিফাক-এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ভালর প্রকাশ ও মন্দ গোপন করা। নিফাক দু-প্রকার ঃ১.বিশ্বাসজনিত ও ২.কার্যজনিত। প্রথম প্রকার মুনাফিক তো চিরজাহান্নামী এবং দ্বীতিয় প্রকার মুনাফিক জঘন্যতম পাপী।

ইমাম ইবনে জারীর বলেন যে,–মুনাফিকের কথা তার তার কাজের উল্টো,তার গোপনীয়তা তার প্রকাশ্যের বিপরীত। তার আগমন প্রস্থানের উল্টো এবং উপস্থিতি অনুপস্থির বিপরীত হয়ে থাকে।[৪]

মুনাফিকদের পরিচয় ও লক্ষণ সম্পর্কে রাসূল সাঃ বলেন–যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি অভ্যাস থাকবে , সে নিরেট মুনাফিক। আর যার মধ্যে এর কোন একটি অভ্যাস থাকবে তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব বিদ্যমান, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। অভ্যাসগুলো হল–যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় ,সে তার খিয়ানত করে, যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন ওয়াদা করে, ভংগ করে এবং যখন ঝগড়া বিবাদ করে, তখন গালিগালাজ করে।[৫]

নিফাক একটি অতীব খারাপ গুণ। যারা নিফাককের লালন করে তাদের মুনাফিক বলা হয়।

মুনাফিকদের বিভিন্ন শ্রেণীঃ

মুনাফিকদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীভেদ রয়েছে। মুনাফিকদের একটি গোষ্ঠী ছিল ইসলামকে চূড়ান্তভাবে অস্বীকারকারী। তারা নিছক ফিতন সৃষ্টি করার জন্য মুসলমানদের দলে প্রবেশ করত। মুনাফিকদের দ্বীতিয়

---

১ .আল-কুরআন(০৭ঃ৫১)

২ .আল-কুরআন(৪৭ঃ৩৪)

৩ .আল-কুরআন(০৬ঃ২৭-২৮,৩০)

৪. হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনু কাছীর (রঃ),তাফসীর ইবনে কাছীর, অনুবাদ-মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, ১ম খন্ড,৬ষ্ঠ সং,-২০০৬,ঢাকা,পৃ-১৬১

৫. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, ১ম খণ্ড,হাদীস নং-৩৩,

Dhaka University Institutional Repository

গোষ্ঠীটির অবস্থা ছিল এই যে, চতুর্দিক থেকে মুসলিম কতৃত্ব ও প্রশাসনের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাবার ফলে তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একদিকে নিজেদেরকে মুসলমানদের অর্ন্তভূক্ত করত এবং অন্যদিকে ইসলাম রিরোধীদের সাথেও সম্পর্ক রাখত।এভাবে তারা উভয় দিকের লাভের হিসা ঝুলিতে রাখত এবং উভয় দিকের বিপদের ঝাপটা থেকেও সংরক্ষিত থাকত। তৃতীয় গোষ্ঠীতে এমন ধরণের মুনাফিদের সমাবেশ ঘটেছিল যারা ছিল ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান। ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে তারা পূর্ণ নিশ্চিত ছিল না। যেহেতু তাদের গোত্রের বা বংশের বেশীর ভাগ লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাই তারাও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। মুনাফিদের চতুর্থ গোষ্ঠীতে এমন সব লোকের সমাবেশ ঘটেছিল যারা ইসলামকে ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল কিন্তু জাহেলিয়াতের আচার আচরণ, কুসংস্কার ও বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করতে, নৈতিক বাধ্যবাধকতার শৃঙ্খল গলায় পরে নিতে এবং দায়িত্ব-কর্তব্যের বোঝা বহন করতে তাদের মন চাইত না।...আবার এমন ধরণের মুফিকও পাওয়া যেত যারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতএবং নিজেদের ঈমানের ঘোষণাও দিত। কিন্তু সত্যের খাতিরে নিজেদের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে নিজেদের পার্থিব সম্পর্কচ্ছেদ করতে এবং এ সত্য মতবাদটি গ্রহণ করার সাথে সাথেই যে সমস্ত বিপদ-আপদ, যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন-নির্যাতন নেমে আসতে থাকত তা মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত ছিল না।[১] বর্তমান যুগেও কোন ব্যক্তির মধ্যে উল্লেখিত শ্রেণীগুলোর গুণাবলী কোনটি কার মধ্যে থাকলে সে সেই স্তরের মুনাফিক হিসেবে গণ্য হবে।

নিফাক নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিমূলে আঘাতকারীঃ

মুনাফিকরা মানবতা ও সভ্য সমাজের জঘন্য দুশমন। এরা ছদ্মবেশী, বহুরুপী ও নিকৃষ্ট স্বভাবের। এরা চরম ভন্ড, প্রতারক, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক ও ধোকাবাজ। সমাজে ফেতনা-ফাসাদ, ঝগড়া-বিবাদ, বিশৃঙ্খলা, অন্যায়-অপকর্ম, অশান্তি, সমাজের মূল্যবোধে ধ্বংস ও অবক্ষয় সৃষ্টির এরা মূলহোতা। এরা দুস্কৃতিকারী, মানবতার ভয়ঙ্কর শত্রু। সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও শান্তির পথে বাঁধা সৃষ্টিকারী। অন্যায়-অসৎ কাজের সংঘটন এবং সৎকাজে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে এরা অত্যন্ত দক্ষ। এরা মানবরুপী শয়তান।

মুনাফিকরা প্রতারক, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক ও অশান্তি সৃষ্টিকারী ঃ

কপটতা, মিথ্যচারীতা, ধোকাবাজি, ভন্ডামি মুনাফিকদের চারিত্রিক প্রধান বৈশিষ্ট্য। এদের মনের ভেতরের অবস্থা এক ধরণের এবং বাইরের অবস্থা এক ধরণের। এদের স্বরূপ এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের একটি চিত্র তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ -يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ-فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ-وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ-أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ-وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ-وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ-

আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রহিয়াছে যাহারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনিয়াছি, কিন্তু তাহারা মু'মিন নহে; আল্লাহ ও মু'মিনগণকে তাহারা প্রতারিত করিতে চাহে। অথচ তাহারা যে নিজেদের ভিন্ন কাহাকেও প্রতারিত করে না ,ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। তাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়াছেন ও তাহাদের জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাস্তি , কারণ তাহারা মিথ্যাবাদী। তাহাদিগকে যখন বলা হয়,পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিও না,তাহারা বলে আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী। সাবধান, ইহারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু ইহারা বুঝিতে পারে না। যখন তাহাদিগকে বলা হয়, যে সকল লোক ঈমান আনিয়াছে তোমরা তাহাদের মত ঈমান আন, তাহারা বলে, নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান আনিয়াছে আমরা কি

---

[১] . সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী(রহ),তাফহীমুল কুরআন, অনুঃ-আবদুল মান্নান তালিব, ১ম খন্ড, ১৩শ প্রকাশ,আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা,পৃ-৪৭,

Dhaka University Institutional Repository

সেইরূপ ঈমান আনিব? সাবধান! ইহারাই নির্বোধ , কিন্তু ইহারা জানেনা। যখন তাহারা মু'মিনগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি, আর যখন তাহার নিভৃতে তাহাদের শয়তানদের সহিত মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই রহিয়াছি; আমরা শুধু তাহাদের সহিত ঠাট্টা-তামাশা করিয়া থাকি।[১]

মুনাফিকরা কোন ভাল কাজ করলে তা স্বতঃফূর্তভাবে করে না, বরং তা লোক দেখানোর জন্য করে থাকে। এদের মুখোশ উন্মোচন করে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا- مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَى هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا-

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সহিত ধোকাবাজি করে ;বস্তুত তিনি তাহাদিগকে উহার শাস্তি দেন আর যখন তাহারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিলের সহিত দাঁড়ায় , কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহকে তাহারা অল্পই স্বরণ করে (তারা)দোটানায় দোদুল্যমান , না ইহাদের দিকে, না উহাদের দিকে,।[২]

মুনাফিকরা সৎকাজে বাধা প্রদানকারী ও পাপাচারী ঃ

মুনাফিকরা একে অপরের বন্ধু। সমাজে এরা বিভিন্ন অসৎ কর্মের প্ররোচনা দেয় এবং সৎকর্ম নিষেধ করে,। এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ-

মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারী একে অপরের অনুরূপ, উহারা অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম নিষেধ করে, উহারা হাতবন্ধ করিয়া রাখে, উহারা আল্লাহকে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে তিনি উহাদের বিস্মত হইয়াছেন; মুনাফিকরা তো পাপাচারী।[৩]

মুনাফিকরা সুবিধাবাদী ও ফেতনাবাজ ঃ

মুনাফিকরা সুবিধাবাদী ও ফেতনাবাজ। এদের নীতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ- سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

তাহারা বলে, এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করিও এবং এবং উহা না দিলে বর্জন করিও ।.....তাহাদের হৃদয়কে আল্লাহ বিশুদ্ধ করিতে চাহেন না; তাহাদের জন্য আছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা আখিরাতে রহিয়াছে তাহাদের মহাশাস্তি। তাহারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত।[৪]

মুনাফিদের অনেকে শিরকে লিপ্ত হয়ঃ

মুনাফিকদের একশ্রেণী পার্থিব সুখ-সাচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধি লাভ করলে দ্বীনের উপর থাকে।কিন্তু কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তি, মাযার ও বিভিন্ন সৃষ্টির পুজায় লিপ্ত হয়। এদের নৈতিক মান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

4وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ- يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ-

---

[১] .আল-কুরআন(০২ঃ০৮-১৪)

[২] .আল-কুরআন (০৪ঃ১৪২-১৪৩)

[৩] .আল-কুরআন(০৯ঃ৬৭)

[৪] .আল-কুরআন(০৫ঃ৪১-৪২)

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সহিত; তাহার মঙ্গল হইলে তাহাতে তাহার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটিলে সে তাহার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায়। সে ক্ষতিগ্রস্থ হয় দুনিয়াতে ও আখিরাতে; ইহাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা উহার কোন অপকার করিতে পারে না, উপকারও করিতে পারে না ; ইহাই চরম বিভ্রান্তি। সে ডাকে এমন কিছুকে যাহার ক্ষতিই উহার উপকার অপেক্ষা নিকটতর, কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এই সহচর।[১]

মুনাফিকদের পরিণতিঃ

মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচন সামজে এরা ঘৃর্ণিত ও লাঞ্ছিত হয়।এটা এদের দুনিয়ার শাস্তি। এদের দুস্কৃতির পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ

মুনাফিক নর, মুনাফিক নারী ও কাফিরদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জাহান্নামের অগ্নির, যেথায় উহারা স্থায়ী হইবে, ইহাই উহাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ উহাদিগকে লা'নত করিয়াছেন এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি।[২]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন–إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্ন স্তরে থাকিবে এবং তাহাদের জন্য তুমি কখনও সহায় পাইবে না।[৩]

২. ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি, সমকামিতা-বিকৃত যৌনলিপ্সা ঃ

ক. ব্যভিচার,

ব্যভিচার হচ্ছে – একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত তথা কোন বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক ছাড়াই পরস্পরে যৌন মিলন করা।

যিনা-ব্যভিচার পতিতাবৃত্তি একটি অত্যন্ত জঘন্য, কুৎসিত ও বীভৎস অপরাধ। তা সমাজ সংস্থাকে কুরে কুরে খায়, পারিবারের ভিত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন ভিন্ন করে। সমাজকে নৈতিক বিপর্যয়, পরিবারের ভাঙ্গন এবং চরম লম্পট্য সৃষ্টি করে। বিবাহ বা পারিবারিক বন্ধনের দিকে নারী-পুরুষের তীব্র অনীহার সঞ্চার করে। তা মানবীয় মর্যাদা জন্য বিধ্বংসী ভূমিকা পালন করে। তার দরুণ বংশধারা বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলে এবং সন্তান বিনষ্ট করে। তা ব্যাপক হলে সমাজের যুবক-যুবতীরা শরীয়ত সম্মত বিবাহে জড়িত না হয়ে পশুকুলের ন্যায় পাশবিক যৌনতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।[৪] ব্যভিচার সমাজ-সভ্যতাকে চরম ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তার জলন্ত উদাহরণ–আজকের ইউরোপ ও আমেরিকা। অবাধ যৌনাচার ও নৈতিক বিধি-নিষেধের পরওয়া না থাকায় বর্তমান ইউরোপীয় ও আমেরিকান সমাজ চরম বিপর্যয়ের মুখে। এসব ভয়াবহ পরিণতির কারণে ইসলাম এক হারাম ঘোষণা করেছে এবং এ ব্যাপারে অত্যন্ত তীব্র নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছে। ব্যভিচার তো দূরের কথা, এর দিকে ধাবিত করতে পারে এমন সব বিষয় থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার কঠোর নিষেধ করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً আর তোমরা যিনার নিকটবর্তী হইও না, নিশ্চয়ই ইহা একটি অশ্লীল কাজ এবং অকল্যাণের সুরঙ্গ পথ।[৫]

"যিনার নিকটবর্তী হইও না"–এর অর্থ–যিনার প্ররোচনা ও উস্কানী দিতে পারে এমন কার্যাবলীর নিকটেও যেয়ো না। যে সব কাজ যিনার পথকে সহজ করে সে সব কাজ নিজেও করো না এবং তা হতেও দিও না।

---

[১] .আল-কুরআন (২২ঃ১১-১৩)

[২] .আল-কুরআন(০৯ঃ৬৮)

[৩] .আল-কুরআন (০৪ঃ১৪৫)

[৪] মাও. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম, ই ফা বা, ৩য় সংস্করণ-২০০৭, পৃ-২১৭,

[৫] .আল-কুরআন(১৭ঃ৩২)

Dhaka University Institutional Repository

এ অপরাধ যাতে সমাজে না ছড়ায় সেজন্য ইসলাম অত্যন্ত কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করেছে। এ অপরাধের প্রতি কেউ যাতে আগ্রহী না হয় সেজন্য ব্যভিচারীর শাস্তি প্রত্যক্ষ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ-

ব্যভিচারীণী ও ব্যভিচারী উহাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করিবে, আল্লাহর বিধান কর্যকরীকরণে উহাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদিগকে প্রভাবান্বিত না করে,যদি তোমরা আল্লাহে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।[১]

কার্যত যিনা করাই শুধু যিনা নয়, বরং যিনার পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ সম্পর্কে রাসূল সাঃ বলেন– চোখের যিনা হচ্ছে- দৃষ্টি। কানের যিনা হচ্ছে- এ সংক্রান্ত শ্রবণ। মুখের যিনা হচ্ছে–এ সংক্রান্ত কথাবার্তা। হাতের যিনা হচ্ছে – হস্ত সম্প্রসারণ। পায়ের যিনা হচ্ছে–পদক্ষেপ। মন আকাংখা ও বাসনা করে আর যৌনাংগ তা সত্য কিংবা মিথ্যায় পরিণত করে।[২]

এ সম্পর্কে রাসূল সাঃ বলেন–যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থান(যবান/মুখ) এবং দুই উরুর মধ্যবর্তী স্থানের জামিন হতে পারবে ,আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হবো।[৩]

পতিতাবৃত্তিঃ

ব্যভিচারের ন্যায় পতিতাবৃত্তিও নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের হাতিয়ার। তাই ইসলাম পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে জীবন ধারণও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا-

তোমাদের দাসীগণ, সতীত্ব রক্ষা করিতে চাহিলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাহাদিগকে ব্যভিচারিণী হইতে বাধ্য করিও না ।[৪]

জাহেলী যুগে আরবে দাসীদের দ্বারা ব্যভিচার করিয়ে তার অর্থ মুনিবরা গ্রহণ করত, যা ছিল একধরনের পতিতাবৃত্তি। উল্লেখিত আয়াতে এই অনাচারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

রাসূল সা. কুকুরের মূল্য,ব্যভিচারিনীর উপার্জিত অর্থ, গণকের উপার্জিত অর্থ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।[৫]

খ. সমকামিতা ও বিকৃত যৌনলিপ্সাঃ

সমকাম ও বিকৃত যৌনলিপ্সা চরম ঘৃর্ণিত ও জঘণ্য পাপাচার, যা মনুষ্যত্ববোধকে ধ্বংস করে মানুষকে পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে নিয়ে যায়। পৃথিবীতে এই জঘণ্য মহাপাপের সূচনা করে কাওমে লুত। এই ঘৃণ্য পাপাচার তাদের নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে ভীষণভাবে ধ্বংস করে ফেলে। সে কারণে আল্লাহ তাদের সমূলে ভয়ানক শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ- إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ- وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

আর আমি লুতকেও পাঠাইয়াছিলাম। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা এমন কুকর্ম করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন কর,

---

[১] .আল-কুরআন(২৪ঃ০২)

[২] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, প্রাগুক্ত, কিতাবু কাদর, পৃ-৯৭৮,

[৩] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, প্রাগুক্ত, কিতাবু রিক্বাক, বাবু হিফজ আল-লিসান, পৃ-৯০৯,

[৪] .আল-কুরআন(২৪ : ৩৩)

[৫] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল,প্রাগুক্ত, কিতাবুল বুয়ূ',

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, ইহাদিগকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিস্কৃত কর , ইহারাতো এমন লোক যাহারা অতি পবিত্র হইতে চাহে ।[১]

পাশ্চাত্য সহ অনেক সমাজের মানুষ বিভিন্ন পশুর সাথে যৌনাচারে লিপ্ত হচ্ছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের জন্য এরচেয়ে লজ্জাকর ও অধঃপতন আর কি হতে পারে। জঘণ্য ও হীন এই আচরণে মানুষকে পশুকে ছাড়িয়ে গেছে। এসব মানুষ নামে কলংক সমাজেকে চরম অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ঘ.মাহরামদের মধ্যে (যাদের মধ্যে বিবাহ চিরনিষিদ্ধ) যৌনাচারঃ

বর্তমান আমেরিকা-ইউরোপীয় ছাড়াও অনেক দেশ ও সমাজে পিতা-কন্যা ও মাতা-পুত্র সহ যাদের সাথে বিবাহ চিরনিষিদ্ধ তাদের মধ্যে যৌনাচার ছড়িয়ে পড়েছে। যা মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। এই জঘণ্য পাপাচার ও ভয়ানক অনৈতিক আচরণ মানব সভ্যতাকে চরম বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই নিকৃষ্ট আচরণের নিন্দা জানিয়ে এবং এক চিরনিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً

নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না; .....নিশ্চয়ই ইহা অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।[২]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়, দুগ্ধ-মাতা, দুগ্ধ-ভগিনী, শাশুরী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাহার সহিত সংগত হইয়াছ তাহার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাহার গর্ভজাত কন্যা, যাহারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে,.....এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগ্নীকে একত্র করা, ...।[৩]

অবৈধ যৌনাচারের কুফলঃ

উল্লেখিত সকল অবৈধ যৌনচার অতীব গর্হিত ও চরম জঘণ্য অশ্লীল কাজ, যা মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে ফেলে। সমাজকে ভয়ানকভাবে কলুষিত করে। যৌনাচার সিফিলিস, গণোরিয়া, প্রমেহ ইত্যাদি নানাবিদ রোগের সৃষ্টি করে। ব্যভিচারেরফলে গর্ভধারণ করলে অধিকংশ ক্ষেত্রে গর্ভপাত করা হয়, যা মানবতা বিরোধী। ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম নেয়া জারজ সন্তান সে সামাজিকভাবে বিভিন্ন বঞ্চনার স্বীকার হয়। অবৈধ যৌনাচার মারাত্মক মহাপাপ ।

ব্যভিচারের ব্যাপকতার কারণঃ

পর্দাহীনতা
অপসংস্কৃতির আগ্রাসন
অশ্লীল সিনেমা/পর্ণগ্রাফী
বিলম্বে বিবাহ/অবৈধ ও পরকীয়া প্রেম
গর্ভপাত ও জন্মনিয়ন্ত্রনের উপায়-উপকরণের সহজলভ্যতা
অশ্লীল পত্র-পত্রিকা

---

[১] .আল-কুরআন(০৭ঃ৮০-৮২)
[২] .আল-কুরআন(০৪ঃ২২)
[৩] .আল-কুরআন(০৪ঃ২৩)

Dhaka University Institutional Repository

৩. মিথ্যাচার, মিথ্যাসাক্ষ্য ও সাক্ষ্য গোপন ঃ

ক. মিথ্যাচারঃ

মিথ্যা একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ, যা বহু পাপ ও মন্দের উদ্ভাবক। মিথ্যা মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। মিথ্যা মানুষের মধ্যে বিশ্বস্ততা ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব লোপ করে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। যে সমাজে জনগোষ্ঠির মধ্যে মিথ্যার প্রচলন আছে সে সমাজ উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত না সত্যবাদিতা তাদের সাহায্য করেছে। এজন্য ইসলাম মিথ্যাকে মহাপাপ হিসেবে চিহ্নিত করে নিষিদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যশ্রয়ীরা হইবে ক্ষতিগ্রস্থ ।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ- يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ- وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ-

দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর, যে আল্লাহর আয়াতসমূহের তিলাওয়াত শোনে অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে যেন সে উহা শোনে নাই। উহাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির । যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় তখন উহা লইয়া পরিহাস করে। উহাদের জন্য রহিয়াছে লঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ অভিশাপ্ত হউক মিথ্যাচারীরা।[৩]

মিথ্যা পরিণাম সম্পর্কে রাসূল সাঃ বলেন– মিথ্যা মানুষকে পাপের পথ প্রদর্শন করে, আর পাপ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হলে তাকে মিথ্যাবাদীরূপে আল্লাহর কাছে লিখে নেয়া হয়। [৪]

মিথ্যা মুনাফিকের গুণ রাসূল সাঃ বলেন– মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি ক. যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে। খ. যখন কোন অঙ্গীকার করে তা খেলাফ করে । গ. আর যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন তা খেয়ানত করে।[৫]

খ. মিথ্যাসাক্ষ্যঃ

মিথ্যা সাক্ষ্য দান অন্যের প্রতি চরম অবিচার ও মিথ্যা অপবাদের মাধ্যমে অন্যের হস্তক্ষেপ করা হয়। এর ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। একারণে আল-কুরআন মিথ্যা সাক্ষ্য দানকে মহাপাপ সাব্যস্ত করেছে। কোন মু'মিন কোন অবস্থাতেই মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করতে পারে না । এ মর্মে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

এবং যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হইলে স্বীয় মর্যাদার সহিত উহা পরিহার করিয়া চলে।[৬]

মিথ্যা সাক্ষ্য দানকে মহাপাপ গণ্য করে মহানবী সাঃ বলেন–মহাপাপ সমূহের মধ্যে অতি জঘন্য হলো আল্লাহর সাথে শরীক করা , মাতাপিতার সাথে দুর্ব্যবহার করা ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা।[৭]

---

[১] .আল-কুরআন(৪৫ঃ২৭)

[২].আল-কুরআন (৪৫ঃ৭-৯)

[৩].আল-কুরআন (৫১ঃ১০)

[৪]. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল,প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, ২য় খণ্ড,পৃ-৯০০,

[৫]. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল,প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান,, ১ম খণ্ড,

[৬] .আল-কুরআন(২৫ঃ৭২)

[৭] ইমাম হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী, কিতাবুল কাবায়ের, অনুঃ-আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, ইফাবা,২য় সং-২০০৫,পৃ-৯৭,

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষ্য গোপনঃ

সাক্ষ্য গোপনও এক ধরনের অপরাধ। এর মাধ্যমে অপরাধীকে রক্ষা করা, যা এক অর্থে অপরাধকে লালন করার শামিল। ফলে সমাজে অপরাধীদের সাহস ও অপরাধ বৃদ্ধি। সাক্ষ্যগোপনকে অপরাধ গণ্য করে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না, যে কেহ উহা গোপন করে অবশ্যই তাহার অনন্তর পাপী। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।[১]

৪.সত্য গোপন, সত্য বিমুখতা, সত্যের বিরূদ্ধাচারণ, সত্যের প্রতি বিদ্রুপ ও সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রন মানুষকে সত্য থেকে বিভ্রান্ত করাঃ

সত্য গোপন, সত্য বিমুখতা, সত্যের প্রতি বিদ্রুপ, সত্যের বিরূদ্ধাচারণ ও সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রন– এ সবের অর্থ হল মিথ্যার পৃষ্ঠপোষকতা ও লালন করা। যে সমাজ ও জাতির মধ্যে এসব নিকৃষ্ট গুণ বিস্তার লাভ করেছে তারাই অধঃপতিত ও ধ্বংস হয়েছে। এগুলোর অকল্যাণ,ক্ষতি ও নেতিবাচক দিকসমূহ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে।

ক. সত্য গোপন

সত্য গোপনের মাধ্যমে মানুষ বিভ্রান্ত হয় এবং মিথ্যা দাপট বেড়ে যায়। মানুষ অন্যায় ও অসত্যের দিকে ধাবিত হয়। সমাজ জীবনে বিভিন্ন অশান্তি ও নৈরাজ্য দেখা দেয়।এজন্য সত্য গোপন করা কঠিন অন্যায় সাব্যস্ত করে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ-

নিশ্চয়ই আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য কিতাবে উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যাহারা উহা গোপন রাখে আল্লাহ তাহাদিগকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাহাদিগকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু যাহারা তাওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, ইহারা তাহারাই যাহাদের তাওবা আমি কবুল করি, আমি অতিশয় তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।[২]

খ. সত্য প্রত্যাখান, সত্যের বিরূদ্ধাচারণ এবং সত্যের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্রুপঃ

সত্য হচ্ছে সুন্দর ও কল্যাণের প্রতীক। যারা সত্যকে প্রত্যাখান, সত্যের বিরূদ্ধাচারণ এবং সত্যের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্রুপ প্রদর্শন করে তারা মূলত মিথ্যা, অসুন্দর ও অকল্যাণের দিকে ধাবিত হয়। মিথ্যা, অকল্যাণ ও অসুন্দর মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তাছাড়া, মিথ্যার দাপট ক্ষণস্থায়ী আর সত্যের দাপট চিরস্থায়ী। সত্যের জয় এবং মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সত্যের বিরূদ্ধাচারণ এবং সত্যের প্রতি অবজ্ঞার সমূহক্ষতি তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا

কোন ব্যক্তিকে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্বরণ করাইয়া দেওয়ার পর সে যদি উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং তাহার কৃতকর্ম ভূলিয়া যায় তবে তাহার অপেক্ষা অধিক যালেম আর কে? আমি উহাদের অন্তরের উপর

---

[১] .আল-কুরআন(০২ঃ২৮৩)

[২] .আল-কুরআন(০২ঃ১৫৯-১৬০)

Dhaka University Institutional Repository

আবরণ দিয়েছি যেন উহারা কুরআন বুঝিতে না পারে এবং উহাদের কানে বধিরতা আঁটিয়া দিয়াছি। তুমি উহাদিগকে সৎপথে আহবান করিলেও উহারা কখনও সৎপথে আসিবে না।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ–

ঈমান আনার পর যাহারা কুফরী করে এবং যাহাদের সত্য প্রত্যখ্যান প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহাদের তাওবা কখনও কবুল হইবে না ইহারাই পথভ্রষ্ট ।[২]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ

জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকিবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।[৩]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

যখন উহার নিকট আমার আয়াত অবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরাইয়া লয়যেন সে ইহা শুনিতে পায় নাই, যেন উহার কর্ণ দুইটি বধির; অতএব উহাদিগকে মর্মন্তুদশাস্তির সংবাদ দাও।[৪]

গ. সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রনঃ

সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রন একটি গর্হিত অনাচার। মূল্যবোধকে ধ্বংসের মস্তবড় হাতিয়ার। ইহুদী জাতি এই গর্হিত অনাচারে জড়িয়ে পড়লে মহান আল্লাহ তাদের ধিক্কার দিয়ে বলেন–

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাহিত মিশ্রিত করিও না, এবং জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিও না।[৫]

ঘ.মানুষকে সত্য থেকে বিভ্রান্ত করাঃ

সত্যের ব্যাপারে মানুষকে বিভ্রান্ত একটি বড় অপরাধ, যা একটি জাতি ও সমাজকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। এর ফলে সমাজের মানুষ মিথ্যা, ভ্রষ্টতা অবক্ষয়ে নিমজ্জিত হয়। সত্য থেকে মানুষকে দুরে রাখার জন্য জঘণ্য অপকৌশল। কুরআন নাজিলকালীন সময়ে কাফিররা বিভিন্ন মানুষকে সত্য থেকে বিভ্রান্ত করার এধরনের ঘৃণ্য কৌশিল ব্যবহার করে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন

وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ- لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ

যখন উহাদিগকে বলা হয় , তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করিয়াছেন ? তখন উহারা বলে, পূর্ববর্তীদের উপকথা। কিয়ামত দিবসে উহারা বহন করিবে উহাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং পাপভার তাহাদেরও যাহাদিগকে উহারা অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করিয়াছে । দেখ, উহারা যাহা বহন করিবে তাহা কত নিকৃষ্ট![৬]

সত্য থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় যারা যুগে যুগে নেতৃত্ব দিয়েছে তাদের প্রত্যেকে কিয়ামতের দিন পাকড়াও করা হবে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا-

স্মরণ কর, সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে উহাদের নেতা সহ আহবান করিব।[৭]

---

[১] .আল-কুরআন(১৮ঃ৫৭)

[২] .আল-কুরআন (০৩ ঃ ৯০)

[৩] .আল-কুরআন (৭০ঃ১৭)

[৪] .আল-কুরআন(৩১ঃ৭)

[৫] .আল-কুরআন(০২ঃ৪২)

[৬] . আল-কুরআন (১৬ঃ২৪-২৫)

[৭] . আল-কুরআন(১৭ঃ৭১)

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى
আর ফির'আওন তাহার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল। এবং সৎপথ দেখায় নাই।[১] যে নেতা তার জাতিকে বিভ্রান্ত করেছে সে পরিণতি হবে অতীব ভয়াবহ ফেরআউনের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ সেদিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

সৎ ও ভাল মানুষকে হত্যা ও নির্যাতন ঃ

সৎ ও ভাল মানুষকে হত্যা ও নির্যাতন মাধ্যমে নির্মূল করার মাধ্যমে সমাজে অনাচার ও অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন যুগে অত্যাচারী দূর্বৃত্তপরায়ন শাসক গোষ্ঠী সৎ ও ভাল মানুষকে হত্যা ও নির্যাতন করার মধ্য দিয়ে সত্যের গতি স্তব্ধ করার অপচেষ্টা চালিয়েছে।

৫. কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, আত্মপূজা, আত্মপ্রশংসা ও অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ ঃ

ক. প্রবৃত্তি পুজা,আত্মপুজাঃ

মানব মনের যে হীনবৃত্তি ব্যক্তিকে সর্বদা খারাপ দিকে ধাবিত করে এবং মনে মধ্যে কুচিন্তা ও কুকামনা–কুবাসনা সৃষ্টি করে তাই হল কুপ্রবৃত্তি। কুপ্রবৃত্তি সকল অপকর্মের মূল। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ– মানুষের মন অবশ্যই মন্দ প্রবণ।[২]

যে সব মানুষ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অগ্রাহ্য করে নিজ নফস ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অথবা যারা নিজের মন যা চায় তা করে এরাই প্রবৃত্তি পূজারী, প্রবৃত্তির গোলাম। প্রবৃত্তি পূজা,আত্মপূজা প্রায় শিরকের কাছাকাছি পর্যায়ের অন্যায়। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এদের দ্বারা নানাবিদ অনাচার ও অবক্ষয় বিস্তার লাভ করে। এমনকি সে যদি জানতে পারে যে, সে যা করছে তা আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী, তারপরও নিজ মতের উপর অটল থাকে–মূলত এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– মনে যা ভাল লাগে তাই তারা গ্রহণ করে হক অথবা বাতিল তাদের নিকট আসল বিষয় নয়। সত্য এদের মনঃপুত হলে গ্রহণ করে কিন্তু সত্য তাদের মনঃপুত না হলে তা গ্রহণ করে না । এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

তুমি কি দেখ না তাহাকে, যে তাহার কামনা-বাসনাকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তাহার কর্মবিধায়ক হইবে? তুমি কি মনে কর যে, উহাদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? উহারা তো পশুর মতই, বরং উহারা অধিক পথভ্রষ্ট।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ তাহাকে, যে তাহার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহ বানাইয়া লইয়াছে? আল্লাহ জানিয়া শুনিয়াই উহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন এবং উহার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করিয়া দিয়োছেন উহার চক্ষুর উপর রাখিয়াছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পরে কে তাহাকে পথনির্দেশ করিব? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا
তুমি তাহার আনুগত্য করিও না যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার খেয়াল–খুশীর অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।[৫]

---

[১] . আল-কুরআন(২০ঃ৭৯)
[২] .আল-কুরআন(১২ঃ ৫৩)
[৩] .আল-কুরআন (২৫ঃ৪৩-৪৪)
[৪] .আল-কুরআন(৪৫ঃ২৩)
[৫] .আল-কুরআন(১৮ঃ২৮)

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

অতঃপর উহারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয় , তাহা হইলে জানিবে, উহারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথ নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তাহা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?[১]

কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের কেউ স্বীয় অদূরদর্শিতার কারণে এরূপ ভাবতে পারে যে, অন্য লোকদের তুলনায় তার জীবন অধিকতর সফল এবং সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরপুর। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাকে এই সংকীর্ণতার শাস্তি ভোগ করতে হয়; যখন তার আলস্যের স্বপ্ন ভেংগে যায় তখনেই সে দেখতে পায় যে, সে কুপ্রবৃত্তির গোলম ছাড়া আর কিছুই নয় ; তার অদৃষ্টে প্রবঞ্চনা, দুর্ভাগ্য, অস্থিরতা,এবং ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নেই। কেননা মানুষ একবার যদি তার প্রবৃত্তির হাতে আত্মসমার্পণ করে তাহলে পুনরায় আর কোনদিন সে উহাকে কাবু করতে পারে না।কেননা যতই সে পেতে থাকে ততই তার লোভও বাড়তে থাকে । এমনি করে করে মানুষ পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায় এবং আনন্দ ও ভোগ–বিলাসের সাগরে এমনভাবে ডুবে যায় যে, অন্য কিছুর হুশ বলতে তার তার কিছুই থাকে না। অনীস্বীকার্য যে, মানবীয় জীবনে এবং উহার বহুমূখী সমস্যা সম্পর্কে এই গতিবিধি বস্তুগত বা আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে কোন অবদান রাখতে পারে না । কেননা বস্তুগত বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা। এই শর্ত পালিত হলেই বিজ্ঞান, কলা, ও ধর্মীয় জগতে উন্নতি লাভ করা সম্ভব।[২]

খ. আত্মপ্রশংসা

আত্মপ্রশংসার অর্থ হচ্ছে–নিজের আচরণ ও কর্মকাণ্ড ভাল-সঠিক মনে করা এবং নিজকে অন্য মানুষের নিকট ভাল বলে উপস্থাপন করা; নিজের ভালদিকগুলো প্রচার করা এবং খারাপ দিকগুলো এড়িয়ে যাওয়া। আত্মপ্রশংসা মানুষকে অহংকারের দিকে নিয়ে যায়। আত্মপুজারী ব্যক্তিরাই সাধারণত আত্মপ্রশংসা পছন্দ করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى তোমরা আত্মপ্রশংসা করিও না, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে?[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই, যাহারা নিজেদিগকে পবিত্র মনে করে ? বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যাহারা নিজেরা যাহা করিয়াছে তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যাহারা নিজেরা করে নাই এমন কার্যের জন্য প্রশংসিত হইতে ভালবাসে, তাহারা শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে –এইরূপ তুমি কখনও মনে করিও না। তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।[৫]

---

১ .আল-কুরআন(২৮ঃ৫০)

২. মুহাম্মাদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৪০-৪১,

৩.আল-কুরআন (৫৩ঃ৩২)

৪ .আল-কুরআন (০৪ঃ ৪৯)

৫.আল-কুরআন (০৩ঃ১৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

গ.অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ

অন্ধ অনুসরণ এক ধরনের কুসংস্কার ও মূর্খতা, যা মানুষকে শিরক, সত্যবিমুখতা ও ভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত করে। অন্ধঅনুসরণ মানুষকে বাপদাদা ও সমাজ পূজারীতে পরিণত করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা তোমরা অনুসরণ কর, তাহারা বলে, না বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহার অনুসরণ করিব। এমনকি, তাহাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝিত না এবং তাহারা সৎপথে পরিচালিত ছিল না, তথাপিও?[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا–

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই ইহার অনুসরণ করিও না ; কর্ণ , চক্ষু, হৃদয় উহাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।[২]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন–

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অনেকে অজ্ঞনতাবশত নিজেদের খেয়াল-খুশীর দ্বারা অবশ্যই অন্যেকে বিপথগামী করে; নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

তুমি তাহার আনুগত্য করিও না যাহার চিত্তকে আমি আমার স্বরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।[৪]

মহান আল্লাহ অন্যত্র আরও বলেন–

وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ- قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ

এইভাবে তোমার কোন কোন জনপদে যখনই আমি সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি তখন উহার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলিত , আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছে এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি। সেই সতর্ককারী বলিত , তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে যে পথে পাইয়াছ , আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথর্দেশ আনায়ন করি তবুও কি তোমরা তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে ?তাহারা বলিত ,তোমরা যাহা সহ প্রেরিত হইয়াছে আমরা তাহা প্রত্যখ্যান করি ।[৫]

আয়শা রা. বলেন– আমি এক ব্যক্তির অনুসরণ করলে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আল্লাহর শপথ, অনেক কিছু পাওয়ার বিনিময়েও আমি পছন্দ করিনা যে, কোন মানুষের অনুসরণ করি।[৬]

---

[১] . .আল-কুরআন (০২ঃ১৭০)

[২] .আল-কুরআন(১৭ঃ৩৬)

[৩] .আল-কুরআন(০৬ঃ১১৮)

[৪] .আল-কুরআন(১৮ঃ২৮)

[৫] .আল-কুরআন(৪৩ঃ২৩-২৪)

[৬] ইমাম গাজ্জালী, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন,অনুঃ-মাওঃ মুহীউদ্দীন খান, ৩য় খন্ড,মদীনা পাবলিকেশান্স, ৫ম সংস্করণ,২০০৩, পৃ–৩৩৯,

Dhaka University Institutional Repository

৬. লোভ-লালসাঃ

লোভ মানুষের অতীব মন্দ স্বভাব গুলোর অন্যতম। লোভী ব্যক্তি কখনই তৃপ্ত হয়না। একটি আশা পুরণের পর আরেকটি আশা, এভাবে তার চাওয়ার শেষ থাকে না। ফলে এই নিকৃষ্ট গুণটি (লোভ-লালসা, অর্থলিপ্সা, ক্ষমতালিপ্সা ও ভোগলিপ্সা, সাধ্যাতিরিক্ত পাওয়ার লিপ্সা) মানুষকে বিভিন্ন অপরাধে প্ররোচিত করে এবং তার নৈতিক পদস্খলন ঘটায়। কুরআনে আমরা দেখতে পাই –আদম আ. পুত্র কাবিল হাবিলকে হত্যা করে তার বোন আকলিমার সৌন্দর্যের লোভে। অর্থের লোভে মানুষ ঘুষ-সুদ ও বিভিন্ন দূর্নীতির পথ অবলম্বন করে। তেমনি অনেকে ক্ষমতার লোভে অনেককে হত্যা করে। এ ব্যাপারে ইতিহাসে ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত আছে। সম্পদের লোভে ডাকাত নিরীহ মানুষ হত্যা করে। লোভের নিন্দা করে তা পরিহার করার জন্য উদ্দেশে মানুষকে মহান আল্লাহ বলেন–كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ - ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ- كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ- حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ-أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ-الْيَقِينِ-

প্রাচুর্যের লালসা তোমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। ইহা সংগত নহে, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে। আবার বলি, ইহা সংগত নহে, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে।সাবধান ! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকিলে অবশ্যই তোমরা মোহচ্ছন্ন হইতে না।[১]

লোভ একটি নিন্দনীয় স্বভাব ।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا–

মানুষ লোভহেতু স্বভাবত কৃপণ এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ তো তাহার খবর রাখেন।[২]

অন্যের কোন শ্রেষ্ঠত্বে বা প্রাচুর্যে লোভাতুর না হওয়ার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

যদ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন তোমরা তাহার লালসা করিও না।[৩]

ইব্রাহীম আঃ এর পরবর্তী বংশধরদের অবক্ষয়ের উপকরণঃ

ইব্রাহীম আঃ এর পরবর্তী নবী-রাসূলদের উত্তরাধিকারীরা লোভের কারণে ধ্বংস হয়েছে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

উহাদের পরে আসিল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তাহারা সালাত নষ্ট করিল ও লালসা-পরবশ হইল। সুতরাং উহারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে।[৪]

৭. অবিচার, আগ্রাসন,জবর- দখল, সীমালংঘন, ও স্বৈরাচার-স্বেচ্ছাচার হয়রানিঃ

জুলুম ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে– অত্যাচার, অবিচার, সীমালংঘন বা কোন বস্তুকে তার প্রকৃত স্থলে প্রয়োগ না করে অন্যত্র প্রয়োগ করা, প্রাপ্য না দেয় বা কম দেয়া। শরীয়তের পরিভাষায় – জুলুম হল সত্যের সীমালংঘন, অন্যায়ের প্রতি আগ্রহ।[৫]

অত্যাচার -অবিচার,আগ্রাসন,জবর-দখল, নির্যাতন, সীমালংঘন, ও স্বৈরাচার-স্বেচ্ছাচার হয়রানি–এগুলো সবই জুলুমের অন্তর্ভক্ত। ব্যাপক অর্থে জুলুম বলতে বুঝানো হয়– কোন শক্তিশালী ব্যক্তি কোন দূর্বল-অসহায় ব্যক্তির সত্তা, সম্পদ ও তার ইজ্জতের উপর অন্যায়ভাবে আগ্রাসন চালানো ও আক্রমন করা। যেমন– কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে মারলে, হত্যা করলে, সম্পদ কেড়ে নিলে, গালি দিলে, অভিশাপ বা কষ্ট দিলে, সম্মান হানি করলে, মিথ্যা অপবাদ দিলে সে তার উপর জুলুম করল।যে শাসক জনগনের প্রাপ্য আদায় করল না, যে বিচারক সত্যের সীমা লংঘন করল, যে স্বামী তার স্ত্রীর হকের প্রতি লক্ষ্য করল না,যে স্ত্রী তার স্বামীর বা সন্তানের হকের প্রত লক্ষ্য

---

[১] .আল-কুরআন (১০২ঃ১-৫)

[২] .আল-কুরআন(৪ঃ১২৮)

[৩] .আল-কুরআন(০৪ঃ৩২)

[৪] .আল-কুরআন(১৯ঃ৫৯)

[৫] আফীফ আবদুল ফত্তাহ তাববারা,প্রাগুক্ত ,পৃ-১৬০,

Dhaka University Institutional Repository

করল না, যে অংশীদার অন্য অংশীদারের হক আদায় করল না, সে জুলুম করল। যে ব্যক্তি এ অন্যায় কাজের কোন একটি করল সে জালেম, এমনকি এ অন্যায় কাজে জালেমকে যে সহয়তা করল সেও জালেম। আর যার উপর জুলুম করা হল সে মাজলুম।

জুলুম একটি মারাত্মক সামাজিক অনাচার, যা সমাজকে ভয়ানক বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দেয়। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, সাম্য-ভ্রাতৃত্ব, ইনসাফ ও স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করে ফেলে। এজন্য ইসলাম সকল ধরনের জুলুমকে মারাত্মক অপরাধ চিহ্নিত করে হারাম ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا-وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হইয়া ব্যবসা করা বৈধ। এবং একে অপরকে হত্যা করিও না; নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। আর যে কেহ সীমালংঘন করিয়া অন্যায়ভাবে উহা করিবে তাহাকে অগ্নিদগ্ধ করিবে; ইহাআল্লাহর পক্ষে সহজ।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا

(সেই দিন) চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারকের নিকট সকলেই হইবে অধোবদন এবং সে–ই ব্যর্থ হইবে, যে যুলুমের ভার বহন করিবে।[২]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

হে মানুষ তোমাদের যুলুম বস্তুত তোমাদের নিজেদের প্রতিই হইয়া থাকে,পার্থিব জীবনেরসুখ ভোগ করিয়া লও পরে আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব তোমরা যাহা করিতে।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ; কিন্তু সীমালংঘন করিও না , নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى-وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- فَأَمَّا مَن طَغَى

অনন্তর যে সীমালংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় জাহান্নামই হইবে তাহার আবাস।[৫]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

বরং সীমালংঘনকারীরা অজ্ঞতাবশত তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, সুতারাং আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন, কে তাহাকে সৎ পথে পচিালিত করিবে ? আর তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।[৬]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

সেই দিন সীমালংঘনকারীদের ওযর-আপত্তি উহাদের কোন কাজ আসিবে না এবং উহাদিগকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও দেওয়া হইবে না।[৭]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করিয়াই থাকে, কারণ সে অভাবমুক্ত মনে করে।[৮]

---

[১] .আল-কুরআন(৪ঃ২৯-৩০)
[২] .আল-কুরআন(২০ঃ১১১)
[৩] আল-কুরআন(১০ঃ২৩)
[৪] .আল-কুরআন (০২ঃ১৯০)
[৫] .আল-কুরআন (৭৯ঃ৩৭-৩৯)
[৬] .আল-কুরআন (৩০ঃ২৯)
[৭] .আল-কুরআন(৩০ঃ৫৭)
[৮] .আল-কুরআন(৯৬ঃ৬-৭)

Dhaka University Institutional Repository

যালিমদের পরিণতিঃ

যালিমরা পার্থিব জীবনে মানুষের দ্বারা ঘৃণিত এবং মানুষের আক্রোশের স্বীকার হয়। এদের চূড়ান্ত পরিণতি হল ধ্বংস। পরকালীন জীবনে এদের জন্য রয়েছে নির্মম পরিণতি । এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ-مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء-وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ

তুমি কখনও মনে করিও না যে, যালিমেরা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ গাফিল, তবে তিনি উহাদিগকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাহাদের চক্ষু হইবে স্থির। ভীত-বিহবল চিত্তে আকাশের দিকে চাহিয়া উহারা ছুটাছুটি করিবে , নিজেদের প্রতি উহাদের দৃষ্টি ফিরিবে না এবং উহাদের অন্তর হইবে উদাস। যেদিন তাহাদের শাস্তি আসিবে সেই দিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর, তখন যালিমের বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদিগকে কিছু কালের অবকাশ দাও আমারা তোমার আহবানে সাড়া দিব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করিব। তোমরা কি পূর্বে শপথ করিয়া বলিতে না যে, তোমাদের পতন নাই?[১]

রাসূল সাঃ বলেন– যে এক বিঘত পরিমান জমিন অন্যায়ভাবে নেবে কিয়ামতের দি সাত জমিন তার গলায় পেঁচানো হবে।[২]

রাসূল সাঃ বলেন– তোমরা কি জান গরীব কে? সাহাবাগণ বলেন, আমাদের মধ্যে যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। রাসূল সাঃ বলেন–আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি গরীব যে হাশরের দিন নামাজ, রোজাও যাকাত সহ উপস্থিত হবে সত্য, কিন্তু সে একে গালি দিয়েছে, ওকে যিনার অপবাদ দিয়েছে, এর অর্থ-সম্পদ খেয়েছে, ওর রক্ত প্রবাহিত করেছে, ওকে মেরেছে। ফলে ঐ সমস্ত লোকদেরকে তার নেকী দিয়ে দেয়া হবে। দায় শোধের আগে তার নেকী শেষ হয়ে গেলে তার উপর তাদের গুনাহ চাপিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৩]

রাসূল সাঃ আরও বলেন– কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হবে। এমনকি শিংবিহীন ভেড়া শিংবিশিষ্ট ভেড়ার কাছ থেকেও প্রতিশোধ নেবে।[৪]

৮. হত্যা, গর্ভপাত ও আত্মহত্যা ঃ

ক. হত্যা

হত্যা একটি মারাত্মক অপরাধ। হত্যা সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। হত্যর ফলে নিহতের নিকটজনের মধ্যে ক্রোধ ও প্রতিশোধের স্পৃহা জ্বলে উঠে। নিহতের নিকটজনেরা হত্যাকারী হত্যা করতে কোন দ্বিধা করে না। ফলে সমাজে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। সমাজে ছড়িয়ে পড়ে নানা অপরাধ। এজন্য ইসলাম হত্যাকে কঠিন মহাপাপ গণ্য করে এর কঠোর শাস্তি বিধান করেছে। কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে হত্যাকারীকে নিহতের আত্মীয়রা ইসলামী আদালতের রায়ের ভিত্তিতে কিসাস বা হত্যা করতে পারবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

আল্লাহ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করিও না। কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার উত্তরাধিকারীকে তো আমি উহা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছে।[১]

---

[১] .আল-কুরআন(১৪ঃ৪২-৪৪)

[২] হাসান আইউব, ইসলামের সামাজিক আচরণ,অনুঃএ.এন এম সিরাজুল ইসলাম,আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা,প্রকাশ-২০০৪পৃ-১০৩,

[৩] হাসান আইউব, প্রাগুক্ত,পৃ-১০২,

[৪] হাসান আইউব, প্রাগুক্ত,পৃ-১০২,

Dhaka University Institutional Repository

একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা পৃথিবীর সকল মানুষ হত্যা সমান অপরাধ।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ-

এই কারণেই বনী ইসরাইলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করিল, আর কেহ কাহারও প্রাণ রক্ষা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল। তাহাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ আনিয়াছিল,কিন্তু ইহার পরও তাহাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালংঘণকারীই রহিয়া গেল।[২]

কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে পরকালে তাকে চির জাহান্নামী হতে হবে।এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করিলে তাহার শাস্তি জাহান্নাম ; সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং আল্লাহ তাহার প্রতি রুষ্ট হইবেন , তাহাকে লা'নত করিবেন এবং তাহার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখিবেন।[৩]

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন–সাতটি ধ্বংসাত্মক অপরাধ থেকে বিরত থাকো। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেগুলো কি কি ? তিনি বলেন, ১.আল্লাহর সাথে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা , যা আল্লাহ হারাম করেছেন। ৪.ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, ৫. সুদ খাওয়া, ৬. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায়ন করা। এবং ৭. সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ করা।[৪]

খ. গর্ভপাত

ইচ্ছাকৃত গর্ভপাত একটি বড় ধরনের অপরাধ ও মহাপাপ। বর্তমান পৃথিবীর অনেক দেশ-সমাজে গর্ভে কণ্যা সন্তানের উপস্থিতি লক্ষ্য করে তা নষ্ট করে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশসমূহে অবাধযৌনাচারের ফলে সেসব দেশে ব্যাপকভাবে গর্ভপাত হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে ভরন-পোষণের ভয়েও গর্ভপাত করা হয়। গর্ভপাত মানবতার প্রতি অনাচার ও অবিচার। মানব সভ্যতায় তা বিপর্যয় ডেকে আনবে। সমাজ এর নেতিবাচক প্রভাব অনিবার্য। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

তোমাদের সন্তানদিগকে দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদিগকে আমিই রিযক দেই এবং তোমাদিগকেও; নিশ্চয়ই উহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।[৫]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

যাহারা নিবুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞতাবশত নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করিবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। তাহারা অবশ্যই বিপথগামী হইয়াছে এবং তাহারা সৎপথ প্রাপ্ত ছিল না।[৬]

---

[১] .আল-কুরআন(১৭ঃ৩৩)

[২] .আল-কুরআন (০৫ঃ৩২)

[৩] .আল-কুরআন(৪ঃ৯৪)

[৪] ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম,১ম খণ্ড,কিতাবুল ইমান,বাবুল কাবায়ের ওয়া আকবারেহা,পৃ-৪৬,

[৫] .আল-কুরআন(১৭ঃ৩১)

[৬] .আল-কুরআন(০৬ঃ১৪০)

Dhaka University Institutional Repository

গ.আত্মহত্যা

আত্মহত্যাও একধরনের অপরাধ। আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজের প্রতি অবিচার করা হয়। আত্মহত্যা সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এজন্য পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাসূল সা বলেন– যে ব্যক্তি পাহাড় হতে নিজকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করেছে, সে ব্যক্তি নিজকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করল, আর সে তাতে চিরকাল থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে, সে ব্যক্তি এমন হবে যে, তার হাতে বিষ থাকবে এবং জাহান্নামের আগুনে সে সর্বদা বিষ পান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে তার হাতে ঐ ধারাল অস্ত্র থাকবে আর সে তার পেটে তা দ্বারা সর্বদা আঘাত করতে থাকবে।[১]

৯.অহংকার ও আত্মম্ভরিতা ঃ

অহংকার হচ্ছে– নিজেকে অন্যের চাইতে বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং অন্যকে তুচ্ছ ও হেয়জ্ঞান করা। অর্থ-সম্পদ, শক্তি-ক্ষমতা, রূপ-সৌন্দর্য, মেধা, জ্ঞান-বুদ্ধি, বীরত্ব, পদমর্যাদা, বংশমর্যাদা ইত্যাদি অনেক কারণে মানুষ একে অন্যের উপর অহংকার করে থাকে। অহংকার শয়তানের কাজ। অহংকার মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। নমরুদ, ফেরআউন, কারূন, হামান, আবু জাহল, সহ যুগে যুগে অনেক অহংকারীদের ধ্বংসের ঘটনা ইতিহাস জীবন্ত সাক্ষী। শুধু তাই নয়, অহংকার মানুষের মনুষ্যত্ব ,উন্নত নৈতিক গুণাবলী বিকাশের ও সৎপথ লাভের অন্ত রায়।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

পৃথিবীতে যাহারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করিয়া বেড়ায় তাহাদের দৃষ্টি আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন হইতে ফিরাইয়া দিব, তাহারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখিলেও উহাতে বিশ্বাস করিবে না, তাহারা সৎপথ দেখিলেও উহাকে পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে না, কিন্তু তাহারা ভ্রান্তপথ দেখিলে উহাকে তাহারা পথ হিসাবে গ্রহণ করিবে।। ইহা এই হেতু যে, তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছে এবং সে সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দেন।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করিও না ; তুমি তো কখনই পদভরে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিতে পারিবে না এবং উচ্চতায় পর্বত প্রমাণ হইতে পারিবে না।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করিও না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করিও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[৫]

সর্বশক্তিমান ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্ত্বার জন্যই অহংকার শোভা পায়,তাই অহংকার শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য শোভনীয়। মানুষকে অতিদূর্বল ও অতিসামান্য জ্ঞানের অধিকারী। কাজেই কোন অবস্থাতেই অহংকার তার জন্য শোভনীয়

---

[১] আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাববারা, ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ, প্রাগুক্ত, পৃ-২২৬,

[২] .আল-কুরআন (০৭ঃ১৪৬)

[৩] .আল-কুরআন (৪০ঃ৩৫)

[৪] .আল-কুরআন(১৭ঃ৩৭)

[৫] .আল-কুরআন(৩১ঃ১৮)

Dhaka University Institutional Repository

নয়। এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلا আর তোমাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে সামান্যই।[১]

সৃষ্টির জন্য অহংকার শুধু অশোভনীয়ই নয়, বরং একটি মারাত্মক ক্ষতিকর গুণ, যা সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির বড় কারণ। এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-শয়তান, যে অনেক ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং ফেরেশতাদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা লাভের পরও শুধু অহংকারের কারণে অভিশাপ্ত শয়তানে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে –

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ- قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

আল্লাহ বলিলেন, হে ইবলীস! তোমার কি হইল যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তভূক্তহইলে না? সে বলিল, আপনি গন্ধযুক্ত কর্দমের শুষ্ক ঠনঠনা মৃত্তিকা হইতে যে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাহাকে সিজদা করিবার নহি।[২]

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ- قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ-

সে আরও বলিল, আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ। তিনি বলিলেন, এই স্থান হইতে নামিয়াযাও, এখানে থাকিয়া অহংকার করিবে ইহা হইতে পারে না। সুতারাং বাহির হইয়া যাও , তুমি অধমদের অন্তর্ভূক্ত।[৩]

অহংকার এমন একটি ঘৃনিত ও বিপদজনক জিনিষ যা অহংকারী ব্যক্তিকে দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে রাসূল সাঃ বলেন–যার অন্তরে অণু পরিমান অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। একজন লোক জিজ্ঞাস করলো, মানুষ সুন্দর জামা-কাপড়-জুতা পছন্দ করে, এটা কি অহংকার? তিনি বললেন–আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। অহংকার হল–সত্যকে মেনে না নেয়া, এবং মানুষকে ছোট মনে করা।

অহংকারের কুফল সম্পর্কে মিশরের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ হাসান আইউব বলেন–

অহংকার মু'মিনকে আরেক ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করতে দেয় না, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে এবং তাকে বিনয়ী হতেও দেয় না। অহংকারী হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত হতে পারে না এবং রাগ-গোস্বার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সে নিজে হিংসাকে হজম করতে পারে না, কোন উপদেশদানকারীর উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না, কোন শিক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষা কবুল করে না। মানুষের সাথে রাগ-ক্ষোভ ও হিংসা-বিদ্বেষ সহকারে কথা বলে, চলা ও বলার সময় গর্ব প্রকাশ করে, উপদেশ দিলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। কথা বলার সময় জটিল কথা বলে, মানুষের সাথে বসলে নেতৃত্ব ও প্রথমে কথা বলার সুযোগ কিংবা অধিক সম্মান ও মর্যাদা না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।[৪]

মোহাম্মদ বিন হোসাইন বিন আলী বলেন–কোন মু'মিনের অন্তরে সামান্য পরিমাণ অহংকার প্রবেশ করলে সেই পরিমান জ্ঞান লোপ পায়। কম প্রবেশ করলে কম আর বেশী প্রবেশ করলে বেশী লোপ পায়।[৫]

আত্মম্ভরিতাঃ

আত্মম্ভরিতা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের উপর উদাসীন হওয়া,তার শোকর আদায় না করা। এর ফলে নিয়ামতের না-শুকরী, ধন-মত্ততা, অহংকার ও ফাসাদের সৃষ্টি হয় এবং জাতির জন্য ধ্বংস ডেকে আনে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا

কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের দম্ভ করিত।

---

[১] .আল-কুরআন(১৭ঃ৮৫)

[২].আল-কুরআন (১৫ঃ৩২-৩৩)

[৩] .আল-কুরআন(০৭ঃ১৩)

[৪]. হাসান আইউব,ইসলামের সামাজিক আচরণ,পৃ-৬৪

[৫]. হাসান আইউব , প্রাগুক্ত পৃ–৬০,

Dhaka University Institutional Repository

১০.গীবত, বুহতান ও নামীমা (পরচর্চা,মিথ্যা অপবাদ, চোগলখুরী/ দু'মুখো নীতি) ঃ

গীবত, বুহতান ও চোগলখুরী-নামীমা (পরচর্চা,মিথ্যা অপবাদ, দু'মুখো নীতি) সমাজে ফেতনা-ফাসাদ, ঝগড়া-বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এই খারাপ বিষয়গুলো চর্চার মাধ্যমে শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ পারস্পারিক ঘৃণা ও কলহের সৃষ্টি হয়। এসব কারণে গীবত, বুহতান ও চোগলখুরী/ নামীমা (পরচর্চা,মিথ্যা অপবাদ, দু'মুখো নীতি)চর্চা ও শ্রবণকে কুরআন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কোন মু'মিনের মধ্যে এই ঘৃণিত বিষয়গুলোর চর্চা থাকতে পারে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

উহারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন উহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া চলে এবং বলে, আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাহি না।[১]

ক. গীবতের সংজ্ঞাঃ

গীবত শব্দের অর্থ-পরনিন্দা, পরচর্চা। গীবতের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসূল সাঃ বলেন– তোমরা কি জান, গীবত কি? তাঁরা (সাহাবীরা) উত্তর দেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেই ভাল জানেন।তিনি বলেন, গীবত হচ্ছে, তোমার ভাইয়ের এমন বিষয় উল্লেখে করা যা সে শুনলে অপছন্দ করবে। প্রশ্ন করা হল, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে? তিনি উত্তরে বলেন, তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে, আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে, তাহলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।[২]

গীবতকে মৃত মানুষের গোশত খাওয়ার মত মারাত্মক অপরাধ গণ্য করে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না ।তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশ্ত খাইতে চাহিবে ? বস্তুত তোমরা তো ইহাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু।[৩]

খ. মিথ্যা অপবাদ/বুহতান(মিথ্যা অপবাদ)

মিথ্যা অপবাদ মারাত্মক ধরনের কবীরা গুনাহগুলোর একটি। মিথ্যা অপবাদ ভয়ানক জুলুম ও অনাচার, যা সমাজে বড় ধরণের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।এজন্য ইসলাম এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে অপরাধীকে ৮০টি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিয়েছে।এই ভয়ানক অন্যায়রোধে ইসলামকঠোর বাণী উচ্চরণ করেছে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

কেহ কোন দোষ বা পাপ করিয়া পরে উহা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করিলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যাহারা সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাহারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাহাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।[৫]

---

[১] .আল-কুরআন (২৮ঃ৫৫)

[২] আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাববারা, ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৪,

[৩] .আল-কুরআন(৪৯ঃ১২)

[৪] .আল-কুরআন (৪ ঃ ১১২)

[৫] .আল-কুরআন(২৪ঃ২৩)

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন- إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

যাহারা মুমিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে পীড়া দেয় এমন কোন অপরাধের জন্য যাহা তাহারা করে নাই ; তাহারা অপবাদের স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।[১]

গ. চোগলখুরী / নামীমা (দু'মুখো নীতি)

চোগলখোর হচ্ছে–খারাপ উদ্দেশ্যে একজনের কথা আরেকজনের কাছে বলা, যা প্রকাশ করা ক্ষতিকর ও অপছন্দনীয় তা প্রকাশ করা। সেই প্রকাশ কথায়, ইঙ্গিতে বা লেখার মাধ্যমে হতে পারে। চোগলখোর ব্যক্তি দু'মুখী নীতি গ্রহণ করে থাকে। সে প্রত্যেকের মনোরঞ্জনের জন্য কথা বলে এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। সে কার সামনে তার প্রশংসা এবং পেছনেই নিন্দা করে। সে সর্বদা মিথ্যা গীবত-নিন্দা, বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা, মুনাফেকী ও ধোকার আশ্রয় নেয়। বস্তুত এটি এমন একটি নিকৃষ্ট কবীরা গুনাহ যা সমাজে ব্যাপকভাবে কলহ ও শত্রুতার সৃষ্টি করে। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টিতে এটি এক জঘন্য হাতিয়ার ব্যবহার হয়। এ চোগলখোর ব্যক্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ- هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ-مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ-

অনুসরণ করিও না তাহার –যে কথায় কথায় শপথ করে, সে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের নিকট লাগাইয়া বেড়ায়। যে কল্যাণ কার্যে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন- وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।[৩] এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ–

হে মু'মিনগণ!যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করিয়া বস, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হয়।[৪]

এ সম্পর্কে রাসূল সাঃ বলেন-আমি তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে সে সম্পর্কে বলব না? তারা(সাহাবীগণ) বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, যারা চোগলখুরী করে, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে দেয় এবং যারা দোষ-ত্রুটি প্রচারে আগ্রহী। রাসূল সাঃ আরও বলেন– চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করবে না।[৫]

১১. বিদ্রূপ-উপহাস, অপমান, হেয়/তুচ্ছ-তাচ্ছিল ঃ

মানুষ সামাজিক জীব। প্রত্যেক মানুষই চায় সম্মান-ইজ্জতের সাথে সমাজে বাস করতে। কিন্তু বিদ্রূপ-উপহাস, তুচ্ছ-তাচ্ছিল, ও অপমান ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদার পরিপন্থী। উপহাস ও হেয়জ্ঞান করার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হয়। এতে একে অপরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়। সামাজিক সংহতি বিনষ্ট করে। তাছাড়া বিদ্রুপকারী বিদ্রূপ-উপহাসের মাধ্যমে অন্যকে হেয়-তুচ্ছজ্ঞান করে এবং নিজকে উত্তম মনে করে যা এক ধরনের অহংকারের বহিঃপ্রকাশ। এজন্য ইসলাম বিদ্রূপ-উপহাস, তুচ্ছ-তাচ্ছিল, ও অপমানকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

---

[১] .আল-কুরআন(৩৩ঃ৫৮)

[২] .আল-কুরআন(৬৮ঃ১০-১২)

[৩] .আল-কুরআন(১০৪ঃ০১)

[৪] .আল-কুরআন (৪৯ঃ০৬)

[৫] হাসান আইউব, প্রাগুক্ত,পৃ-১৪৭,

Dhaka University Institutional Repository

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে , কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে । তোমরা এক অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডকিও না;ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ । যাহারা তাওবা কওে না তাহারাই যালিম।[১]

১২.কুধারনা পোষণঃ

কুধারণা একটি খারাপ মনোবৃত্তি। কুধারণা পরস্পরের মধ্যকার সুসম্পর্ক নষ্ট করে। সমাজের সদস্যদের মধ্যে সংশয়-সন্দেহের বীজ বপন করে। যার ব্যাপারে কুধারণা জন্মে তার সম্পর্কে নিন্দা ও গীবত করতে করতে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে কোন ব্যক্তি অন্যের সম্পর্কে এমন ধারণা করে যা থেকে সে মুক্ত। এতে করে বড় ধরনের সামাজিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ-

হে মু'মিনগণ! তোমার অধিকাংশ অনুমান হইতে দূরে থাক ; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না । তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশ্ত খাইতে চাহিবে ? বস্তুত তোমরা তো ইহাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ; আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু।[২]

রাসূল সাঃ বলেন–তোমরা কুধারণা থেকে বিরত থাক। কেননা কুধারণা সবচাইতে বড় মিথ্যা কথা। কারো পিছে গোয়েন্দাগিরি করোনা। কারো দোষ খুঁজে বেড়িয়োনা। একজনকে অপরজনের বিরূদ্ধে লাগিয়ে দিও না। পরস্পরের প্রতি হিংসায় লিপ্ত হইও না। পরস্পরের বিরূদ্ধে শত্রুতা করো না। পরস্পরের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হইও না। আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও।[৩]

১৩. হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা ঃ

হিংসা একটি মারাত্মক মানসিক ব্যাধি। হিংসা শত্রুতার আগুন জ্বালায়। হিংসা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বৈরিতার সৃষ্টি করে। হিংসা হিংসুকের অন্তরকে নষ্ট করে ফেলে। ফলে সে কঠোর হয়ে যায়। সে অন্যের অকল্যাণ কামনা করে এবং কার ভাল কিছু পছন্দ করে না। আল্লাহর ফয়সালার উপর সে অসন্তুষ্ট হয়। একারণে সে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হয়। হিংসার ফলে হিংসুক সর্বদা মানসিকভাবে পেরেশানী ও সংকীর্ণতায় ভোগে। হিংসা শয়তানের একটি গুণ, যে কারণে সে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। ইসলাম এ মন্দ স্বভাবকে নিষিদ্ধ করেছে বলেছে– হিংসা নেকীকে সেভাবে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। হিংসা কত জঘন্য অনাচার সৃষ্টি করে তা আমরা দেখতে পাই ইউসুফ আ. এর প্রতি তাঁর ভাইদের আচরণ থেকে এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে –إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

---

[১] .আল-কুরআন(৪৯ঃ১১)

[২] .আল-কুরআন(৪৯ঃ১২)

[৩] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল্–বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, পৃ-৮৯৬,

Dhaka University Institutional Repository

স্বরণ কর, উহারা বলিয়াছিল, আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ এবং তাহার ভ্রাতাই অপেক্ষা অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল; আমাদের পিতাতো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে।[১] হিংসার কারণেই ইউসুফ আ. কে তার ভাইরা নির্মমভাবে কুয়ায় ফেলে দেয়।

রাসূল সাঃ বলেন– তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, এক অপরের দামের উপর উপর মূল্যবৃদ্ধি করো না, ঘৃণা ও বৈরীভাব পোষণ করো না, শত্রুতা করো না, একজন আরেকজনের বিক্রির ওপর বিক্র করো না ,তোমরা আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলমান মুসলমানের ভাই। এক মুসলিম ভাই আরেক ভাই এর উপর জুলুম করবে না এবং অন্য ভাইকে ঘৃণা ও লাঞ্ছিত করবে না।তাকওয়া হচ্ছে এখানে। একথা বলে তিনি নিজ বুকের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করেন। কোন মুসলমানের খারাপ হওয়ার জন্য অন্য মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করাই যথেষ্ট। সকল মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মানকে হারাম করা হয়েছে।[২]

১৪. অজ্ঞতা-মূর্খতা ও কুসংস্কার ঃ

অজ্ঞতা-মূর্খতা মানব জাতির জন্য একটি অভিশাপ। অজ্ঞতা-মূর্খতা মানুষকে নানাবিদ অবক্ষয় ও কুসংস্কারের দিকে ধাবিত করে। এর কারণে মানুষ ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল, ভাল-মন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে সক্ষম হয় না। ফলে সে সহজেই সত্যচ্যুত হয়ে ভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত হয়। অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা সমাজে বিভিন্ন অনাচারের জন্ম দেয়। এজন্য কুরআন সকল ধরনের অজ্ঞতা পরিহারের নির্দেশ দিয়েছে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই ইহার অনুসরণ করিও না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় উহাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।[৩]

অজ্ঞ ও মূর্খ লোকরা মানুষকে বিপথে নিয়ে যেতে পারে, তাই তাদের এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

তুমি ক্ষমাপরায়নতা অবলম্বন কর , সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে এড়াইয়া চল।[৪]

খ. কুসংস্কার

কুসংস্কার একটি সামাজিক ব্যাধি, যা সমাজে বিভিন্ন অনাচার-অবক্ষয়ের জন্ম দেয়। কুসংস্কার সমাজ জীবনকে কলুষিত করে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ ভালকে মন্দে, মন্দকে ভাল, সত্যকে মিথ্যায় এবং মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরিত করে। তারা অন্ধঅনুসরণ-অন্ধঅনুকরণে অভ্যাস্ত হয়ে উঠে। সত্য তাদের নিকট উপস্থাপন করলেও তারা তা গ্রহণ করতে চায় না। কুসংস্কার সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ রীতির প্রচলন করে। ইসলাম সকল কুসংস্কার উৎখাত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠায় জোরালো নির্দেশ দিয়েছে। কাফিরদের বিভিন্ন কুসংস্কারের নিন্দা করে মহান আল্লাহ বলেন–

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ-وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلِى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ-

বাহিরা,[১] সাইবা,[২] ওয়াসীলা[৩] ও হাম[৪] আল্লাহ স্থির করেন নাই ;কিন্তু কাফিররা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না। যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে

---

[১] .আল-কুরআন(১২ : ০৮)

[২] ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম,কিতাবুল ইমান,বাবু তাহরীমু যুলম আল-মুসলিম..,পৃ-৮৮৮'

[৩] .আল-কুরআন(১৭ঃ৩৬)

[৪] .আল-কুরআন(০৭ঃ১৯৯)

Dhaka University Institutional Repository

ও রাসূলের দিকে আইস তাহারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও তাহাদের পূর্বপুরুষরা কিছুই জানিত না এবং সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না, তবুও কি?[৫]

১৫. চুরি, চোরাকারবার/চোরাচালান, পাচার ঃ

চুরি হচ্ছে–কাউকে না দেখিয়ে গোপনভাবে অন্যের ধন-সম্পদ করায়ত্ব করা। চুরির আধুনিক রূপ চোরাচালান,পাচার। চুরি একটি বড় ধরনের সামাজিক অনাচার। চৌর্যবৃত্তির ফলে সমাজের শান্তি নষ্ট হয়। সমাজ জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠে। এই অনাচার বন্ধে ইসলাম শক্ত বিধান দিয়েছে। তবে ক্ষুধা-দারিদ্রের পিষ্টে জর্জরিত ব্যক্তির সামান্য কিছু চুরির জন্য কঠোর শাস্তির ইসলাম বিধান দেয়নি। বরং যারা পেশাদার চোর, যাদের কারণে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এবং যে সকল কর্মচারী-কর্মকর্তা বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি করে, তাদের দমনের লক্ষ্যে ইসলাম এই কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে। সমাজ থেকে স্থায়ীভাবে চৌর্যবৃত্তি নির্মূল ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই বিধান দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাহাদের হস্তচ্ছেদন কর; ইহা তাহাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আদর্শ দন্ড; আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।কিন্তু সীমালংঘনের করার পর কেহ তাওবা করিলে ও নিজকে সংশোধন করিলে অবশ্যই আল্লাহ তাহার তাওবা কবুল করিবেন; আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[৬]

রাসূল সাঃ বলেন–যে ব্যক্তি জেনে শুনে চুরির মাল ক্রয় করল, সে তার গুনাহ ও অন্যায় কাজে শরীক হয়ে গেল।[৭]

১৬. ডাকাতি, ছিনতাই ,অপহরণ ও চাঁদাবাজি ঃ

ডাকাতি ও লুণ্ঠণ হচ্ছে একধরনের দস্যুবৃত্তি, যা মারাত্মক যুলুম। প্রকাশ্য অস্ত্র ও ভয়-ভীতি দেখিয়ে অন্যের অর্থ-সম্পদ, নিয়ে নেয়া। ডাকাতরা শুধু ধন-সম্পদ ধন-সম্পদই নিয়ে যায় না অনেক সময় হত্যা, নির্যাতন করে থাকে। ছিনতাই হচ্ছে–অন্যের সম্পদ,জিনিসপত্র জোরপূর্বক অপহরণ করা। অপহরণ হচ্ছে–অস্ত্রের মুখে কাউকে ছিনিয়ে নিয়ে মুক্তির জন্য অর্থ-সম্পদ দাবী করা। ছিনতাই ও অপহরণ ডাকাতির অধুনিকরূপ। এসব অপরাধের মাধ্যমে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা চরম বিঘ্নিত হয়। সর্বত্র চরম নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করে। সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এবং সব ধরনের উন্নয়ন ব্যাহত করে । একারণে ইসলাম এসব অপরাধ শুধু নিষিদ্ধই করেনি বরং এরজন্য কঠোর শাস্তি আরোপ করেছে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ- إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

---

[১] .বাহীরা বলা হয় এমন উষ্টীকে যা কোন দেবতার নামে মানত করে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়। এটিকে আর কেউ দোহনও করে না ।

[২]. সায়েবা বলা হয় এমন উঠকে যা কাফেররা তাদের দেবতার নামে ছেড়ে দিত । এভাবে ছেড়ে দেয়ার পর এর পিঠে কোন বোঝা বহন করত না।

[৩].ওয়াসীলা বলা হয় এমন উষ্টীকে যা প্রথম দু'বার পর পর মাদা বচ্চা প্রসব করে । এ ধরনের উষ্টীকে কাফেররা দেবতার নামে ছেড়ে দিতো।

[৪] . আর হাম বলা হয় এমন উষ্টীকে যা একটা নিদিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত বাচ্চা দেয়ার পর দেবতার নামে ছেড়ে দেয়ার মানত করা হতো। এরূপ উঠের পিঠে কেউ আরোহন করতো না কিংবা কোন কিছু বহনও করতো না।

[৫] .আল-কুরআন(০৫ঃ১০৩-১০৪)

[৬] .আল-কুরআন(০৫ঃ৩৮)

[৭] আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবী, ইসলামে হালাল–হারামের বিধান,অনুঃ মাও.মুহাম্মদ আবদুর রহীম,খায়রুন প্রকাশনী-১৯৯৭,পৃ-৩৪২,

Dhaka University Institutional Repository

যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধংসাত্মক কার্য করিয়া বেড়ায় ইহাই তাহাদের শাস্তি যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে। দুনিয়ায় ইহাই তাহাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাহাদের জন্য মহাশস্তি রহিয়াছে।তবে তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসিবার পূর্বে যাহারা তাওবা করিবে তাহাদের জন্য নহে। সুতারাং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

১৭. খিয়ানত (আত্নসাৎ),বিশ্বাসঘাতকতা /ওয়াদাভঙ্গ ঃ

খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা একটি অতীব গর্হিত অপরাধ, যা মুনাফিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা ব্যাপক অর্থবোধক তা ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে হতে পারে যেমন– সম্পত্তি রক্ষা, সামাজিক চুক্তি পালন, কোন ব্যক্তি বা দলের গোপনীয়তা রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে। দেশ ও জাতির গোপনীয় বিষয় বহিঃশত্রুর নিকট পাচার করাও য়ানতের অন্তর্ভূক্ত। বিশ্বাসঘাতক ও খিয়ানতকারী সমাজ, দেশ ও জাতির শত্রু।খিয়ানত (আত্নসাৎ) ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে সমাজ ও জাতীয় জীবনে বহুবিদ ভয়ানক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। একারণে ইসলাম এই গর্হিত কাজ নিষিদ্ধ করে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ- وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

হে মু'মিনগণ! জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত বিশ্বাস ভংগ করিও না এবং তোমরা পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভংগ করিও না। এবং জানিয়া রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ত্তি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহর নিকটই মহাপুরস্কার রহিয়াছে।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যাহারা আল্লাহর সহিত কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রিয় করে পরকালে তাহাদের কোন অংশ নাই । কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদের দিকে চাহিবেন না এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবেন না; তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।[৩]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– **وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ**

কেহ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করিলে, যাহা সে অন্যায়ভাবে গোপন করিবে কিয়ামতের দিন সে তাহা লইয়া আসিবে। অতঃপর প্রত্যেককে, যাহা সে অর্জন করিয়াছে তাহা পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে। তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না।[৪]

১৮. সুদ ঃ

সুদ হল –গৃহীত ঋণের পরিমানের উপর যে অতিরিক্ত আদায় করতে হয়। সুদ যুলুম ও শোষণের হাতিয়ার। সুদের অনিষ্ট শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় বরং নৈতিক, সামাজিক রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী । সুদী কারবার মানুষকে স্বার্থান্ধ অর্থলিপ্সু পিশাচে পরিণত করে। সুদ ধনী ও দরিদ্রের মাঝে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। সুদ ধনীদের আর ধনী এবং দরিদ্রদের আরও দরিদ্র করে। ঋণগ্রহীতা ঋণ ও অভাবের তাড়নায় অনেক সময় নানাবিদ অপরাধমূলক কাজে জড়িত হয়। যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না

---

[১].আল-কুরআন (০৫ঃ৩৩-৩৪)

[২] .আল-কুরআন(০৮ঃ২৭-২৮)

[৩].আল-কুরআন (০৩ঃ৭৭)

[৪] .আল-কুরআন(০৩ঃ১৬১)

Dhaka University Institutional Repository

পারলে ঋণগ্রহীতাকে নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। ঋণগ্রহীতা অনেক সময় বিষয় সম্পত্তি বাড়ীভিটা বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এভাবে সুদের নানাবিদ কুফল থাকায় ইসলাম সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যাহারা সুদ খায় তাহারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াইবে যাহাকে শয়তান স্পর্শ করিয়া পাগল করে। ইহা এই জন্য যে , তাহারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করিয়াছেন। যাহার নিকট তাহার প্রতিপালকের উপদেশ আসিয়াছে এবং সে বিরত হইয়াছে, তবে অতীতে যাহা হইয়াছে তাহা তাহারই ; এবং তাহার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে।আর যাহার পুনরায় আরম্ভ করিবে তাহারাই অধিবাসী, সেখানে স্থায়ী হইবে।[১]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ- فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমারা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদেও বকেয়া যাহা আছে তাহা ছড়িয়া দাও যদি তোমরা মু'মিন হও । যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত যুদ্ধেও জন্য প্রস্তুত হও । কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। ইহাতে তোমরা অত্যচার করিবে না এবং অত্যাচারিতও হইবে না।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মু'মিনগণ ! তোমরা সুদ খাইও না ক্রমবর্ধমানহারে এবং আল্লাহকে ভয় কর যাহাতে তোমারা সফলকাম হইতে পার।[৩]

এ সম্পর্কে মহান আরও আল্লাহ বলেন–

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তোমরা যে সুদ দিয়া থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তাহা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না । কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়া থাক তাহাই বৃদ্ধি পায়; উহারাই সমৃদ্ধশালী।[৪]

অনেক সুদকে ব্যবসার মত গণ্য করেন কিন্তু বিষয়টি তা নয় সুদ ও ব্যবসার মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত প্রকট–

ক. সুদ ও ব্যবসার মধ্যে প্রধান পার্থক্য এ যে, ব্যবসায় ঝুঁকি বিদ্যমান এবং এজন্য তা অনুমোদিত, আর সুদে ঝুঁকি নেই এবং তা মুনাফার মত পরিবর্তশীল নয়। খ. ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োগ করলে যে মুনাফা অর্জিত হয় তা উদ্যোগ, যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রতিফল। সুদের ক্ষেত্রে তা হয় না; কারণ ঋণদাতা কোন উদ্যোগ ও যোগ্যতা ছাড়াই নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করে। গ.ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত মূল্য পণ্য হস্তান্তর করার সাথে সাথেই লেন-দেন শেষ হয়ে যায়। এরপর ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে আর কিছুই দিতে হয় না। কিন্তু সুদের সম্পূর্ণ আসল ফেরৎ না পাওয়া পর্যন্ত ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে সুদ আদায় করতে থাকে। ঘ. ব্যবসা উৎপাদনশীল ; ব্যবসায়ী কারবারে তার শ্রম ও দক্ষতা বিনিয়োগ করে লাভবান হয়। পক্ষান্তরে সুদের মধ্যে বেকার সমস্যা সৃষ্টি

---

[১] .আল-কুরআন(০২ঃ২৭৫)

[২] .আল-কুরআন(০২ঃ২৭৮-২৭৯)

[৩] .আল-কুরআন(০৩ঃ১৩০)

[৪] .আল-কুরআন(৩০ঃ৩৯)

Dhaka University Institutional Repository

করার প্রবণতা বিদ্যমান। সুদের হার বিনিয়োগ তথা উৎপাদনে স্থবিরতা আনে এবং অর্থনৈতিক মহামন্দা, তথা বাণিজ্য চক্রের সৃষ্টি করে।

ঙ. ব্যবসা পারস্পারিক সহযোগিতা ও সভ্যতার অগ্রগতি সাধন করে অথচ সুদ কৃপণতা, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রীকতার জন্ম দেয়। কাজেই নৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, সুদ হচ্ছে মানবতা বর্জিত শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। অন্যদিকে ব্যবসা হচ্ছে সামাজিক অগ্রগতি ও সমঝোতার বহক।[১]

১৯. ঘুষ ও পক্ষপাতিত্বঃ

ঘুষ হচ্ছে–কোন পদস্ত কর্মচারী নিকট বিশেষ সুবিধা অথবা কোন কিছু লাভ করার উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ প্রদান করা যা দ্বারা এমন কিছু লাভ সহজ হয় যা পাওয়ার তার কোন অধিকার নেই। ঘুষ অবিচার ও জুলুমের এক বড় হাতিয়ার। ঘুষের মাধ্যমে একদিকে ঘুষদাতা অবৈধভাবে সুবিধা গ্রহণ করে, অন্যদিকে ঘুষগ্রহীতা অবৈধ সুবিধার বিনিময়ে অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ করে। ঘুষের মাধ্যমে ব্যক্তি যা পাওয়ার যোগ্য নন তা পান কিংবা এর মাধ্যমে অন্যকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। তাছাড়া ঘুষ এমন এক সামাজিক ব্যাধি যা দ্রুত জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এর মাধ্যমে জাতির সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। সমাজ থেকে ইনসাফ-ন্যায়পরায়নতা, ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, নিরাপত্তা, সম্মান-মর্যাদা, সমৃদ্ধি ও সাম্য বিদায় নেয় এবং উন্নতির স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হয়।এসব কারণে ইসলাম এই অনাচার রোধে ঘুষকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ঘুষকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কুরআনে বলা হয়েছে– وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়াদাংশ জানিয়া-শুনিয়া অন্যায়ভাবে গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে উহা বিচারকগণের নিকট পেশ করিও না।[২]

এ প্রসংগে আরেকটি হাদীসে এসেছে– রাসূলুল্লাহ সাঃ আযদ গোত্রের ইবনে লুতবিয়াকে যাকাত সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করেন। ইবনুল লুতবিয়া যাকাত সংগ্রহ শেষে ফিরে এসে বলেন, এটা আপনাদের জন্য, আর এটা আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাঃ মিম্বরের উপর আরোহন করেন এবং আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠের পর বলেন– আল্লাহ আমাকে যে ক্ষমতা অর্পণ করেছেন তার জন্য আমি তোমাদের কাউকে যখন কাজে নিয়োগ করি তখন সে এসে বলে, এটা তোমাদের জন্য, আর এটা আমাকে প্রদত্ত উপঢৌকন। সে যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে সে কেন নিজ মা-বাপের বাড়ীতে বসে উপহার আসে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে না? আল্লাহর শপথ, তোমাদের কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ করে তাহলে, কেয়ামতের দিন তা বহন করা অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।........ তারপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি।[৩]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাঃ ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়কেই অভিসম্পাত করেছেন।[৪]

পক্ষপাতিত্ব

ঘুষের মতই একটি সামাজিক ব্যাধি। এর মাধ্যমে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজের দাপটে নিজ আত্মীয় বা কোন উপহার বা অর্থ বিনিময়ে এমন ব্যক্তিকে সুবিধা দেয় যা সে পাওয়ার যোগ্য নয় এর ফলে অন্যের প্রতি অবিচার করা হয় নতুবা অন্যের অধিকার বঞ্চিত হয়। কুরআনের বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا-

---

[১]. এম এ মান্নান, ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ইসলামিক ইকনমিক রিচার্স ব্যুরো, ঢাকা, ১৯৮৩,পৃষ্ঠা-১৩২,

[২] .আল-কুরআন(০২ঃ১৮৮)

[৩]ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল - বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আহকাম, বাব- হাদীয়া আল-উম্মাল, পৃ-১০৬৪,

[৪] .ইমাম হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬২,

Dhaka University Institutional Repository

হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীন হউক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করিতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও তবে তোমরা যাহা যাহা কর আল্লাহ তো তাহার সম্যক খবর রাখেন।[১]

পক্ষপাতিত্ব রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন–যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, তারপর সে আনুকুল্যের ভিত্তিতে কাউকে গভর্ণর কিংবা কোন কাজে নিয়ো করে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। তাকে দোযখে প্রবেশ করানোর আগে আল্লাহ তার কোন ফরজ ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না।[২]

২০. মদ-মাদকাসক্তি ও নেশা ঃ

মদ বা নেশা মানুষের বুদ্ধি-বিবেককে বিলুপ্ত করে দেয় । আর বুদ্ধি-বিবেক বিলুপ্তির কারণে সকল মন্দ কার্যের উদয় হয়, মনুষ্যত্ববোধ লোপ পায় এবং ব্যাপকভাবে নৈতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। মদ পানের মাধ্যমে আর্থিক অপচয় ও বিভিন্ন শারীরিক রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়। মদ্য পানে মত্ত হয়ে মানুষ অনেক সময় আপনজনকেও হত্যা করে ফেলে। মদের অর্থ যোগান দিতে গিয়ে মদ্যপ বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। ঘরের মূল্যাবান জিনিষ, তৈজাসপত্র ও মূল্যবান অলংকার অতি স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে। মদ্যপায়ী এক পর্যায়ে সর্বহারা হয়ে পড়ে। তাই ইসলাম সকল নেশা ও মদপান কে মহাপাপ হিসেবে গণ্য করে হারাম ঘোষণা করেছে। মদের অপকারিতা তুলে ধরে আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ-

হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর, ঘৃণ্য বস্তু,শয়তানের কার্য। সুতারাং তোমরা উহা বর্জন কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহর স্বরণে ও সালাতে বাধা দিতে চাহে। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না।[৩]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ**

হে মু'মিনগণ!নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না যতক্ষণ না তোমরা যাহা বল তাহা বুঝিতে পার।[৪]

রাসূল সা. বলেন–আল্লাহ তা'য়ালা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন মদের উপর, মদ্যপানকারীর উপর, মদ্য পরিবেশনকারীর উপর, তার ক্রয়কারীর উপর, তার বিক্রেতার উপর, তার উৎপাদন কাজের উপর, তার উৎপাদন যে করায় তার উপর , তার বহনকাররি উপর এবং যার জন্য বহন করে নিয়ে যাওয় হয় তার উপর।[৫]

মদ্যপান করলে ঈমান থাকে না, শুধু এতটুকুই নয় , মদ্যপানে মত্ত ব্যক্তি শত্রুর নিকট নিজেদের গোপন তত্ব ও তথ্য অকপটে প্রকাশ করে দেয়। সে বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে । মানুষ হারিয়ে ফেলে মনুষ্যত্ববোধ ও চেতনা। আর মানুষ যখন বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, তখন তার ভাল-মন্দ জ্ঞানও সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় ।সে তখন বুঝতে পারে না কি তার জন্য কল্যাণকর,আর কি তার জন্য ক্ষতিকর । কর্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞানই হারিয়ে ফেলে। ন্যায়-

---

১. আল-কুরআন(০৪ : ১৩৫)

২ হাসান আইউব, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৪

৩ .আল-কুরআন(০৫ঃ৯০-৯১)

৪ .আল-কুরআন(০৪ঃ৪৩)

৫. ইমাম আবু দাউদ, সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল আশরাবিয়া, বাবু আছির লিল খামর,পৃ-৫৭

Dhaka University Institutional Repository

অন্যায় বোধ পর্যন্ত কর্পূরের মত উড়ে যায়।তখন সে আকৃতি মানুষ কিন্তু প্রকৃতি পশুতুল্য। তখন সে বড় বড় অপরাধ করে বসে। সাধারণত ঘনিষ্ট বন্ধুকেও হত্যা করতে এবং জিনা ব্যাভিচার করতেও সে তখন দ্বিধা করে না। .....এই দিকে লক্ষ্য রেখেই হযরত উসমান রা. বলেছিলেন–তোমরা সকলে সর্বপ্রকারের মাদক পরিহার কর। কেননা তা হচ্ছে সর্বপ্রকারের পাপ কাজের উৎস।

উসমান রা. জনৈক মদ্যপায়ীর দুস্কৃতির বিবরণ দিয়ে বলেছিলেন, তোমাদের পূর্বে এক ব্যক্তি ছিল। সে ইবাদত বন্দেগী করত। একটি ভ্রষ্টা মেয়েলোক তার পিছনে লাগল এবং সে তার দাসী পাঠিয়ে লোকটিকে ডেকে নিল। লোকটি তার সাথে চলতে চলতে একটি ঘরে প্রবেশ করল। অমনি ঘরের কপাট বন্ধ করে দিয়ে সেই স্ত্রীলোকটি তাকে একটি স্বেতশুভ্র মেয়ে লোককে দেখাল। তার নিকট একটি বালক ও একটি মদের পাত্র রক্ষিত ছিল।স্ত্রীলোকটি বলল, আমি তোমাকে ডেকে এনেছি এজন্য যে, হয় তুমি এই মেয়েলোকটির সাথে সঙ্গম করবে, অথবা এই মদ্যপান করবে, কিংবা এই বালককে হত্যা করবে। এই তিনটি কাজের যে কোন একটি না করা পর্যন্ত তোমাকে যেতে দেয়অ হবে না।লোকটি নিরুপায় হয়ে কম মাত্রার পাপ মনে করে বললো, আমাকে সুরা পান করতে দাও।তাকে সুরা পান করতে দেয়া হল। সে বার বার চেয়ে অনেক বেশী পরিমান মদ পান কররর। পরে সে মেয়ে লোকটির সাথে সঙ্গম করলএবং বালকটিকে হত্যা করল। এই কাহিনী থেকে বোঝা গেল যে, মদ্য হচ্ছে সব দুস্কৃতি ও যাবতীয় পাপ কজের উৎস। অতএব তোমরা তা পরিহার কর।[১]

২১. জুয়া ঃ

জুয়া এক ধরণের সামাজিক অনাচার। এর মাধ্যমে অন্যকে ঠকিয়ে প্রতারণামূলকভাবে অর্থ উপার্জন করা হয়। জুয়ারীরা টাকা সংগ্রহের জন্য নিজের সম্পদ নষ্ট করে। অপরের সম্পদ লুট করে, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি ও সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়ে। জুযারী জুয়া খেলায় মত্ত হয়ে নিজের দ্বায়িত্ব-কর্তব্য ভুলে যায়। পরিবার, সমাজ ও জনগণের প্রতি সে উদাসীন থাকে। এধরনের লোক নিজের স্বার্থের জন্য নিজ ধর্ম, ইজ্জত ও দেশ-জাতিকে বিক্রি করে কুণ্ঠিত হয় না। জুয়া অনেক অপকর্মের জন্ম দেয়। ব্যক্তি ও সমাজকে কলুষিত করে। একারণে ইসলাম জুয়াকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। জুয়ার মাধ্যমে জুয়াড়ীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সঞ্চারিত হয়।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে । বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও, কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ-

হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর, ঘৃণ্য বস্তু ,শয়তানের কার্য। সুতারাং তোমরা উহা বর্জন কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহর স্বরণে ও সালাতে বাধা দিতে চাহে। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না।[২]

---

[১].মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম,অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম, ই ফা বা, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ-২০০৭, পৃ-২৩৮,

[২] .আল-কুরআন(০৫ঃ৯০-৯১)

Dhaka University Institutional Repository

২২. অশ্লীলতা -বেহায়াপনা ও পর্দাহীনতা ঃ

নারী স্বাধীনতা ও নারী প্রগতির নামে পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশ ও সমাজে নারীরা বিভিন্ন অনাচারে জড়িয়ে পড়ছে। নারী স্বাধীনতার নামে আজ নারীরা উলঙ্গপনা,নগ্নতা ও অশালীনতায় মেতে উঠেছে। প্রগতির নামে পুরুষদের আকর্ষণ করার জন্য নারীরা সংক্ষিপ্ত অশালীন পোষাক পরিধান করে দৈহিক রুপ-লাবণ্য ও নগ্নতা প্রদর্শন করছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নৈতিক বন্ধন শিথিল গেছে। পাশ্চত্য-প্রাচ্য সর্বত্র আজ অশ্লীলতার সয়লাব মানব নৈতিক অধঃপতনের প্রান্তিক সীমায় দাঁড় করিয়েছে। পাশ্চাত্য বহু পূর্বেই অবাধ যৌনাচারের অনুমোদন দিয়েছে। নর-নারী পবিত্র দাম্পত্য সম্পর্কের পরিবর্তে মানুষ আজ পশুত্বের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে প্রতিটি সমাজে ব্যাপকভাবে নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে। এসব অনাচার যাতে সংঘটিত হতে না পারে সেজন্য ইসলাম সর্বপ্রকার অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

বল নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করিয়াছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা যাহার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নাই ,এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যাহা তোমরা জান না।[১]

অশ্লীলতা ও পর্দাহীনতা একটি শয়তানী কাজ তা রোধ কল্পে মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ-

যখন তাহারা কোন অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপরুষকে ইহা করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহও আমাদিগকে ইহার নির্দেশ দিয়েছেন।'বল,'আল্লাহ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না।তোমরা কি আল্লাহ সমন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যাহা তোমরা জান না।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ-

হে বনি আদম! শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে-যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিস্কৃত করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল। সে নিজে এবং তাহার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না। যাহারা ঈমান আনে না, শয়তানকে আমি তাহাদের অভিভাবক করিয়াছি।[৩]

২৩. ফিৎনা-ফাসাদ ও অনৈক্য-বিভেদ ঃ

ফিৎনা-ফাসাদ এর অর্থ হচ্ছে– ঝগড়া-বিবাদ, হাঙ্গামা, কলহ-বিভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা। সাধরণত পারস্পারিক গালিগালাজ, ঝগড়া-কলহ,অশালীন কথাবার্তার মাধ্যমে ফিৎনা-ফাসাদ শুরু হয়। এর কারণে সমাজে পরচর্চা, কুৎসা, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও হিংস্রতার জন্ম হয়। নিন্দনীয় আচরণ ফিৎনা-ফাসাদ সমাজে শান্তি, ঐক্য-সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট এবং ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। এর ফলে সমাজ জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে।এসব কারণে ফিৎনা-ফাসাদকে হত্যার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ গণ্য করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– **وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ** ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়।[৪]

এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

---

[১] .আল-কুরআন(০৭ঃ৩৩)

[২] .আল-কুরআন(০৭ : ২৮)

[৩] .আল-কুরআন(০৭ : ২৭)

[৪] .আল-কুরআন(০২ঃ২১৭)

Dhaka University Institutional Repository

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়াইয়া পড়ে, যাহার ফলে উহাদিগকে উহাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।[১]

ফিৎনা-ফাসাদ এতই মারাত্মক অপরাধ যে, মূসা আ. তাওরাত লাভের উদ্দেশ্যে তুর পর্বতে চল্লিশ দিন ইবাদতে মগ্ন থাকাকালীন সময়ে বনী ইসরাইল গোবৎস পুজা শুরু করে। এসময় মুসা আ. এর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর ভ্রাতা হারুন আ. বনী ইসরাইলের সাথে ছিলেন। তিনি বনী ইসরাইলকে গোবৎস পুজা থেকে বারণ করে। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করেননি। ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে এ আশংকায় হারুণ আ. তাদের বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। তুর পর্বত থেকে ফেরার পর জাতির অধঃপতন দেখে মূসা আ. হারুন আ. ভৎসনা করলে হারুন আ. বলেন–

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

হারূন বলিল, হে আমার সহোদর ! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরিও না। আমি আশংকা করিয়াছিলাম যে, তুমি বলিবে , তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ ও তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হও নাই।[২]

ফেৎনাবাজদের স্বরূপ উন্মোচন করে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ-وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ- وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ -

আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তাহার অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে, সে ভীষণ কলহপ্রিয়। যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। যখন তাহাকে বলা হয় ,তুমি আল্লাহকে ভয় কর ,তখন তাহার আত্মাভিমান তাহাকে পাপনুষ্ঠানে লিপ্ত করে সুতারাং জাহান্নাম তাহার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই উহা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।[৩]

ফেতনার সর্বগ্রাসী অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় কর যাহা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যাহারা যালিম কেবল তাহাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না।জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-

তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকিবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রীকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ।[৫]

খ.অনৈক্য-বিভেদ

অনৈক্য-বিভেদ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে। দেশ-জাতির শক্তিকে দুর্বল করে ফেলে। সামাজিক সংহতি ধ্বংস করে। তা পরিহারের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসিবার পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর করিয়াছে। তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে।[৬]

---

১. আল-কুরআন(৩০:৪১)
২. আল-কুরআন(২০:৯৪)
৩. আল-কুরআন(০২:২০৪-২০৬)
৪. আল-কুরআন(০৮:২৫)
৫. আল-কুরআন(০৮:৩৯)
৬. আল-কুরআন(০৩:১০৫)

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে তোমরা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে ; আর তাহাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করিলে যাহারা বাড়াবাড়ি করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরিয়ে আসে তাহাদের মধ্যে ন্যায়ের সহিত ফায়সালা করিবে এবং সুবিচার করিবে । নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।[১]

২৪. প্রতারণা, ছলচাতুরি ও ধোকাবাজি ঃ

প্রতারণা, ছলচাতুরি ও ধোকাবাজি নৈতিক অবক্ষয়ের একটি অন্যতম মাধ্যম যা মুনাফিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন করার জন্য প্রতারক-ধোকাবাজরা এইসব অন্যায়পথ বেছে নেয়। ইদানিং ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতারণা, ছলচাতুরি ও ধোকাবাজি আশ্রয় নিতে দেখা যায় যা জাতির জন্য মারাত্মকই বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের পূর্বাভাস। এগুলোর মাধ্যমে সত্যকে বিকৃত করা হয় এবং মিথ্যাকে সত্য বলে উপস্থাপন করা হয়। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য দুষ্কৃতিকারী এসব অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইসলাম এসবকে নিষিদ্ধ করে প্রতারক-ধোকাবাজদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلاَ تَتَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

পরস্পর প্রবঞ্চনা করিবার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করিও না ; করিলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলাইয়া যাইবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবে; তোমাদের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–**فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً**

তাহাদের অংগীকার ভংগের জন্য আমি তাহাদিগকে লা'নত করিয়াছি ও তাহাদের হৃদয় কঠিন করিয়াছি।[৩]

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যাহারা আল্লাহর সহিত কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথ তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাহাদের কোন অংশ নাই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদের দিকে চাহিবেন না এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবেন না ; তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।[৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণিত,(তিনি বলেছেন) এক ব্যক্তি বিক্রি করার জন্য কিছু জিনিস আনলো এবং কসম করে বলতে শুরু করলো যে, লোকে এ জিনিসের এতো এতো মূল্য দিচ্ছে । অথচ কেউ তা দেইনি। এ মিথ্যা বলার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানরা যাতে তার এ কথা বিশ্বাস করে তার নিকট থেকে জিনিসটা ক্রয় করে।এর প্রেক্ষিতে উল্লেখিত আয়াত নাজিলর হয়।[৫]

একবার রাসূলুল্লাহ সাঃ এক খাদ্যস্তুপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় নিজ হাত এর ভেতরে ঢুকান । তাতে তাঁর আঙ্গল ভিজে যায়। তিনি প্রশ্ন করেন, হে খাদ্যের মালিক! এটা কি? সে জাওয়াব দিল,হে আল্লাহর রাসূল!

---

[১] .আল-কুরআন(৪৯ঃ০৯)

[২] .আল-কুরআন(১৬ : ৯৪)

[৩].আল-কুরআন (০৫ঃ১৩)

[৪] .আল-কুরআন(০৩ : ৭৭)

[৫].ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাফসীর, সূরা আলে ইমরান, হাদীস নং-৪১৯০,

Dhaka University Institutional Repository

বৃষ্টির পানি পড়ে তা ভিজে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন-তুমি এটাকে উপরে রাখলে না কেন যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়? (জেনে রাখ) যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করে সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।[১]
রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন-আল্লাহ যদি কাউকে প্রজা পরিচালনার দায়িত্ব দেন এবং সে যদি প্রজাদের সাথে ধোঁকাবাজি করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতকে হারাম করে দেবেন।[২]

২৫. ভোগবিলাস ও অপচয়-অপব্যয় ঃ

ক.ভোগবিলাস

ভোগ-বিলাস নৈতিক অবক্ষয়ের একটি অন্যতম কারণ। ভোগবিলাস ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনের বাসনা মানুষকে স্বাভাবিক উপায়ে জীবন যাত্রার চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে নানাবিদ অপকর্ম, অনাচার ও অবৈধ উপার্জনের দিকে ধাবিত করে। দূর্নীতি ও ঘুষের পিছনে ভোগ-বিলাস একটি বড় কারণ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى

বস্তুত মানুষ সীমালংঘন করিয়াই থাকে কারণ সে নিজকে অভাব মুক্ত দেখতে চায়।[৩]
এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

যাহারা কুফরী করে উহারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে ; আর জাহান্নামই উহাদের নিবাস।[৪]

খ. অপচয়-অপব্যয়

অপচয় হল–বৈধ কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থব্যয় করা। অপব্যয় হল–অবৈধ কাজে অর্থ ব্যয় করা। ব্যক্তিগত জাতীয় উভয় ক্ষেত্রে অপচয়-অপব্যয় একটি গর্হিত কাজ, যা অর্থনৈতিক বিপর্যয় ছাড়াও অনেক অনাচারের জন্ম দেয়। এজন্য একে শয়তানের কাজ হিসেবে চিহ্নিত তা পরিহারের নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا-وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
কিছুতেই অপব্যয় করিও না, যাহারা অপব্যয় করে তাহারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তাহার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।[৫]
এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
আহার করিবে ও পান করিবে কিন্তু অপচয় করিবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদিগকে পছন্দ করেন না।[৬]

২৬. কৃপনতা ঃ

449255

কৃপণতা একটি অন্তরের নিকৃষ্ট ব্যাধি, সম্পদের প্রতি অতিলোভ ও অন্তরের কাঠিন্য থেকে তা জন্ম লাভ করে।এটি মনুষ্যত্ব বিবর্জিত অবস্থা। কৃপণতা মানুষের অন্তরকে নির্দয়, নিষ্ঠুর ও সংকীর্ণ করে ফেলে। কৃপণরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। সমাজ ও মানবতার কল্যাণ থেকে দূরে থাকে। কৃপণরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং হকদারের হক দিতে চায় না। কৃপণদের প্রতি হকদার ও গরীবদের হিংসা ও ক্ষোভ থাকে যার ফলে তারা প্রতিনিয়ত কৃপণের ধ্বংস কামনা করে।কৃপণতা এক ধরনের কুফরী। ইসলাম কৃপণতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

---

[১] ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, বাবু মান গাস্সা ফালাইছা মিন্ন,পৃ-৮০;
[২] হাসান আইয়ুব,প্রাগুক্ত, পৃ-১১৯,
[৩] .আল-কুরআন(৯৬ঃ৬-৭)
[৪] .আল-কুরআন(৪৭ঃ১২)
[৫] .আল-কুরআন(১৭ঃ২৬-২৭)
[৬] .আল-কুরআন (০৭ : ৩১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

যাহারা কৃপনতা করে এবং মানুষকে কৃপনতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা গোপন করে, আর আমি আখিরাতে কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ-

আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যাহা তোমাদিগকে দিয়েছেন তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে তাহাদের জন্য উহা মঙ্গল, ইহা যেন তাহারা কিছুতেই মনে না করে। না; ইহা তাহাদের জন্য অমঙ্গল। যাহাতে তাহারা করিবে কিয়মতের দিন উহাই তাহাদের গলার বেড়ি হইবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্য।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ- يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

আর যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং এবং উহা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও । যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহাদ্বারা তাহাদের ললাট পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে সেদিন বলা হইবে, ইহাই উহা যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করিতে। সুতারাং তোমরা যাহা পুঞ্জীভূত করিয়াছিলে তাহা আস্বাদন কর।[৩]

কৃপণতার ও অকৃতজ্ঞার কারণে আল্লাহ কারূনকে ধ্বংস করে দেন। কারূনের ধ্বংসের বর্ণনা তুলে ধরার মাধ্যমে কৃপণতার অপকারিতা মানব জাতির সামনে তুলে ধরেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ-وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ- قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ..... فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ-

কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাহাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিল। আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যাহার চাবিগুলি বহন করা একদল লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্বরণ কর, তাহার সম্প্রদায় তাহাকে বলিয়াছিল, দম্ভ করিও না, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদিগকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্দারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া হইতে তোমার অংশ ভূলিও না; তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেনএবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না। সে বলিল, আমি এই সম্পদ আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হইয়াছি। সে কি জানিত না আল্লাহ তাহার পূর্বে ধ্বংস করিয়াছেন বহু মানব গোষ্ঠিকে যাহারা তাহা অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, জনসংখ্যায় ছিল অধিক?..... অতঃপর আমি কারূনকে তাহার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম।তাহার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তি হইতে তাহাকে সাহায্য করিতে পারিত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।[৪]

কৃপনতাকে নিরুসাহিত করে আল্লাহ বলেন–

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

---

[১] .আল-কুরআন(৪ ঃ ৩৭)

[২] .আল-কুরআন(০৩ঃ১৮০)

[৩] .আল-কুরআন(০৯ঃ৩৪-৩৫)

[৪] .আল-কুরআন(২৮ঃ৭৬-৭৮,৮১)

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, এবং শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের কল্যাণের জন্য; যাহারা অন্তরের কার্পণ্য হইতে মুক্ত; তাহারাই সফলকাম।[১]

রাসূল সা. বলেন– কৃপণ আল্লাহ থেকে দূরে, বেহেশত থেকে দূরে এবং মানুষ থেকে দূরে।[২]
রাসূল সা. আরও বলেন–দুটি নিকৃষ্ট স্বভাব মু'মিনের মধ্যে থাকতে পারে না, ১. কৃপণতা, ২,অসচ্চরিত্র।[৩]

২৭.অবৈধ(হারাম) উপার্জন ঃ

কুরআন ও সুন্নাহর নীতিমালা বহির্ভূত পন্থায় আয়-উপার্জনই হারাম উপার্জন। হারাম উপার্জন বিভিন্ন অবৈধ পন্থা, প্রতারণা ও ছল-চাতুরীর মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। হারাম উপর্জন অপবিত্র। হারাম উপার্জনকারী নানা ধরনের পাপাচার ও নীতি বর্জিত জড়িয়ে পড়ে। হারাম উপার্জনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির উপর পতিত হয় ফলে তার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে যায়। ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বোধ তার থেকে লোপ পায়। হারাম উপার্জন বর্জনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যাহা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রহিয়াছে তাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৪]
এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না এবং মানুষের ধন –সম্পত্তির অন্যায়ভাবে গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে উহা বিচারকগণের নিকট পেশ করিও না।[৫]

হারাম উপার্জনের কফল সম্পর্কে রাসূল সাঃ বলেন– আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কবুল করেন না। আর আল্লাহ মু'মিনদের সেই নির্দেশ দিয়েছেন, যে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলদের । তিনি বলেছেন – হে আমার রাসূলরা ! পবিত্র জিনিষ খাও আর নেক আমল কর । তিনি আরও বলেছেন-হে ঈমানদারগণ! আমার দেয় জীবিকা থেকে পবিত্র জিনিষ খাও। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তি র কথা উল্লেখ করে বলেন, যে দীর্ঘ পথের সফর করেছে, আর আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে হে প্রভু! হে প্রভু! বলে দোয়া করছে, অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিচ্ছদ হারাম এবং হারাম দ্বারাই সে প্রতিপালিত হয়েছে, এমন ব্যক্তির দোয়া কি করে কবুল হতে পারে?[৬]

রাসূল সা. বলেন– বান্দা হারাম মাল উপার্জন করে যে দান-সাদাকা করে, তা কবুল করা হয় না। তা থেকে সে যা ব্যয় করে তাতে বরকত হয়ও হয় না। আর যা পশ্চাতে রেখে যায়, তা তার জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় হয়।[৭]
তাছাড়া ইসলাম বলেছে–হারাম দ্বারা গড়ে উঠা রক্ত-মাংস জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হারাম দ্বারা গড়ে উঠা রক্ত-মাংসের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান।

---

[১] .আল-কুরআন(৬৪ঃ১৬)
[২] ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত,বাবু বির্রে ওয়া সিলাহ,পৃ-১৭,
[৩] ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত,পৃ-১৭,
[৪] .আল-কুরআন(০২ঃ১৬৮)
[৫] .আল-কুরআন(০২ঃ১৮৮)
[৬] ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৯
[৭] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ৩য় খন্ড,দারুল হাদীস, মিশর -১৯৯৫,পৃ-৪৬০

Dhaka University Institutional Repository

২৮.দুনিয়ার জীবন কে আখেরাতের উপর প্রাধান্যঃ

দুনিয়ার জীবন অতি সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণস্থায়ী। আখেরাতের জীবন অনন্ত ও চিরস্থায়ী। মানুষ চিরস্থায়ী আখেরাতের জীবনের কথা ভুলে গিয়ে দুনিয়ার জীবন কে প্রাধান্য দেয়া এবং এই জীবনের সুখ-শান্তিকে প্রাধান্য দেয়ায় বিভিন্ন অনাচার ও পাপাচারে জড়িয়ে পড়ছে। এই মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–**وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ - بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَأَبْقَى**

তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর ও চিরস্থায়ী।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

যাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের চেয়ে ভালবাসে, মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হইতে এবং আল্লাহর পথ বক্র করিতে চাহে; উহারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

পৃথিবীর উপর যাহা কিছু আছে আমি সেইগুলিকে উহার শোভা করিয়াছি , মানুষকে এই পরীক্ষা করিবার জন্য যে, উহাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

যে কেহ পার্থিব জীবন ও উহার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমি উহাদের কর্মের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেথায় তাহাদিগকে কম দেওয়া হইবে না। উহাদের জন্য আখিরাতে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই এবং উহারা যাহা করে আখিরাতে তাহা নিষ্ফল হইবে এবং উহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা নিরর্থক।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

বল তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালবাস , তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ বিধান আসা পর্যন্ত । আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।[৫]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–**فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ- وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- فَأَمَّا مَن طَغَىٰ**

অনন্তর যে সীমালংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়, জাহান্নমই হইবে তাহার আবাস।[৬]

---

[১] .আল-কুরআন(১৬-১৭)

[২] .আল-কুরআন (১৪ঃ০৩)

[৩] .আল-কুরআন(১৮ঃ০৭)

[৪] .আল-কুরআন(১১ঃ১৫-১৬)

[৫] .আল-কুরআন(০৯ঃ২৪)

[৬].আল-কুরআন(৭৯ঃ৩৭-৩৯)

Dhaka University Institutional Repository

২৯.ধর্মব্যবসা, সাম্প্রদায়িকতা, ভ্রান্ত বিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, উগ্রপন্থা-চরমপন্থা ও ধর্মীয় ফিরকা ঃ

ধর্ম ব্যবসা/পীর ব্যবসাঃ

বর্তমান সমাজের ভন্ড পীরেরা ধর্মের নামে এক ধরনের ব্যবসায় লিপ্ত। অর্থ-সম্মান আর্জনের মাধ্যম হিসেবে অনেকে এ পথ বেছে নিয়েছে। ধর্মের ছদ্মাবরণে তারা নানাবিধ অনৈতিক ও অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত। ইসলামের নামে বিভ্রান্তিকর কথা বলে ও বিভিন্ন রীতিনীতি চালু করে নানাভাবে ইসলামকে কলুষিত করছে। এদের মত পূর্বে ইহুদী ও খৃষ্টানদের একটি গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে এধরণের অনাচারে লিপ্ত ছিল । তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

হে মু'মিনগণ ! পন্ডিত এবং সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করিয়া থাকে এবং লোককে আল্লাহর পথ হইতে নিবৃত করে।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ-

সুতারাং দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, ইহা আল্লাহর নিকট হইতে। তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়াছে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের যাহা তাহারা উপর্জন করে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের।[২]

মাজার ব্যবসা

মাজার ব্যবসা একটি প্রতারণামূলক কর্ম যা মুসলিম সমাজের মূল্যবোধকে ধ্বংস করছে।একটি চক্র অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে মাজার ব্যবসা প্রচলন করেছে। ধর্মের ছদ্মাবরণে এক শ্রেণীর লোক এসব মাজারগুলোতে নানাবিধ শিরক-বিদআত,অনৈতিক ও অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত। সাধারণ মানুষকে এই চক্র বিভ্রান্ত করে অর্থ হাতিয়ে নেয়ার জন্য বিভিন্ন তাবিজ, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস চালু করেছে। ফলে অনেক সন্তানহীন দাম্পত্তি সন্তানের জন্য, অনেকে সম্পদের জন্য অনেকে চাকুরীর জন্য অনেকে আবার বিপদ দূর করার জন্য মাজারগুলোতে ধর্ণা দিচ্ছে, অর্থ বিলাচ্ছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বাণী– وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও উহাতে সাড়া দিবে না ? এবং এইগুলি উহাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নহে।[৩]

সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতাঃ

উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা সমাজ জীবনে অনেক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। যুগে যুগে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা বিভিন্ন সমাজে দাঙ্গা, মারামারি ও রক্তপাতের জন্ম দিয়েছে। লক্ষ প্রাণকে অনর্থক সংহার করেছে এবং সমাজের শান্তি বিনষ্ট করেছে। প্রত্যেক ধর্মের কিছু অতিউৎসাহী লোকেরা এই অপকর্মের মূলহোতা। ইসলাম সকল ধরনের সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা বিরুদ্ধে। এধরনের অনাচারের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চরণ করে মহান আল্লাহ বলেন–

وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

---

[১] .আল-কুরআন(০৯ঃ৩৪-৩৫)

[২] .আল-কুরআন(০২ঃ৭৯)

[৩] .আল-কুরআন(৪৬ঃ০৫)

Dhaka University Institutional Repository

আমি উহাদিগকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করিয়াছিলাম দীন সম্পর্কে । উহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর উহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত বিরোধিতা করিয়াছিল । উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন উহাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দিবেন।[১]

ভিত্তিহীন ধর্মবিশ্বাসঃ

বিভিন্ন ধর্ম গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মের মূল শিক্ষা বহির্ভূত ভিত্তিহীন অনেক বিশ্বাস লালন করে। এসব ভিত্তিহীন বিশ্বাস সমাজে বিভিন্ন পাপচার,অনৈতিক কর্মকান্ড ও অনাচারের জন্ম দিয়েছে। যেমন– অনেক মুসলমান বিশ্বাস করে তারা যত পাপই করুক না কেন একবার বেহেশত যাবেই। অনুরূপ ভাবে ইহুদীরা বিশ্বাস করে তারা নবী-রাসূলের বংশধর যত পাপ করুক না কেন তাদের পাপের কারণে অল্প কয়েকদিন জাহান্নামে থাকার পর তারা জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে। এসব ভিত্তিহীন বিশ্বাস সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

তাহারা বলে দিন কতক ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করিবে না । বল, তোমরা কি আল্লাহর নিকট হইতে অঙ্গীকার নিয়াছ, অতএব আল্লাহ তাঁহার অঙ্গীকার কখনও ভঙ্গ করিবেন না কিংবা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যাহা তোমরা জান না? [২]

ধর্মীয় ফিরকা

ধর্মীয় ফিরকা হচ্ছে-ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য। ধর্মীয় ফিরকা মানুষকে বিভিন্ন দল-মতে বিভক্ত করে। মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে কলুষিত করে। সমাজে অনৈক্য-বিভেদ ও কোন্দলের সৃষ্টি করে। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। সমাজের সংহতি নষ্ট করে।এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– **مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ**

যাহারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ লইয়া উৎফুল্ল।[৩]

উগ্রপন্থা(চরমপন্থা) ঃ

উগ্রপন্থা ধর্মের ব্যাপারে এক ধরনের বাড়াবাড়ি, যা মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত করে। এর নেতিবাচক সমাজের প্রভাব সাধারণ মানুষের জীবনে গিয়ে পড়ে। মানুষ ধর্মের ব্যাপারে অনীহ ও উদাসীন হয়ে পড়ে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

আর সন্ন্যাসবাদ ইহা তো উহারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করিয়াছিল। আমি উহা দের ইহার বিধান দেই না; অথচ ইহাও উহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই।[৪]

৩০.আল্লাহ বিধানের পরিবর্তে মানব রচিত বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ মতবাদ-মতাদর্শের অনুসরণঃ

পাশ্চাত্য বিশ্ব সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতি কেউ গণতন্ত্রকে, কেউ সমাজতন্ত্রকে, কেউ পুঁজিবাদকে, কেউ জাতীয়তাবাদকে সর্বোৎকৃষ্ট মতাদর্শ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এসব জীবনাদর্শকে নিজেদের মুক্তির একমাত্র পন্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এসব মতবাদের কোনটি পৃথিবীবাসীকে সত্যিকার অর্থে মুক্তির পথ দেখাতে সক্ষম হয়নি আর তা সম্ভবও নয়। বরং এসব মতাদর্শ বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের সৃষ্টি করছে। মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন–

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ

---

[১] .আল-কুরআন(৪৫ঃ১৭)

[২] .আল-কুরআন(০২ঃ৮০)

[৩] .আল-কুরআন(৩০ঃ৩২)

[৪] .আল-কুরআন(৫৭ঃ২৭)

Dhaka University Institutional Repository

যদি তুমি অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। তাহারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে , আর শুধু অনুমান ভিত্তিক কথা বলে।[১]

মানব রচিত এসব মতবাদ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের কোথাও মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহা কখনও কবুল করা হইবে না এবং সে হইবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত।[২]

৩১. শয়তান ও তাগুতের অনুসরণ ঃ

শয়তান মানুষের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুশমন। প্রতিনিয়ত মানুষকে বিপথগামী শয়তান সদা তৎপর। স্রষ্টার পথ থেকে মানব জাতিকে বিপথগামী করার জন্য প্রতি মুহূর্তে একটার পর একটা অপকৌশলে লিপ্ত। শয়তানের প্রতিটি ধোকা ও অপকৌশল থেকে মানুষ যাতে বাঁচতে পারে সেজন্য মানুষকে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

হে মু'মিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না । কেহ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিলে শয়তান তো অশ্লীল ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় ।[৩]

আদম আ. কে সিজদা না করার কারণে আল্লাহ শয়তানকে অভিশাপ্ত ঘোষণা করলে শয়তান মানুষকে সর্বগ্রাসী আক্রমনের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করার ঘোষণা দেন। সেই অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ মানুষকে শয়তানের ঘোষণা জানিয়ে দেন।শয়তানের বক্তব্য তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন–

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ- ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

সে(শয়তান) বলিল, তুমি আমাকে শাস্তিদান করিলে, এইজন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চই ওঁত পাতিয়া থাকিব। অতঃপর আমি তাহাদের নিকট আসিবই তাহাদের সম্মুখ,পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।[৫]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর শরণ লইবে, তিনি সর্বশ্রোতা ,সর্বজ্ঞ। যাহারা তাকওয়ার অধিকারী হয় তাহাদিগকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তাহারা আল্লাহকে স্বরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের চক্ষু খুলিয়া যায়।[৬]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ- كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ

---

[১] .আল-কুরআন(০৬ঃ১১৬)

[২] .আল-কুরআন(০৩ঃ৮৫)

[৩] .আল-কুরআন (২৪ঃ২১)

[৪] .আল-কুরআন (০৭ঃ১৬-১৭)

[৫] .আল-কুরআন(৪৩ : ৩৭)

[৬] .আল-কুরআন (০৭ঃ ২০০-২০১)

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞনতাবশত আল্লাহ সমন্ধে বিতণ্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের, তাহার সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে কেহ তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিবে সে তাহাকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহাকে পরিচালিত করিবে প্রজ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে।[১]

তাগুতের অনুসরণ ঃ

তাগুত অর্থ নিরুপনে মতভেদ রয়েছে – উমার রা. বলেন, তাগুত হচ্ছে– শয়তান,, মুজাহিদ বলেন–মানুষরূপী ময়তান। ইমাম মালেক রহ. বলেন, তাগুত হচ্ছে–প্রত্যেক ঐ জিনিষ, আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয়।[২]

তাগুতের আনুগত্য ও অনুসরণ পরিহারের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيدًا۔

তুমি কি তাহাদের দেখ নাই, যাহারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে তাহারা বিশ্বাস করে ,অথচ তাহারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হইতে চায় যদিও উহা প্রত্যাখ্যান করাপর জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং শয়তান তাহাদিগকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করিতে চায়।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً

তুমি কি তাহাদের দেখ নাই, যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল,তাহারা জিবত ও তাগুতের বিশ্বাস করে ? তাহারা কাফিরদেও সম্বন্ধে বলে , ইহাদেরই পথ মু'মিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الوِرْدُ المَوْرُودُ۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ القِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ المَرْفُودُ

আমি তো মুসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিল, ফির'আওন ও তাহার প্রধানদের নিকট। কিন্তু তাহারা ফির'আওনের কার্যকলাপের অনুসরণ করিত এবং ফির'আওনের কার্যকলাপ ভাল ছিলনা। সে কিয়ামতের দিনে তাহার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকিবে এবং সে উহাদিগকে লইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। যেখানে প্রবেশ করা হইবে তাহা কত নিকৃষ্ট স্থান। এই দুনিয়ায় উহাদিগকে করা হইয়াছিল অভিশাপগ্রস্থ এবং অভিশাপগ্রস্থ হইবে উহারা কিয়মতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার যাহা উহাদিগকে দেওয়া হইবে।[৫]

৩২.ফুসূক (অবাধ্যতা ও পাপাচার) ঃ

নাফরমানী, আল্লাহর আদেশ ত্যাগ, সত্যপথ পরিহার করে চলা এবং পাপের দিকে ঝোঁকার নামই হচ্ছে ফুসূক।[৬] আর ফাসেক তাকে বলা হয় যে নাফরমান এবং আল্লাহর আনুগত্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। ফাসিক সমাজে বিভিন্ন পাপচার, সীমালংঘন, অবধ্যতা ইত্যাদীর মাধ্যমে সমাজ কলুষিত করে। ফলে নৈতিক ও সামাজিক

---

[১] .আল-কুরআন(২২ঃ৩-৪)

[২] হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনে কাছীর, প্রাগুক্ত,পৃ-৪৪৪,

[৩] .আল-কুরআন(০৪ঃ৬০)

[৪] .আল-কুরআন(০৪ঃ৫১)

[৫] .আল-কুরআন **(১১ : ৯৬-৯৯)**

[৬] আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাববারা, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮,

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। ফাসিক ব্যক্তি পাপের কারণে তার নিজ অন্তরকেও কলুষিত করে ফেলে। একারণে তার অন্তর সত্যবিমূখ হয়ে পড়ে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ বরং উহাদের কৃতকর্মই উহাদের অন্তরে জঙ্ ধরাইয়াছে।[১]

ফুসূক যাতে সমাজে প্রসার লাভ করতে না পারে সে জন্য ইসলাম হুশিয়ারী উচ্চরণ করেছে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর, যাহারা পাপ করে অচিরেই তাহাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইবে।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন-أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

তবে কি যাহারা মন্দকর্ম করে তাহারা মনে করে যে, তাহারা আমার আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যাইবে? তাহাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ।[৩]

এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন-

لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا-

মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না; তবে যাহার উপর জুলুম করা হইয়াছে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৪]

৩৩. বৈষম্য ও বর্ণবাদঃ

বৈষম্যও বর্ণবাদ সমাজের মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। বৈষম্য ও বর্ণবাদ সমাজ ও জাতির মধ্যে বিভিন্ন অনাচারের জন্ম দিয়েছে। উচ্চ শ্রেণী কর্তৃক নীচু শ্রেণী সর্বযুগেই শোষিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়েছে। উচ্চ শ্রেণী বড়াবড়ই নীচু শ্রেণীকে বঞ্চিত করেছে। সমাজে বিভেদ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে।বৈষম্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং নেতিবাচক প্রভাব সমাজে লক্ষণীয় এ সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞান শব্দকোষে বলা হয়েছে-মানুষের মধ্যে প্রভেদ বা ভেদাভেদ নির্ণয়ের কয়েকটি মৌলিক বিষয় হল- নরগোষ্ঠীগত, লিঙ্গগত, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মর্যাদাগত ইত্যাদি। এই ভেদাভেদ ধারনার ফলে সমাজের কিছু সংস্কারমূলক বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।ফলে বর্ণে বর্ণে,গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে,নর-নারীতে,ধনী-দরিদ্রে প্রভেদের ধারনা সৃষ্টি এবং সমাজে তা লালিত হতে থাকে। এই ধারণা থেকেই সামাজিক দূরত্ব সম্পর্কিত প্রত্যয় জন্মে। প্রভেদের ধারণা অতিমাত্রায় প্রকাশ পেলে সমাজে চাপা দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও রেষারেষি সৃষ্টি হয়।[৫]

ইসলাম সকল বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে সকল মানুষকে একই পতাকা তলে এনে সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا-

হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী করেন, যিনি তাহদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর, এবং সর্তক থাকা জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্ক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।[৬]

---

[১] .আল-কুরআন (৮৩ঃ১৪)

[২] .আল-কুরআন (০৬ঃ১২০)

[৩] .আল-কুরআন(২৯ঃ০৪)

[৪] .আল-কুরআন(০৪ : ১৪৮)

[৫] ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য,প্রাগুক্ত,পৃ-৯৩,

[৬] .আল-কুরআন(০৪ : ০১)

Dhaka University Institutional Repository

শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গে, ধনী-দরিদ্রে, নারী-পুরুষে, জাতি-গোষ্ঠীতে, বিভিন্ন ধর্মে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বর্ণবৈষম্য উৎখাত করে মহান আল্লাহ ঘোষণা দেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত্ম খবর রাখেন।[১]

আর্ণল্ড টোনবী বলেন– আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার প্রধান বিষয়গুলোর জগা-খিচুড়ী চিন্তা (ধর্ম জাতি নীতি নিরপেক্ষ) মানুষ্য জীবদের সম্মিলন দু'টি বিপদ এনে উপস্থিত করেছে– একটি হল উৎকট বর্ণ সচেতনতা, অপরটি হল মদ এবং এগুলোর প্রত্যেকটির মোকাবিলায় ইসলামের শক্তি এমন খেদমত দান করতে পারে যাকে গ্রহণ করলে আমরা উন্নত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি করতে পারি। মুসলমানদের মধ্য থেকে বর্ণবাদ মানসিকতার বিলোপ সাধন ইসলামের একটি মহৎ অবদান। আজকের সামসময়িক পৃথিবীতে ইসলামের এই মহান নীতির ব্যাপক প্রচার অতীব জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২]

৩৪. চরিত্রহীনতাঃ

চরিত্র মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। চরিত্রহীন মানুষ পশু তুল্য। নৈতিকভাবে অধঃপতিত ব্যক্তির দ্বারা যে কোন ধরনের অন্যায় ও পাপচার সম্ভব। চরিত্রহীন ব্যক্তির দ্বারা সমাজ জীবন নানাভাবে কলুষিত হয়।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে, যে নিজেকে কলূষাচ্ছন্ন করিবে।[৩]

৩৫. ইয়াতীম ও অসহায় মানুষের সম্পদ ও অধিকার হরণঃ

সমাজে বসবাসকারী মানুষের পরস্পরের প্রতি যে অধিকার ও কর্তব্য আছে, সেসব কর্তব্য পালন করাই মানুষের অধিকার। অধিকারহরণ এক ধরনের যুলুম। এর ফলে পরস্পরের সুসম্পর্কে ফাটল দেখা দেয়। সমাজের শান্তি-সংহতি বিনষ্ট হয়। সমাজ থেকে সৌহার্দ্য, স্নেহ-ভালবাসা ভ্রাতৃত্ববোধ উঠে যায়। সমাজে ঝগড়া-বিবাদ, কলহ, মারামারি, কাটাকাটি, বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আজ সমাজে বিভিন্ন মানুষের অধিকার হরণ করা হচ্ছে। যেমন– উত্তারাধিকারীকে তার প্রাপ্য সম্পদ না দিয়ে ঠকানো হচ্ছে। সমাজে কন্যা,বোন ও দুর্বল-দরিদ্র আত্নীয়দের প্রাপ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেয়া হয় না। ইয়াতীম ও অসহায়দের বিভিন্নভাবে ঠকানো হয়। ইয়াতীম ও অসহায় মানুষের অধিকার হরণের একটি চিত্র তুলে ধরে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ-وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ-وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا-وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না, অভাবগ্রস্থদের খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। তোমরা উত্তারাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে গ্রাস কররিয়া ফেল।এবং তোমরা ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালবাস।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ- فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ- وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ-

তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে দীনকে অস্বীকার করিয়াছে ? সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয়। এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।[৫]

---

[১].আল-কুরআন (৪৯ : ১৩)

[২]. Civilization on Trial, Arnold Toynbee,P-205-206,

[৩].আল-কুরআন(৯১ঃ১০)

[৪].আল-কুরআন (৮৯ঃ১৭-২০)

[৫].আল-কুরআন(১০৭ঃ০১-০৩)

Dhaka University Institutional Repository

৩৬.অকৃজ্ঞতা ঃ

অকৃজ্ঞতা হল- সৃষ্টিকর্তার সীমাহীন অনুগ্রহ অস্বীকার করা, অথবা উপকারকারীর উপকার স্বীকার না করা। স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের ক্ষেত্রে অকৃজ্ঞতা হতে পারে। অকৃজ্ঞতা এক ধরনের কুফরী। এটি একটি অতি নিন্দনীয় ও মানবতা বর্জিত কাজ। অকৃজ্ঞতা মানুষকে অহংকার ও ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে। অকৃজ্ঞতার নিন্দা করে তা পরিহারের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُود মানুষ অবশ্যই তাহার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

মানুষকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করিলে সে আমাকে আহবান করে ; অতঃপর যখন আমি আমার কোন নিয়ামত দ্বারা তাহাকে অনুগৃহীত করি তখন সে বলে, আমাকে তো ইহা দেওয়া হইয়াছে আমার জ্ঞানের কারণে। বস্তুত ইহা এক পরীক্ষা , কিন্তু উহাদের অধিকাংশ ই বুঝে না।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ-وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ-

যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই ও পরে তাহার নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হইবে। আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর আমি তাহাকে সুখ-সম্পদ আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্যই বলিবে, আমার বিপদ-আপদ কাটিয়া গিয়াছে, আর সে তো হয় উৎফুল্ল অহংকারী।[৩]

৩৭. হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম গণ্য করাঃ

মহান আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত রহস্য তথা কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে শুধু সকল উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানই করেননি, বরং মানুষের জন্য যা উত্তম ও কল্যাণকর তা হালাল বা বৈধ করেছেন এবং যা ক্ষতিকর তা হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। যাতে মানুষের কোন কষ্ট না হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করিয়াছেন সেই সমুদয়কে তোমরা হারাম করিও না এবং সীমালংঘন করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না।[৪]

কিন্তু নির্বোধ লোকেরা আল্লাহর রহস্য উপেক্ষা করে হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম গণ্য করছে। ফলে মানব সমাজে নানাবিদ বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে।এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন-وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

তোমাদের যে বিপদ–আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।[৫]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

---

[১] .আল-কুরআন(১০০ঃ০৬)

[২] .আল-কুরআন (৩৯ঃ৪৯)

[৩] .আল-কুরআন (১১ঃ০৯-১০)

[৪] .আল-কুরআন(০৫ঃ৮৭)

[৫]. আল-কুরআন(৪২ঃ৩০)

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের জিহবা মিথ্যা আরোপ করিয়া বলিয়া আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিবার জন্য বলিও না, ইহা হালাল এবং উহা হারাম, যাহারা আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাভন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً

তোমরা আল্লাহর বিধানকে ঠাট্টা–তামাশার বস্তু করিও না।[২]

রাসূল সাঃ বলেন– হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট । এ দুটির মাঝখানে আছে কতিপয় সন্দেহপূর্ণ জিনিষ সেগুলো সম্পর্কে অনেক লোকই জানেনা। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি সেগুলো থেকে দূরে থাকল, সে নিজের দীন ও মানমর্যাদা রক্ষা করল। আর যে সন্দেহপূর্ণ জিনিষসমূহের মধ্যে নিপতিত হল, সে হারামের মধ্যে নিপতিত হল।[৩]

৩৮.মাপে বা ওজনে কম দেয়া ঃ

ওজনে কম দেয়া একটি গর্হিত সামাজিক অনাচার। ব্যবসায়িক লেন-দেন ও কারবারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই অনৈতিক আচরণ লক্ষ্য করা। এই অনাচার মানুষকে ঠকানোর ও ব্যবসায়িক অসাধুতার বিস্তার ঘটায়। এর ফলে একে অপরের প্রতি অনাস্থার সৃষ্টি হয়। সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।এই অনাচার রোধে মহান আল্লাহ বলেন–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ-الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ-وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ- أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ-

দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়, যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে, এবং যখন তাহাদের জন্য মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া দেয়,তখন কম দেয়।উহারা কি চিন্তা করে না যে, উহারা পুনরুত্থিত হইবে –মহাদিবসে।[৪]

وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ-أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ-وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ-

তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন মানদন্ড । যাহাতে তোমরা সীমালংঘন না কর মানদন্ডে । ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।[৫]

৩৯. খাদ্যদ্রবে ভেজাল/মন্দের সাথে ভালোর মিশ্রন ঃ

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল একটি মানবতা বিরোধী সামাজিক অপরাধ। এটি একটি ভেজাল বিভিন্নভাবে করে থাকে–সমজাতীয় দ্রব্যের নিম্নমানের জাতের সাথে ভাল জাতের মিশ্রন, বিপরীতধর্মী এক জাত দ্রব্যের সাথে অন্য জাতের দ্রব্যের মিশ্রন। অনেক সময় অনেক বিষাক্ত রাসয়নিক উপাদান, অখাদ্য,ক্ষতিকর ও পরিত্যাক্ত উপাদান ভেজালে ব্যবহৃত হয়। খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের দ্রব্যের মান নষ্ট হয়। ক্ষতিকর ও বিষাক্ত ভেজালযুক্ত খাবার মানব দেহে মারাত্মক মরণব্যাধির জন্ম দেয়। ভেজালকারী মানবতা ও সামজের দুশমন। ইসলাম খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মারাত্মক অন্যায় ও পাপের কাজ ঘোষণা দিয়ে তা নিষিদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

এবং ভালোর সহিত মন্দ বদল করিবে না। তোমাদের সম্পদের সহিত তাহাদের সম্পদ মিশাইয়া গ্রাস করিও না; নিশ্চয়ই ইহা মহাপাপ ।[৬]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

---

[১] .আল-কুরআন(১৬ঃ১১৬)

[২] .আল-কুরআন(০২ঃ২৩১)

[৩] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল্-বুখারী , প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান,

[৪] .আল-কুরআন(৮৩ঃ১-৫)

[৫] .আল-কুরআন(৫৫ঃ ৮-৯)

[৬].আল-কুরআন (০৪ঃ০২)

Dhaka University Institutional Repository

হে মু'মিনগণ! তোমরা যাহা উপার্জন কর এবং আমি যাহা ভূমি হইতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করিয়া দেই তন্মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা ব্যয় কর ; এবং উহার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করিও না, অথচ তোমরা উহা গ্রহণ করিবার নও, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করিয়া থাক।[১]

৪০. মজুতদারী(কৃত্রিম সংকট) ও কালোবাজারী ঃ

মজুতদারী হল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বা খাদ্যবস্তু মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিক্রি না করে আটকে রাখা, পরে যখন মানুষের মধ্যে অস্থিরতা বেড়ে যায় তখন সে সব দ্রব্য এত উচ্চমূল্যে বিক্রি করা যা তাদের কষ্টের কারণ কারণ হয়। এর মাধ্যমে গুটি কতেক অসৎ ব্যবসায়ী লাভবান হয় কিন্তু সাধারণ জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মজুতদারীর অশুভ প্রভাব অনেক। এর ফলে জনজীবনে কষ্ট ও দূর্ভোগ নেমে আসে। অভাবগ্রস্ত লোকেরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে হিমশিম খেয়ে যায়। ব্যবসায়ীদের মালে ভেজাল ও ওজনে কম দেয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ-يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ- كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ-وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ-نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ

।(দূর্ভোগ তার জন্য) যে অর্থ জমায় এবং উহা বার বার গণনা করে; সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করিয়া রাখিবে। কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হইবে হুতামায়; তুমি কি জান হুতামা কি? ইহা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন।[২]

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন-যে ব্যক্তি মূল্য বৃদ্ধির আশায় খাদ্যদ্রব্য মওজুতদারী করে সে পাপী।[৩]

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন-হাশরের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। রাসূলুল্লাহ সাঃ তিনবার একথা বলেন। ..... তারা হচ্ছে-অহংকারী, খোঁটাদানকারী দাতা, এবং মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়কারী।[৪]

বর্তমান সময়ের নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিশেষ আলোচিত বিষয়সমূহঃ

৪১.দূর্নীতি, পক্ষপাত, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বজন প্রীতি ঃ

দূর্নীতি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক। এতে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে বিপুল পরিমান অর্থ আত্নসাৎ করার ফলে মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়না। দূর্নীতি আশ্রায়িত বিপুল পরিমান অর্থ-সম্পদ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিমন্দা ও দারিদ্র বৃদ্ধি পায়। দূর্নীতি সমাজের নৈতিক ভিত্তি এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। সমাজে দ্বন্দ্ব, কলহ,সংঘাত ও বিভিন্ন অনাচার -অবক্ষয়ের সৃষ্টি করে। সকল ধরনের দূর্নীতি নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ বলেন

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ–

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়াদাংশ জানিয়া-শুনিয়া অন্যায়ভাবে গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে উহা বিচারকগণের নিকট পেশ করিও না।[৫]

ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বজন প্রীতি নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

---

[১].আল-কুরআন (০২ঃ২৬৭)

[২] .আল-কুরআন (১০৪ঃ০২-০৬)

[৩] ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং -৩০৩১,

[৪] আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাববারা, প্রাগুক্ত,পৃ-১৯২,

[৫] .আল-কুরআন(০২ঃ১৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্য ন্যায় সাক্ষদানে তোমরা অবিচল থাকিবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না কর, সুবিচার করিবে, ইহা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করিবে, তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহার সম্যক খবর রাখেন।[১]

৪২. সন্ত্রাসঃ

সন্ত্রাস হল– হত্যা, অত্যাচার ও হিংসাত্বক কার্যাবলীর মাধ্যমে ভয় ও ত্রাসের সৃষ্টি করা। সন্ত্রাস বিবেকহীন মানুষের অস্বাভাবিক ও পাশবিক আচরণের ফসল। সন্ত্রাস একটি জুলুমের হাতিয়ার।সন্ত্রাস সমাজের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্ট করে এবং জনজীবনকে বিপন্ন করে তোলে। সন্ত্রাস সমাজে ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি করে ফলে সমাজ সন্ত্রাসীদের দ্বারা জিম্মী হয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা জনমনে ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে সামাজিক ,রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবৈধভাবে অধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নানাধরণের যুলুম-অত্যাচার করে। একারণে ইসলাম এসব অপরাধ শুধু নিষিদ্ধই করেনি বরং এরজন্য কঠোর শাস্তি আরোপ করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ- إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধংসাত্মক কার্য করিয়া বেড়ায় ইহাই তাহাদের শাস্তি যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে। দুনিয়ায় ইহাই তাহাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাহাদের জন্য মহাশস্তি রহিয়াছে।তবে তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসিবার পূর্বে যাহারা তাওবা করিবে তাহাদের জন্য নহে। সুতারাং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২]

অস্ত্রের সন্ত্রাসের মত আজকাল আরেক ধরণের সন্ত্রাস দেখা দিয়েছে তাহল–তথ্যসন্ত্রাস। এ সন্ত্রাসে ভুল তথ্যে প্রদানের মাধ্যমে দেশ ও সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়। ইসলাম এধরণের সন্ত্রাসও নিষিদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

হে মু'মিনগণ!যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করিয়া বস, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হয়।[৩]

৪৩. অপসংস্কৃতিক আগ্রাসন ঃ

অপসংস্কৃতিক আগ্রাসন তথা বিকৃত সংস্কৃতির ব্যাপক আমদানী নৈতিক, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে হুমকি ও ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌছে দিয়েছে । পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উলঙ্গ সংস্কৃতি,অশ্লীল নাচ-গান, চলচিত্র, পর্ণোগ্রাফি, নগ্ন নারী দেহের অবাধ প্রদর্শনী, বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন,অডিও, ভিডিও, সিডি, ফ্যাশান শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতা,সমুদ্র সৈকতে উলংগপনা, কনসার্ট, ইত্যাদির সয়লাব ও ব্যাপক অনুপ্রবেশ আমাদের দ্রুত চরম নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করছে। বিভিন্ন চ্যানেল ও স্যাটেলাইট সংস্কৃতি ছোবলে লন্ডভন্ড হয়ে পড়ছে আমাদের বিশ্বাস, চেতনা, চিন্তা, বুদ্ধি-বিবেক, পরিবার, ঐতিহ্য, জীবন-আচরণ, সমাজ ও সভ্যতা। সামাজিক মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। পারিবারিক বন্ধন আজ শিথিল হয়ে আসছে। বৈবাহিক পবিত্র দাম্পত্য জীবন বন্দী জীবন মনে হচ্ছে। সর্বত্র অবাধ যৌনাচারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বর্তমান সময়ের যুবক-যুবতীরা নৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত পাশ্চাত্য উগ্র ও নগ্ন সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। কোথাও নগ্ন-যৌনতার

---

[১] .আল-কুরআন(০৫ : ০৮)

[২].আল-কুরআন (০৫ঃ৩৩-৩৪)

[৩].আল-কুরআন (৪৯ঃ০৬)

Dhaka University Institutional Repository

বিপক্ষে কথা উঠলে তাকে প্রগতি বিরোধী,প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী বলে নাস্তানাবুদ করা হচ্ছে । প্রিন্টমিডিয়া, গণমাধ্যম, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট, চলচিত্র, সাইবার ক্যাপ, ইন্টারনেট ইত্যাদি এই আগ্রাসনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অশ্লীলতার বিস্তারের ফলে সমাজে ধর্ষণ ও নারী-শিশুদের পাষবিক নির্যাতন আশংকাজনক হারে বেড়ে গেছে। ইসলাম সব ধরনের অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

যাহারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাহাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ-

বল নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করিয়াছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা যাহার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নাই ,এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যাহা তোমরা জান না।[২]

গান-বাজনা, অসার-মন্দ কথা ও কাজ মানুষকে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত এবং সত্যচুত্য করে এই মর্মে মহান আল্লাহ বলেন– وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ-

মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করিয়া লয় এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ লইয়া ঠাট্টা–বিদ্রুপ করে, উহাদের জন্য রহিয়াছে অবমাননাকর শাস্তি।[৩]

এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا-

মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না; তবে যাহার উপর জুলুম করা হইয়াছে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৪]

খ অবৈধ প্রেম/পরকীয় প্রেমঃ

অবৈধ প্রেম হচ্ছে– ছেলে-মেয়ে বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের মধ্যে বিবাহ বর্হিভূত এক ধরণের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। পরকীয় প্রেম বলতে–কোন বিবাহিত নারী বা পুরুষ নিজ স্বামী বা স্ত্রী ছাড়াও অন্য পুরুষ বা নারীর সাথে অন্তরঙ্গ বা যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে বুঝায়। অবৈধ প্রেম ও পরকীয় প্রেম এ দু'টিই ব্যক্তিকে অবক্ষয় ও অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রেমের পরিণতি হয় ব্যাভিচার। বেশিভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরণের প্রেম সমাজে বিভিন্ন ধরণের অশান্তি, দ্বন্দ্ব, ও অপরাধের জন্ম দেয়। পরকীয় প্রেমের ক্ষেত্রে পারিবারিক অশন্তি এমনকি হত্যাকাণ্ড ঘটতে দেখা যায়। যুবক-যুবতীদের মধ্যে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক বিচ্ছেদ ঘটলে বা বিয়ে সংঘটিত না হলে হতাশা, মাদকাসক্ত, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে যা অনেক ছেলেমেয়ের জীবনকে ধ্বংসের দিক নিয়ে যায়। এসব কারণে ইসলাম এগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

৪৪.শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি /অশিক্ষা-কুশিক্ষাঃ

একটি জাতির উন্নতি-অগ্রগতির পূর্বশর্ত শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সুসভ্য, মার্জিত ও পরিশীলিত মানুষ করা। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের জন্ম দেয়া এবং মানুষের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ সাধন। কিন্তু অশিক্ষা ও কুশিক্ষা তার বিপরীত, যা মানুষকে তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অশিক্ষা বা কুশিক্ষা মানুষের মধ্যে

---

[১] .আল-কুরআন(২৪ঃ১৯)

[২] .আল-কুরআন(০৭ঃ৩৩)

[৩] .আল-কুরআন(৩১ঃ০৭)

[৪] .আল-কুরআন(০৪ : ১৪৮)

Dhaka University Institutional Repository

মনুষ্যত্ববোধ তৈরীর পরিবর্তে মানুষকে অসুসভ্য, অমার্জিত ও দূর্নীতিবাজ রূপে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। এর প্রমাণ–আমাদের দেশের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা। এদেশের শিক্ষিত সমাজ সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে অধিক দূর্নীতিবাজ। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা না থাকা এর অন্যতম কারণ। যা মাধ্যমে তা সম্ভব নয়।

৪৫. যৌতুক ও নারী নির্যাতনঃ

যৌতুক একটি সামাজিক অভিশাপ, যা হিন্দু সমাজের একটি প্রথা। হিন্দু মেয়েদের উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা না থাকায় হিন্দু মেয়েদের বিবাহের সময়ে যৌতুক হিসেবে অর্থ-সম্পদ প্রদান করা হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম সমাজে তা সংক্রামক ব্যধির ন্যায় তা ছড়িয়ে পড়েছে। যৌতুক না পেলে নারী নির্যাতনের ঘটনা অহরহ ঘটতে বর্তমান মুসলিম সমাজে দেখা যায়। যৌতুক প্রথা চালুর ফলে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাদের মেয়েকে ভাল একটি বিবাহের জন্য মোটা অংকের যৌতুক দিতে হয়। যৌতুকের টাকা সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেকে বিভিন্ন অনাচারে জড়িয়ে পড়ছে। কোন কারণে বিবাহে মেয়ের পিতা যৌতুক না দিতে পারলে মেয়েকে শশুর বাড়ীর লোকের নিকট লাঞ্ছিত ও নির্যাতনের স্বীকার হতে হচ্ছে। এমনকি অনেক মেয়েকে যৌতুক জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়েছে। মুসলিম সমাজে যৌতুক প্রথা চালুর ফলে মুসলিম পরিবার গুলোতে মেয়েদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য যথার্থভাবে অংশ প্রদান করা হচ্ছে না।

যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও সমাজের নৈতিক এবং সামাজিক অবক্ষয় পর্যালোচনাঃ

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সূচনা মানব জাতি সৃষ্টির পরপরই শুরু হয়। পৃথিবীর প্রথম মানুষ আল্লাহর নবী আদম আ. এর প্রথম সন্তান কাবীল তার ভ্রাতা হাবীলকে হত্যার মাধ্যমে অবক্ষয়ের সূচনা করেন। উল্লেখ্য যে, আদম আ. এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়া আ. এর প্রতিবার যমজ সন্তান জন্ম হত যার একজন পুত্র ও অন্যজন কন্যা। আদম আ. আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এক জোড়ার পুত্রের অন্যজোড়ের কন্যার শাদী দিতেন। এই শাদীজনিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাবীল ও হাবীলের মধ্যে বিবাদ বেধে যায় এবং একপর্যায়ে কাবীল তার ভ্রাতা হাবীলকে হত্যা করেন। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রথম হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ -لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ- إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ- فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ-فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ-مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ-

আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাহাদিগকে যথাযথভাবে শোনাও। যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী করিয়াছিল তখন একজনের কুরবানী কবুল হইল এবং অন্যজনের কবুল হইল না। সে বলিল, আমি তোমাকে হত্যা করিবই। অপরজন বলিল, 'অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন। আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুলিলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলিব না; আমিতো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর অগ্নিবাসী হও ইহাই আমি চাহি এবং ইহা যালিমদের কর্মফল। অতঃপর তাহার চিত্ত ভ্রাতৃহত্যায় তাহাকে উত্তেজিত করিল। ফলে সে তাহাকে হত্যা করিল; তাই সে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভূক্ত হইল।এই কারণেই বনী ইসরাইলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করিল, আর কেহ কাহারও প্রাণ রক্ষা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল। তাহাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ আনিয়াছিল,কিন্তু ইহার পরও তাহাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালংঘণকারীই রহিয়া গেল।[১]

[১] .আল-কুরআন(০৫ :২৭-৩০)

Dhaka University Institutional Repository

নূহ আ. এর যুগেঃ

আদম আ. পর প্রথম রাসূল হিসেবে নূহ আ. হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রায় এক হাজার বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর সময়ে পৃথিবীতে বিভিন্ন পাপচার, অনাচার ও সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর জাতি শিরক, কুফর ও নানাবিদ ধর্মীয় অবক্ষয়ে নিমজ্জিত ছিল। তারা ইয়াগুছ, ইয়া'উক, নসর ও সুওয়া নামক মূর্তির পুজা করতো।চিন্তা–বিশ্বাসের অবক্ষয়ের সাথে সাথে তাদের মধ্যে এমন সব অনাচার প্রবিষ্ট হয়েছিল যে কারণে তারা শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়েছিল। সামাজিকভাবে তাদের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য বিস্তার লাভ করে মক্কার কুরাইশদের ন্যায় তারা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সাথে বৈঠকে অনীহ ছিল। এ মর্মে আল-কুরআন এসেছে–

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ- وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُم مُّلاَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ- وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ-وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لن يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ

(নূহ আ. বলেন) হে আমার সম্প্রদায়! ইহার পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ যাচঞা করি না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর নিকট এবং মু'মিনদের তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নয়;তাহারা নিশ্চিতভাবে তাহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভ করিবে। আমি তো দেখিতেছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেই, তবে আল্লাহ হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না।..... তোমাদের দৃষ্টিতে যাহারা হেয় (নিম্ন শ্রেণীর) তাহাদের সম্বন্ধে আমি বলি না আল্লাহ তাহাদিগকে কখনও মঙ্গল দান করিবে না।তাহাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা সম্পর্কে আল্লাহ সাম্যক অবগত। তাহা হইলে আমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হইব।[১] বাইবেলেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।(Genesis,৬খণ্ড,১১-১৪)

হুদ আ.এর যুগে আদ জাতিঃ

হুদ আ.এর জাতি হল আদ। আদ ছিল নূহ আ. ৪র্থ অধস্তন পুরুষ(আদ ইবনে আউস ইবনে ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ) । তার বংশধর আদ জাতি হিসেবে পরিচিত। ওমান, হাদরামাওত ও ইয়ামেনে এরা প্রায় দু'শো বছর অধিপত্য বিস্তার করেছিল। নিজেদের বিপুল সমৃদ্ধির কারণে এরা অহংকারী,ঔদ্ধত্য ও অবাধ্য হয়ে উঠে। তারা সুউচ্চ মজবুত অনেক প্রাসাদ, স্মৃতি স্তম্ভ, নির্মাণ করে নিজেদের চিরস্থায়ী মনে করেছিল।এ মর্মে আল-কুরআন এসেছে– আর আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে উহারা পৃথিবীতে অযাথা দম্ভ করিত এবং বলিত, আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? উহারা কি লক্ষ্য করে নাই যে, আল্লাহ, যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উহাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ উহারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করিত।[২] এছাড়াও তারা বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অবক্ষয়ে নিপতিত হয়েছিল।

তারা সাকীয়া(বৃষ্টিদায়িনী), হাফীযা(বিপদতাড়িনী),রাযিকা(অন্নদায়িনী) ও সালীমা(স্বাস্থ্যদায়িনী) নামক চার দেবতার পুজা করত।[৩]

সালিহ আ. যুগে সামূদ জাতিঃ

সামুদ ছিল আদের চাচাতো ভাই। তার বংশধর সামুদ জাতি হিসেবে পরিচিত। আদ জাতির দু'শোা বছর পর এরা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারা দক্ষিণ সিরিয়া থেকে উত্তর ভূভাগের অধিকর্তা ছিল। আদ জাতির মত এরাও

---

[১] .আল-কুরআন(১১ঃ২৯-৩১)

[২].আল-কুরআন(৪১ঃ১৫)

[৩]ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুর'আন পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–১৮,

Dhaka University Institutional Repository

দাম্ভিক ও অত্যাচারী ছিল। পানি ও চারণ ভূমিতে তারা সাধারণ মানুষের অধিকার সমভাবে স্বীকার করত না।[১] সমাজে তারা বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয় ও ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করে।

সালেহ আ. তাদের ন্যায় সত্যের প্রতি আহবান করলে তারা তা অমান্য করে হটকরিতামূলক আচরণ করে। তাদের পরীক্ষা করার জন্য সালিহ আ. মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যে একটি উষ্ট্রী দেয়া হয় । সেটিকে স্বাধীনভাবে চরে খেতে দেয়া এবং তাকে কষ্ট না দেয়ার জন্য বলা হয়। কিন্তু তারা তা অমান্য করে সেটিকে হত্যা করে। ফলে গযব দিয়ে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দেন।

লুত আ. এর যুগে তাঁর জাতিঃ

লুত আ. ছিলেন ইবরাহীম আ. এর সমসাময়িক ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি বর্তমান জর্ডানের ডেড সী(মৃত সাগর)এর নিকটবর্তী এলাকায় সাদূম জাতির প্রতি প্রেরিত হয়ে তাদের সংশোধনের দায়িত্বে নিয়োজিত হয় ।কিন্তু এই জাতি ছিল চরম ভ্রষ্ট, নির্লজ্জ ও দুস্কৃতিকারী যার নৈতিক অধঃপতনের শেষসীমায় পৌছে গিয়েছিল। তারা প্রকাশ্যে জঘণ্য পাপাচার ও বিকৃত যৌনাচার সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছিল। তারা পৃথিবীতে প্রথম এই পাপপচারের পথে ধাবিত হয়েছিল ।তারা এই অসৎকর্মে এভাবে ডুবে গিয়েছিল যে, সংশোধনের সামান্যতম প্রচেষ্টা ছিল তাদের সহ্যের বাইরে। লুত আ. তাদেরকে এই ঘৃণ্য অপকর্ম পরিহার করে সত্যের পথে আহবান জানান। কিন্তু তারা লুত আ. কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে তাকে উৎখাতের চেষ্টা করে। এ মর্মে আল-কুরআন বলা হয়–

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ- إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ- وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

আর আমি লুতকেও পাঠাইয়াছিলাম। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা এমন কুকর্ম করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, ইহাদিগকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিস্কৃত কর , ইহারাতো এমন লোক যাহারা অতি পবিত্র হইতে চাহে ।[২]

এ বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য লুত আ. নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যারা সুদর্শন মানবরূপ ধারণ করে লুত আ. এর মেহমান হিসেবে তাঁর গৃহে অবস্থান করে। তাঁর জাতির লোকেরা এই নোংরা কাজে এমনভাবে বেপরওয়া হয়ে পড়ে যে, তারা লুত আ. এর নিকট তাঁর মেহমানদের সাথে দুষ্কর্মের অভিপ্রায় ব্যাক্ত করে তাদের দাবী করে। তাদের এই জঘণ্য অনাচারে ফলে আল্লাহ তাদের প্রস্তর বর্ষণ করে পুরা জনপদকে উল্টিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দেন।

এ ব্যাপারে সূরা হুদ এর ৭৭–৮৩, সূরা হিজর এর ৬৮-৭৪, সূরা নমলএর ৫৪-৫৮, সূরা আরাফ এর ৮০-৮৪ ও সূরা আনকাবুত এর ২৮-২৯, আয়াতসমূহে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

শুয়ায়েব আ. এর যুগে তাঁর জাতিঃ

শুয়ায়েব আ. ছিলেন ইবরাহীম আ. ৫ম অধস্ত পুরুষ। তিনি পূর্ব লোহিত সাগরের অববাহিকায় মাদায়েন অঞ্চলে প্রেরিত হয়েছিলেন। তার জাতির লোকেরা শিরক, কুফর সত্যের প্রতি অবজ্ঞা, একগুয়েমী ও অহংকার-ঔদ্ধত্য ব্যবসায়িক লেনদেনে অসাধুতা সহ নানা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। শোয়ায়েব আ. তার জাতিকে দুরাচার পরিহার করে সত্যের দিকে আহবান করে বলেন–যা আল-কুরআন এভাবে এসেছে–

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ-

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া কোন তোমাদের কোন ইলাহ নাই, মাপে ও ওজনে কম করিও না; আমি তোমাদিগকে সমৃদ্ধশালী দেখেতেছি , কিন্তু তোমাদের জন্য আশঙ্কা করতেছি সর্বগ্রাসী

---

[১] .প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–১৯,

[২] .আল-কুরআন(০৭৪৮০-৮২)

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তির।হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায় সংগতভাবে মাপিও ও ওজন করিও লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু থেকে কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়াও না।[১]

শায়ায়েব আ. এর জাতি তাঁর আহবান প্রত্যাখ্যান করে সৎপথের পরিবর্তে বাতিল পথকে বেছে নেয়। ফলে এই জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেন।

মূসা আ. ও ফের'আউন এর যুগঃ

মূসা আ. মহাসম্মানিত পাঁচজন রাসূলের একজন যিনি মিশরে প্রেরিত হন। তাঁর সময়কার মিশরের বাদশাহ যিনি ফেরআউন হিসেবে সমাধিক পরিচিত, সে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতায় সীমা অতিক্রম করেছিল। সে তার রাজ্যে যুলুম-নির্যাতনের চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। সে প্রজাদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে শ্রেণী বৈষম্য ও বিবাদ সৃষ্টি করে রেখেছিল। সে একটি শ্রেণীকে দুর্বল করেছিল, তাদের পুত্রসন্তান হত্যা করত আর কন্যা সন্তানকে জীবিত রাখত। নানাভাবে তাদেরকে কষ্ট দিত। তাদের ইজ্জত-সম্মান ছিনিয়ে নিত এবং ভাল বিষয় থেকে তাদের বঞ্চিত করত। সে ছিল দুর্বৃত্ত, অহংকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী। সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করেছিল। এভাবে সে সমাজ ও দেশে ভয়ানকভাবে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। মূসা আ. ও হারুন আ. তাকে অনেকবার সত্যের পথে আহবান জানান। কিন্ত সে তা বরাবরই প্রত্যাখ্যান করে এবং ক্রমাগত অহংকার ও হটকারিতা প্রদর্শন করে। অবশেষে মুসা নির্যাতিত গোষ্ঠী বনী ইসরাইলের মুকিস্থর জন্য ফেরআউনের নিকট জানান কিন্তু ফেরআউন তাতেও সম্মত হয়নি। সবশেষে আল্লাহর নির্দেশে মূসা আ. নির্যতিত বনী ইসরাইলকে নিয়ে রাতের আধারে মিশর ত্যাগের জন্য বের হন তাতে ফেরআউন তাদের পশ্চাদ্ধবন করেন। লোহিত সাগরে উপনীত বনী ইসরাইল পশ্চাতে ফেরআউনের বিরাট বাহিনী দেখে বিব্রত হন। আল্লাহর অনুগ্রহে লোহিত সাগরে রাস্তা হয়ে যায় এবং মূসা আ. বনী ইসরাইলকে নিয়ে নীলনদ পার হন। ফেরআউন লোহিত সাগরের সে রাস্তার মাঝ পথে পৌছলে পানি এসে তাকে ও তার দলবলকে ডুবিয়ে দেন। এভাবে আল্লাহ এই সীলংঘনকারীকে ধ্বংস করে দেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ- آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ-فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ-

আমি বনী ইসরাইলকে সমুদ্র পার করাইলাম এবং ফিরআওন ও তাহার সৈনবাহিনী ঔদ্ধত্য সহকারে সীমালংঘন করিয়া তাহাদের পশ্চদ্ধাবন করিল। পরিশেষে যখন নিমজ্জমান হইল তখন বলিল, আমি বিশ্বাস করিলাম বনী ইসরাইল যাহাতে বিশ্বাস করে নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং আমি আত্মসমার্পণকারীদের অন্ত র্ভূক্ত। এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে। আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করিব যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল।[২]

পরবতীকালের অন্যান্য জাতিঃ

উল্লেখিত জাতি ছাড়াও আরও বেশ কিছু জাতি-গোষ্ঠী বিভিন্ন অনাচার ও অবক্ষয়ে লিপ্ত হয়। এসব জাতির মধ্যে ইহুদী জাতি ও খৃষ্টান জাতি অন্যতম। ইহুদীরা মূসা আ. এর পরবতীকালে সত্যপথ থেকে সরে পড়ে নানাবিদ অপকর্ম ও পাপাচারে জড়িয়ে পড়ে। সীমালংঘন, অবাধ্যতা, সত্যবিকৃতি, অবৈধ উপার্জন, সুদীকরবার, যুলম,হিংসা, অহংকার, হটকরিতা, দূরাচার ইত্যাদি কুৎসিত বিষয় তাদের জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। তারা অনেক নবীকে হত্যা করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

যখনই,কোন রাসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু আসিয়াছে যাহা তোমদের মনঃপূত হয় নহে তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছআর কতককে অস্বীকার করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ।[৩]

---

[১] .আল-কুরআন(১১ঃ৮৪-৮৫)

[২] .আল-কুরআন(১০ঃ ৯০–৯২)

[৩].আল-কুরআন(০২ঃ৮৭)

Dhaka University Institutional Repository

অনরূপভাবে খৃষ্টান জাতিও ইহুদীদের মত ঈসা আ. এর পর বিভিন্ন ভ্রষ্টতা, অনাচার ও দুষ্কর্মে জড়িয়ে পড়ে। ত্রিত্ববাদ, সত্যবিচ্যুতি, ধর্মের নামে অনাচার ও নৈতিক পদস্খলন তাদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

হে মু'মিনগণ ! পন্ডিত এবং সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করিয়া থাকে এবং লোককে আল্লাহর পথ হইতে নিবৃত করে।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তাহারা আল্লাহ ব্যতীত তাহাদের পন্ডিতগণকে ও সংসার-বিরাগীগণকে তাহাদের প্রভূরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং মারইয়াম তনয় মাসীহকেও । কিন্তু উহারা এক ইলাহের ইবাদতের জন্যই আদিষ্ট হইয়াছিল। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি কত পবিত্র।[২]

আদম আ. থেকে ঈসা আ. পরবর্তী যুগ পর্যন্ত উল্লেখিত বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ইতিবৃত্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, এসব বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ যুগে যতদিন সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের উপর ছিল ততদিন তারা শান্তি-সমৃদ্ধি মধ্যে ছিল। যখনই তারা সত্যের পথ থেকে সরে এসে সংকীর্ণ পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে তখনই তাদের বিভিন্ন পাপাচার, সীমালংঘন ও অনাচার মাথা চারা দিয়ে উঠতে থাকে এবং অবক্ষয় ক্রমে ক্রমে তাদের সমগ্র জাতীয় জীবনকে গ্রাস করে ফেলে। এভাবে অবক্ষয়ের চরম সীমায় পৌঁছা মাত্র তাদের পতন ও ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠে।

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ ও উপাদান ঃ

১. কুপ্রবৃত্তির অনুসরণঃ

কুপ্রবৃত্তি বা কামনা বাসনার অনুসরণ অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় উপকরণ ও প্রসূতি । যা মানুষকে নানাবিধ অপরাধ, অশ্লীলতা ও অপকর্মের দিকে ধাবিত করে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

মানুষের মন অবশ্যই মন্দ প্রবণ, কিন্তু সে নহে যাহার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন।[৩]

মানুষের কুপ্রবৃত্তির অনেকগুলো দিক আছে। যেমন–লোভ-লালসা, কামবাসনা, মোহ, ক্রোধ, বদমেজাজ, উগ্রতা, জিদ-হঠকরিতা, ও প্রতিশোধ পরায়ণ মনোবৃত্তি, অহংকার, হিংসা, রিয়া, মুনাফেকী ইত্যাদি যা মানুষকে বিভিন্ন অপরাধে প্ররোচিত করে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন– فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যাহারা আল্লাহর স্মরণে পরাঙ্মুখ! উহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।[৪]

---

[১] .আল-কুরআন(০৯ঃ৩৪-৩৫)

[২] .আল-কুরআন(০৯ঃ ৩০-৩১)

[৩] .আল-কুরআন(১২ঃ৫৩)

[৪] .আল-কুরআন(৩৯ঃ২২)

Dhaka University Institutional Repository

২.দরিদ্রতা/অভাবঃ

অভাব, দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্র-দুঃখী লোকেরা আয়-রোজগার ও কাজ-কর্মের সুযোগ না পেলে অভাব ও ক্ষুধার তাড়নায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হয়। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ- أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ

বস্তুত মানুষতো সীমা লংঘন করিয়াই থাকে,কারণ সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে।[১]

এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে রাসূল সা. বলেন–দরিদ্রতা মানুষকে কুফরীর দিকে ধাবিত করে।[২] কর্মসংস্থান ও সুষ্ঠ অর্থনৈতিক বণ্টন থাকলে এ শ্রেণীর দ্বারা সাধারণত অপরাধ সংঘটিত হয় না।

৩. অপসংস্কৃতিঃ

সংস্কৃতি হল একটি সমাজের নীতিবোধের ও ইতিবাচক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। অপসংস্কৃতি হল তার ঠিক বিপরীত। অপসংস্কৃতির মাধ্যমে প্রকাশ পায় সমাজের নেতিবাচক মূল্যবোধ, যে মূল্যবোধের উৎস হল অশুভ, অসুন্দর এবং অসত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ।যে সমাজে নানা প্রকার স্থূল দৈহিক বা মানসিক সুখভোগের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এই অনুরাগ প্রদর্শিত হয় সেই সমাজ যে নৈতিক সংকটের সন্মুখীন বা নৈতিক সংকটে নিমজ্জিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের বর্তমান সংস্কৃতি ও বিনোদনের উপাদান এরই প্রমাণ বহন করছে।

বর্তমান পৃথিবীতে বিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে–টেলিভিশন, চলচিত্র, রেডিও, সংগীত, নাটক, ম্যাগাজিন ইত্যাদি। বিনোদনের এসব মাধ্যম অশ্লীলতায় ভরপুর। ডিস এন্টিনা, স্যাটালইট টি ভি চ্যানেল, ইন্টারনেট অবাধ ব্যবহার অশ্লীলতা ছয়লাবকে আরও ব্যাপকতর করেছে। চলচিত্রের অশ্লীল পোষ্টার, নগ্ন নারীদেহ, যৌন উত্তেজন নাচ ও বিভিন্ন দৃশ্য, যুগলবন্দীনৃত্য, ব্লু-ফ্লিম,অশ্লীল ম্যাগাজিন, অশালীন বিজ্ঞাপন, পর্ণোগ্রাফি, ওপেন কনসার্ট, উগ্র সাট-কার্ট পোষাক, ফ্যাশান শো, সুন্দরী প্রতিযোগিতা ইত্যাদি যৌন উত্তেজক ও নগ্নতামূলক বিনোদনের ফলে সমাজে ব্যাভিচার, পরকীয়া, বহুগামীতা, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি, হোটেলে নারী ব্যবসা, সমকাম, বিকৃত যৌনাচার, লিব টুগেদার,বিবাহ বিচ্ছেদ,স্বামী-স্ত্রীতে দ্বন্দ্ব আশংকাজনক হারে বেড়ে চলেছে। এছাড়াও চলচিত্রে অপরাধীদের বহুবিদ অপকৌশল প্রদর্শনীর ফলে খুন, ছিনতাই ,অপহরণ,সন্ত্রাস ইত্যাদিও বেড়ে যাচ্ছে।

৪.সঙ্গ দোষ/ অসৎ সঙ্গঃ

সঙ্গ ও পরিবেশ মানুষকে দারুনভাবে প্রভাবিত করে। অনেক অপরাধীকে দেখা তারা অসৎ অথবা খারাপ পরিবেশ-পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কাজ ও অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। গাজী শামছুর রহমান বলেন–মানুষ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে, সমাজে বড় হয়ও পরিবেশে প্রতিপালিত হয়। আর যখন বংশ, পরিবার, ও পরিবেশ সুষ্ঠ সুন্দর না হয়, তখন পরিবেশের অসৎ সঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে অপরাধে লিপ্ত হয়।[৩]

৫. বেকারত্বঃ

বেকারত্ব সমাজে নানাবিদ অপরাধ ও দূর্নীতির সৃষ্টি করছে। বেকাররা অধিকাংশ সময় হতাশাগ্রস্থ থাকে । ফলে এদের অনেকের দ্বারা বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হয়। অনেক বেকার জীবিকার তাকিদে ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবজি, সন্ত্রাসী ইত্যাদি বিভিন্ন অন্যায় বেছে নিচ্ছে। আবার অনেকে চাকুরীর পাওয়ার জন্য ঘুষ ও অবৈধ পথ অন্বেষণ করছে।

---

[১] .আল-কুরআন(৯৬ঃ০৬)

[২] . সুলাইমান ইবনে আশআস, সুনানে ইবনে মাজা মাজা ,৪র্থ খন্ড পৃ-৫৬,

[৩]. গাজী শামছুর রহমান, অপরাধ বিদ্যা, পল্লব পাবলিসার্স, প্রথম সংস্করণ, বাংলাদেশ বুক হউজ,ঢাকা,১৯৮৯, পৃ–৪৬,

Dhaka University Institutional Repository

৬.রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা/অবৈধ কর্তৃত্ব লাভ বা প্রভাব বিস্তারের ইচ্ছাঃ

দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদরা নিজেদের অধিপত্য ও অবৈধ প্রভাব বিস্তারের ইচ্ছা এবং বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম চরিতার্থ করার জন্য অপরাধীদের লালন করে। তাদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে অপরাধীচক্র নির্বিঘ্নে বিভিন্ন অপরাধ ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালায়। অপরাধের কারণে অপরাধীরা গ্রেফতার করে আদালতে সোর্পদ করা হলে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ সুপারিশ, ক্ষমতা ও তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা অপরাধীদের মুক্ত করে আনে। তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন রাজনীতির নামে চাদাবাজি, সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি ইত্যাদি বিভিন্ন অপকর্ম করে থাকে। ফলে নৈতিক অবক্ষয় ও অপরাধের প্রসার ঘটে।

৭.নৈতিক শিক্ষার অভাব এবং ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাঃ

শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা তা সম্ভবপর নয়। অধিকন্তু, শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার অনুপস্থিতি এবং বস্তুবাদী শিক্ষার ফলে মানুষের মধ্যে সীমাহীন লোভ-লালসার ও ভোগবিলাসের প্রতি ঝুকে পড়ছে। ফলে শিক্ষিত সমাজের একটি বড় অংশ বিভিন্ন অনাচার ও অনৈকতায় জড়িয়ে পড়ছে। শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা থাকলে সামাজিক অনাচার অনেক অংশে রোধ হতো। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে-إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারাই তাঁহাকে ভয় করে।[১]

৮. স্বার্থপরতা (ব্যক্তিস্বার্থ, কায়েমী স্বার্থবাদীদের মনোবাঞ্ছা) ও হীন প্রবনতাঃ

স্বার্থপরতা, সংকীর্ণ মানসিকতা, ও হীন প্রবনতা মানুষের হীনবৃত্তি। এগুলো মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলে। এসব মন্দ স্বভাব মানুষকে নানা ধরনের অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে। এই হীন বৃত্তি মানুষের কৃপনতা, লোভ-লালসা, দূর্নীতি প্রভৃতির জন্ম দেয়। স্বার্থপর ব্যক্তিরা দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণে আসে না।

৯.ন্যায়বিচারের অভাব / আল্লাহর আইন/ ইসলামী আইন-সমাজ ব্যবস্থার অনুপস্থিতিঃ

প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থায় বিভিন্ন ত্রুটি ও আইনি ফাঁক-ফোকড় থাকায় অপরাধীদের যথার্থ বিচার হয় না। কোন কোন সময় অপরাধ তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘুষের বিনিময়ে সঠিক তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করেন না । আবার অনেক ক্ষেত্রে বিচারকরা উৎকোচের মাধ্যমে অপরাধীকে ছেড়ে দেয়। ফলে অপরাধীরা পুনরায় অপরাধ করার সাহস পায়।

১০.অপরাধ সংশোধনের অপ্রতুল ব্যবস্থা/ ত্রুটিপূর্ণ শাস্তি পদ্ধতিঃ

অপরাধ সংশোধনের অপ্রতুল ব্যবস্থা ও ত্রুটিপূর্ণ শাস্তি পদ্ধতি থাকার ফলেও অবক্ষয় ও অপরাধ বৃদ্ধি পায়। প্রচলিত ব্যবস্থায় যখন অপরাধীকে অপরাধের শাস্তি হিসেবে বিভিন্ন মেয়াদে জেলে রাখা হয়, অপরাধী সেখানে আরও অভিজ্ঞ বিভিন্ন অপরাধীদের সংস্পর্শে আসার কারণে অপরাধের প্রশিক্ষণ পায়। জেলের মেয়াদ শেষে যখন অপরাধী ছাড়া পায় তখন সমাজে এসে আরো বড় বড় অপরাধ ও অন্যায়ে লিপ্ত হয়।

১১.জবাবদিহীতার অভাব

তৃণমূল পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পর্যন্ত কোথাও আমাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নেই। প্রজাতন্ত্রে নিযুক্ত কর্মচারী-কর্মকর্তাদের জবাবদিহীতা নিশ্চত করার জন্য আইন ও সংস্থা থাকলেও তা নীরব ও স্থবির। কোথাও কোথাও সামান্য জবাবদিহীতা থাকলেও তা ততটা ফলপ্রসূ নয়। দূর্নীতি ও অনিয়ম পাওয়া গেলেও ঘুষ ও তদবীরের মধ্যে অপরাধীরা রেহাই পাচ্ছে। ফলে সর্বত্র অনিয়ম, দূর্নীতি, অনাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

---

[১] . আল-কুরআন (৩৫৪২৮)

Dhaka University Institutional Repository

১২.অবৈধ অস্ত্রঃ

অবৈধ অস্ত্রের ছড়াছড়ি অন্যায় সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অবৈধ অস্ত্র সহজেই হাতের নাগালে পাওয়ার ফলে অপরাধী অবৈধ অস্ত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। অবৈধ ব্যবহার ও অস্ত্রের মাজুদ অপরাধীদের সাহসী ও বেপরওয়া করে ফেলে। অস্ত্র ভয়ে সাধারণ মানুষ অপরাধ প্রতিরোধে সাহসী হয় না। ফলে সমাজে অপরাধীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়।

১৩.অর্থনৈতিক বৈষম্য/অসম বণ্টনঃ

নৈতিকতাবর্জিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন শোষণ ক্রিয়াকে উৎসাহিক করে, অবৈধ সম্পদ অর্জনের স্বপ্ন দেখায়, শুভ, সুন্দর ও সত্যেকে অবহেলা করে ভোগ-বিলাস ও বৈষয়িকতার প্রতি লোলুপ করে, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা তথা মনবতাকে উপেক্ষা করে কেবল সম্পদ আহরণের প্রতিযোগিতায় মানুষকে লিপ্ত করে। সর্বোপরি, কেবল ক্ষমতা ও কৌশল যার আয়েত্তে সে-ই পুঁজির মালিক হয়। এ উন্নয়নে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ জমা হয় আর সিংহভাগ লোক থাকে অসচ্ছল ও সুবিধাবঞ্চিত।

মানব জীবনে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহের ক্ষতিকর প্রভাব পর্যালোচনাঃ

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়প্রাপ্ত সমাজে মানুষের মন-মানস বিকৃত হয়ে যায়। মানুষ সৎ চিন্তা ও সৎ জীবনযাপনের শক্তি-সাহস হারিয়ে ফেলে। তরুণ ও সম্ভাবনাময় প্রজন্মের মেধা ও মননে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ সমাজে নবপ্রজন্মের শিক্ষা, দক্ষতা, যোগ্যতা, চেতনা, চরিত্র, সংস্কৃতি স্বাভাবিক পন্থায় বিকশিত হয় না। ফলে ভবিষৎ নেতৃত্বের মধ্যে যোগ্যতা, দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস, সাহস ও দূরদর্শিতায় যেমন অপূর্ণতা দৃষ্ট হয় তেমনি দেশপ্রেম, জাতিয়তবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবকল্যাণ প্রভৃতিতেও ঐকান্তকতাবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয় প্রকটভাবে। এরূপ সমাজ যে জনশক্তি জন্ম দেয় সে জনশক্তি পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ও পেশাগত জীবনে দুস্কৃতি ও অপরাধকে প্রসারিত করে অবিরাম গতিতে।

আজকের বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি-দুস্কৃতির যে সয়লাব তা এই বিকারগ্রস্ত জনশক্তির প্রতিনিয়ত অন্যায়-অপকর্মের বাধঁহীন চর্চার ফসল। অন্যায়কর্তা তার কর্মটি যে অন্যায় তা জেনেই করে। এর পেছনে হয়তো তার কোনো হীনস্বার্থ হাসিলের প্রয়াস থাকে। নৈতিক শক্তি ও সাহসের অপর্যাপ্ত, অনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি দুস্কৃতিকারীকে অপরাধ ও অন্যায় করতে সাহস যোগায়। এভাবে অপরাধ, অপকর্ম নির্বিঘ্নে চলতে থাকার কারণে বাংলাদেশে নৈতিক অবক্ষয় চরম আকার ধারণ করেছে।

অবক্ষয়প্রাপ্ত সমাজে মানুষ প্রতারণা, চোরাচালান, ও দূর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ উপার্জনকে অকল্যাণকর ও অপজনক মনে করে না। সমাজে মাদক ও অবৈধ অস্ত্র প্রসার ঘটে। জনগণের জীবনে শান্তি-নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, অত্যাচার-অবিচার, ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা, পাপাচার ও অনাচার সমাজ জীবনকে সর্বদিক থেকে গ্রাস করে ফেলে। সমাজে অসৎ, দূরাচারী ও দুস্কৃতিকারী লোকের প্রাধান্য বেড়ে যায়। অনিয়ম, দুর্নীতি, ও নীতিহীনতা সমাজে সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। সমাজে ব্যক্তির পক্ষে সৎ ও নীতিবান থাকা দূরহ হয়ে পড়ে। ভাল-সৎ লোক মর্যাদাপূর্ণ স্থান সমাজে না। মানুষের পরস্পারিক মায়া-মমতা, ভক্তি-ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ বিনষ্ট হয়ে যায়। সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে।

এরূপ সমাজ ব্যবস্থায় বৈষম্য, শ্রেণী বিভাজন, বর্ণবাদ ইত্যাদি প্রকট হয়ে উঠে।এক অপরের অধিকার হরণ করা হয়।এর ফলে ধনীরা দরিদ্রের উপর, সবলেরা দূর্বলের উপর, উচু শ্রেণী নীচু শ্রেণীর উপর প্রভূত্ব ও শোষণ করতে থাকে। ধনী-দরিদ্র, সবল-দূর্বল, উচু-নীচু, শ্রেণীর মধ্যে মনস্তাত্বিক দূরত্ব ও সংঘাত বাড়তে থাকে। দরিদ্র-দূর্বল শ্রেণী শোষণ ও নিস্পষণ থেকে বাঁচার জন্য বৈধ-অবৈধ পন্থায় ধনী হওয়ার পথ বেচে নেয়। ফলে সমাজে দূনীর্তি

Dhaka University Institutional Repository

প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানাবিদ কুসংস্কার, ভ্রষ্টতা ও অনাচার গ্রাস করে ফেলে। ধর্মের নার্মে অধর্ম, সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি সর্বত্র প্রসার ঘটে।

গ্রীক, রোমান সভ্যতা সহ বিভিন্ন উন্নত সভ্যতার পতন হয়েছে এই অবক্ষয়ের কারণে। এসব সভ্যতা পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মানব জাতির উন্নতি-অগ্রগতিতে বঢ় ধরণের অবদান রেখেছে। কিন্তু যখন তাদের মধ্যে পাপচার, অনাচার, অনৈক্য, বিভক্তি, দুস্কৃতি,অবক্ষয়ের ব্যাপক প্রসার তখন তাদের মধ্যে পতন অনিবার্য হয়ে উঠে।

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সৃষ্টিকারী উল্লেখিত বিষয়সমূহ প্রত্যেকটি এক একটি মারাত্নক পাপ এবং জঘন্য অপরাধ। এসব নেতিবাচক বিষয়ের ক্ষতি অতি ভয়াবহ ও সূদুরপ্রসারী। এসবের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আফীফ আবদুল ফাততাহ তাববারা বলেন–মানব জাতির দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ হলো পাপ। পাপ যেহেতু ব্যক্তির স্বাস্থ্য, তার জ্ঞান ও কার্যাবলীর উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাই পাপকে হারাম করা হয়েছে। পাপ ব্যক্তি জীবনে যেমন ক্ষতিকারক তেমনি সমাজ ক্ষতিকারক সমাজ জীবনেও। পাপ মানুষকে নানা প্রকার দুর্যোগ, দুর্দশা ও উত্তেজনায় জড়িয়ে দেয়। কোন জাতির জনগণের মধ্যে পাপকার্য ব্যাপক ও বিস্তৃত হলে সে জাতি বা সম্প্রদায়ের কি যে পরিণতি হয় কুরআন তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ-

বল, তোমাদের উর্ধ্বদেশ অথবা পাদদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিতে অথবা তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিতে অথবা এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে তিনিই সক্ষম।[১] .....

পাপ মানব জাতির জন্য ডেকে আনে আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি। কোন সময় এ শাস্তি হয় বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে। আবার কোন সময় ফাসাদ, বিপর্যয়, বিদ্রোহ ও যুদ্ধের রূপে এ শাস্তি নেমে আসে জাতির মধ্যে। যার কারণে অসংখ্য রক্তপাত ঘটে এবং ধ্বংস নেমে আসে।[২]

তাছাড়া এসব অপরাধ অন্তরকে করে ফেলে অন্ধকারচ্ছন্ন। ফলে তা কঠোর হয়ে যায় এবং অপরাধী আল্লাহর রহমত হতে অনেক দূরে সরে পড়ে। অপরাধী হয় সমাজের পাপের কেন্দ্র। সে ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

---

১. আল-কুরআন(০৬ঃ৬৫)

২. আফীফ আবদুল ফাততাহ তাববারা,প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫-৩৬,

Dhaka University Institutional Repository

৫ম অধ্যায় ঃ নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে আল-কুরআন ও বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা এবং নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় প্রতিকারের কৌশল

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে আল-কুরআনের শিক্ষার বর্ণনা

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিকার কৌশল

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে আল-কুরআনের শিক্ষা ঃ

১. আল্লাহর সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং বিশুদ্ধ-সুদৃঢ় ঈমান ঃ

ক.আল্লাহর সম্পর্কে সঠিক ধারণাঃ

মহান আল্লাহর সম্পর্কে সঠিক ধারণার পূর্বশর্ত তাঁর আস্তিত্ব , তাঁর সত্ত্বা, সার্বভৌমত্ব, জ্ঞান, ক্ষমতা ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে সাম্যক ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন। সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে এব্যাপারে আলোপাত করা হল।

আল্লাহ/স্রষ্টার আস্তিত্ব উপলব্ধির পন্থাঃ

নাস্তিক ও সংশয়বাদীদের অনেকেই- বিশ্বজগতের স্রষ্টা বা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসকে তারা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার হিসেবে গণ্য করেন। তাদের মতে, বিশ্বজগত ও পৃথিবীর কোন স্রষ্টা নেই, এক আকস্মিক দুর্ঘটনার মাধ্যমে বিশ্বজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে । ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে এতে উদ্ভিদ ও প্রাণী উদ্ভব ঘটেছে। তাদের মতে, ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বজগৎ ও জীব-জড় সবকিছু আপনাআপনি সৃষ্টি হয়েছে। তাদের এই ধারণা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

أَمْ خُلِقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ- أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ-

উহারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হইয়াছে, না উহারা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে? বরং উহারা তো অবিশ্বাসী।[১] এ সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ-

উহারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না, আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।[২]

কিন্তু যুক্তি ও প্রজ্ঞার বিচারে তাদের এই ধারণা কুতটুকু গ্রহণযোগ্য তা আমরা যাচাই করে এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব-আমাদের চারপাশে তাকালে দেখতে পাব–অনেক ঘর-বাড়ী, দালান-কোটা, রাস্তা-ঘাট, কল-কারখানা ইত্যাদি অনেক কিছু । নিশ্চই কেউ এগুলোকে তৈরী করেছেন, আপনা-আপনি এগুলো তৈরী হয়নি। কেউ যদি বলে,- এসব ঘর-বাড়ী, দালান-কোটা, রাস্তা-ঘাট, কল-কারখানা কালের বির্বতনে আপনা-আপনি সৃষ্টি বা নির্মিত হয়েছে, কেউ এগুলো তৈরী করেনি কিংবা এগুলোর কোন নির্মাতা বা প্রকৌশলী নাই, তবে তার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কারণ নির্মান থাকলে তার নির্মাতা থাকতে হবে , সৃষ্টি থাকলে তার স্রষ্টা থাকতে হবে। কাজেই আমাদের চারপাশের ঘর-বাড়ী, দালান-কোটার যেমন নির্মাতা আছে , তেমনি এই সুন্দর পৃথিবী, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, ফল-ফসল, জীব-জানোয়ার, পশু-পাখি, আগুন-পানি, আকাশ-বাতাস, মাটি ইত্যাদি সবকিছু সহ সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা বা নির্মাতা আছে। বিশ্বচরাচরের চারদিকে বিস্তৃত এই অসংখ্য নিদর্শন এমন, যা চিন্তা বিবেচনা করলেই মানব মন নিশ্চতভাবে অনুভব করতে পারে এসব কিছুর অন্তরালে এক মহাস্রষ্টা ও সুবিজ্ঞানী পরিচালক বর্তমান। কুরআনে এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে–

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ-إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ-وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

নিশ্চই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে , রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিত সাধন করে তাহা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ হইতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে

[১] .আল-কুরআন(৫২ঃ৩৫-৩৬)

[২] . আল-কুরআন(২২ঃ৭৪)

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। তথাপি মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে।[১]

এ মর্মে আল্লাহ বলেন–قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ বল, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য কর। নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।[২] অন্যত্র আল্লাহ বলেন–

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاَّ رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُورًا

উহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে ক্ষমতাবান। তিনি উহাদের জন্য স্থির করিয়াছেন এক নির্দিষ্ট কাল, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি সীমালংঘনকারীরা কুফরী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হইল না।[৩]

সৃষ্টি নিদর্শন ও সৃষ্টি জগতেই স্রষ্টার অস্তিত্ব বহন করে। কিন্তু কেহ যদি আল্লাহর সৃষ্টি নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে তবে তারা পরণতি কি হতে পারে এ সম্পর্কে কুরআনের বলা হয়েছে–

إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ لاَ يَهْدِيهِمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ-إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ-مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ- ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ-أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ-لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ- ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ-

যাহারা আল্লাহর নির্দেশনে বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে আল্লাহ হিদায়াত করেন না এবং তাহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। যাহারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তাহারা তো কেবল মিথ্যাই উদ্ভাবন করে এবং তাহারাই মিথ্যাবাদী। কেহ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করিলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখিলে তাহার উপর আপতিত হইবে আল্লাহর গযব এবং তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি; তবে তাহার জন্য নহে, যাহাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তাহার চিত্ত ঈমানে অটল। ইহা এই জন্য যে , তাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না।উহারাই তাহারা আল্লাহ যাহাদের অন্তর কর্ণ ও চক্ষু মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং ইহারাই গাফিল। নিশ্চয়ই উহারা আখিরাতে হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।[৪]

ইউরোপীয় প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেমস জীনস,যিনি একসময় নাস্তিক ও সংশয়বাদী ছিলেন , তিনি স্বীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার পর এ সিদ্ধান্তে উপণীত হন যে,–"ধর্ম মানবীয় জীবনের একটি অপরিহার্য প্রয়োজন, কেননা আল্লাহর প্রতি ঈমান না এনে বিজ্ঞানের মৌলিক সমস্যাসমূহের সমাধান করা সম্ভবপর নয়।"[৫]

নাস্তিকেরা যতই মুখে অস্বীকার করুক না কেন তারাও অন্তরে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করেন। অপাপী-পূণ্যাত্মা নির্বিশেষে সকল মানুষ হৃদয়ের গহীনে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করে। বিশেষ করে বিপদ-আপদে মানুষ স্বতঃফুর্তভাবে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানায়। এ প্রসংগে কুরআনে বলা হয়েছে–

---

[১] .আল-কুরআন(০২ঃ১৬৩–১৬৫)

[২] . আল-কুরআন(১০ঃ১০১)

[৩] . আল-কুরআন(১৭ ঃ ৯৯)

[৪] .আল-কুরআন **(১৬ঃ১০৪-১১০)**

[৫] . মুহাম্মাদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

যখন তরংগ উহাদিগকে আচ্ছন্ন করে মেঘাচ্ছায়ার মত তখন উহারা আল্লাহকে ডাকে তাহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া। কিন্তু যখন তিনি উহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে পৌঁছান তখন কেহ কেহ সরল পথে থাকে, কেবল বিশ্বাসঘাতক ,অকৃতজ্ঞই আমার নির্দেশনাবলী অস্বীকার করে।[১] অন্যত্র বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ- فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ-

তিনিই তোমাদিগকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এই নৌকাগুলি আরোহী লইয়া অনুকূল বাতাসে বাহিয়া যায় তখন তাহারা উহাতে আনন্দিত হয়, অতঃপর এই নৌকাগুলির উপর যখন তীব্র বাতাস প্রবাহিত হয় এবং সবদিক হইতে এইগুলির উপর ঢেউ আসতে থাকে এবং তাহারা উহা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে মনে করে তখন তাহারা আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আল্লাহকে ডাকিয়া বলে–যদি তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে ত্রান কর, তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হইব। অতঃপর তিনি যখনই উহাদিগকে বিপদমুক্ত করেন তখনই উহারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে যুলুম করিতে থাকে ।[২]

নাস্তিক ও কাফিররাও হটকারিতা ও অহংকার বশত আল্লাহকে অস্বীকার করলেও বিপদ ও বিশেষ মুহূর্তে আল্লাহকে অন্তর থেকে অস্বীকার করে না। এ প্রসংগে ফেরাউন সম্প্রদায়ের অবস্থা তুলে ধরে আল্লাহ বলেন–

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

উহারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করিল, যদিও উহাদের অন্তর এইগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হইয়াছিল![৩]

নাস্তিকের প্রশ্ন আল্লাহ/সৃষ্টিকর্তা কিভাবে সৃষ্টি হলঃ

নাস্তিক ও সংশয়বাদীদের অনেকেই- বিশ্বজগতের স্রষ্টা বা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তারা প্রশ্ন করে থাকেন – বিশ্বজগতের সবকিছুর যে একজন স্রষ্টার কথা বলা হয়, সেই স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছেন? মূলত এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা। এ সম্পর্কে নবী সাঃ বলেছেন- তোমাদের একজনের কাছে শয়তান আগমন করে বলে, কে এটি সৃষ্টি করেছে? কে ঐটি সৃষ্টি করেছে? এক পর্যায়ে সে বলে কে তোমার প্রতিপালকে সৃষ্টি করেছে? তোমাদের কারও অবস্থা এ রকম হলে সে যেন শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং এরকম চিন্তা-ভাবনা করা থেকে বিরত থাকে।[৪]

আল্লাহ অসীম, মানুষ সসীম। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান পক্ষান্তরে মানুষ দূর্বল এবং মানুষকে খুবই সীমিত জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। কাজেই অতি সামান্য জ্ঞানের অধিকারী, দূর্বল ও সসীম মানুষ তার স্বল্পজ্ঞান দিয়ে অসীম, মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতে গেলে নিশ্চিত বিভ্রান্ত হবে। যেমন– একটি পিঁপড়া যদি সূর্যের আয়তন,পরিধি ও উত্তাপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পানির পরিমাণ, তাতে বসবাসকারী প্রাণীকুল ও তার গভীরতা সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে তার ফলাফল নির্ধারণে বিভ্রান্ত হবে।

---

[১] .আল-কুরআন(৩১ঃ৩২)

[২] .আল-কুরআন(১০ঃ২২-২৩)

[৩] .আল-কুরআন(২৭ঃ১৪)

[৪] ..ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল,প্রাগুক্ত, কিতাবু বাদইল খালক্,

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর একত্বের প্রমাণঃ

পৃথিবী ও বিশ্বজগতের স্রষ্টা একজন নাকি একাধিক? কেউ কেউ হয়ত ধারণা বা বিশ্বাস করতে পারেন–বিভিন্ন জিনিষের যেমন আলাদা আলাদা নির্মাতা বা প্রস্তুতকারক আছে, তেমনি বিশ্বজগতের অসংখ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও হয়ত আলাদা আলাদা অনেক স্রষ্টা থাকতে পারে। কিন্তু এই ধারণাও সঠিক নয়, কারণ যদি একাধিক স্রষ্টা থাকত তবে বিশ্বজগত পরিচালনায় তাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য ও মতবিরোধ দেখা দিত। এই মতবিরোধকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে বিবাদ সংঘটিত হত এবং তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করত।। ফলে বিশ্বজগত ধ্বংস হয়ে যেত। এই মর্মে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

"যদি আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকিত তবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তবে উভয়েই ধ্বংস হইয়া যাইত। অতএব উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান।"[১]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا- قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً–

বল, যদি তাঁহার সহিত আরও ইলাহ থাকিত যেমন উহারা বলে, তবে তাহারা আরশের অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উপায় অন্বেষণ করিত। তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং উহারা যাহা বলে তাহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্বে।"[২]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন–

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

"আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার সহিত অপর কোন ইলাহ নাই; যদি থাকিত তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিত। উহারা বলে তাহা হইতে আল্লাহ কত পবিত্র !"[৩]

কাজেই সৃষ্টিকর্তা একজন, তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। উহারা মৃত্তিকা হইতে তৈরী যে সব দেবতা গ্রহণ করিয়াছে সেইগুলি কি মৃত্যুকে জীবিত করতে সক্ষম?

তাওহীদই বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদঃ

মানব সমাজে পারস্পারিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে আল্লাহর একত্ববাদের বাস্তব মূল্য অপরিসীম। আল্লাহ ভিন্ন মানুষের ইবাদত লাভের যোগ্য আর কেউ নেই –এই একটি মাত্র ধারণাই বর্ণ ও গোত্রের পার্থক্য ছাড়াইও সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের সকল উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের বিলোপ সাধন করে। মানব জাতির মুক্তি সাধনের জন্য এ হলো এক বিপ্লবী নীতিবাণী। মানুষের সত্তাকে আল্লাহর ঠিক নীচেই স্থান দিয়ে এবং নিষ্কলুষ জীবনযাত্রাকে সমাজ জীবনে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নির্ধরণ করে এ মহাবাণী মানবপ্রকৃতিকে মর্যাদামণ্ডিত করেছে।[৪]

তাওহীদই বিশ্বমানব গোষ্ঠির শান্তি ও কল্যাণের ভসরাস্থল ঃ

মানব সভ্যতা আজ কিসের ভারে জর্জরিত? বস্তুবাদ, দূর্নীতি, দায়িত্বহীনতা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি একে দারুণভাবে ব্যহত করছে। এদের হিংস ছোবল মানবতা আজ বিপন্ন। জীবনের প্রকৃত পথ ভূল গিয়ে দিশেহারা মানুষ দুর্বার গতিতে ছুটে চলছে অন্য পথে, অন্য মানসিকতায়। আত্মবিস্মৃতি মানব উশৃঙ্খললতা আর প্রবঞ্চনার মাঝে খুঁজে বেড়াচ্ছে শান্তির অমিয়ধারা । কণ্ঠে গরল ঢেলে আহরণ করতে চাইছে অমৃতের স্বাধ। কিন্তু এই মরীচিকার শেষ কোথায়?

---

[১] .আল-কুরআন(২১৪২২)

[২] .আল-কুরআন (১৭৪৪২-৪৩)

[3] .আল-কুরআন(২৩৪৯১)

[৪] . আবদুল মতিন জালালাবাদী, কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, আধুনিক প্রকাশনী-ঢাকা,প্রকাশকাল-২০০১,পৃষ্ঠা-৮৩,

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক সভ্যতার বেড়াজালে বিশ্বমানবতা আজ নিষ্পেষিত, বন্দী। তার এই সংকট সন্ধিক্ষণে কে তাকে ভাষা দিবে ? কে তাকে ভরসা দিবে? অস্বাস্থ্যকর এই বদ্ধ পরিবেশ থেকে কে তাকে আলো ঝলমল পথের সন্ধান দিবে?বিশ্বজোড়া এই মহাদায়িত্ব আজ সকলের উপর অর্পিত। ব্যক্তিগত , সামাজিক আর রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্তব্যবোধের চেতনা ফিরিয়ে আনার মাঝে রয়েছে এর সমাধান । গড্ডলিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে , কোন ভাবাবেগে আবিষ্ট না হয়ে সকল স্তর আত্মবিশ্লেষণের মহান অনুশীলনই সমাজকে করবে মহান আর উন্নত । আর প্রকৃত আত্মবিশ্লেষণের ধারণা, প্রক্রিয়া এবং সঠিক মূল্যায়ন নির্ভর করে স্রষ্টার একত্ববাদের বিভিন্ন ধারাগুলোযথাযথ তাৎপর্য নিরূপণ ও উপলব্ধির উপর । চাওয়া পাওয়া র এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জগতে একত্ববাদের রঞ্জনরশ্মি মানুষের মাঝে সকল রুগ্ন মানসিকতার মৃত্যু ঘটিয়ে চারিত্রিক বলিষ্ঠতার এক স্বচ্ছ সাবলীল স্রোতধারা বয়ে আনবে, যাতে করে গড়ে ওঠবে এক উন্ন আর রুচিশীল মানব সমাজ । অন্যথায় স্রষ্টার একত্ববাদ বিবর্জিত এই ভিশ্ব হিংসা,লোভ , গর্ব ,পরশ্রীকাতরতা আর দায়িত্বহীনতার শিকার হয়ে সত্যিকার মানবতা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হবে এবং তড়িৎগতিতে চরম বিপর্যয় আর ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে সন্দেহ নেই।[১]

তাওহীদ সকল পূণ্যের উৎস ঃ

তাওহীদ হচ্ছে-উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও মনুষত্ব্যের বিকাশের নিয়ামক শক্তি। সমস্ত কল্যাণ ও পূণ্যের মূল। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহঃ বলেন– সকল পূণ্যের উৎস হল তাওহীদ বা একত্ববাদ। সকল শ্রেণীর পূণ্যের ভেতর এটাই সর্বোত্তম। কারণ নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের সামনে একাগ্রভাবে সবিনয়ে আত্মনিবেদন করার কাজটি সর্বতোভাবে এর ওপর নির্ভরশীল। মানবিক মৌলিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের এটাই নৈতিক ভিত্তি। এটাই সেই জ্ঞানগত ব্যবস্থা যা উভয় ব্যবস্থাপনার ভেতর সর্বাধিক কল্যাণপ্রদ। এর মাধ্যমে মানুষ অদৃশ্য জগতের দিকে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়।তার আত্মা এক পবিত্র বন্ধনের সাহায্যে অদৃশ্য শক্তির সাথে সংযুক্ত হওয়র যোগ্যতা অর্জন করে।[২]

নির্ভেজাল তাওহীদ সকল আসমানী রিসালাতের মূল ভিত্তিঃ

পৃথিবীর সকল নবী-রাসূল নির্ভেজাল তাওহীদ প্রচার করেছেন। সকল আসমানী রিসালাতের মূলবক্তব্য ছিল তাওহীদ।

এই মর্মে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–**وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ**
আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই ; সুতারাং আমার ইবাদত কর।[৩]

এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ-أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ-

মানব সৃষ্টির প্রারম্ভে সকল আদম সন্তান থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আল্লাহই একমাত্র মালিক ও প্রতিপালক। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন–স্বরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধর বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি ? তাহারা বলে, হাঁ অবশ্যই আমরা সাক্ষী রহিলাম । ইহা এইজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম। কিংবা তোমরা যেন না

---

[১]. স্রষ্টা ও ইসলাম, প্রাগুক্ত,পৃ–৭৫-৭৬,

[২]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, প্রাগুক্ত,পৃ-১৮৪-১৮৫.

[৩] .আল-কুরআন(২১৪২৫)

Dhaka University Institutional Repository

বল, আমাদের পূর্বপুরুষগণ তো আমাদের পূর্বে শিরক করিয়াছে, আর আমরা তো তাহাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে?[১]

তাওহীদ মানে আল্লাহর একত্ব। আল্লাহর এ একত্ব সার্বিক, পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বাত্মক। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন। তিনি একমাত্র পালন কর্তা, মালিক, রিযিকদাতা রক্ষাকর্তা ও আইন –বিধানদাতাও। অতএব মানুষ ভয় করবে কেবল আল্লাহকে। ইবাদত বন্দেগী ও দাসত্ব করবে একমাত্র আল্লাহর। সৃষ্টিকর্তা,রিযিকদাতা ও লালন-পালনকারী হিসেবে মানবে একমাত্র আল্লাহকে।[২]

তাওহীদই ঐক্যের মূলমন্ত্র ঃ

শুধুমাত্র তাওহীদের ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে ঐক্যে ও সংহত সম্ভব। এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

তুমি বল, হে কিতাবীগণ! আইস সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক; যেন আমরা আল্লাহ ব্যাতীত কাহারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ আল্লাহ ব্যাতীত রব হিসাবে গ্রহণ না করি । যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম।[৩]

তাওহীদের দাবীসমূহঃ

একমাত্র আল্লাহকে সর্বোচ্চ ভালবাসতে হবে
একমাত্র আল্লাহর জন্যই যাবতীয় ইবাদত করতে হবে
একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করতে হবে
একমাত্র আল্লাহরই বিধান মানতে হবে
একমাত্র আল্লাহকে ভয় করতে হবে
একমাত্র আল্লাহরই উপর যাবতীয় ব্যাপারে নির্ভর করতে হবে
একমাত্র আল্লাহরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে
একমাত্র আল্লাহরই নিকট যাবতীয় ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে

আল্লাহ/সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস ও মান্য করব কেন?ঃ

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া পৃথিবীতে বেঁচে থাকা কার পক্ষেই সম্ভব নয়। জীবন ধারণে প্রতিনিয়ত আমরা আল্লাহর করুনা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গ্রহণ করছি। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ-وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণকরিয়া তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তাঁহার বিধানে উহা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন নদীসমূহকে। তিনি

---

১ .আল-কুরআন (০৭ঃ১৭২-১৭৩)

২. শিরক ও বিদাআত, মুহাম্মদ আবদুল মজিদ, আল-ফুরকান প্রকাশনী, প্রকাশকাল-২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৪

৩ .আল-কুরআন(০৩ঃ৬৪)

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যাহার অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিযোজিত করিয়াছেন রাত্রি ও দিবসকে । এবং তিনি তোমাদিগকে দিয়েছেন তোমরা তাঁহার নিকট যাহা কিছু চাহিয়াছ তাহা হইতে। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।[১]

এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে–وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

কেহ ঈমান প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার কর্ম নিষ্ফল হইবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হইবে।[২]

আল্লাহ আমাদের ও সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, আমাদের পালনকর্তা ও রিজেকদাতা এবং আমাদের জীবন ও মৃত্যুর মালিক।

قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

বল, 'আমি কি আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য প্রতিপালককে খুজিব ? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক। প্রত্যেককে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেহ অন্য কাহারও ভার করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রত্যবর্তন তোমাদের প্রতি-পালকের নিকটেই, তৎপর যে বিষয়ে তোমারা মতভেদ করিতে তাহা তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।[৩]

আল্লাহ কে? কি তাঁর পরিচয়?ঃ

মহান আল্লাহর এতই বড়ত্ব ও মহত্বের অধিকারী যে তাঁর পরিপূর্ণ পরিচয় ও গুণাবলী বর্ণনা করা কারই পক্ষেই সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং ইহার সহিত সহিত আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হইবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৪]

আল্লাহর স্বত্তার মৌলিক পরিচয়ঃ

সমগ্র কুরআন ব্যাপী মহান আল্লাহর মৌলিক পরিচয়টুকু বর্ণিত হয়েছে। যে সব জায়গায় আল্লাহর পরিচয়ের বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে তৎমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–

اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁহাকে তন্দ্রা বা নিন্দ্রা স্পর্শ করে না । আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত তাঁহারই। কে সে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে? তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ব করিতে পারে না। তাঁহার কুরসী (আসন) আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যপ্ত; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।[৫]

এ সম্পর্কে আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- اللَّهُ الصَّمَدُ-لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ-وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

---

[১]. আল-কুরআন(১৪ঃ৩২-৩৪)

[২]. আল-কুরআন (০৫ঃ০৫)

[৩]. আল-কুরআন(০৬ : ১৬৪)

[৪]. আল-কুরআন(৩১ঃ২৭)

[৫]. আল-কুরআন (০২ঃ২৫৫)

Dhaka University Institutional Repository

তিনিই আল্লাহ, এক–অদ্বিতীয়; তিনি(আল্লাহ)কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী; তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই; এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।[১]

এ সম্পর্কে আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ -إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ المَشَارِق

নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছুর প্রভু এবং প্রভু সকল উদয়স্থলের।[২]

এ সম্পর্কে আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে–

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ-هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ- هُوَ اللَّهُ الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ

তিনিই আল্লাহ , তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই , তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা ; তিনি দয়াময়,পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। উহারা যে শরীক স্থির করে তাহা হইতে তিনি পবিত্র, মহান। তিনিই সৃজনকর্তা , উদ্ভাবনকর্তা, রুপদাতা, তাঁহারই সকল উত্তম নাম। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৩]

এ সম্পর্কে আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে–

هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।[৪]

এ সম্পর্কে আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ-

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যতীত তোমাদের আল্লাহরই ; তিনিই জীবন জীবন দান করেন এবং তিনি মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।[৫]

এ সম্পর্কে আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে–

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ المُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ-

তিনি সর্বভৌম ক্ষমতার মালিক,তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন, যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ক্ষমতা কড়িয়া নেন, যাহাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাহাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন, তাঁহার হাতে সমস্ত কল্যাণ তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি রাত্রিকে দিবসে পরিণত করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন, তিনি মৃত হইতে জীবিতকে বাহির করিয়া আনেন এবং জীবিত হইতে মৃত বাহির করিয়া আনেন, তিনি যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন।[৬]

---

[১] .আল-কুরআন(১১২ঃ১-৪)

[২] .আল-কুরআন(৩৭ঃ৪-৫)

[৩] .আল-কুরআন(৫৯ঃ২২-২৪)

[৪] .আল-কুরআন (৫৭ঃ৩)

[৫] . আল-কুরআন(০৯ঃ১১৬)

[৬] .আল-কুরআন(০৩ঃ২৬-২৭)

Dhaka University Institutional Repository

খ. বিশুদ্ধ-সুদৃঢ় ঈমানঃ

আরবী 'আমন' শব্দ থেকে ঈমান শব্দটির উৎপত্তি। আমন অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, আস্থা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদী।
শরিয়তরে পরিভাষায় অন্তরের প্রত্যয় ও মুখের স্বীকৃতিকে ঈমান বলে। যদি কেউ মুখে স্বীকার করে, ও তদনুযায়ী কাজ করে, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস না রাখে, তবে সে মুনাফিক। যদি কেউ বিশ্বাস রাখে ও স্বীকার করে, কিন্তু তদনুযায়ী কাজ না করে, তবে সে ফাসিক। যে অন্তরে বিশ্বাস রাখে, মুখে স্বীকার করে এবং তদনুযায়ী কাজ করে, সে মুমিন। যে অস্বীকার করে সে কাফির।[১]
হাদীসে জিবরাইলে আ. আমরা দেখতে পাই যে, জিবরাইল আ. নবী (সঃ) কে জিজ্ঞাস করেন– ঈমান কি? নবী (সঃ) বলেন–ঈমান হল এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্‌তা, তাঁর নবী-রাসূলে, তাঁর কিতাবে, আখিরাতে, কিয়ামতে(পুনঃরূত্থান দিবসে) বিশ্বাস রাখবে, তাকদীরের ভাল–মন্দে।[২] ঈমান গ্রহণকারীকে মু'মিন বা ঈমানদার বলা হয়।
যে সকল বিষয়ে ঈমান আনতে হবেঃ
আল্লাহর প্রতি ঈমান, ফিরিশ্‌তাকুলে ঈমান, নবী-রাসূলে ঈমান, আসমানী কিতাবে ঈমান, আখিরাত ঈমান, তাকদীরের প্রতি ঈমান, কিয়ামাত (পুনঃরূত্থান) দিবসে ঈমান।

নৈতিক মূল্যবোধের উপাদান হিসেবে ঈমানের মূল্যমানঃ

ঈমানেই নৈতিক বিপ্লবের সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানঃ

বিশ্বাস ও চেতনা মানুষের কর্মের ভিত্তি, যা দ্বারা মানুষের যাবতীয় কর্ম নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। ঈমান এক বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনা যা মানুষকে প্রতিনিয়ত আল্লাহ অভিমূখী করে রাখে। তাই ত্রুটিমুক্ত ও বিশুদ্ধ ঈমান নৈতিক মূল্যবোধের সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান, যা মানুষকে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং উন্নত নৈতিকতা মূল্যবোধ সৃষ্টিতে মূখ্য ভূমিকা রাখে। এটি সকল ইবাদতের মূলভিত্তি ও সর্বশ্রেষ্ঠ পূণ্যের কাজ। যাবতীয় আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার পূর্বশর্ত।

যাবতীয় সৎকর্ম গ্রহণের পূর্বশর্ত বিশুদ্ধ ঈমানঃ

যাবতীয় সৎকর্ম গ্রহণের পূর্বশর্ত বিশুদ্ধ ঈমান। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

কেহ ঈমান প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার কর্ম নিষ্ফল হইবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হইবে।[৩]
আল-কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

মু'মিন হইয়া পুরূষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎ কর্ম করিবে তাহাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করিব।[৪]
আল-কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে–وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا
যে সৎকর্ম করে মু'মিন হইয়া, তাহার কোন আশংকা নাই অবিচারের এবং অন্য কোন ক্ষতির ।[৫]
আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে–فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ
যদি কেহ মু'মিন হইয়া সৎকর্ম করে তাহার কর্ম প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হইবে নাএবং আমি তো উহা লিখিয়া রাখি।[৬]

---

[১] ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআনের পরিভাষা প্রাগুক্ত, পৃ-১৭৩
[২]. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৪৮,
[৩] . আল-কুরআন(০৫ঃ০৫)
[৪].আল-কুরআন (১৬ঃ৯৭)
[৫] .আল-কুরআন(২০ঃ১১২)
[৬] . আল-কুরআন(২১ঃ৯৪)

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন–الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُو যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদের জন্য এবং তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।[১]

ঈমানই সর্বোৎকৃষ্ট পূণ্যের কাজ ঃ

যত নেক কাজ আছে তৎমধ্যে ঈমানই সর্বোৎকৃষ্ট পূণ্যের কাজ । এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–
لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ-
পূর্ব এবং এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরনোতে কোন পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশ্‌তাগণ, সমস্ত কিতার এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করিলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্থ, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করিলে , সালাত কায়েম করিলে ও যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণ করিলে। ইহারাই তাহারা যাহারা সত্যপরায়ণ এবং ইহারাই মুত্তাকী।[২]

ঈমানই কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও সফলতার পথঃ

ঈমানই বিশ্বমানবতার কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও সফলতার সর্বোত্তম পথ এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ-
যদি সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনিত ও তাকওয়া অবলম্বন করিত তবে আমি তাহাদের জন্য আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করিতাম, কিন্তু তাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; সুতারাং তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি।[৩]

ঈমান সুপথে পরিচালিত করার দিশারীঃ

ঈমান সুমতি ও সুপথে পরিচালিত করতে দিশারীর ভূমিকা পালন করে । এ সম্পর্কে আল-কুরআনের বলা হয়েছে وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ– এবং যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তাহার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন।[৪]

আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে–
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
যাহারা ঈমান আনে আল্লাহ তাহাদের অভিভাবক, তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকে লইয়া যান।[৫]

---

[১] . আল-কুরআন(০৬ঃ৮২)
[২] .আল-কুরআন(০২ : ১৭৭)
[৩] .আল-কুরআন(০৭ঃ৯৬)
[৪] . আল-কুরআন(৬৪ঃ১১)
[৫] . আল-কুরআন(০২ঃ২৫৭)

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববাসীর ঐক্য ও মুক্তির পথ ঈমানঃ

সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে মুক্তি ও ঐক্যর একমাত্র মাধ্যম হতে পারে ঈমান।এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনিয়াছে , যাহারা ইয়াহুদী হইয়াছে এবং খৃষ্টান ও সাবঈন-যাহারাই আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাহাদের জন্য পুরস্কার আছে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।[১]

ঈমানদার শয়তানের কুপ্রভাব থেকে সংরক্ষিতঃ

ঈমানদারদের আল্লাহ তা'য়ালা শয়তানের কুমন্ত্রণা ও কুপ্রভাব থেকে বাচতে সাহায্য করেন। ফলে সে অনাচার, পাপচার ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা পায়। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

নিশ্চয়ই উহার (শয়তানের) কোন অধিপত্য নাই তাহাদের উপর যাহারা ঈমান আনে ও তাহাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।[২]

ঈমানবিহীন মানুষ মারাত্মক বিভ্রান্ত, সত্যচ্যুত্য ও ক্ষতিগ্রস্থ ঃ

ঈমানবিহীন মানুষ মারাত্মক বিভ্রান্ত, সত্যচ্যুত্য ও ক্ষতিগ্রস্ত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁহার রাসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আন। এবং কেউ আল্লাহ, তাঁহার ফেরেস্তাগণ, তাঁহার কিতাবসমূহ, তাঁহার রাসূলগণ ও আখিরাতকে অস্বীকার করিলে সে তো ভীষণ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।[৩]

এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

কেহ ঈমান প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার কর্মনিষ্ফল হইবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভূক্ত হইবে।[৪]

ঈমানদারদের নৈতিক মূল্যবোধ ও চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ

আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মু'মিনদের স্বরূপ, আচরণ, চারিত্রিক ও মানবিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। যা নিম্নে তুলে ধরা হল–

আল্লাহর একত্ব ও পরকালে বিশ্বাসই ঈমানদারদের বিশ্বাস ও চেতনার মূলভিত্তিঃ

সর্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর একত্ব ও পরকালের জীবনে বিশ্বাসই ঈমানদারদের বিশ্বাস ও চেতনার মূলভিত্তি। তাদের চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল তারা সালাত কায়েমকারী, দানশীল ও যাকাত আদায়কারী। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

الم-ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ-الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ-
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ-أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

---

[১] .আল-কুরআন(০২ঃ৬২)
[২] .আল-কুরআন(১৬ঃ৯৯)
[৩] .আল-কুরআন(০৪ঃ১৩৬)
[৪].আল-কুরআন(০৫ঃ০৫)

Dhaka University Institutional Repository

আলিফ্-লাম-মীম, ইহা সেই কিতাব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথনির্দেশ । যাহারা অদৃশ্যে ঈমান আনে , সালাত কায়েম করে ও তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে , এবং তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে যাহারা ঈমান আনে ও আখিরাতে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী । তাহারাই তাহাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রহিয়াছে এবং তাহারাই সফলকাম।[১]

সৎকর্মপরায়নঃ

সততা ও ভাল কাজসমূহ সম্পাদনই ঈমানদারগণের মূল বৈশিষ্ট্য। ঈমানদারদের উন্নত নৈতিক মান ও সৎকর্মপরায়নতা সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ-كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ-وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ-وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ-

পার্থিব জীবনে তাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তাহারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করিত নিদ্রায়। রাত্রির শেষ প্রহরে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত, এবং তাহাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতের হক।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–**أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ**

তাহারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণ কর কাজ এবং তাহারা উহাতে অগ্রগামী হয়।[৩]

অসৎ কার্যে বাঁধাদানকারীঃ

ঈমানদাররা সৎকার্য সম্পাদনকারী এবং অসৎ কার্যে নিষেধকারী। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-

মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু , ইহারা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কার্যে নিষেধ করে , সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে; ইহাদিগকেই আল্লাহ কৃপা করিবেন।[৪]

উন্নত নৈতিক মূল্যবোধের অধিকারী এবং অসার কর্মকান্ড বর্জনকারীঃ

ঈমানদাররা উন্নত নৈতিক মূল্যবোধের অধিকারী এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ-الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ- إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ- فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ-

অবশ্যই সফলকাম হইয়াছে মু'মিনগণ। যাহারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে। যাহারা অসার ক্রিয়াকলাপ হইতে বিরত থাকে। যাহারা যাকাত দানে সক্রিয়। যাহারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত। ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না। এবং কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা হইবে সীমালংঘনকারী। এবং যাহারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।এবং যাহারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে।[৫]

---

[১] .আল-কুরআন(২ঃ১-৫)

[২] . আল-কুরআন(৫১ঃ১৬-২০)

[৩] .আল-কুরআন(২৩ : ৬১)

[৪] . আল-কুরআন(০৯ঃ৭১)

[৫] . আল-কুরআন(২৩ঃ১-৯)

Dhaka University Institutional Repository

বিনয়ী ও ভদ্র-নম্রঃ

মহৎ চরিত্র ও বিনয়-নম্রতা ঈমানদের চরিত্রের অন্যতম দিক। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا-وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

'রাহমান-এর বান্দা তাহারাই, যাহারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাহাদিগকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বধোন করে, তখন তাহারা বলে, সালাম; এবং তাহার রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হইয়া ও দন্ডায়মান থাকিয়া;[১]

মিথ্যাচার ও অনাচার বর্জনকারীঃ

ঈমানদার ব্যক্তি সর্বদা মিথাকথা ও মিথ্যাসাক্ষ্য বর্জন করেন । এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا-وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

এবং যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হইলে স্বীয় মর্যাদার সহিত উহা পরিহার করিয়া চলে। এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালেকের আয়াত স্মরণ করাইয়া দিলে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না।[২]

ওয়াদা ও অঙ্গীকার পালনকারীঃ

ঈমানদাররা প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পালনকারী । এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ-الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ-وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ-وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ-

যাহারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না, এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখিতে আদেশ করিয়াছেন যাহারা তাহা অক্ষুন্ন রাখে, ভয় করে তাহাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে, এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যাহারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, ইহাদের জন্য শুভ পরিণাম।[৩]

মধ্যপন্থা অবলম্বনকারীঃ

ঈমানদারগণ সকল কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا-وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا-

এবং যখন তাহারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না কার্পণ্যও করে না, বরং তাহারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।এবং তাহারা আল্লাহর সহিত কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এইগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করিবে।[৪]

---

[১]. আল-কুরআন(২৫ : ৬৩-৬৪)

[২]. আল-কুরআন(২৫ : ৭২-৭৩)

[৩]. আল-কুরআন(১৩ঃ১৯–২২)

[৪]. আল-কুরআন (২৫ : ৬৭-৬৮)

Dhaka University Institutional Repository

দানশীল, ধৈর্যশীল ও ক্ষমাপরায়নতাঃ

দানশীলতা, ধৈর্য-সহনশীলতা ও ক্ষমাপরায়নতা ঈমানদার চারিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ-وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ-

যাহারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যাহারা ক্রোধসংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল ; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদিগকে ভালবাসেন; এবং যাহারা কোন অশ্লীলকার্য করিয়া ফেলিলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করিলে আল্লাহকে স্বরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করিবে ? এবং তাহারা যাহা করিয়া ফেলে, যা জানিয়া শুনিয়া তাহার পুনরাবৃত্তি করে না।[১]

কর্তব্যপরায়ন ও সদাচারীঃ

ঈমানদার ব্যক্তিরা দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ন ও সদাচারী। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا-وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا-

তাহারা কর্তব্য পালন করে এবং এবং সেই দিনের ভয় করে, যেই দিনের বিপত্তি হইবে ব্যাপক। আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্থ , ইয়াতীম,ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদিগকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হইতে প্রতিদান চাহি না, কৃতজ্ঞতাও নহে।[২]

আল্লাহর স্মরণকারীঃ

মহান আল্লাহর স্মরণে ঈমানদার ব্যক্তির হৃদয়-মনে সর্বদা জগরুক থাকবে–এটা তার অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ-
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ-أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

মু'মিন তো তাহারাই যাহাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁহার আয়াত তাহাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন উহা তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে, যাহারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যাহা দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।[৩]

এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

সেইসব লোক, যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্বরণ হইতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হইতে বিরত রাখে না, তাহারা ভয় করে সেই দিনকে যেই দিন অনেক অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপযস্ত হইয়া পড়িবে।[৪]

---

১. আল-কুরআন (০৩ ঃ ১৩৪-১৩৫)
২. আল-কুরআন(৭৬ঃ৭-৯)
৩. আল-কুরআন(০৮ঃ২-৩)
৪. আল-কুরআন(২৪ঃ৩৭)

Dhaka University Institutional Repository

পাপাচার, অনৈতিক কর্মকান্ড ও অশ্লীলতা বর্জনকারীঃ

ঈমানদার ব্যক্তিরা পাপাচার, অনৈতিক কর্মকান্ড ও অশ্লীলতা বর্জনকারী। এ মর্মে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ-وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ- وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ - وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ

যাহারা ঈমান আনে এবং তাহাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। যাহারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হইলে ক্ষমা করিয়া দেয় । যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে , নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাহাদের আমি যে রিযক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে । এবং যাহারা অত্যাচারিত হইলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।[১]

আল্লাহর ও রাসূল সা. এর প্রতি ভালবাসা পোষণকারীঃ

ঈমানদারদের সর্বোচ্চ ভক্তি ও ভালবাসা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহর প্রতি এই ভালবাসার ভিত্তিতে তারা তাদের যাবতীয় কর্মনীতি গ্রহণ করে থাকে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তুমি পাইবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যাহারা ভালবাসে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধচারীগণকে হউক না এই বিরুদ্ধচারীরা তাহাদের পিতা, পুত্র , ভ্রাতা অথবা ইহাদের জ্ঞাতি গোত্র। ইহাদের অন্তর আল্লাহ সুদৃঢ় করিয়াছেন ঈমান এবং তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাঁহার পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা।[২]

তাকদীরে আস্থাশীল ঃ

ঈমানদারগণ তাকদীরের ভাল-মন্দ ও নির্ধারিত রিজ্কের প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল। যা তাকে ঘুষ, সুদ ও অবৈধ উপপার্জন থেকে বিরত রাখে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি উহাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।[৩]

এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ

প্রত্যেক নারী যাহা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যাহা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তাহা জানেনএবং তাঁহার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।[৪]

বিপদ-আপদে ধৈর্যশীলঃ

ভাগ্যের বিপর্যয় ও বিপদ-আপদে একজন ঈমানদার হবেন ধৈর্য অবলম্বন করে ন্যায় ও সত্যে অটল থাকেন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ- لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

---

১ . আল-কুরআন(৪২ঃ৩৬-৩৯)

২ . আল-কুরআন(৫৮ঃ২২)

৩ .আল-কুরআন (১১ঃ০৬)

৪ . আল-কুরআন(১৩ঃ০৮)

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংগটিত করিবার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহর পক্ষে ইহা খুবই সহজ।[১]

সুখে-দুঃখে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনকারীঃ

একজন ঈমানদার সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনকারী। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

ইহা এইজন্য যে, তোমরা যাহা হারাইয়াছ তাহাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহার জন্য হর্ষোৎফুল্লা না হও। আল্লাহ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদিগকে ।[২]

ঈমানদারদের/মু'মিনদের পুরস্কার ও মর্যাদা:

ঈমানদার ব্যক্তি পার্থিব জীবনে মর্যাদার অধিকারী হন। পরকালীন জীবনে সীমাহীন পুরস্কার লাভ করেন। পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসংখ্য নেয়ামত। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

মু'মিন নর ও মু'মিন নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জান্নাতের যাহারা নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসস্থানের। আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উহাই মহাসাফল্য।[৩]

আল-কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে–

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ-أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

যাহারা বলে, আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না। তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহারা যাহা করিত তাহার পুরস্কার স্বরূপ।[৪]

আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে–

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নহে যাহা তোমাদিগকে আমার নিকটবর্তী করিয়া দিবে; তবে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহারাই তাহাদের কর্মের জন্য পাইবে বহুগুণ পুরস্কার; আর তাহারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকিবে।[৫]

অন্যত্র বলা হয়েছে–وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার আছে।[৬]

আরও বলা হয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

---

১. আল-কুরআন(৫৭ : ২২-২৩)
২. আল-কুরআন(৫৭ঃ২৩)
৩. আল-কুরআন(০৯ঃ৭২)
৪. আল-কুরআন(৪৬ঃ ১৩-১৪)
৫. আল-কুরআন(৩৪ঃ৩৭)
৬. আল-কুরআন(০৫ঃ০৯)

Dhaka University Institutional Repository

যাহার ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত , সেথায় তাহাদিগকে অলকৃত করা হইবে স্বর্ণ-কঙ্কন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেথায় তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের ।[১]

০২.পরকালীন জবাবদিহীতার ভয় লালনঃ

পরকালীন হিসাব ও জবাবদিহীতা বিশ্বাস লালন মানুষকে যাবতীয় অনাচার ও পাপাচার থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। প্রতিটি কাজের শুরুতে মানুষের মনের মধ্যে যদি আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতার অনুভূতি জাগ্রত হয়। তাহলে সে ব্যক্তির পক্ষে কোন ধরনের অন্যায় ও পাপচার সম্ভব নয়। এই বিশ্বাস মানুষের মধ্যে উন্নত নৈতিক মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায় বিচার করে সে প্রতিটি সম্পাদন করে। প্রতিটি কাজের জন্য কিয়ামতের ভয়াবহ জবাবদিহীতার চিত্র যদি প্রতিটি মানুষ স্মরণ করে তবে তা তাকে যাবতীয় অনাচার, পাপাচার, অনৈকিতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে রক্ষা করবে।

আখিরাতের জবাবদিহিতার এই অনুভূতি এমন এক অভ্যন্তরীণ নিয়ামক শক্তি যা সর্বতোভাবে মানুষের সাথেই লেগে থাকে। নির্জনে ও প্রকাশ্যে কোথাও সে তার নাগাল ছাড়ে না এবং সর্বক্ষণ তার প্রকৃতি ও স্বভাবে আত্মসমালোচনার কাজ জাগ্রত রাখে। এই অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার ধারণার বর্তমানে যদি কোন বাহ্যিক জবাবদিহিতা পয়দা নাও হয় তবুও মানওষের পথভ্রষ্ট হওয়া এবং যুলুম ও অন্যায়ের পথে চলার কোন সম্ভবনা অবশিষ্ট থাকে না। এই জবাবদিহিতার অনুভূতির অনিবার্য ফল এই ছিল যে, হযরত আবূ বাকর (রা) -এর খিলাফতকালে হযরত উমার ফারুক (রা) প্রধান বিচারপতির আসনে দুই বছরে নিয়োজিত ছিলেন। অথচ তাঁর আদালতে একটি মোকদ্দমাও দায়ের করা হয়নি।কেননা সরকার প্রধানসহ সমাজের প্রত্যক দায়িত্বশীল ব্যক্তিই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব এমন নিখুঁতভাবে পালন করেছিলেন যার ফলে কোথাও অধিকার সম্পর্কে কোন অভিযোগ উঠেনি।[২]

কুরআনের আলোকে পরকালীন জীবনের জবাবদিহীতার ভয়াবহ চিত্র ঃ

কিয়ামতের দিন কেউ কার উপকারে আসবে না ঃ

পৃথিবীতে মানুষ বিপদে পড়লে উপকারের জন্য পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্নীয়-স্বজন এগিয়ে আসে। কিন্তু কিয়ামতের দিন কেউ কার উপকারে এগিয়ে আসবে না। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ-يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ-وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ-وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ-لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

যখন কিয়ামত উপস্থিত হইবে সেই দিন মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা হইতে , এবং তাহার মাতা, তাহার পিতা, তাহার পত্নী ও তাহার সন্তান হইতে, সেই দিন উহাদের প্রত্যেকের হইবে এমন গুরুতর অবস্থা যাহা তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত রাখিবে।[৩]

আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُ -

হে মানুষ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের, যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসিবে না, সন্তানও কোন উপকারে আসিবে না তাহার পিতার । আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতারাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই আল্লাহর সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।[৪]

---

[১] . আল-কুরআন(২২ঃ২৩)

[২] সালাহউদ্দীন,মৌলিক মানবাধিকার,অনুঃ মাওঃমুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ,ই ফা বা ১ম প্রকাশ-২০০৪,পৃ-১৮০,

[৩] .আল-কুরআন(৮০ঃ৩৩–৩৭)

[৪] . আল-কুরআন(৩১ঃ৩৩)

Dhaka University Institutional Repository

কিয়ামতের দিন সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং কেউ কার খোঁজ নেবে নাঃ

কিয়ামতের দিন সকল ধরনের বন্ধন ও রক্ত-আত্মীয়তা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং কেউ কার খোঁজ-খবর নেবে না।এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءلُونَ-فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ- وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ- تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ-

এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকিবে না, এবং একে অন্যের খোঁজ-খবর লইবে না। এবং যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই হইবে সফলকাম, এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে তাহারাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে; উহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে। অগ্নি উহাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করিবে এবং উহারা তথায় থাকিবে বীভৎস চেহারায়।[১]

এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ

কিয়ামতের দিবসে উহারা বহন করিবে উহাদের পাপভার তাহাদেরও যাহাদিগকে উহারা অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করিয়াছে। দেখ, উহারা যাহা বহন করিবে তাহা কত নিকৃষ্ট![২]

সেদিন মানুষ তার সমগ্র জীবনের প্রতিটি ভাল ও মন্দ কাজ প্রত্যক্ষ করবে ঃ

কিয়ামতের দিন মানুষ তার সমগ্র পার্থিব জীবনের যাবতীয় ভাল ও মন্দ কাজ প্রত্যক্ষ করবে । এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ-فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ-وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

সেই দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হইবে, যাহাতে উহাদিগকে উহাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। কেহ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে সে তাহা দেখিবে, এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করিলে সে তাহাও দেখিবে।[৩]

আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে– يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হইবে সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চতে রাখিয়া গিয়াছে।[৪]

অন্যত্র বলা হয়েছে–وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاء الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

যাহারা আমার নিদর্শন ও আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তাহাদের কার্য নিষ্ফল হয়। তাহারা যাহা করে তদানুযায়ীই তাহাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে।[৫]

সেদিন মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেঃ

কিয়ামতের দিন মানুষ তার কৃত পাপ ও অপরাধ অস্বীকার করবে, তখন তার প্রতিটি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে । এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

আমি আজ ইহাদের মুখ মোহর করিয়া দিব, ইহাদের হস্ত কথা বলিবে আমার সহিত এবং ইহাদের চারণ সাক্ষ্য দিবে, ইহাদের কৃতকর্মের।[৬]

আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–

---

১. আল-কুরআন(২৩ ঃ ১০১-১০৪)
২. আল-কুরআন(১৬ঃ২৫)
৩. আল-কুরআন(৯৯ঃ৬-৮)
৪. আল-কুরআন(৭৫ঃ১৩)
৫. আল-কুরআন(০৭ঃ১৪৭)
৬. আল-কুরআন(৩৬ঃ৬৫)

Dhaka University Institutional Repository

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ-يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

যেইদিন তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের জিহবা, তাহাদের হস্ত ও তাহাদের চরণ তাহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।সেই দিন আল্লাহ তাহাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তাহার জানিবে আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।[১]

অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ-وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ-هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ-

যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যশ্রয়ীরা হইবে ক্ষতিগ্রস্থ । এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখিবে ভয়ে নতজানু , প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার আমলনামার প্রতি আহবান করা হইবে ও বলা হইবে আজ তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে। এই আমার লিপি, ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। তোমরা যাহা করিতে তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।[২]

সেদিন পাপীদের ফরিয়াদ ও আকুতি কোন কাজে আসবে নাঃ

কিয়ামতের দিন পাপীদের অনেক ফরিয়াদ ও আকুতি করবে। কিন্তু তাদের এসব আকুতি তাদের কোন কাজে আসবে না এবং আযাব থেকে রেহাই দেবে না।এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

হায় তুমি যদি দেখিতে ! যখন অপরাধীরা তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হইয়া বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম ও শ্রবণ করিলাম, এখন তুমি আমাদিগকে পুনরায় প্রেরণ কর, আমরা সৎকর্ম করিব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।[৩]

আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে–

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ-وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

যাহারা কুফরী করে তাহাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। উহাদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হইবে না যে, উহারা মরিবে এবং উহাদিগ হইতে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হইবে না।এইভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি । সেথায় আর্তনাদ করিয়া বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে নিস্কৃতি দাও, আমরা সৎকর্ম করিব, পূর্বে যাহা করিব তাহা করিব না । আল্লাহ বলিবেন , আমি কি তোমাদিগকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করি নাই যে, তখন সতর্ক হইতে চাহিলে সতর্ক হইতে পারিতে ? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও আসিয়াছিল । সুতারাং শাস্তি আস্বাদন কর ; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই।[৪]

কোন মুক্তিপণ বা কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না ঃ

কিয়ামতের দিন কোন অপরাধীর কাছ থেকে কোন ধরণের মুক্তিপণ বা কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। পাপ ও অপরাধ বিনিময়ে শাস্তি ছাড়া অন্য কোন বিনিময় থাকবে না। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ-وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ-وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ-وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ-كَلَّا إِنَّهَا لَظَى- نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى-تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى-وَجَمَعَ فَأَوْعَى-

---

[১] . আল-কুরআন(২৪ঃ২৪-২৫)

[২] . আল-কুরআন(৪৫ঃ২৭-২৯).

[৩] . আল-কুরআন(৩২ঃ১২)

[৪] . আল-কুরআন(৩৫ঃ৩৬-৩৭)

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধী সেই দিনের শাস্তির বদলে দিতে চাহিবে তাহার সন্তান–সন্ততিকে, তাহার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে, তাহার জ্ঞাতি–গোষ্ঠিকে, যাহারা তাহাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সকলকে, যাহাতে এই মুক্তিপন তাহার মুক্তি দেয়। না কখনই নয়, ইহা তো লেলিহান অগ্নি, যাহা গাত্র হইতে চামড়া খসাইয়া দিবে। জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকিবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিলও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল।[১]

আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ-

তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোন কাজে আসিবে না, কাহারও সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে না, কাহারও নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং তাহারা কোন প্রকার সাহায্যপ্রাপ্তও হইবে না।[২]

অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যানীত হইবে। অতঃপর প্রত্যেককে তাহার কর্মের ফল পুরোপুরি প্রদান করা হইবে, আর তাহাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হইবে না।[৩]

প্রত্যেকের প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে এবং প্রত্যেকে তার যথার্থ প্রতিদান প্রদান করা হবে ঃ

কিয়ামতের দিন কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। প্রত্যেকের প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে এবং প্রত্যেকে তার যথার্থ প্রতিদান প্রদান করা হবে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করিব ন্যায় বিচারের মানদন্ড। সুতারাং কাহারও প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না।এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণও ওজনের হয় তবুও উহা আমি উপস্থিত করিব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।[৪]

নৈতিক উন্নয়নের সিঁড়ি আল্লাহর ইবাদাত ঃ

মানব জীবনে নৈতিক উন্নয়নের উৎকৃষ্ট পথ হল আল্লাহর ইবাদত। ইবাদত মানুষকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করে। শুধু তাই নয় ইবাদত কৃতজ্ঞ হওয়ার মাধ্যম। কারণ সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ মানুষের প্রতি সর্বাধিক পরিমাণে অনুগ্রহ করেছেন । তাঁর দয়া ও করুণা এতই সীমাহীন যা বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর দয়া ছাড়া এক মুহূর্তও আমরা জীবন চলবে না। আমাদের যাবতীয় সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে তাঁরই দয়ার উপর। তাই বিবেক ও কৃতজ্ঞতার দাবী হল –আমরা সকলেই যেন কেবলমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও আনুগত্য করি। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ-الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করিয়াছেন এবং

---

[১] .আল-কুরআন(৭০ঃ১১–১৮)

[২]. আল-কুরআন (০২ঃ৪৮)

[৩] . আল-কুরআন(০২ঃ২৮১)

[৪] . আল-কুরআন(২১ঃ৪৭)

Dhaka University Institutional Repository

আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্দারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতারাং তোমরা জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করাইও না।[১]

মহান আল্লাহ মানুষকে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অন্য সকল সৃষ্টির চেয়ে অধিক জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে আল্লাহ তাঁর নিজ প্রতিনিধির মর্যাদা দিয়েছেন।শুধু তাই নয়, অন্য সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের সেবার জন্য, আর মানুষকে সৃষ্টি করেছন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে– وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন্ন এবং মানুষকে এইজন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে।[২] নিম্নে নৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন ইবাদতের তাৎপর্য তুলে ধরা হলো–

০৩. জ্ঞানার্জন এবং তদানুযায়ী নিজকে প্রস্তুতঃ

জ্ঞান ও শিক্ষা মানুষকে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ,ইত্যাদির স্বরূপ তুলে ধরে। জ্ঞান মানুষকে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের মধ্যকার পার্থক্য শিক্ষা দেয়। জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ অকল্যাণ, মিথ্যা, মন্দ ও অন্যায় পরিহার করে সত্য, ন্যায়, ভাল ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। তাই নৈতিক অবক্ষয়রোধে সঠিক জ্ঞানের চর্চার বিকল্প নেই। তাছাড়া আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে যোগ্যতা অর্জনেও জ্ঞানার্জন করতে হবে। এসব কারণে কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। দ্বীন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন সহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণের জন্য ইসলাম বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে।

জ্ঞানার্জন এবং তদানুযায়ী নিজকে প্রস্তুতকরণ মানুষের বড় কর্তব্য ও আল-কুরআনের প্রথম নির্দেশঃ

ইসলাম জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কুরআনে প্রথম যে বাণী নাজিল হয়েছে তা জ্ঞানার্জনের নির্দেশ সম্বলিত। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ-خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ-اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ-الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ -

পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন,সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে আলাক হইতে পাঠ কর, আর তোমর প্রতিপালক মহিমান্বিত যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যাহা সে জানিত না।[৩]

জ্ঞান অনুযায়ী কর্মের নির্দেশ দিয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল–খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকিবে না।[৪]

কল্যাণকর সকল ধরণের জ্ঞানার্জনই ফরজঃ

দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানর্জনের পর মানব জাতির জন্য কল্যাণকর সকল ধরণের জ্ঞানার্জন ফরজ কর্তব্য। এ উৎসাহ প্রদান করে আল-কুরআনে বলা হয়েছে– قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

বল, যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না, তাহারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।[৫] আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا বল, হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর।[৬]

---

১. আল-কুরআন(০২ঃ২১-২২)
২. আল-কুরআন (৫১ঃ৫৬)
৩. আল-কুরআন(৯৬ঃ০১-০৫)
৪. আল-কুরআন(১৩ঃ৩৭)
৫. আল-কুরআন(৩৯ঃ০৯)
৬. আল-কুরআন(২০ঃ১১৪)

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান-প্রজ্ঞা কল্যাণের প্রতীকঃ

জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত একটি উৎকৃষ্ট নিয়ামত। জ্ঞান কল্যাণের প্রতীক। জ্ঞানী ও জ্ঞানার্জকারীদের উচিত জ্ঞানের দ্বারা মানুষের কল্যাণে আত্ম নিয়োগ করা। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ

তিনি যাহাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন এবং যাহাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাহাকে প্রভূত কলাণ দান করা হয় এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে।[১]

অন্যত্র বলা হয়েছে–فاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদিগকে জিজ্ঞাস কর।[২]

জ্ঞানার্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্য মনুষ্যত্যের বিকাশ ও মানব কল্যাণ ঃ

জ্ঞানার্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে স্রষ্টাকে জানা, মনুষ্যত্যের বিকাশই, সুবৃত্তির বিকাশ ও কুবৃত্তি দমন। ভাল-মন্দ যাচাই ও মানব কল্যাণ। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ-

মু'মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বাহির হওয়া সংগত নহে, উহাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বর্হিগত হয় না কেন, যাহাতে তাহারা দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং উহাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পারে , যখন তাহারা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে যাহাতে তাহারা সতর্ক হয়।[৩]

জ্ঞান মানুষকে সভ্য, সংযমী ও সৎ হতে সাহায্য করে ঃ

জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের বিকাশ সাধন নয়, বরং তা আধ্যাত্মিক শক্তির অনুশীলনও বটে। জ্ঞান মানুষকে সভ্য, সংযমী ও সৎ হতে সাহায্য করে । তাইতো জ্ঞানীরা সংযমী ও সৎ মানুষ। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারাই তাঁহাকে ভয় করে।[৪]

রাসূল সা. বলেন– জ্ঞান অর্জন কর। জ্ঞান তার অধিকারীকে ন্যায়-অন্যায় চিনতে সহায়তা করে । বেহেশতের পথকে তা আলোকিত করে, নির্বান্ধব অবস্থায় এই জ্ঞান আমাদের সংগী, এই জ্ঞান আমাদের সুখের পথে পরিচালিত করে; দুর্দশায় তা আমাদের রক্ষা করে, শত্রুর বিরুদ্ধে তা অস্ত্র আর বন্ধু সমাবেশে তা অলংকার । এই জ্ঞানের জন্য আল্লাহ জাতিসমূহকে উন্নত করেন। এবং সৎকাজে তাদের পথ প্রদর্শন করেন তাদের নেতৃত্ব দান করেন, তা এতোদূর পর্যন্ত যে তাদের পদক্ষেপ অনুসৃত হয়, তাদের কার্যাবলী অনুকৃত হয় এবং তাদের মতামত অনায়াসে গৃহীত হয়।[৫]

বর্তমান মুসলিম সমাজের পতনের পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ–জ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ আবদুল হামিদ আবু সুলাইমান বলেন–মুসলিম জাতির মূল্যবোধ এবং রীতিনীতি এবং এর মানবীয় ও বৈষয়িক সম্পদ সম্পর্কে ধারণা থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি উম্মাহ সম্পর্কে গভীর ধারণা না রাখেন তাহলে তার পক্ষে উম্মাহর বর্তমান সাংস্কৃতিক অধঃগতি, রাজনৈতিক বিচ্যুতি এবং এবং উম্মার মানবিক দূর্ভোগ দুর্দশা সম্পর্কে সঠিক ভাবে ধারণা করা কঠিন হবে। আর এটাই হলো উম্মাহর মূল সংকট। এটা অবশ্যম্ভাবী যে, এ ধরণের পশ্চাৎপদ এবং

---

১. আল-কুরআন (০২ঃ২৬৯)

২. আল-কুরআন(২১ঃ০৭)

৩. আল-কুরআন (০৯ঃ১২২)

৪. আল-কুরআন (৩৫ঃ২৮)

৫.সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম,,লেখক মণ্ডলী, ইফাবা,প্রকাশ -২০০১,পৃ-২৬-২৭,

Dhaka University Institutional Repository

দিক নির্দেশনাহীন অবস্থা মুসলিম উম্মাহর চেতনার জগতে প্রধান বিষয় হিসেবে গণ্য ছিল যা মুসলিম উম্মাহর অগ্রবর্তী চিন্তাশীল মণীষীগণ বরাবরই করে এসেছেন। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, উম্মাকেই পরিবর্তন, সংস্কার ও পুনর্জাগরণ সম্ভব করতে হবে।[১] আর এর প্রধান মাধ্যমই হল জ্ঞান।

০৪.সালাত(নামাজ) কায়েমঃ

আগুনে পড়ে বাঁশ বা কাঠ নরম করে সোজা করাকে অভিধানে সালাত বলে। সালাতের আরো অর্থ রয়েছে। যেমন–দু'আ, রহমত, বরকত, তা'যীম;[২]

শরীয়তের পরিভাষায়–দৈনিক নিদিষ্ট সময়ে নির্ধারিত নিয়মে আল্লাহর লাভের উদ্দেশ্যে বিশেষ ইবাদতকে সালাত বলে।

সালাত আত্মিক পরিশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফরজগুলোর অন্যতম। সালাত দ্বীনের দ্বিতীয় স্তম্ভ। কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থকারী। জান্নাতের চাবিকাঠি। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–**وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ**

তোমরা সালাত কায়েম ও যাকাত দাও এবং যাহারা রুকু করে তাহাদের সহিত রুকু কর।[৩]

যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে রক্ষার মোক্ষম পন্থা সালাতঃ

সালাত ব্যক্তির যাবতীয় অন্যায়, অশ্লীল ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। চারিত্রিক কলুষতা যেমন–দম্ভ-অহংকার, ক্রোধ,বিশ্বাসঘাতকতা, শত্রুতা ইত্যাদি মন্দ বিষয় থেকে পবিত্র করে তোলে। সালাত বান্দার মধ্যে উন্নত মহৎ গুণাবলী যেমন–চিন্তার পরিশুদ্ধি, বিশ্বাসের স্বচ্ছতা, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা, সহনশীলতা, সাম্য, সৌহাদ্য, ঐক্য, ন্যায়বিচার আনুগত্য, আমানতদারিতা ইত্যাদির বিকাশ ঘটায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

তুমি আবৃত্তি কর কিতাব হইতে যাহা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। এবং সালাত কায়েম কর। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হইতে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা জানেন।[৪]

সালাত আত্মগঠন ও সমাজ সংশোধনের শিক্ষা দেয়ঃ

সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের আত্মগঠন, আত্মসংশোধন ও সমাজ সংশোধনের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে দৈনিক পাঁচবার জামাতের সাথে সালাত কায়েমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

আমি ইহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান কলি ইহারা সালাত কায়েম করিবে, যাকাত দিবে, এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্য নিষেধ করিবে, আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।[৫]

---

[১] আবদুল হামিদ আবু সুলাইমান,মুসলিম মানসে সংকট,অনুঃ মাহবুবুল হক, বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, প্রকাশ-২০০৬, পৃ-১৪,

[২] .ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআনের পরিভাষা,কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা,প্রকাশকাল-১৯৯৮, পৃ-১২৩,

[৩] . আল-কুরআন(০২ঃ৪৩)

[৪] . আল-কুরআন **(২৯ঃ৪৫)**

[৫] . আল-কুরআন(২২ঃ৪১)

Dhaka University Institutional Repository

সালাত আল্লাহর স্মরণ ও নৈকট্য লাভের উৎকৃষ্ট মাধ্যম ঃ

সালাত আল্লাহকে স্মরণের যেমন উৎকৃষ্ট পন্থা তেমনি আল্লাহর নৈকট্য লাভের বড় মাধ্যম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

আমিই আল্লাহ, আমা ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্বরণার্থে সালাত কায়েম কর।[১]

সালাতের মধ্যে হৃদয়–মনে সর্বদা আল্লাহর স্মরণ জাগরুক রাখার মাধ্যমে হৃদয়-মনকে যাবতীয় খারাপ বিষয় থেকে ফিরিয়ে রাখার মোক্ষম মাধ্যম সালাত। রুকু-সিজদা সহ সালাতের বিভিন্ন পর্যায়ে অনুনয়-বিনয় সহকারে তাসবীহ ও আল্লাহর প্রশংসা করা হয়।এর ইতিবাচক প্রভাব ব্যক্তির আত্মার উপর পড়ে এবং আত্মকে পরিশুদ্ধ করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। তাছাড়া সালাতের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াতে আল্লাহ তা'য়ালার কোন আদেশ বা নিষেধ অথবা পরকালের কোন চিত্র থাকে যা মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও নৈতিক মূল্যবোধের সৃষ্টি করে।

শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের শিক্ষা প্রদান করে ঃ

সালাতে পারস্পারিক ভালবাসা, সাহায্যও সৌভ্রাতৃত্বের শিক্ষাপ্রদান করে। দৈনিক পাঁচবার সালাতে সাক্ষাত লাভের মাধ্যমে পারস্পারিক খোঁজখবর নেয়ার মাধ্যমে আত্মিক ও সমাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সালাতের মাধ্যমে মানবতার প্রতি শান্তি কামনার নির্দেশ রয়েছে। এভাবে সালাতের মধ্যে নানাবিধ উপকারিতা আছে যে কারণে সালাতকে আল্লাহ উত্তম ব্যবসার সাথে তুলনা করেছেন।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

যাহারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কয়েম করে, আমি তাহাদিগকে যে রিজিক দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যাহার ক্ষয় নাই।[২]

আনুগত্য, শৃঙ্খলা ও ভদ্রতা শিক্ষার মাধ্যম সালাতঃ

সালাত বান্দাকে আনুগত্য, সাম্য, শৃঙ্খলা ও ভদ্রতা শিখায়। দৈনিক নিদিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পক্রিয়ায় পাঁচবার সালাত যেভাবে আল্লাহর আনুগত্যের উত্তম শিক্ষা দেয় তেমনি সালাতে শৃঙ্খলা ও ইমামের(নেতার) আনুগত্যেরও উত্তম শিক্ষা দেয়।

০৫.সাওম (রোজা)পালনঃ

যাবতীয কাজ ও কথা থেকে সাধারণত বিরত রাখাকে অভিধানে সাওম বলে।

আর সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে পানাহার ও স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাকাকে শরিয়তের পরিভাষায় সাওম বলে।[৩]

রোযা কুপ্রবৃত্তি দমন করেঃ

রোযা রোযাদারের কুপ্রবৃত্তি দমন করে, নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে রাখে, আল্লাহ ভীতি, আত্মসংযম প্রদর্শন ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের মূলশিক্ষা প্রদান করে। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে মুমিনগণ ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হইল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হইতে পার ।[১]

---

[১] . আল-কুরআন(২০ঃ১৪)

[২] . আল-কুরআন(৩৫ : ২৯)

[3] ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআনের পরিভাষা, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৭,

[১] . আল-কুরআন(০২ ঃ১৮৩)

Dhaka University Institutional Repository

রোযা রোযাদারকে মিথ্যাচার, পরচর্চা-পরনিন্দ, পাপাচার ও যাবতীয় অনাচার থেকে দূরে রাখতে সহায়তা করে। রাসূল সা. বলেছেন–যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্য কথা ও গর্হিত আচরণ পরিত্যাগ করে না। আল্লাহর জন্য তার খাদ্য পানীয় পরিত্যাগের প্রয়োজন নেই।[১]

রোযা ধৈর্য, সহানুভূতি ও সৌভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়ঃ

ধনী রোযাদার ব্যক্তি রোযার মাধ্যমে ক্ষুধা-পিপাসার কষ্ট অনুভব করতে পারে। ফলে দুঃখী-দরিদ্রের প্রতি সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব, ধৈর্য ও সহানুভূতি প্রর্দশনের মনোভাব তার জন্ম হয়। যা সমাজে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি, ভালবাসা ও সৌহার্দ্য বাড়ায়। ধনীরা দরিদ্রেদ্রের প্রতি তার কর্তব্য অনুধাবন করতে পারে। রোযা কামনা-বাসনা পরিহার এবং ধৈর্যের প্রশিক্ষণের প্রধান বাহক।

রোযা আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভের মোক্ষম মাধ্যমঃ

রোযা হল এমন তাকওয়া যা ঈমানের নূর, যা কলুষতা থেকে রক্ষা করে, অশ্লীলতার কর্দমাক্ততা থেকে রক্ষা করে রোজাকে শরীয়াতের কাংখিত উদ্দেশ্যের গুণাবলী দ্বারা নির্ধারিত সময়ে আদায় করা হয় যার ফলে যা অশ্লীলতা ও গর্হিত কার্যাবলী পরিহারের সুযোগ করে দেয়।

রোযা প্রবৃত্তিকে দমন করে ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য করে। এভাবে প্রবৃত্তি দিনের পর দিন রোযা রেখে সংযমে অভ্যস্ত হয় ফলে তাকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য সফল হয়।.....মানুষের ফেরেশতা স্বভাকে জোরদার করে এবং পশু স্বভাবকে দুর্বল করে। আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রোযার চেয়ে ফলপ্রসূ কোন আমল নেই।.....রোযা প্রবৃত্তিকে যত বেশী নিয়ন্ত্রিত করে পাপও তত বেশী হ্রাস পায়। ফলে তা মানুষকে ফেরেশতার স্বভাবের সাথে তুলনীয় করে তোলে।[২]

০৬. জাকাত আদায় ও দান-সাদাকার ব্যাপারে তৎপরতাঃ

পবিত্র, বিশুদ্ধ, প্রবৃদ্ধি, প্রশংসা ইত্যাদি যাকাতের আভিধানিক অর্থ।

শরিয়তের নির্ধারিত শর্তানুযায়ী নিদিষ্ট ক্ষেত্রে সম্পদের দেয় অংশকে পরিভাষায় যাকাত বলে।[৩]

যাকাত আত্মিক পবিত্রতা, দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক শান্তি-ভারসাম্য রক্ষার বাহনঃ

যাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। যাকাত মানুষকে কৃপনতা ও মানসিক সংকীর্ণতা থেকে পবিত্র করে। নৈতিক সমৃদ্ধি ঘটায়। মানব সমাজ থেকে ক্ষুধা, দরিদ্র্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনা দূর করে। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও বন্ধন সৃষ্টির উৎকৃষ্ট পন্থা। সামাজিক ভারসাম্য, সমাজের নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যাকাত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম বাহন। যাকাতের ইহকালীন উপকারিতার যেমন অপরিসীম তেমনি পরকালীন গুরুত্বও অনেক। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا–

উহাদের সম্পদ হইতে সাদাকা(যাকাত) গ্রহণ করিবে। ইহার দ্বারা তুমি উহাদিগকে পবিত্র করিবে এবং পরিশোধিত করিবে।[৪]

---

[১] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুস সাওম,

[২]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী,হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ,প্রাগুক্ত,পৃ-২৩১,

[৩]. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআনের পরিভাষা, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৯,

[৪].আল-কুরআন(০৭ঃ১০৩)

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত দরিদ্রের প্রতি করুণা নয় বরং তাদের অধিকারঃ

অধিকাংশ লোক যাকাতকে দরিদ্রের প্রতি করুণা মনে করে থাকে। কিন্তু যাকাত কোন করুণা নয়, বরং তা হল ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের আল্লাহ প্রদত্ত প্রাপ্য অধিকার যেমন পিতার সম্পদে পুত্রের অধিকার। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ তাহাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতের হক।[১]

যাকাত আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যমঃ

যাকাত মহান আল্লাহর ক্রোধ নির্বাপিত করে। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের একটি বড় মাধ্যম। আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের উপায়। মনের সংকীর্ণতা-নীচুতা দূরীকরণের এবং মানসিক উৎকর্ষতার সোপান।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাহাদের পুণ্যফল তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে,তাহাদের কোন ভয় নাই,এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– لن تَنالوا البرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

তোমরা যাহা ভালবাস তাহা হইতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পূণ্য লাভ করিবে না। তোমরা যাহা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ অবশ্যই সে সম্বন্ধে অবহিত।[৩]

আরও বলা হয়েছে–

وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

যে ধন-সম্পদ তোমার ব্যয় কর তাহা তোমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করিয়া থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহার পুরুস্কার তোমাদিগকে পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হইবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না।[৪]

যাকাত ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সেতু বন্ধনঃ

যাকাতে নিঃস্বার্থভাবে দান ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সেতু বন্ধনের ভূমিকা পালন করে। মহান আল্লাহ বলেন–

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا-وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا-

তাহারা কর্তব্য পালন করে এবং এবং সেই দিনের ভয় করে, যেই দিনের বিপত্তি হইবে ব্যাপক। আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্থ , ইয়াতীম,ও বন্দীকে আহার্য দান করে,এবং বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদিগকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হইতে প্রতিদান চাহি না, কৃতজ্ঞতাও নহে।[৫]

যাকাত পরকালীণ অকল্যাণ ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তির পাথেয়ঃ

যারা সম্পদের যাকাত আদায় করে না তাদের পরকালনি পরিণতি অতীব ভয়াবহ। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

---

১ .আল-কুরআন(৫১ঃ২০)

২ .আল-কুরআন(০২ঃ২৭৪)

৩ .আল-কুরআন(০৩ঃ৯২)

৪ .আল-কুরআন(০২ঃ২৭২)

৫ . আল-কুরআন(৭৬ঃ৭-৯)

Dhaka University Institutional Repository

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ- يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ-

আর যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং এবং উহা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহাদ্বারা তাহাদের ললাট পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে সেদিন বলা হইবে, ইহাই উহা যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করিতে। সুতারাং তোমরা যাহা পুঞ্জীভূত করিয়াছিলে তাহা আস্বাদন কর।[১]

আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ-وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ- وَلَن يُؤَخِّرَ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে মু'মিনগণ ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান–সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর স্বরণে উদাসীন না করে ,যাহারা উদাসীন হইবে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্থ।আমি তোমাদিগকে যে রিযক দিয়াছি তোমরা তাহা হইতে ব্যয় করিবে তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিবার পূর্বে । অন্যথায় মৃত্যু আসিলে সে বলিবে , হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত হইতাম! কিন্তু যখন কাহারও নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইবে , তখন আল্লাহ তাহাকে কিছুতেই অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।[২]

যাকাত পাপ মোচনকারীঃ

যাকাত মহান আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত ও পাপীর পাপমোচন করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে উহা ভাল; আর যদি তাহা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্থকে দান কর তাহা তোমাদের জন্য আরও ভাল ; এবং এতে তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করিবেন; তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা সম্যক অবহিত।[৩]

যাকাত পূণ্য লাভের মাধ্যমঃ

যাকাত পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ লাভের বড় মাধ্যম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

যাহারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কয়েম করে, আমি তাহাদিগকে যে রিজিক দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যাহার ক্ষয় নাই।[৪]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ-

উহারা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যাহাই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে তাহা উহাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয় –যাহাতে উহারা যাহা করে, আল্লাহ তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার উহাদিগকে দিতে পারেন।[৫]

প্রকৃত অভাবগ্রস্ত লোক খুঁজে দান করাও নৈতিক দায়িত্বঃ

যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত অভাবী খুজে বের করে দান করা উচিত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

---

[১].আল-কুরআন (০৯ঃ৩৪-৩৫)

[২].আল-কুরআন (৬৩ঃ০৯-১১)

[৩].আল-কুরআন (০২ঃ২৭১)

[৪].আল-কুরআন (৩৫ : ২৯)

[৫] .আল-কুরআন(০৯ঃ১২১)

Dhaka University Institutional Repository

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ-

ইহা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকদের ; যাহারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত থাকে যে, দেশময় ঘুরাফিরা করিতে পারে না; যাচঞা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে অভাবমুক্ত মনে করে; তুমি তাহাদের লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে। তাহারা মানুষের নিকট নাছোড় হইয়া যাচঞা করে না। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ তো তাহা সবিশেষ অবহিত।[১]

০৭.হাজ্জ আদায়ঃ

হাজ্জ এর অভিধানিক অর্থ– ইচ্ছা করা, উপস্থিত হওয়া, মনোনিবেশ করা ইত্যাদি।

শরীয়তের পরিভাষায়– নির্দিষ্ট মাসে নিদিষ্ট নিয়মে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, যিয়ারত, উকুফ, কুরবাণী ইত্যাদি আরকান-আহকাম পালন করা।[২]

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের পঞ্চম স্তম্ভ হল হাজ্জ। হাজ্জ বিশ্ব মুসলিমের এক মহাসম্মেলন। হাজ্জ ঐক্য, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা ও পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতার এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেন

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ-

নিশ্চয়ই মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তো তো বাক্কায় উহা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী।[৩]

হজ্জের নৈতিক শিক্ষাঃ

ঐক্য, বিশ্বভ্রাতৃত্ব-ভালবাসার শিক্ষাঃ

হাজ্জ মুসলমানদের আন্তর্জাতিক বার্ষিক সম্মেলণ যা মুসলমাদের মধ্যে ঐক্য ও ভালবাসা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।। হজ্জের সময় সারা পৃথিবীর মানুষ মক্কায় ও আরাফার ময়দানে সমবেত হয়। এতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আগত জ্ঞানী-গুণী,বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদের মধ্যে মতবিনিময়, পরামর্শ ও আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। হাজ্জের মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়ে পারস্পারিক ভাববিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। হজ্জ এমন একটি ইবাদত যা মুসলিম জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করে এবং পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতার আহবান জানায়। ইসলামী দেশগুলো মধ্যে পরস্পর পরস্পরের দায়িত্ব আদায়ে উৎসাহিত করে। এসব বহুবিদ কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে হাজ্জ ফরজ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর।[৪]

বিশ্বশান্তি ও সংযমের শিক্ষাঃ

হাজ্জ মানুষকে শান্তি প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়। হজ্জের সময় হজ্জপালনকারীর জন্য যে সব কাজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ তন্মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ অন্যতম। হাজ্জের সময় স্ত্রী সম্ভোগ, ভোগ-বিলাস ও পাপচার নিষিদ্ধ, যা মানুষকে সংযমের শিক্ষা দেয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ-

---

[১] .আল-কুরআন(০২৪২৭৩)

[২] ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআনের পরিভাষা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩০,

[৩] .আল-কুরআন(০৩৪৯৬)

[৪] .আল-কুরআন(০২৪১৯৬)

Dhaka University Institutional Repository

হজ্জ বিদিত মাসসমূহে । অতঃপর যে কেহ এই মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে তাহার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ–বিবাদ বিধেয় নহে।[১]

সাম্যের শিক্ষাঃ

হাজ্জের সময় বিভিন্ন জাতি যেমন-ধনী-দরিদ্র, সাদা-কলো, সবাই একই কাপড় পরিধান করে একই উদ্দেশ্যে সমবেত হয়, যা সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সৃষ্টি এবং বর্ণবাদ, জাতিগত কৌলিন্য দূরীকরণের এক অপূর্ব শিক্ষা দেয়। হাজ্জের সময় মুহরিমকে নিদিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট নিয়মে কতগুলো কাজ সম্পন্ন করতে হয়, যা মানুষকে শৃঙ্খলার শিক্ষা দেয়।

০৮.অন্যায় ও অসত্য নির্মূলে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ ঃ

জিহাদ শব্দের শাব্দিক অর্থ– চুড়ান্ত চেষ্টা করা, কঠোর সাধনা করা, কঠোর পরিশ্রম করা, কোন কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করা, ইত্যাদি।

শরীয়াতের পরিভাষায়–পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন (ইসলাম) সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জীবন-সম্পদের মাধ্যমে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা । কার কার মতে–কাফিরদের মধ্যে যাদের সংগে চুক্তি বা অঙ্গীকার নেই তাদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করা। কেউ কেউ বলেন– অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে শরীয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করার নিমিত্তে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে যুদ্ধ করা।

অন্যায়, অসত্য, যুলুম-নির্যাতন, নিপীড়ন ইত্যাদি প্রতিরোধ এবং বিপন্ন মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে জিহাদের বিধান দেয়া হয়েছে। জিহাদ বিভিন্নধরনের হতে পারে–ক. কাফির, মুশরিক, নাস্তিক, ও মুনাফিক সহ ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করে সংগ্রাম করা। খ.মানুষের চরম শত্রু ইবলিস ও কু-প্রবৃত্তি(যা মানুষকে কুপথে পরিচালিত করে)র বিরুদ্ধে চিরন্তন লড়াই।গ. খোদাদ্রোহী শকিত্মর বিরুদ্ধে মেধা-যোগ্যতা, লিখনী, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রচার-প্রচরণা,রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সংগ্রাম।

সমাজ থেকে সকল অনাচার, অন্যায় ও অসত্য নির্মূল জন্যই জিহাদঃ

মানব সমাজ থেকে সকল ধরনের অন্যায়, অনাচার,অবিচার, যুলুম-নিযাতন, নিপীড়ন, শোষণ, ফিৎনা-ফাসাদ ও অশান্তি নির্মূলের জন্য মহান আল্লাহ জিহাদ ফরজ করেছে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ

আর তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয় । যদি তাহারা বিরত হয় তবে যালিমদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও আক্রমন করা চলিবে না।[২]

মহান আল্লাহ আরও বলেন–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-

তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকিবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রীকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ।[৩]

---

[১] .আল-কুরআন(০২ঃ১৯৭)

[২] .আল-কুরআন(০২ঃ১৯৩)

[৩] .আল-কুরআন(০৮ঃ৩৯)

Dhaka University Institutional Repository

নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী যালিম দুস্কৃতিকারী অপশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদঃ

জিহাদ হবে দেশ ও সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সত্যত্যাগী, যালিম, অপশক্তির বিরুদ্ধে, যারা ইসলাম ও মানবতার দুশমন।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরূদ্ধে জিহাদ কর ও উহাদের প্রতি কঠোর হও; উহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যবর্তনস্থল![১]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহে ঈমান আনে না শেষদিনেও নহে এবং আল্লাহ ও তাহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না; তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া স্বহস্তে জিযয়া দেয়।[২]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

তোমাদের কী হইল যে, তোমরা যুদ্ধ করিবে না আল্লাহর পথে অসহায় নর-নারী এবং শিশুদের জন্য, যাহারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক ! এই জনপদ, যাহার অধিবাসী যালিম, উহা হইতে আমাদের অন্যত্র লইয়া যাও ; তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের সহায় কর।[৩]

মহান আল্লাহ আরও বলেন–

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ

যাহারা মু'মিন তাহারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যাহারা কাফির তাহারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

সত্য-সুন্দর, শান্তি ও ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠাই জন্যই জিহাদের বিধানঃ

সমাজে সত্য, সুন্দর, ন্যায়–ইনসাফ, শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং যুলুম নির্মূল উদ্দেশ্য সকল যুগের মু'মিনদের উপর জিহাদের বিধান ছিল। কিয়ামত পর্যন্ত এ বিধান কার্যকর থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ- وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

এবং কত নবী যুদ্ধ করিয়াছে তাহাদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা ছিল।আল্লাহর পথে তাহাদের যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহাতে তাহারা হীনবল হয় নাই, দুর্বল হয় নাই, এবং নত হয় নাই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের ভালবাসেন। এই কথা ব্যতীত তাহাদের আর কোন কথা ছিল না, হে আমাদের প্রতিপালক! । আমাদের পাপ এবং আমাদের সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।[৪]

---

[১] .আল-কুরআন (০৯ঃ৭৩)

[২] .আল-কুরআন(০৯ঃ২৯)

[৩] .আল-কুরআন(০৪ঃ৭৫)

[৪] .আল-কুরআন(০৩ঃ১৪৬-১৪৭)

Dhaka University Institutional Repository

জিহাদ মু'মিনদের একান্ত কর্তব্যঃ

জিহাদ মু'মিনদের উপর অর্পিত বড় দায়িত্ব। এ থেকে পিছে থাকার কোন সুযোগ নেই। যদি কোন মুসলিম জিহাদের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে তবে মুনাফিক হিসেবে সে গণ্য হবে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ-

নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের নিকট হইতে জান্নাতের বিনিময়ে তাহাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়।[১]

মহান আল্লাহ আরও বলেন–

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

অভিযানে বাহির হইয়া পড়, হালকা অবস্থায় হউক অথবা ভারি অবস্থায়, এবং সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ওজীবন দ্বারা উহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানিতে।[২]

জিহাদ পরিত্যাগই সকল লাঞ্ছনা-হীনতা মূলকারণঃ

মুসলমানদের পতন ও বর্তমান পৃথিবী মুসলমানদের লঞ্চনা-বঞ্চনার প্রধান কারণ জিহাদ প্রতি অনীহা ও জিহাদ পরিত্যাগ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ-

বল তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা , তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠি, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত । আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।[৩]

মহান আল্লাহ আরও বলেন–

إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যদি তোমরা অভিযানে বাহির না হও, তবে তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।[৪]

জিহাদের পুরস্কারঃ

কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারীদের আল্লাহ সুমতি দান করেন এবং সত্য পথে পরিচালিত করেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

যাহারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাহাদিগকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করিব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়নদের সঙ্গে থাকেন।[৫]

জিহাদকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

---

[১] .আল-কুরআন(০৯ঃ১১১)
[২] .আল-কুরআন(০৯ঃ৪১)
[৩] .আল-কুরআন(০৯ঃ২৪)
[৪] .আল-কুরআন(০৯ঃ৩৯)
[৫] .আল-কুরআন(২৯ঃ৬৯)

Dhaka University Institutional Repository

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

যাহারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ তাহাদিগকে ভালবাসেন।[১]

জিহাদ পাপ মোচন করে দেয় এবং জিহাদের বিনিময়ে রয়েছে ক্ষমা,জান্নাত ও মহাপুরস্কার।এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ-تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে? উহা এই যে, তোমা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তোমাদের তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করিবে। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে! আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদের দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিতএবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাস গৃহে। ইহাই মহাসাফল্য।[২]

০৯. তাকওয়া অবলম্বন ঃ

তাকওয়া এর শাব্দিক অর্থ-রক্ষা করা, বেঁচে থাকা, সতর্ক ও সজাগ থাকা, ভয় করা।

পরিভাষায় তাকওয়া অর্থ– আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর আদেশ মেনে চলা এবং তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকা। ভিন্ন মতে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা হারানোর ভয়ে সদা তার অভিমুখী থাকা এবং এমন কোন কাজ না করা যা তাঁর পছন্দ নয়।[৩]

যাহারা তাকওয়ার চর্চা করেন তাহারাই মুত্তাকী। মুত্তাকীদের স্বরূপ তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

যাহারা সত্য আনিয়াছে এবং যাহারা সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে তাহারাই তো মুত্তাকী।[৪]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ-

আল্লাহ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তমবাণী সম্বলিত কিতাব যাহা সুসমঞ্জস্য এবং যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। ইহাতে, যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাহাদের দেহ-মন বিনম্র হইয়া আল্লাহর স্মরণে ঝুকিয়া পড়ে। ইহাই আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ, তিনি উহা দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কান পথপ্রদর্শক নাই।[৫]

তাকওয়ার কয়েকটি স্তর রয়েছে-

সর্বনিম্ন স্তর হলো-শিরক, কুফর ও নিফাক থেকে বেঁচে থাকা।

দ্বিতীয় স্তর হলো-এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা,যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয় নয়।

তৃতীয় স্তর হলো - অন্তর থেকে আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহর স্মরণ তাঁর সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা। এ স্তরটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর।

---

[১] .আল-কুরআন(৬১ঃ০৪)

[২].আল-কুরআন(৬১ঃ১০-১২)

[৩] ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআনের পরিভাষা, প্রাগুক্ত, পৃ-২০৪,

[৪] .আল-কুরআন(৩৯:৩৩)

[৫] .আল-কুরআন(৩৯ : ২৩)

Dhaka University Institutional Repository

তাকওয়া উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিকারী মহৎ গুণঃ

মানব জাতির উন্নত নৈতিক চরিত্র ও মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রধান উপায় ও অবলম্বন তাকওয়া । এজন্য মহান আল্লাহ তাকওয়ার অবলম্বনের ব্যাপারে অনেকবার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

হে মু'মিনগণ!তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হইয়া কোন অবস্থায় মরিওনা[১]

আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করতে না পারলে যথাসাধ্য ভয় সকলের প্রচেষ্টা করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন–

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ

তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, এবং শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের কল্যাণের জন্য।[২]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔

হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী করেন, যিনি তাহদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর, এবং সর্তক থাকা জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্ক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।[৩]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের, যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসিবে না, সন্তানও কোন উপকারে আসিবে না তাহার পিতার। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।[৪]

তাকওয়া সমাজে সাম্যের রক্ষাকবচ, বর্ণ-শ্রেণীভেদ বৈষম্য নির্মূলকারীঃ

পৃথিবীতে মানুষ ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, সৌন্দর্য ও প্রতিভা ইত্যাদি কারণে একে অন্যের নিকট মর্যাদাবান হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহর নিকট ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, সৌন্দর্য ও প্রতিভা নয় বরং মানুষের সম্মান-মর্যাদার একমাত্র মানদন্ড হল তাকওয়া। মুত্তাকী ব্যাক্তিরাই একমাত্র মর্যাদাবান। এক্ষেত্রে সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-মূর্খ, কুৎসিত-সুন্দর বিচার্য নয় । এই ধারণা সমাজে থেকে সকল ধরণের ভেদাভেদ নির্মূল করে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔

হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।[৫]

---

[১] .আল-কুরআন(০৩ : ১০২)

[২] .আল-কুরআন(৬৪ঃ১৬)

[৩] .আল-কুরআন(০৪ : ০১)

[৪] .আল-কুরআন(৩১ : ৩৩)

[৫] .আল-কুরআন(৪৯ : ১৩)

Dhaka University Institutional Repository

তাকওয়া সততা,সুবৃত্তি ও সৎ মানুষের পৃষ্ঠপোষকঃ

তাকওয়া সততা ও সুবৃত্তির লালন করে। তাকওয়াবানরা সত্যপুজারী হন। ফলে সমাজে সততা ও সৎ গুণাবলীর চর্চা বৃদ্ধি পায়, যা সমাজকে উন্নত মূল্যবোধের দিকে ধাবিত করে। এর ফলে সর্বত্তোম মানুষেরা সমাজে সমাদৃত হন।এদিকে উৎসাহিত করে মহান আল্লাহ আরও বলেন--يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল;[১]

তাকওয়া ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নিয়ামক শক্তিঃ

তাকওয়া ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নিয়ামক শক্তি।এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

সুবিচার করিবে, ইহা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করিবে, তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহার সম্যক খবর রাখেন।[২]

তাকওয়া সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায় এর মধ্যে পার্থক্যবোধের অনুভূতি সৃষ্টি করেঃ

তাকওয়ার মাধ্যমে মানুষ সত্য-মিথ্যা ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় এর মধ্যে পার্থক্যবোধের বিশেষ অনুভূতি ও শক্তি অর্জন করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ-

হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে আল্লাহ তোমাদিগকে ন্যায় –অন্যায় পার্থক্য করিবার শক্তি দিবেন , তোমাদের পাপ মোচন করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং আল্লাহ অতিশয় মংগলময়।[৩]

তাকওয়া শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা দমন করে মুক্তির পথ নির্দেশ করেঃ

তাকওয়া মানুষকে শয়তান ও কুপ্রবৃত্তি কুমন্ত্রণা দমন করে তাকে মুক্তির পথ নির্দেশ করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

যাহারা তাকওয়ার অধিকারী হয় তাহাদিগকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তাহারা আল্লাহকে স্বরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের চক্ষু খুলিয়া যায়।[৪]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى-وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى

পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হইতে নিজকে বিরত রাখে। জান্নাতই হইবে তাহার আবাস।[৫]

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রধান উপায়ঃ

তাকওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রধান উপায়।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

আর যে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তাহার জন্য রহিয়ছে দুইটি উদ্যান।[৬]

---

[১] .আল-কুরআন(৩৩ : ৭০)
[২] .আল-কুরআন (০৫ : ০৮)
[৩] .আল-কুরআন (০৮ঃ২৯)
[৪] .আল-কুরআন(০৭ঃ২০১)
[৫] .আল-কুরআন(৭৯ : ৪০-৪১)
[৬] .আল-কুরআন (৫৫ : ৪৬)

Dhaka University Institutional Repository

তাকওয়ার নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যমানঃ

তাকওয়া হল যাবতীয় ইবাদতের নির্যাস। যাবতীয় ইবাদতের উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা।এ সম্পর্কে কুরবানীর দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন–

لن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

আল্লাহ নিকট পৌছায় না উহাদের গোশত এবং রক্ত, বরং পৌছায় তোমাদের তাকাওয়া। এইভাবে তিনি ইহাদিগকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মপরায়ণদিগকে।[১]

তাকওয়া আল্লাহর সাহায্য নাজিল, পাপ মোচন ও পবিত্র জীবনের পাথেয়ঃ

তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও সাহায্য নাজিল। তাকওয়া মানুষের পাপ মোচন ও পবিত্র করে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا- وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

যে কেহ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাহার পথ করিয়া দিবেন। এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত উৎস হইতে দান করিবেন রিয্ক। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তাহার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তাহার ইচ্ছা পুরণ করিবেনই ; আল্লাহ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তাহার সমস্যা সমাধান সহজ করিয়া দিবেন। আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তাহার পাপ মোচন করিবেন এবং তাহাকে দিবেন মহাপুরুস্কার।[২]

তাকওয়া সমাজে কল্যাণ,শান্তি-নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির প্রধান উপকরণঃ

তাকওয়া সমাজের মানুষের মধ্যে উন্নত সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে, যা সমাজকে সুন্দর, সুষ্ঠ, সুশৃঙ্খল ও শান্তি ময় করে তোলে। তাকওয়া সামাজিক নিরাপত্তা, সম্প্রীতি, সংহতি ও সামাজিক আস্থা গড়ে তোলে।

তাকওয়ার প্রতিদান জান্নাত ঃ

তাকওয়া অর্জনকারীদের পরকালীন প্রতিদান জান্নাত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করিত তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। যখন তাহারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হইবে ও ইহার দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জান্নাতের রক্ষিরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতের প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। তাহারা প্রবেশ করিয়া বলিবে, প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁহারা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বাস করিব। সদাচারীদের পুরষ্কার কত উত্তম।[৩]

---

[১].আল-কুরআন (২২ : ৩৭)

[২].আল-কুরআন (৬৫ঃ০২-০৫)

[৩] .আল-কুরআন(৩৯ : ৭৩-৭৪)

Dhaka University Institutional Repository

তাকওয়া অবলম্বন প্রয়োজনীয়তা ঃ

মহান আল্লাহ প্রতিমুহূর্তে আমাদের প্রত্যেকের বাহ্যিক-অভ্যন্তরীন সকল কর্ম-আচরণ, এমনকি অন্তর উদিত ভাবনাও প্রত্যক্ষ ও পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টি বাইরে কোন কিছুই নেই। সর্বশক্তিমান ও মহামর্যাদাবান স্রষ্টার দৃষ্টির সামনে তাঁর নির্দেশ উপেক্ষা করে পাপাচার, অনাচার, মারাত্মক অন্যায়। তাছাড়া প্রতিটি কর্ম ও আচরণ দুজন ফিরিশতা প্রতিনিয়ত রেকর্ড করছেন। সে ব্যাপারে অবশ্যই পরকালে জবাবদিহী করতে হবে। তাই সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা উচিত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ-إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ-مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটবর্তী ।স্বরণ রাখিও, দুই গ্রহণকারী ফিরিশতা তাহার দক্ষিণে ও বামে বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করে; মানুষ যে কথাই উচ্চরণ করে তাহার জন্য তৎপর প্রহরী তাহার নিকটই রহিয়াছে।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; প্রত্যেকেই ভাবিয়া দেখুক আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রীম পাঠাইয়াছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।[৫]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ-

তুমি যে কোন অবস্থায় থাক এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হইতে যাহা তিলাওয়াত কর এবং তোমরা যে কোন কার্য কর, আমি তোমাদের পরিদর্শক-যখন তোমরা উহাতে প্রবৃত্ত হও।আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নহে এবং উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।[৬]

মহান আল্লাহ আরও বলেন–

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ-سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ- لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

যাহা অদৃশ্য ও যাহা দৃশ্যমান তিনি তাহা অবগত; তিনি মহান,সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে উহা প্রকাশ করে, রাত্রিতে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্য বিচরণ করে, তাহারা সমভাবে আল্লাহর জ্ঞানগোচর। মানুষের জন্য তাহারা সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে; উহারা আল্লাহর আদেশ তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। এবং আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষনা উহারা নিজ অবস্থা নিজ পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তাহা রদ হইবার নহে এবং তিনি ব্যতীত উহাদের কোন অবিভাবক নেই।[৭]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-

---

[৪] .আল-কুরআন(৫০ঃ১৬-১৮)

[৫] .আল-কুরআন(৫৯ : ১৮)

[৬] .আল-কুরআন(১০ : ৬১)

[৭] .আল-কুরআন (১৩ :০৯-১১)

Dhaka University Institutional Repository

তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর আরশে সমাসীন হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যাহা উহা হইতে বাহির হয় এবং আকাশ হইতে যাহা কিছু নামে ও আকাশে যাহা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন-তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ তাহা দেখেন।[১]

অন্যত্র বলা হয়েছে–

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ-

হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণ ও হয় এবং উহা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নিচে, আল্লাহ তাহাও উপস্থিত করিবেন। আল্লাহ সূক্ষদর্শী সম্যক অবগত।[২]

আরও বলা হয়েছে–

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তুমি কি লক্ষ কর না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ তাহা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না. এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্য ও হয় না যাহা ষষ্ঠ জন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। উহারা এতদপেক্ষা কম হউক বা বেশী হউক তিনি তো তাহাদের সঙ্গে আছেন উহারা যেখানে থাকুক না কেন। অতঃপর উহারা যাহা করে, তিনি উহাদিগকে কিয়ামতের দিন তাহা জানাইয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।[৩]

তাকওয়া অর্জনের পন্থাঃ

জীবনের সকল ক্ষেত্রে সততা ও সৎপথ অবলম্বনের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জনের অন্যতম পথ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–**وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ**

যাহারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাহাদের সৎপথে চলিবার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে মুত্তাকী হইবার শক্তি দান করেন।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাহার পথে সংগ্রাম করও তাহার পথে সংগ্রাম কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।[৫]

তাকওয়া অর্জনের আরেকটি পথ–আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ ভালবাসা পোষণ ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ-

যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চাহে, ইহা দ্বারা তিনি তাহাদিগকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতি ক্রমে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া যান এবং উহাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করেন।[১]

---

[১] .আল-কুরআন(৫৭ : ০৪)
[২].আল-কুরআন (৩১ : ১৬)
[৩].আল-কুরআন (৫৮ : ০৭)
[৪] .আল-কুরআন(৪৭ : ১৭)
[৫] .আল-কুরআন(০৫ : ৩৫)

Dhaka University Institutional Repository

তাকওয়া অর্জনের অন্যতম পথ–আল্লাহর স্মরণ ও কুরআন তেলাওয়াত করা। মহান আল্লাহ বলেন–

إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ-الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ-أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

মু'মিন তো তাহারাই যাহাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁহার আয়াত তাহাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন উহা তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে, যাহারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যাহা দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।[২]

১০.আদল ও ইনসাফ (সাম্য-সুবিচার ও ন্যায় পরায়নতা)প্রতিষ্ঠা ঃ

আদল শব্দের আভিধানিক অর্থ-ভারসাম্য রক্ষা করা, সমতা রক্ষা করা, ন্যায় বিচার করা, ইনসাফ করা।

শরীয়তের পরিভাষায় আদল হল– কোন বস্তুকে সমান অংশের অধিকারীদের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা, যাতে কার অংশ বিন্দু পরিমাণও কম বেশী না হয়। অন্য কথায়–যার যতটুকু প্রাপ্য আছে, তা তাকে প্রদানের জন্য যথাযথ সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার নাম আদল।

আদল মানুষের পারস্পারিক সুসম্পর্ক, ন্যায়-নীতি, সুবিচার, সামাজিক শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার মূলভিত্তি।

আদল সাম্য-সুবিচার, ন্যায়পরায়নতা ও সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মূলনীতিঃ

আদল সামাজিক সুবিচার, ন্যায়পরায়নতা ও সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মূলনীতি। আদল ধনী-দরিদ্র, সবল-দূর্বল নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ-

হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্য ন্যায় সাক্ষদানে তোমরা অবিচল থাকিবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না কর, সুবিচার করিবে, ইহা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করিবে, তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহার সম্যক খবর রাখেন।[৩]

জীবনের সর্বত্রই ইনসাফ ও ন্যায়পরায়নতা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ আরও বলেন–

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ-

বল, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের। প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ স্থির রাখিবে এবং তাহারই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাহাকে ডাকিবে। তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমরা সেইভাবে ফিরিয়া আসিবে।[৪]

আদল(সাম্য-সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতা) মানুষের সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের হাতিয়ারঃ

মানুষের সামাজিক শান্তি,নিরাপত্তা ও উন্নয়নের একটি বড় মাধ্যম আদল।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ-

নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদের সঙ্গে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়াছি যাহাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রহিয়াছে মানুষের জন্য

---

[১].আল-কুরআন (০৫ : ১৬)

[২] . আল-কুরআন(০৮ঃ২-৩)

[৩] .আল-কুরআন(০৫ : ০৮)

[৪].আল-কুরআন (০৭ : ২৯)

Dhaka University Institutional Repository

বহুবিদ কল্যাণ। ইহা এই জন্য যে , আল্লাহ প্রকাশ করিয়া দেন কে প্রত্যেক্ষ না করিয়াও তাহাকে ও তাহার রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।[১]

মহানবী সা. কে খেয়াল-খুশির অনুসরণ না করে আদল সুপ্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ-

সুতরাং তুমি উহার দিকে আহবান কর ও উহাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেইভাবে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ এবং উহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিওনা। বল, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন আমি তাহাতে বিশ্বাস করি এবং এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করিতে আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই।আল্লাহই আমাদিগকে একত্র করিবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।[২]

মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদল সাম্য-সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতা অত্যাবশ্যকীয়ঃ

আদলের আবেদন মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে। এমনকি কথাবার্তার ক্ষেত্রেও, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ যখন তোমরা কথা বলিবে তখন ন্যায্য বলিবে স্বজনের সম্পর্কে হইলেও।[৩]

পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে আদল প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

তোমরা যতই ইচ্ছ কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিয়া পড়িও না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রাখিও না, যদি তোমরা নিজেদিগকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৪]

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আদল প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ-

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সহিত নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার তখন উহা লিখিয়া রাখ; তোমাদের মধ্য কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয়; লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না। যেমন আল্লাহ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং সে যেন লিখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বস্তু বলিয়া দেয় এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, আর উহার কিছু যেন না কমায়; কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দিতে না পারে তবে যেন তাহার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া। দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাহাদের উপর তোমরা রাযী তাহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখিবে, যদি দুই জন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক ; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করিলে তাহাদের একজন অপরজনকে স্বরণ করাইয়া দিবে। সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হইবে তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে।ইহা ছোট

---

[১] .আল-কুরআন(৫৭ : ২৫)

[২] .আল-কুরআন(৪২ : ১৫)

[৩] .আল-কুরআন(০৬ঃ১৫২)

[৪] .আল-কুরআন(০৪ঃ১২৯)

Dhaka University Institutional Repository

হউক বা বড় হউক, মেয়াদ সহ লিখিতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হইও না। আল্লাহর নিকট ইহা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর; কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসায় নগদ আদান-প্রদান কর তাহা তোমরা লিখিতে কোন দোষ নাই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ কর তবে ইহা তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।[১]

বিচার কার্যে আদলের গুরুত্ব ও ন্যায়বিচারকের মর্যাদাঃ

বিচার কার্যে আদলের ব্যাপারে স্বজনপ্রীতি বা অন্যকোন ধরণের পক্ষপাতিক কুরআন নিষিদ্ধ করেছে। বিচার কার্যে আদল এর নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার করিবে।[২]

মহান আল্লাহ আরও বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীন হউক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করিতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও তবে তোমরা যাহা যাহা কর আল্লাহ তো তাহার সম্যক খবর রাখেন।[৩]

ন্যায় বিচারকের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন–

আল্লাহর ছায়া যেদিন আর কোনো ছায়া থাববে না, তখন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তা'য়ালা নিজের রহমতের ছায়াতলে স্থান দেবেন। (১) ন্যায়পরায়ণ নেতা, (২) ইবাদতগুযার যুবক, (৩) ঐ ব্যক্তি যিনি নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হবার পরও পুনরায় কখন মসজিদে যাবেন তার অন্তর সে ভাবনায় মগ্ন থেকে, (৪) সেই দুই ব্যক্তি যাদের বন্ধুত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যে ঐ বন্ধুত্বের ভিত্তিতেই তারা মিলিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হলেও ঐ কারণেই বিচ্ছিন্ন হয়, (৫) যে ব্যক্তি একান্তে মানুষের অগোচরে আল্লাহর যিকির করে এবং চোখের পানি ছেড়ে দেয়, (৬) যে ব্যক্তিকে কোনো অভিজাত সুন্দরী রমণী কামাচারের আহ্বান জানালে সে এই বলে জবাব দেয় যে, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে আমি ভয় করি, (৭) যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান খয়রাত করে যে, ডান হাতে খরচ করলে তার বাম হাতে জানে না।[৪]

আদল(সাম্য-সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতা)সর্বকালের সামাজিক ভারসাম্যের সার্বজনীন মূলনীতিঃ

আদল সর্বকালের সামাজিক ভারসাম্যের সার্বজনীন নীতিমালা। পূর্ববতী নবী-রাসূলগণের উপর আদল প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। দাউদ আ. প্রসংগ উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

---

[১].আল-কুরআন (০২ : ২৮২)

[2] আল-কুরআন (০৪ : ৫৮)

[৩].আল-কুরআন (০৪ : ১৩৫)

[৪] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল,প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাহারিবিনা মিন আহলিল কুফরী, বাবু ফাদলি তারক আল ফাওয়াহেশ,পৃ-১০০৫;

Dhaka University Institutional Repository

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্য সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশির অনুসরণ করিও না, কেননা ইহা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। যাহারা আল্লাহর পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি, কারণ তাহারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হইয়া আছে।[১]

১১.সত্য,সততা,সৎ পথ,সত্যবাদিতা ও সৎসঙ্গ অবলম্বনঃ

সত্য, সততা, সত্যবাদিতা ও সৎপথ অবলম্বন মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এজন্য সততা ও সত্যবাদীদের সহচার্য লাভের নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হও।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا- يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল; তাহা হইলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন। যাহারা আল্লাহ ও তাহার রাসূলেন আনুগত্য করে, তাহারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করিবে।[৩]

সৎ পথ মুক্তি ও কল্যাণের পথঃ

সৎ পথ মানুষকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ

আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য; অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তাহা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য যে বিপথগামী হয় সে তা বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং তুমি উহাদের তত্ত্বাবধায়ক নহ।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারাতো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট তাহারা তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজেদের ধ্বংসের জন্য এবং কেউ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাহাকেও শাস্তি দেই না।[৫]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ-

বল, 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট সত্য আসিয়াছে। সুতরাং যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে তাহারা তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নহি।[৬]

---

[১] .আল-কুরআন(৩৮ : ২৬)
[২] .আল-কুরআন(০৯:১১৯)
[৩] .আল-কুরআন (৩৩ : ৭০-৭১)
[৪] .আল-কুরআন(৩৯ : ৪১)
[৫] .আল-কুরআন(১৭ : ১৫)
[৬] .আল-কুরআন(১০ : ১০৮)

Dhaka University Institutional Repository

সততা ও সৎপথ মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে মুক্তির পথ নির্দেশ করে। মহান আল্লাহ বলেন–

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

সেই দিন যেদিন সত্যবাদীগণ তাহাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হইবে। তাহাদের জন্য আছে জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত । তাহারা সেথায় চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন তাহারাও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন।[১]

নৈতিক উৎকষর্তা লাভের উত্তমপন্থা হল সৎপথ অবলম্বন ঃ

নৈতিক উন্নতি লাভের উত্তম ও মোক্ষমপন্থা হল সৎ পথ অবলম্বন করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ–

যাহারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাহাদের সৎপথে চলিবার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে মুত্তাকী হইবার শক্তিদান করেন।[২]

সততা ও সৎপথ অবলম্বন মানুষকে সংযমী হতে শিখায়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ যাহারা সত্য আনিয়াছে এবং যাহারা সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে তাহারাই তো মুত্তাকী।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَالْعَصْرِ- إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ-

মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু উহারা নহে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।[৪]

সৎকর্ম মানুষকে সুপথ প্রদর্শন করেঃ

সৎকর্ম মানুষকে সুপথ প্রদর্শন করে এবং খারাপ থেকে বাচিয়ে রাখে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا

এবং যাহারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাহাদিগকে অধিক হিদায়ত দান করেন; এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবে ও শ্রেষ্ঠ।[৫]

সততা মানুষকে মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধ্বংস করেঃ

সততা মানুষকে মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধ্বংস করে এ মর্মে রাসূল সাঃ বলেন–তোমরা অবশ্যই সত্য অবলম্বন করবে। কারণ সত্য মানুষকে পূণ্যের পথে পরিচালিত করে, আর পূণ্য মানুষকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্যের অন্বেষণ করে, আল্লাহর দরবারে তাকে সিদ্দীক (সত্যবাদী) হিসেবে লিখা হয়। আর তোমরা অবশ্যই মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে। কারণ মিথ্যা মানুষকে পাপের পথে পরিচালিত করে। আর পাপ মানুষকে জাহান্নমের দিকে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যার পথ অবলম্বন করে, আল্লাহর দরবারে সে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখিত হয়।[৬]

---

[১] .আল-কুরআন(০৫ঃ১১৯)

[২] .আল-কুরআন(৪৭ : ১৭)

[৩] .আল-কুরআন(৩৯:৩৩)

[৪] .আল-কুরআন(১০৩ : ০১-০৩)

[৫] .আল-কুরআন (১৯ : ৭৬)

[৬] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল্-বুখারী, প্রাগুক্ত ,কিতাবুল আদব, পৃ-৯০০,

Dhaka University Institutional Repository

সৎকর্ম অসৎকর্মের প্রতিকারকারীঃ

সৎকর্ম মানুষের জীবনে কৃত পাপ ও অসৎকর্ম মিটিয়ে দেয় । এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

তুমি সালাত কায়েম কর দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয়। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে, ইহা তাদের জন্য এক উপদেশ।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই আসিয়াছে। সুতরাং কেহ না দেখিলে তাহাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। আমি তোমাদের সংরক্ষক নহি।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ

এবং যাহারা মুত্তাকী ছিল তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করিয়াছিলেন ? তাহারা বলিবে, ' মহা কল্যাণ। যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে এই দুনিয়ার মঙ্গল এবং আখিরাতের আবাস আরও উৎকৃষ্ট এবং মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উত্তম !'[৩]

সৎকর্ম ও সততা মানুষকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করেঃ

সৎকর্ম ও সততা মানুষের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

মু'মিন হইয়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করিবে তাহাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করিব।[৪]

সত্যের পথ সফলতার পথ ঃ

সত্য চিরশ্বাশত ও চিরসুন্দর। সত্যের পথ বিজয় ও সফলতার পথ। সত্য সর্বদাই মানুষকে চিরস্থায়ী কল্যাণ ও মুক্তির পথ দেখায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

উহারা কি বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে, যদি তাহাই হইত তবে আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমার হৃদয় মোহর করিয়া দিতেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যাহা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত।[৫]

সৎপথ অবলম্বনের জন্য চেষ্টা ও প্রার্থনার শিক্ষা প্রদান করে মহান আল্লাহ বলেন–

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনপ্রবণ করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে করুণা দাও,নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।[৬]

---

[১] .আল-কুরআন(১১ : ১১৪)
[২] .আল-কুরআন(০৬ : ১০৪)
[৩] .আল-কুরআন(১৬ : ৩০)
[৪] .আল-কুরআন (১৬ : ৯৭)
[৫] .আল-কুরআন (৪২ : ২৪)
[৬] .আল-কুরআন(০৩:০৮)

Dhaka University Institutional Repository

সৎসঙ্গ অবলম্বনের কল্যাণঃ

সৎসঙ্গ অবলম্বন এর উপকার যেমন দুনিয়ায় আছে, তেমনি আছে পরকালে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–
الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ বন্ধুরা সেই দিন হইয়া পড়িবে একে অপরের শত্রু, মুত্তাকীরা ব্যতীত।[১]

সততা ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের পুরস্কারঃ

সততা ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের বিনিময় হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–
قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ-
আল্লাহ বলিবেন, এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদীগণ তাহাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হইবে, তাহাদের জন্য জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তাহারা সেখানে চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ; ইহা মহাসফলতা।[২]

১২.সৎ কাজের আদেশ, সদপোদেশ, সৎ কাজের প্রসার, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতাঃ

সমাজ সংস্কারে ও উন্নত সামাজিক মূল্যবোধ তৈরীতে সৎ কাজের আদেশ, সদপোদেশ, সৎ কাজের প্রসার, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কুরআন এব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে এবং ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে। সামাজিক অবক্ষয়রোধে এর প্রভাব সুদুর প্রসারী। সৎ কাজের আদেশ, সদপোদেশ, সৎ কাজের প্রসার, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহ সকল পর্যায়ে হতে পারে।

সৎ কাজের আদেশ ও সৎ কাজের প্রসার নৈতিক উন্নয়ন ও সমাজ সংস্কারের অন্যতম শর্ত ঃ

নৈতিক উন্নয়ন ও সমাজ সংস্কারের অন্যতম শর্ত সৎ কাজের আদেশ ও সৎ কাজের প্রসার। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা কল্যাণের দিকে আহবান করিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্যে নিষেধ করিবে; ইহারাই সফলকাম।[৩]
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের অবির্ভাব হইয়াছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।[৪]
মহান আল্লাহ আরও বলেন–وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, 'আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভূক্ত।[৫]

---

[১] .আল-কুরআন(৪৩ঃ৬৭)
[২] .আল-কুরআন(০৫ঃ১১৯)
[৩] .আল-কুরআন (০০৩ঃ১০৪)
[৪] .আল-কুরআন(০৩ঃ১১০)
[৫] .আল-কুরআন(৪১ : ৩৩)

Dhaka University Institutional Repository

সৎকর্মের প্রসার ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ সমৃদ্ধ হয়ঃ

ব্যক্তি ও সমাজ নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে হলে সৎকর্মের প্রসার ও প্রতিযোগিতার করতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ সৎকর্ম ও তাকাওয়া তোমার পরস্পর সাহায্য করিবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করিবে না। আল্লাহকে ভয় করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।[১]

সৎকর্মে উৎসাহিত করতে মহান আল্লাহ আহলে কিতাবীদের একটি দলের ইবাদতের চিত্র তুলে ধরে বলেন–

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ- يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ- وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

তাহারা সকলে এক রকম নহে। কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত একদল আছে ; তাহারা রাত্রিকালে আল্লাহর আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করে এবং সিজদাহ করে। তাহারা আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকার্যে নির্দেশ দেয়, অসৎকার্যে নিষেধ করে এবং তাহারা কল্যাণের কজে প্রতিযোগিতা করে। তারাই সজ্জনদের অন্তর্ভূক্ত। উত্তম কাজের যাহা কিছু তাহারা করে তাহা হইতে তাহাদিগকে কখনও বঞ্চিত করা হইবে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।[২]

মহান আল্লাহ আরও বলেন–وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا এবং যাহারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাহাদিগকে অধিক হিদায়ত দান করেন; এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবে ও শ্রেষ্ঠ।[৩]

সদপোদেশ মূল্যবোধ বিকাশের উপাদানঃ

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের সমাজ জীবনে বিকাশ সাধনে সদপোদেশ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। লোকমান আ. তার পুত্রকে এ ব্যাপারে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা কুরআনে এভাবে তুলে ধরেছে –

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

হে বৎস! সালাত কায়েম করিও, সৎকর্মের নির্দেশ দিও এবং অসৎ কর্মে নিষেধ করিও এবং আপদে–বিপদে ধৈর্যধারণ করিও। ইহাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ।[৪]

মহান আল্লাহ আরও বলেন–وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ আমার বান্দাদিগকে যাহা উত্তম তাহা বলিতে বল।[৫]

সৎ কাজের আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে তার ফলপ্রসূতা অর্জনে প্রথমে নিজে অমল করতে হবেঃ

সৎ কাজের আদেশ প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব । কিন্তু এক্ষেত্রে ফলপ্রসূতা অর্জন করতে হলে প্রথমে নিজে অমল করতে হবে। নিজেকে উত্তম মানুষ হিসাবে কথায় নয়, কর্মে পরিচয় দিতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

হে মুমিনগণ ! তোমরা যাহা কর না তাহা তোমরা কেন বল? তোমরা যাহা কর না তোমাদের তাহা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।[৬]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

---

[১] .আল-কুরআন(০৫ : ০২)
[২] .আল-কুরআন (০৩ :১১৩-১১৫)
[৩] .আল-কুরআন(১৯ : ৭৬)
[৪] .আল-কুরআন(৩১ : ১৭)
[৫] .আল-কুরআন(১৭ঃ৫৩)
[৬] .আল-কুরআন(৬১ঃ০২-০৩)

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা কি মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও, আর নিজদিগকে বিস্মৃত হও! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে তোমরা বোঝ না।[১]

সৎকাজে আমরা কেবল তখনই সুফল পাব যখন আমাদের নিজেদের জীবন থেকে অন্যায় ও দুষ্কৃতি দূরীভূত হবে এবং যখন আমরা কল্যাণকর কাজের বাহক হব। যদি আমরা অন্যকে সৎকাজের আদেশ কিন্তু নিজে না করি তাহলে সমাজ সংশোধনে সফল হব না। বরং পরকালে আল্লাহর ভয়ানক শাস্তির মুখামুখি হব।

এ মর্মে রাসূল সাঃ বলেন–কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে এনে জাহান্নামের আগুনে ফেলে দেয়া হবে। আগুনে দগ্ধ হয়ে তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়বে। ফলে সে যন্ত্রণায় এমনভাবে ছটফট করতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাক্কীর চারধারে ঘুরে থাকে। জাহান্নামীরা তার চারপাশে সমবেত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমার এ অবস্থ কেন? তুমি না আমাদেরকে ন্যায়ের আদেশ করতে এবং অন্যায় থেকে বাধা দিতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে ন্যায়ের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না। অন্যায় কাজে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম বটে, কিন্তু আমি নিজে তাা করতাম।[২]

সৎ কাজ সম্পাদনকারীর পার্থিব ও পরকালীন পরিণাম ঃ

সৎ-ভাল কাজ সম্পদনকারী, এর প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী, একাজে সহযোগিতাকারীর পার্থিব ও পরকালীন পরিণাম প্রতিফল উত্তম। তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে সম্মানিত হন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ যাহারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাহাদের জন্য আছে কল্যাণ।[৩]

সৎকাজের পরকালীন প্রতিদান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

কেহ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করিলে উহাতে তাহার অংশ থাকিবে এবং কেহ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করিলে উহাতে তাহার অংশ থাকিবে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে নযর রাখেন।[৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারাতো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট তাহারা তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজেদের ধ্বংসের জন্য এবং কেউ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাহাকেও শাস্তি দেই না।[৫]

সৎকাজের আদেশের শিষ্টাচার ও কর্মনীতিঃ

সৎকাজের আদেশের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও উত্তম কৌশল অবলম্বন করতে হবে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উহাদের সহিত তর্ক করিবে উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তাহার পথ ছাড়িয়া কে বিপদগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কাহারা সৎপথে আছেন তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত।[১]

---

[১] .আল-কুরআন(০২ : ৪৪)

[২] সাইয়েদ হামেদ আলী, ইসলাম আপনার কাছে কি চায়,অনুঃ আবদুস শহীদ নাসিম,শতাব্দী প্রকাশনী,-২০২,পৃ-১২১

[৩] .আল-কুরআন(৩৯ঃ১০)

[৪] .আল-কুরআন (০৪ : ৮৫)

[৫] .আল-কুরআন()

Dhaka University Institutional Repository

হিকমত হচ্ছে–এমন সব দলিল–প্রমাণ যা সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবেএবং সংশয় দূরীভূত করবে। আর সদুপদেশ বলতে বুঝানো হয়েছে, লাভজনক ও শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলীএবং হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য।প্রথম পর্যায়ে দাওয়াত দিতে হবে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে দিতে হবে সাধারণ গণমানুষকে।এরপর বিষয়টি যদি বিতর্কের ময়দানে চলে যায় তাহলে বিতর্ক হতে হবে সুন্দর শালীন ও সুস্থভাবে অর্থাৎ কথাবার্তায় মাধুর্য ও নমনীয়তা সৃষ্টি করতে হবে ফলে ভিন্নপক্ষের উচ্ছৃংল আচরণকে সংযত করতে এবং তাদের ক্রোধের আগুনে পানি ঢেলে দিতেসক্ষম হবে।[২]

১৩.অসৎ কাজের নিষেধ এবং অন্যায়–অসৎ কাজ প্রতিরোধঃ

সৎকাজ যেমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ অসৎ কাজের প্রতিরোধ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যা সমাজকে ধ্বংসকারী ব্যাধিসমূহ তথা নানাবিদ অনাচার ও পাপচার থেকে রক্ষা করে। যে সব ব্যাধি সমাজের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে এবং পরিণামে সমাজে ধ্বংস ডেকে আনে। অসৎ কাজের প্রতিরোধ ফরয করে দিয়েছে। অসৎ কাজ প্রতিরোধ না করার কারণে আল্লাহ অনেক জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাই কুরআন ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অসৎ কাজের প্রতিরোধের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

আমি ইহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান কলে ইহারা সালাত কায়েম করিবে, যাকাত দিবে, এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্য নিষেধ করিবে, আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।[৩]

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার অসৎ ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধঃ

অসৎ কাজের প্রতিরোধ নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। অন্যায় ও অসৎকাজ সমাজে যাতে ছড়তে না পারে এজন্য এই সংক্রামক ব্যাধিকে প্রতিরোধের জন্য মুসলমানদের একটি দলকে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা কল্যাণের দিকে আহবান করিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্যে নিষেধ করিবে; ইহারাই সফলকাম।[৪]

এ মর্মে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের অবির্ভাব হইয়াছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।[৫]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্নীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।[৬]

---

[১] .আল-কুরআন(১৬ : ১২৫)

[২]. ড.আব্দুল্লাহ আল মুসলিহ ও সালাহ আস্‌সাবী, মুসলমানকে যা জানতেই হবে, ভাষান্তর আঃ মান্নান তালিব ও রুহুল আমিন, জামেযা কাসেমিয়া প্রকাশনী,প্রকাশকাল১৯৯৯, পৃ-৩৬৩,

[৩] . আল-কুরআন(২২ঃ৪১)

[৪] .আল-কুরআন (০০৩ঃ১০৪)

[৫] .আল-কুরআন(০৩ঃ১১০)

[৬] .আল-কুরআন(১৬ : ৯০)

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল সা. বলেন–তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে তাহলে তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করবে। না পারলে জিহবা দিয়ে বিরোধিতা করবে। তাও না পারলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে তা প্রতিরোধের সংকল্প গ্রহণ করবে।[১]

অন্যায় কাজ ও অন্যায়কারীদের বর্জন না করলে তাদের নেতিবাচক প্রভাব নিজের উপর পড়বেঃ

অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে দেখলে তৎক্ষণাৎ অন্যায়ের প্রতিকার এবং অন্যায়কারীদের বর্জন করতে হবে। তা না করলে তাদের নেতিবাচক প্রভাব নিজের উপর পড়বে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا-

কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, যখন তোমরা শুনিবে ,আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যান হইয়াছে এবং উহাকে বিদ্রূপকরা হইতেছে, তখন যে পর্যন্ত তাহারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হইবে তোমরা তাহাদের সহিত বসিও না, অন্যথায় তোমরা ও উহাদের মত হইবে।[২]

এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

হে মু'মিনগণ! কাফিরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর এবং উহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখিতে পায়। জানিয়া রাখ, আল্লাহ তো মুত্তাকীদের সহিত আছেন।[৩]

অসৎকাজ প্রতিরোধ জ্ঞানী ও শিক্ষিত সমাজের বড় দায়িত্বঃ

অসৎকাজ প্রতিরোধ প্রত্যেক জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তির বড় দায়িত্ব। অসৎ কাজ বন্ধের ব্যাপারে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ গড়ে না তোলার কারণে আহলে কিতাবীদের আল্লাহ ভৎসনা করেন।এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

রাব্বানীগণ ও পণ্ডিতগণ কেন তাহাদিগকে পাপ কথা বলিতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না? তাহারা যাহা করে নিশ্চয় তাহাও নিকৃষ্ট।[৪]

এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا-

মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না; তবে যাহার উপর জুলুম করা হইয়াছে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৫]

অন্যায় ও অসৎ কর্মকে সর্বাত্মকভাবে বর্জন ঃ

অন্যায় ও অসৎ কর্মকে সর্বাত্মকভাবে বর্জন করতে হবে। দুস্কৃতিকারী নিকটজন হলেও সে পরিতাজ্য হবে। অন্যায়কারীর সাথে কোন সুসম্পর্ক রাখা যাবে না। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, নুহ আ.এর পুত্র দুরাচারী হওয়ায় তাকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ- قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ-قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ

নুহ তাহার প্রতিপালককে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে আমার প্রতিপালক ! আমার পুত্র আমার পরিবারভূক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য, আর আপনি তো বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি বলিলেন, হে নুহ ! সে তো

---

[১] ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী,প্রাগুক্ত, আবওয়াবুল ফিতান, ২য় খন্ড,

[২] .আল-কুরআন(০৪ঃ১৪০)

[৩].আল-কুরআন (০৯ : ১২৩)

[৪] .আল-কুরআন(০৫ঃ৬৩)

[৫] .আল-কুরআন(০৪ : ১৪৮)

Dhaka University Institutional Repository

তোমার পরিবার ভূক্ত নহে। সে তো অবশ্যই অসৎকর্মপরায়ন। সুতারাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে আমাকে অনরোধ করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি যেন অজ্ঞদের অর্ন্তভূক্ত না হও। সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে যাহাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, এইজন্য আমি আপনার শরণ লইতেছি। অপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, আমাকে দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্থদের অর্ন্তভূক্ত হইব।[১]

১৪.আমানতদারীতাঃ

আমানত শব্দের আভিধানিক অর্থ-গচ্ছিত রাখা, নিরাপদ রাখা। আমানত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। তবে সাধারণত কারও কাছে কোন অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলে। আমানতদারী ঈমানের অঙ্গ।

আবুল আলিয়া রহ.বলেন–(আল্লাহর পক্ষ থেকে) যে সব জিনিসের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যা নিষেধ করা হয়েছে ঐসবগুলোই আমানত। উবাই ইবনে কাব বলেন- নারীর নিকট তার লজ্জাস্থান একটি আমানত। বরী ইবনে আনাস রা. বলেন–তোমর ও অপরের মধ্যে যে লেন-দেন হয়ে থাকে ঐ সবগুলোই এর অন্তর্ভূক্ত।[২]

প্রত্যেক মানুষের জীবন, সময়, ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, স্ত্রী-সন্তান ও মেধা-যোগ্যতা সবকিছু আমানত। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে কিছু দায়িত্ব থাকে সেগুলো তার জন্য আমানত। পিতামাতার কাছে তাদের সন্তান আমানত। শ্রমিকের নিকট মালিকের সম্পদ আমানত। রাষ্ট্রের কর্মকতা-কর্মচারীর নিকট রাষ্ট্রের সম্পদ ও জনগণের অধিকার আমানত। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সর্বভৌমত্ব রক্ষা, জনগণের জানমালের হিফাজত ও তাদের মৌলিক চাহিদা পুরণ রাষ্ট্র পরিচলনায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য আমানত। এভাবে আমানত প্রত্যেক মানুষের সাথে আমানত সংশ্লিষ্ট। এসবের যর্থাথ প্রয়োগের মাধ্যমে আমানত রক্ষা করতে হবে।

আমানত মানব জীবনের শৃঙ্খলা-ভারসাম্য রক্ষার চালিকাশক্তিঃ

আমানত মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সামাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শৃঙ্খলা-ভারসাম্য রক্ষার চালিকাশক্তি। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিয়ামক শক্তি।জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষ যাতে আমানত রক্ষা করে সে নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন আমানত উহার হকদারকে প্রত্যর্পণ করিতে । তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার করিবে। আল্লাহ তোমাদিগকে যে উপদেশ দেন তাহা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[৩]

কুরআন নির্দেশ দেয় যথার্থ অধিকারীর হাতে তার প্রাপ্য আমানত প্রত্যাপর্ন করা, যা একটি নৈতিক বিধান এবং সাফল্যের পথ। মু'মিনদের সবসময়ই তাদের কাছে গচ্ছিত আমানতের ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাক উচিত এবং পরিবর্তে অন্যদের অবস্থা অর্জন করা উচিত। এ ছাড়াও মু'মিনদের নির্ধারণ করতে হবে কাকে আমানত ফেরত দেওয়া উচিত। অর্থাৎ কে এ অধিকারী।[৪]

এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔

---

[১] .আল-কুরআন(১১ঃ ৪৫-৪৭)

[২] ইমাম ইবনে কাছীর রহ. প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ-৪৫১,

[৩] .আল-কুরআন(০৪ : ৫৮)

[৪] হারুন ইয়াহিয়া,কুরআনে নৈতিক মূল্যবোধ,অনুবাদ হোমায়রা বানু,স্মরনী প্রকাশনি,প্রথম প্রকাশ-২০০২,পৃ-৮০

Dhaka University Institutional Repository

আমি তো আসমান,যমিন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ করিয়াছিলাম, উহারা ইহা উহাতে শংকিত হইল, কিন্তু মানুষ উহা বহন করিল; সে অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।[১]

এস্থানে আমানত অর্থ খিলাফত যা কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে মানুষকে দুনিয়ায় দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষকে আনুগত্য ও অবাধ্যতার যে স্বাধীনতা দান করেছেন এবং এ স্বাধীনতা ব্যবহার করার জন্য তাকে অসংখ্য সৃষ্টির উপর যে কর্তৃত্ব ক্ষমতা দিয়েছেন। তার অনিবার্য ফল স্বরূপ মানুষ নিজেই নিজের স্বেচ্ছাকৃত কাজের জন্য দায়ী গণ্য হবে এবং নিজের সঠিক কর্মধারার বিনিময়ে পুরস্কার এবং অন্যায় কাজের বিনিময়ে শাস্তির অধিকারী হবে। এসব ক্ষমতা যেহেতু মানুষ নিজে অর্জন করেনি বরং আল্লাহ তাকে দিয়েছেন এবং এগুলোর সঠিক ও অন্যায় ব্যবহারের দরুন তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। তাই কুরআনের অন্যান্য স্থানে এগুলোকে খিলাফত শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এবং এখানে এগুলোর জন্যই আমানত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।[২]

এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করিলে, যাহাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত প্রত্যাপন করে এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে।[৩]
ইবনে তাইমিয়া বলেন, এ প্রকার আমানতের মধ্যে, যেসব বিষয় শামিল তা হল মূলধন, বিশেষ ও সাধারণ ঋণ,যেমন-গচ্ছিত সম্পদ। যৌথ শরীকদার, মুয়াক্কিল, মুজাবির ও এতীমের মাল, ওয়াকফ সম্পত্তি, খরিদকৃত সম্পদের মূল্য আদায় করা,ঋণ, নারীদের মোহর, ইত্যাদি।[৪]

১৫.সবর (ধৈর্য) অবলম্বনঃ

সবর এর শাব্দিক অর্থ-বিরত রাখা, বাঁধা, ধৈর্য।
সবর হল-উদ্বেগ ও মনঃস্তাপহীনভাবে হৃষ্টচিত্তে সহ্য করা ; অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুর কারণে উদ্বেগ না করে ধৈয্য ধারণ করা ,কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের হারানোর দরুন ব্যথিত না হয়ে ধৈয্য ধরা ইত্যাদি।[৫]
ইসলামী পরিভাষায়–বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, অন্যায়-অত্যাচার ইত্যাদি যাবতীয় মুসীবতে কোনরূপ বিচলিত না হয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক থাকা এবং আনন্দ-সুখে আত্মহারা না হয়ে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করা নামই সবর।
সবর তিন প্রকার-
ক.সবর আ'লা-ত্তআ'ত
আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যে সকল কাজের হুকুম দিয়েছেন সেগুলোর অনুবর্তিতা (পালন) মনের উপর যত কঠিনই হোক না কেন তাতে মনকে স্থির রাখা।
খ. সবর আনিল মা'য়াসী
যে সকল বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসুল নিষেধ করেছেন, সেগুলো মনের কাছে যত অকর্ষণীয় হোক না কেন, যত স্বাদের হোক না কেন, তা থেকে নিজকে বিরত রাখা।
গ.সবর আ'লাল মাসায়েব
বিপদ-আপদ দুঃখ-কষ্টের সময় অধৈয্য না হয়ে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত মনে করে মনকে তার উপর স্থির রাখা।

---

[১].আল-কুরআন (৩৩ : ৭২)
[২] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ., তাফহীমুল কুরআন,প্রাগুক্ত,১২ খন্ড,পৃ-১০৪,
[৩].আল-কুরআন(০২ : ২৮৩)
[৪].ইমাম ইবনে তাইমিয়া,শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা,অনুঃ মাও.জুলকিফার আহমদ কিসমতী, আহসান পাবলিকেশন,প্রকাশকাল-২০০৮,পৃ-৫৬
[৫].ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআনের পরিভাষা, প্রাগুক্ত, পৃ-২৪০,

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রধান অবলম্বন ধৈর্য ঃ

মানব জীবনে বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক ইত্যাদি নিত্য সহচর। এসবের মোকাবেলায় আল্লাহর আনুগত্য ও সত্যের উপর অটল থাকার নামই ধৈর্য। ধৈর্য একটি মহৎ গুণ। ধৈর্যকে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হয়ে থাকে। যুলুম-অনাচার,পাপ-পংকিলময় সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য ধৈর্যই প্রধান অবলম্বন । এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ- وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ- وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ- الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ- أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

হে মু'মিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত আছেন। আমি তোমাদিগকে কিছু ভয় ,ক্ষধা এবং ধন সম্পদ, জীবন ও ফল ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করিব। তুমি শুভসংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে। ইহারাই তাহারা যাহাদের প্রতি তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর ইহারাই সৎপথে পরিচালিত।[১]

এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্য প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আল্লাহকে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।[২]

ধৈর্যের মাধ্যমে সততা ও তাকওয়ার পরীক্ষা করা হয়ঃ

ধৈর্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের পরীক্ষা। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বিভিন্ন বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক প্রভৃতি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন আল্লাহর প্রতি কে কতটুকু অনুগত, কতটুকু বিনয়ী ও ধৈর্যশীল? এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্য কে জিহাদ করিয়াছে আর কে ধৈর্যশীল তাহা এখন ও প্রকাশ করেন নাই ?[৩] মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ-

তোমাদিগকে নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে। তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের এবং মুশরিকদের নিকট হইতে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনিবে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকাওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় উহা হইবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।[৪]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ-

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববতীদের অবস্থা আসে নাই? অর্থ-সংকট ও দুঃখ ক্লেশ তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাহারা ভীত ও কম্পিত হইয়াছিল। এবং রাসূল এবং তাহার সহিত ঈমান আনায়নকারীগণ বলিয়া উঠিয়াছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসিবে? জানিয়া রাখ, অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটে।[৫]

---

[১] .আল-কুরআন(০২ : ১৫৩-১৫৭)
[২] .আল-কুরআন(০৩ : ২০০)
[৩].আল-কুরআন (০৩ : ১৪২)
[৪] .আল-কুরআন(০৩ : ১৮৬)
[৫].আল-কুরআন (০২ : ২১৪)

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী সা. কাফিররা বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছিল। তিনি পূর্ণ ধৈর্য অবলম্বন করেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا

উহারা যখন তোমাকে দেখে তখন উহারা তোমাকে ? কেবল ঠাট্টা- বিদ্রুপের পাত্র রূপে গণ্য করে এবং বলে, 'এই-ই কি সে, যাহাকে আল্লাহ রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন ?'[১]

সৎপথ কণ্ঠকাকীর্ণ ধৈর্যই প্রধান অবলম্বন ঃ

সত্যের পথ দুঃখ-কষ্ট ও যাতনায় ভরপুর। ধৈয্যই এপথের প্রধান অবলম্বন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ

তোমার পূর্বে ও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছিল যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাহাদের নিকট আসিয়াছে। আল্লাহর আদেশ কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না, রাসূলগণের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট আসিয়াছে।[২]

এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন– وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

তোমাদের পূর্বেও আমি বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি; অতঃপর তাহাদিগকে অর্থসংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা বিনীত হয়।[৩]

ধৈর্যই মহৎব্যক্তিদের কর্মনীতিঃ

পৃথিবীর সকল নবী-রাসূলগণকে কঠিন বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। ধৈর্যের মাধ্যমে তাঁরা সে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।এ মর্মে কুরআনে বেশ কয়েকজন নবীর ধৈর্যের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। ইয়াকুব আ.তার প্রিয়পুত্র ইউসুফ আ.কে হারানোর পর ভীষণ কষ্টেও ধৈর্যহারা হননি। ইউসুফ আ.কে তাঁর ভাইরা কুয়ায় ফেলেদেয়ার পর তার জামায় রক্ত মেখে ইউসুফ আ. কে বাঘ খেয়েছে বলে একটি কাহিনীর অবতরনা করেন এনে পিতার নিকট ব্যক্ত করেন। তখন ইয়াকুব আ. যে কর্মনীতি অবলম্বন করেন তা নিম্নরুপ–

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ-وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ-قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ- قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ-

ইয়া'কুব বলিল, 'না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজাইয়া দিয়াছে, সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; হয়ত আল্লাহ উহাদিগকে একসংগে আমার নিকট আনিয়া দিবেন। অবশ্য তিনিই সর্বজ্ঞা, প্রজ্ঞাময়। সে উহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'আফসোস ইউসুফের জন্য। শোকে তাহার চক্ষুদয় সাদা হইয়া গিয়াছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। উহারা বলিল, আল্লাহর শপথ! আপনি তো ইউসুফের কথা সদা স্বরণ করিতে থাকিবেন যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হইবেন, অথবা মৃত্যুবরণ করিবেন। সে বলিল, 'আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করিতেছি এবং আমি আল্লাহর নিকট হইতে জানি যাহা তোমারা জান না।[৪]

আইয়ুব আ.কে দীর্ঘকাল কঠিন ব্যাধি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়।তিনি পূর্ণ ধৈর্য অবলম্বন করেন।মহান আল্লাহ বলেন

---

[১] .আল-কুরআন(২৫ : ৪১)
[২] .আল-কুরআন(০৬ : ৩৪)
[৩] .আল-কুরআন(০৬ : ৪২)
[৪] .আল-কুরআন(১২:৮৩-৮৬)

Dhaka University Institutional Repository

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ-ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ-
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ-وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا
وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

স্বরণ কর, আমার বান্দা আইউবকে, যখন সে তাহার প্রতিপালকের আহবান করিয়া বলিয়াছিল, 'শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলিয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম, 'তুমি তোমাদের পদ দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এইতো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়। আমি তাহাকে দান করিলাম তাহার পরিজনবর্গ ও তহাদের মত আরও, আমার অনুগ্রহস্বরূপ এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ। আমি তাহাকে আদেশ করিলাম, 'একমুষ্টি তৃণ লও উহা দ্বারা আঘত কর এবং শপথ ভংগ করিও না। 'আমিতো তাহাকে পাইলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী।[১]

সুলায়মান আ.কে আল্লাহ পরীক্ষা করেন । তিনিও পূর্ণ ধৈর্য অবলম্বন করেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

আমি তো সোলায়মানকে পরীক্ষা করিলাম এবং তাহার আসনের উপর রাখিলাম একটি ধড়; অতঃপর সুলায়মান আমার অভিমূখী হইল।[২]

সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় সবর অবলম্বনকারীরাই প্রকৃত মু'মিনঃ

মু'মিনরা সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনা উভয় অবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করবে। ধন-সম্পদ ও সুখের অতিশয্যে আল্লাহকে ভুলে বিপথগামী হবে না। আবার কষ্টে-দুঃখে হা-হুতাশ করবে না।এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ- لِّكَيْلَا
تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ-

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংগটিত করিবার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহর পক্ষে ইহা খুবই সহজ। ইহা এইজন্য যে, তোমরা যাহা হারাইয়াছ তাহাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহার জন্য হর্ষোৎফুল্লা না হও। আল্লাহ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদিগকে ।[৩]

এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ-وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ
ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ-

যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই ও পরে তাহার নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হইবে। আর যদি দুঃখ–দৈন স্পর্শ করিবার পর আমি তাহাকে সুখ–সম্পদ আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্যই বলিবে ,আমার বিপদ –আপদ কাটিয়া গিয়াছে, আর সে তো হয় উৎফুল্ল অহংকারী।[৪]

ধৈর্য সফলতার চাবিঃ

ধৈর্য কঠিন একটি বিষয়। কিন্তু কষ্টের পর এর ফলাফল অতি মধুর। সফলতা এর চূড়ান্ত পরিণতি। কুরআনে বর্ণিত ইউসূফ আ. এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ইউসুফ আ. এর প্রতি তাঁর ভাইরা চরম অন্যায় করেছিল তিনি তাদের আচরণে সবর অলম্বন করেন। পরিণতিতে আল্লাহ তাকে মিশরের রাজত্ব দান করেন। মহান আল্লাহ বলেন–

قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِينَ

---

[১] .আল-কুরআন(৩৮:৪১-৪৪)
[২] .আল-কুরআন(৩৮ : ৩৪)
[৩] .আল-কুরআন(৫৭ : ২২-২৩)
[৪] .আল-কুরআন(১১ঃ ৯-১১)

Dhaka University Institutional Repository

উহারা বলিল, তবে কি তুমিই ইউসুফ ? সে বলিল, আমি ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর; আল্লাহতো আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি মুত্তাকী এবং ধৈর্য্যশীল, আল্লাহ সেইরূপ সৎকর্মপরায়নদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।[১]

ইয়াকুব আ.,আইয়ুব আ.,সুলাইমান আ.প্রত্যেককে আল্লাহ ধৈর্যের উত্তম পুরস্কার দেন।

ধৈর্যের পুরস্কার ঃ

ধৈর্য্যের ইহকালীন ফল যেমন মধুর, তেমনি পরকালীন পুরস্কার অফুরন্ত জান্নাত। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔

তাহাদিগকে প্রতিদান দেওয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ যেহেতু তাহারা ছিল ধৈর্যশীল, তাহাদিগকে হেথায় অভ্যর্থনা করা হইবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে উহা কত উৎকৃষ্ট।[২]

এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

কিন্তু যাহারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ন তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরুস্কার।[৩]

১৬.তাওক্কুল (আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা) অবলম্বনঃ

তাওয়াক্কুল শব্দের আভিধানিক অর্থ–সমার্পণ করা, ভরসা করা,ন্যস্ত করা।

তাওয়াক্কুল হল–কল্যাণ অর্জন এবং এবং অকল্যাণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সাথে সাথে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা এবং তাঁর উপর নির্ভর করা। চেষ্টা করা বাদ দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়।[৪]

কার কার মতে–তাওয়াক্কুল হল, প্রতিটি কাজের ব্যাপারে সাধ্যমত চেষ্টা ও উপায় অবলম্বনের পর চূড়ান্ত ফলাফলের ব্যাপারে আল্লাহর উপর নির্ভর করা। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

আর তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা শুনিও না, উহাদের নিযার্তন উপেক্ষা করিও এবং নির্ভর করিও আল্লাহর উপর; কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট।[৫]

তাওয়াক্কুল মানুষের লোভ-লালসা ও পরনির্ভরশীলতা দূর করে এবং জীবনে স্থিতিশীল আনে ঃ

তাওয়াক্কুল মানুষের মধ্য থেকে লোভ-লালসা ও পরনির্ভরশীলতা দূর করে। মানুষকে সৃষ্টি বিমুখ করে আল্লাহ অভিমূখী করে। এজন্য মু'মিদের সর্বাবস্থায় সকল বিষয়ে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করে । মহান আল্লাহ বলেন–وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহর উপর এবং কর্ম বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।[৬]

এ মর্মে মহান আল্লাহ আরও বলেন–يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[৭]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

---

[১] .আল-কুরআন(১২ : ৯০)

[২] .আল-কুরআন(২৫ : ৭৫-৭৬)

[৩] .আল-কুরআন(১১ঃ ৯-১১)

[৪]. শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ,ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম,প্রগুক্ত,পৃ-১০৪,

[৫] .আল-কুরআন(৩৩ : ৪৮)

[৬] .আল-কুরআন(৩৩ : ০৩)

[৭] .আল-কুরআন(০৮ : ৬৪)

Dhaka University Institutional Repository

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তাহার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করবেনই; আল্লাহ সকল কিছুর জন্য স্থির কলিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।[১]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন-

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ-

আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করিলে তোমাদের উপর জয়ী হইবার কেহই থাকিবে না। আর তিনি তোমাদিগকে সাহায্য না করিলে, তিনি ছাড়া কে এমন আছে, যে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? মু'মিনগণ আল্লাহর উপর নির্ভর করুক।[২]

মহান আল্লাহ অন্যত্র আরও বলেন-

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا- إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا

কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলিও না, "আমি উহা আগামীকাল করিব। 'আল্লাহ ইচ্ছা করিলে' এই কথা না বলিয়া।" যদি ভুলিয়া যাও তোমার প্রতিপালককে স্বরণ করিও এবং বলিও, 'সম্ভাবত আমার প্রতিপালক আমাকে ইহা অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথনির্দেশ করিবেন।[৩]

নৈতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষার তাওয়াক্কুল গুরুত্বপূর্ণ উপাদানঃ

নৈতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাওয়াক্কুল মানুষের নৈতিক মনোবলকে বাড়িয়ে দেয়।এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ-وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ-وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

আল্লাহ্ কি তাহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন? অথচ তাহারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাহাকে পথ ভ্রষ্ট করেন তাহার জন্য কোন পথপদর্শক নাই। এবং যাহাকে আল্লাহ হিদায়ত করেন তাহার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নাই; আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নহেন? তুমি যদি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? উহারা অবশ্যই বলিবে আল্লাহ। বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাহিলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা কি সেই অনিষ্ট দূর করিতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহিলে তাহারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করিতে পারিবে? বল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীগণ আল্লাহরই উপর নির্ভর করে।[৪]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন-

قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

বল, কে তোমাদিগকে আল্লাহ হইতে রক্ষা করিবে, যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন, তবে কে তোমাদের ক্ষতি করিবে ? উহারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।[৫]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন-

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

১.আল-কুরআন (৬৫ঃ০৩)

২ .আল-কুরআন(০৩ঃ১৬০)

৩.আল-কুরআন(১৮ : ২৩-২৪)

৪ .আল-কুরআন(৩৯:৩৬-৩৮)

৫ .আল-কুরআন(৩৩ : ১৭)

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করিলে কেহ উহা নিবারণকারী নাই এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করিতে চাইলে তৎপর কেহ উহার উন্মুক্তকারী নাই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]

তাওয়াক্কুল অশান্তি ও অস্থিরতা দূর করেঃ

তাওয়াক্কুল মানব জীবন থেকে অশান্তি ও অস্থিরতা দূর করে জীবনকে শান্তিময় করে তোলে। মানব চিত্তকে প্রশান্ত করে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-

হে মু'মিনগণ! তোমরা তাহাদের মত হইনা যাহারা কুফরী করে এবং তাহাদের ভ্রাতাগণ যখন দেশে দেশে সফর করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহাদের সম্পর্কে বলে, 'তাহারা যদি আমাদের নিকট থাকিত তবে তাহারা মরিত না এবং নিহত হইত না।' ফলে আল্লাহ্ ইহাই তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন; আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।[২]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ-

যাহারা ঘরে বসিয়া রহিল এবং তাহাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলিল যে, তাহারা তাহাদের কথা মত চলিলে নিহত হইত না, তাহাদিগকে বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর।'[৩]

তাওয়াক্কুল নৈতিক মনোবল সুদৃঢ় করেঃ

তাওয়াক্কুল মানব জীবনে নৈতিক মনোবল সুদৃঢ় করে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ-
فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

ইহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হইয়াছে, সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর; কিন্তু ইহা তাহাদের ঈমান দৃঢ়তর করিয়াছিল এবং তাহারা বলিয়াছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক ! তারপর তাহারা আল্লাহর নিয়া'মাত ও অনুগ্রহসহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, কোন অনিষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই এবং আল্লাহ যাহাতে রাযী তাহারা তারই অনুসরণ করিয়াছিল এবং আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।[৪]

তাওয়াক্কুল মানুষের বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করেঃ

তাওয়াক্কুল মানুষের বিপদ-আপদ দূরীভূত করে। মুসা আ. বনী ইসরাইলদের নিয়ে যখন মিশর থেকে অন্যত্র যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েন তখন ফেরাউন ও তার বাহিনী তাদের ধাওয়া করে । সে বিপদের মুহূর্তে মুসা আ. আল্লাহর প্রতি গভীর তাওয়াক্কুল রাখেন যার ফলে আল্লাহর সাহায্য নাজিল হয়। মহান আল্লাহ বলেন–

فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ-قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ- فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ- وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ- وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ- ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

অতঃপর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখিল, তখন মুসার সঙ্গীরা বলিল, 'আমরা তো ধরা পড়িয়া গেলাম। মূসা বলিল, 'কখনই নয়! আমার সংগে আছে আমার প্রতিপালক ; সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করিবেন। অতঃপর মূসার প্রতি ওহী করিলাম, 'তোমার সৃষ্টি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। ফলে উহা বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগ বিশাল

---

[১] .আল-কুরআন(৩৫ : ০২)
[২] .আল-কুরআন(০৩ : ১৫৬)
[৩] .আল-কুরআন(০৩ : ১৬৮)
[৪] .আল-কুরআন(০৩ : ১৭৩-১৭৪)

Dhaka University Institutional Repository

পর্বতসদৃশ্য হইয়া গেল ; আমি সেথায় উপনীত করিলাম অপর দলটিকে, এবং আমি উদ্ধার করিলাম মূসা ও তাহার সংগী সকলকে, তৎপর নিমজ্জিত করিলাম অপর দলটিকে। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে।[১]

১৭.ইখলাস (নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা)

ইখলাস শব্দের আভিধানিক অর্থ–নির্ভেজাল,সন্দেমুক্ত, অমলিন, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা।
ইখলালাসের পরিচয় দিতে মনীষীগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন–
হযরত সাহলরহ.এখলাস হচ্ছে–বান্দার গতিবিধি ও স্থিরতা বিশেষভাবে আল্লাহর জন্য নিবদ্ধ হওয়া।
ইবরাহীম আদহাম রহ. বলেন– এখলাস হচ্ছে, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে নিয়ত সাচ্চা করা।
হযরত জুনায়েদ রহ. বলেন–মলিনতা থেকে আমলকে পরিচ্ছন্ন করার নাম ইখলাস।[২]
মোটকথা–ইখলাস হচ্ছে, জাগতিক ও লৌকিক কোন উদ্দেশ্যে নয় বরং যাবতীয় ইবাদত ও সৎকর্ম একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করা।

ইখলাস মানুষকে পরিশুদ্ধ করে উৎকৃষ্ট মানুষে রূপান্তরিত করেঃ

ইখলাস মানুষের হৃদয় আত্মাকে কলুষতা থেকে পবিত্র করে। পরিশুদ্ধ মানুষে রুপান্তরিত করে।এজন্য আল-কুরআন যাবতীয় ইবাদত ও সৎকর্ম ইখলাসের সাথে সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

তাহারা তো আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাহার ইবাদত করিতে এবং সালাত কায়েম করিতে ও যাকাত দিতে ইহাই সঠিক দ্বীন।
এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ-مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ-

তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতি অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন ; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দীন ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। বিশুদ্ধ চিত্তে তাহার অভিমুখী হইয়া তাহাকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং অন্তর্ভূক্ত হইও না মুশরিকদের।[৩]
কুরআনে আরও বলা হয়েছে-

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

সুতরাং যে তাহার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তাহার প্রতিপালকের ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।[৪]

ইখলাস সম্পন্ন ব্যক্তিরাই কর্তব্যপরায়ন ও নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীঃ

ইখলাস সম্পন্ন ব্যক্তিরাই কর্তব্যপরায়ন ও নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী। তারা স্বপ্রণোদিত মানুষ ও সমাজের কল্যাণে কাজ করে। তারা তাদের কাজের কোনরূপ বিনিময় প্রত্যাশা করেনা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا-وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

তাহারা কর্তব্য পালন করে এবং এবং সেই দিনের ভয় করে, যেই দিনের বিপত্তি হইবে ব্যাপক। আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্থ, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের

---

[১] .আল-কুরআন(২৬ :৬১-৬৭)
[২] ইমাম গাজ্জালী রহ. এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত,পৃ-১৬৩,
[৩] .আল-কুরআন (৩০ : ৩০-৩১)
[৪] .আল-কুরআন(১৮ঃ১১০)

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদিগকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হইতে প্রতিদান চাহি না, কৃতজ্ঞতাও নহে।[১]

ইখলাসবিহীন কর্মে ব্যক্তিস্বার্থ ও হীন উদ্দেশ্য জড়িত থাকে ঃ

ইখলাসবিহীন লৌকিক উদ্দেশ্যে কৃত কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিস্বার্থ বা অসৎ উদ্দেশ্য থাকে, যা মরিচীকা সদৃশ্য। এধরনের কাজ পার্থিব বা পরকালীন কোন উপকারে আসে না। এজন্য ইখলাসের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ- أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

আমি তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করিয়াছি। সুতারাং আল্লাহর ইবাদত কর তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া। জানিয়া রাখ, অবিমিশ্র অনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যাহারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাহারা বলে, আমরা তো তাহাদের পূজা এইজন্যই করি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহর সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে। উহারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করিতেছে আল্লাহ তাহার ফয়সালা করিয়া দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ তাহাকে সৎপথে পরিচালনা করেন না।[২]

ইখলাস সকল ইবাদতের মগজ ঃ

ইখলাস সকল ইবাদতের মগজ। আল্লাহর নৈকট্য লাভ উৎকৃষ্ট পন্থা। যাবতীয় ভালকাজ ও ইবাদত কবুলের প্রধান শর্ত ইখলাস। ইখলাস বিহীন আমল পরিত্যাজ্য। ইখলাসবিহীন কোন কর্ম আল্লাাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাই যাবতীয় কর্ম ইখলাস ভিত্তিক কারার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন– قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي

বল, 'আমি ইবাদত করি আল্লাহরই তাহার প্রতি আমার অনুগত্যকে একনিষ্ঠ রাখিয়া।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ-

বল, 'আমার সালাত, আমার ইবাদাত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্য। তাহার কোন শরীক নাই এবং আমি ইহারই জন্য আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমি প্রথম মুসলিম।[৪]

১৮.ইহসান (দয়া ও সদাচারণ) অবলম্বনঃ

ইহসান শব্দের আভিধানিক অর্থ–সুন্দর, উত্তম, শোভন ও কাঙ্খিত কাজ করা। সুন্দর ব্যবহার, উত্তম আচরণ, ভাল ও কল্যাণকর কাজকে ইহসান বলা হয়।

শরীয়তের পরিভাষায়– মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি যে সকল দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে সেগুলো সর্বত্তোমরূপে সম্পাদন করা।

ইহসান দু'প্রকার। ক. স্রষ্টার প্রতি ইহসান, খ. সৃষ্টির প্রতি ইহসান,

ক. স্রষ্টার প্রতি ইহসান–তা হল, আল্লাহর নিকট নিজকে সমার্পণ করা। যাবতীয় সৎকর্ম ও ইবাদত আল্লাহর উদ্দেশ্যে অতি উত্তমভাবে সম্পন্ন করা।স্রষ্টার প্রতি ইহসান সম্পকে মহানবী সা. বলেন–তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে এরূপ মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। মোটকথা, চূড়ান্ত আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহর যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ পালন করাই ইহসান।

---

[১].আল-কুরআন (৭৬ঃ৭-৯)

[২].আল-কুরআন (৩৯ :০২- ০৩)

[৩] .আল-কুরআন (৩৯ : ১৪)

[৪] .আল-কুরআন(০৬ : ১৬২-১৬৩)

Dhaka University Institutional Repository

খ. সৃষ্টির প্রতি ইহসান–তা হল, সমগ্র সৃষ্টির প্রতি উত্তম আচরণ এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালন করা।

ইহসান একটি মহৎ গুণ। সামাজিক জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উত্তম মাধ্যম।

ইহসান সমাজে শান্তিও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার অগ্রদূতঃ

সমাজে শান্তি, সৌহাদ্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার ইহসান অগ্রনী ভুমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে সমাজে এক অন্যের মধ্যে সুম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ইহসানের গুণ অর্জনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন – وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন।[১]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

তোমরা ইহসান করিলে নিজেদের করিবে এবং মন্দ করিলে তাহাও করিবে নিজেদের জন্য।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।[৩]

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যমঃ

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–وَأَحْسِنُوَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

তোমরা ইহসান কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালবাসেন।[৪]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়নদের সঙ্গে থাকেন।[৫]

ইহসানের উপায়ঃ

ক.অসুস্থের সেবা করা, খ.অনাথ ও অভাবী দুঃখ ও অভাব দূর করা, গ.আত্নীয়দের সাথে সদ্বাচারণ,ঘ.বিপদগ্রস্থদের বিপদ দূর করা, ঙ.ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, চ.বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান, ছ.জীবজন্তু ও গাছপালার সাথে সদাচারণ, ইত্যাদি।

১৯. তাযকিয়াতুন নাফস অর্জন (আত্নশুদ্ধি) এবং কু-প্রবৃত্তির দমনঃ

তাযকিয়াতুন নাফস অর্থ- আত্মার পরিশুদ্ধি । তাযকিয়াতুন নাফস হল– মানুষ তার জীবনের প্রতিমুহূর্তে আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থেকে আত্মাকে কুপ্রবৃত্তির যাবতীয় চাহিদা থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখবে। মানব জীবনে সকল ইবাদতের উদ্দেশ্য হল– তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মার পরিশুদ্ধি। মানুষের মূল কৃতিত্ব বা গুণ হল তার ভেতরকার পশু প্রকৃতিতে মানব প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে রাখা, প্রবৃত্তির তাড়নাকে বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা বশীভূত রাখা। তারই ফলে মানুষ জীব জগতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে থাকে।[৬]

মনুষ্যত্বের বিকাশ ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভের প্রধান অবলম্বন আত্নশুদ্ধিঃ

তাযকিয়াতুন নাফস মনুষ্যত্বের বিকাশ ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভের প্রধান অবলম্বন আত্নশুদ্ধি। কুরআন এ ব্যাপারে অতীব গুরুত্ব প্রদান করেছে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا-قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

সে-ই সফলকাম হইবে যে নিজকে পবিত্র করিবে। এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে যে নিজকে কলূষাচ্ছন্ন করিবে।[৭]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন–وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ

---

১ .আল-কুরআন(২৮ঃ৭৭)
২ .আল-কুরআন(১৭ঃ৭)
৩ .আল-কুরআন(১৬ : ৯০)
৪ .আল-কুরআন (০২ঃ১৯৫)
৫ .আল-কুরআন (২৯ঃ৬৯)
৬ .শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, প্রাগুক্ত,পৃ১৬৩
৭ .আল-কুরআন (৯১ঃ ৯-১০)

Dhaka University Institutional Repository

যে কেহ নিজকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য।

নবী-রাসূলদের মিশন ছিল মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধিকরণঃ

নবী-রাসূলদের সার্বিক প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধিকরণ ও কলুষমুক্তকরণ।। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

যেমন আমি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তেলাওয়াত করে, তোমাদিগকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় আর যাহা তোমরা জানিতে না তাহা শিক্ষা দেয়।[১]

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন মুক্তির পাথেয়ঃ

তাযকিয়াতুন নাফস আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তির পাথেয়। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসিবে না, সেদিন উপকৃত হইবে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট আসিবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া।[২]

পরিশুদ্ধ আত্মাকে আল্লাহ ভালবাসেন। এ কারণে তিনি এ ধরণের আত্মার শপথ করেছেন।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ আর শপথ তিরস্কারকারী আত্মার।[৩]

তাযকিয়াতুন নাফস বিনয় শিক্ষা দেয় ঃ

তাযকিয়াতুন নাফস বিনয় শিক্ষা দেয় ।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى-

আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত-যখন তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন মৃত্তিকা হইতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিল। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করিও না, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে।[৪]

তাযকিয়াতুন নাফস (আত্মশুদ্ধি) এর উপায়সমূহঃ

ক. তাওবা ও ইসতিগফার
খ.অবস্থার সংশোধন
গ.যিক্‌র ও ফিক্‌র(আল্লাহর স্মরণ ও গবেষণা)
ঘ.কুরআন তিলাওয়াত
ঙ.তাকওয়া অবলম্বন
চ.সৎকর্ম সম্পাদন
ছ. আল্লাহর পথে ব্যয়
জ.দু'আ করা

১.আল-কুরআন (০২ঃ১৫১)
২ .আল-কুরআন(২৬ : ৮৯)
৩ .আল-কুরআন(৮৭ঃ১৪)
৪ .আল-কুরআন(৫৩ : ৩২)

Dhaka University Institutional Repository

২০. যিকরুল্লাহ (আল্লাহর স্মরণ)ঃ

যিকর এর আভিধানিক অর্থ– স্মরণ,উপদেশ, আল্লাহর প্রশংসাও তাঁর কাছে দু'আ, কুরআন, ইত্যাদি। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে মনে-প্রাণে জাগরুক রাখাই যিক্‌র।

শরীয়তের পরিভাষায়– মহান আল্লাহকে কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনায়, আচার-আচরণে তথা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ভক্তি-ভালবাসা সহকারে হৃদয়-মনে ও মুখে স্মরণ করা।

যিকর নৈতিক উন্নয়নের সোপান ঃ

যিকর (আল্লাহর স্মরণ) নৈতিক উন্নয়নের সোপান। যিকরের মাধ্যমে ঈমান সুদৃঢ় হয় ও তাকওয়া বৃদ্ধি পায়। মানুষের পার্থিব লোভ-লালসা লোপ পায় এবং দুনিয়া ভোগ-বিলাস অনাগ্রহের সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

হে মু'মিনগণ ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান–সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর স্বরণে উদাসীন না করে, যাহারা উদাসীন হইবে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্থ।[১]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

মু'মিনতো তাহারাই যাহাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাহার আয়াত তাহাদের নিকট পাঠ হয়, তখন উহা তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।[২]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

আর তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে; ফলে আল্লাহ উহাদিগকে আত্মবিস্মৃত করিয়াছেন। উহারাই তো পাপাচারী।[৩]

যিক্‌রের মাধ্যম আত্মার কলুষতা দূরীভূত হয় এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ ঃ

যিক্‌রের মাধ্যম হৃদয়-মন প্রশান্তি লাভ করে। পাপের কারণে আত্মার উপর যে কালিমা আপতিত হয় যিকর তা দূরীভূত করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

যাহারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্বরণে যাহাদের চিত্ত প্রশান্ত; জানিয়া রাখ, আল্লাহর স্বরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ-قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا- قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ

যে আমার স্বরণে বিমুখ হয় থাকিবে, অবশ্য তাহার জীবন যাপন হইবে সংকুচিত এবং আমি তাহাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করিব অন্ধ অবস্থায়। সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করিলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুমান। তিনি বলিবেন, 'এইরূপই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট আসিয়া ছিল, কিন্তু তুমি উহা ভুলিয়া গিয়েছিলে এবং সেইভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হইলে।[৫]

---

[১] .আল-কুরআন(৬৩ঃ০৯)

[২] .আল-কুরআন (০৮ : ০২)

[৩] .আল-কুরআন(৫৯ : ১৯)

[৪] .আল-কুরআন(১৩ :২৭-২৮)

[৫] .আল-কুরআন(২০ : ১২৪-১২৬)

Dhaka University Institutional Repository

যিকর অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে ফিরিয়ে রাখতে আত্মিক শক্তি দান ঃ

যিকর অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে ফিরিয়ে রাখতে আত্মিক শক্তি দান করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

সেইসব লোক, যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হইতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হইতে বিরত রাখে না, তাহারা ভয় করে সেই দিনকে যেই দিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে।[১]

বেশী বেশী যিকর এর মাধ্যমে আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করে। এজন্য আল্লাহ যিকরের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

হে মু'মিনগণ ! তোমারা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, এবং সকাল-সন্ধায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।[২]

যিকর শয়তান ও কুপ্রবৃত্তিকে দমনের প্রধান উপায়ঃ

যিকর শয়তান ও কুপ্রবৃত্তিকে দমনের প্রধান উপায়। আল্লাহর স্মরণে বিমূখরাই শয়তানের অনুসারী ও ভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ-وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্বরণে বিমুখ হয় আমি তাহার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তাহার সহচর। শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।[৩]

এ সম্পর্কে মহান অন্যত্র আল্লাহ বলেন–

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যাহারা বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং যে তাহার প্রতিপালক প্রদত্ত আলোতে রহিয়াছে, সে কি তাহার সমান যে এরূপ নহে? দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যাহারা আল্লাহর স্মরণে পরাঙ্মুখ! উহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।[৪]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا-ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى-

অতএব যে আমার স্বরণে বিমুখ, তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চল; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। উহাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। তোমর প্রতিপালকই ভাল জানেন কে তাহার পথ হইতে বিচ্যুত, তিনিই ভাল জানেন কে সৎপথপ্রাপ্ত।[৫]

যিকর স্রষ্টার সাথে যোগসূত্র স্থাপনের উপায়ঃ

যিকর স্রষ্টার সাথে মানবাত্মার যোগসূত্র স্থাপনের অন্যতম উপায়। যিকরের মাধ্যমে মানুষ স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

---

[১] .আল-কুরআন(২৪ : ৩৭)
[২] .আল-কুরআন(৩৩ : ৪১-৪২)
[৩] .আল-কুরআন(৪৩ : ৩৬-৩৭)
[৪] .আল-কুরআন(৩৯:২২)
[৫] .আল-কুরআন (৫৩ :২৯- ৩০)

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হইও না।[১]

যিক্‌র বিপর্যয় ও বিপদ থেকে রক্ষার অন্যতম মাধ্যমঃ

যিক্‌র বিপর্যয় ও বিপদ থেকে রক্ষার অন্যতম মাধ্যম। ইউনুছ আ. কে মহান আল্লাহ যিকরের বদৌলতে বিপদ (মাছের পেট) মুক্তি দান করেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ-فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ- فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ- فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ- لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

ইউনুস ছিল রাসূলদের একজন। স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করিয়া বুঝায় নৌযানে পৌছিল, অতঃপর সে লটারীতে যোগদান করিল এবং পৌছিল, পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাহাকে গিলিয়া ফেলিল,তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল। সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করিত, তাহা হইলে তাহাকে উত্থান দিবস পর্যন্ত থাকিতে হইত উহার উদরে।[২]

২১. ওয়া'দা (প্রতিশ্রুতি),আ'হদ (অঙ্গীকার) ও চুক্তি পালনঃ

ওয়াদা হল–কোন ব্যক্তি কর্তৃক সাধারণ প্রতিশ্রুতি যা এক পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। ওয়াদা ও আহদ কাছাকাছি অর্থবোধক শব্দ।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজকে সুশৃঙ্খল ও সুন্দর করতে কতগুলো মূলনীতি মেনে চলতে হবে। এসব মূলনীতির মধ্যে ওয়াদা(প্রতিশ্রুতি), আহদ(অঙ্গীকার) ও চুক্তি রক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি রক্ষা করা সুশৃঙ্খল সমাজ বির্নিমাণের অপরিহার্য শর্তঃ

ওয়াদা(প্রতিশ্রুতি), আহদ(অঙ্গীকার) ও চুক্তি রক্ষা করা সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য শর্ত। এগুলো যথাযথ পালনের মাধ্যমে সমাজ জীবন শান্তিময় হয়ে উঠে। এসবের নির্দেশে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ-

হে মু'মিনগণ! তোমরা অংগীকার পূর্ণ করিবে। যাহা তোমাদের নিকট বর্ণিত হইতেছে তাহা ব্যতীত চতুষ্পদ আন'আম তোমাদের জন্য হালাল করা হইল, তবে ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করিবে না, নিশ্চয় আল্লাহ যাহা ইচ্ছা আদেশ করেন।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করিও যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের যামিন করিয়া শপথ দৃঢ় করিবার পর উহা ভংগ করিও না। তোমরা যাহা কর নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন।[৪]

---

[১] .আল-কুরআন(২:১৫২)
[২] .আল-কুরআন (৩৭ : ১৩৯-১৪৪)
[৩] .আল-কুরআন(০৫ : ০১)
[৪] .আল-কুরআন(১৬ : ৯১)

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার এর ব্যাপারে পরকালীন জবাবদিহীতাঃ

প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার লংঘন কোন ছোট-খাট ধরনের অপরাধ নয়। এই অনাচারের জন্য পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً

এবং তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করিও; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।[১]

ওয়াদা(প্রতিশ্রুতি),আহদ(অঙ্গীকার) ও চুক্তি ভঙ্গ অনৈতিক এবং মুনাফিকের কাজঃ

ওয়াদা(প্রতিশ্রুতি), আহদ(অঙ্গীকার) ও চুক্তিভঙ্গ একটি বড় ধরনের অনৈতিক কাজ। এছাড়াও চুক্তিভঙ্গ মুনাফিকের আচরণের অর্ন্তভূক্ত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلاَ تَتَّخِذُوا اَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

পরস্পর প্রবঞ্চনা করিবার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করিও না ; করিলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলাইয়া যাইবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবে; তোমাদের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।[২]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন–

وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ اَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ اَن تَكُونَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبَى مِنْ اُمَّةٍ اِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

তোমরা সেই নারীর মত হইও না, যে তাহার সুতা মজবুত করিয়া পাকাইবার পর উহার পাক খুলিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। তোমাদের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাক, যাহাতে এক দল অন্য দল অপেক্ষা অধিক লাভবান হও। আল্লাহতো ইহা দ্বারা কেবল তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাহা নিশ্চয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতে।[৩]

চুক্তি অনুযায়ী কাজ করা বাধ্যতামূলক, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে তা বাতিল করা যায়ঃ

ওয়াদা(প্রতিশ্রুতি), আহদ(অঙ্গীকার) ও চুক্তি পালন করা অপরিহার্য। কিন্তু যদি প্রতিপক্ষ তা ভঙ্গ করে অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করে সেক্ষেত্রে তাদের জানিয়ে দিয়ে চুক্তির কার্যকারিতা বাতিল করা যাবে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ اِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ اِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভংগের আশংকা কর তবে তোমার চুক্তি ও তুমি যথাযথ বাতিল করিবে; নিশ্চয় আল্লাহ চুক্তি ভংগকারীদিগকে পছন্দ করেন না।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَاِن نَّكَثُوا اَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لاَ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ

তাহাদের চুক্তির পর তাহারা যদি তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করে ও তোমাদের দীন সম্বন্ধে বিদ্রুপ করে তবে কাফিরদের প্রধানদের সহিত যুদ্ধ কর; ইহারা এমন লোক যাহাদের কোন প্রতিশ্রুতি রহিল না; যেন তাহারা নিবৃত্ত হয়।[৫]

আল্লাহর সাথে কৃত মানব জাতির অঙ্গীকার পূরণের মধ্যেই মানবতার মুক্তির সনদ ঃ

আল্লাহর সাথে কৃত মানব জাতির অঙ্গীকার পূরণের মধ্যেই মানবতার মুক্তির সনদ। উল্লেখ্য যে, সমস্ত মানুষ রুহের জগতে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল। সেই অঙ্গীকার হচ্ছে–আল্লাহর সকল নির্দেশসমূহ মেনে চলা

---

[১] .আল-কুরআন(১৭৪৩৪)
[২] .আল-কুরআন(১৬ : ৯৪)
[৩] .আল-কুরআন(১৬ : ৯২)
[৪] .আল-কুরআন(০৮ : ৫৮)
[৫] .আল-কুরআন(০৯ : ১২)

Dhaka University Institutional Repository

এবং সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা। তাকে ভেঙ্গে দেয়ার অর্থ হল–তার উপর আমল না করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

যাহারা আল্লাহ সহিত দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবার পর উহা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্থ।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ-

যাহারা আল্লাহর সহিত কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাহাদের কোন অংশ নাই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদের দিকে চাহিবেন না এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবেন না ; তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

যাহারা আল্লাহর সহিত দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবার পর উহা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, তাহা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, তাহাদের জন্য আছে লা'নত এবং তাহাদের জন্য আছে মন্দ আবাস।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– وَلاَ تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلاً إِنَّمَا عِندَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা আল্লাহর সংগে কৃত অংগীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহর নিকট যাহা আছে কেবল তাহাই তোমাদের জন্য উত্তম-যদি তোমরা জানিতে ![৪]

অঙ্গীকার ভঙ্গের অশুভ পরিণতিঃ

ওয়াদা(প্রতিশ্রুতি), আহদ(অঙ্গীকার) ভঙ্গ গর্হিত অপরাধ। এ অপরাধ কারো অভ্যাসে পরিণত হলে সে আল্লাহর শাস্তিযোগ্য হন। একারণে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً

তাহাদের অংগীকার ভংগের জন্য আমি তাহাদিগকে লা'নত করিয়াছি ও তাহাদের হৃদয় কঠিন করিয়াছি।[৫]

২২.বিনয়-নম্রতা ও কোমলতা ঃ

ফুযায়ল রহ. বলেন–বিনয় হচ্ছে সত্যের সামনে বিনম্র ও অনুগত হওয়া যদিও সেই সত্য বালক বা মূর্খের নিকট প্রকাশ পায়। হাসান বসরী রহ. বলেন–বিনয় হলগৃহ থেকে বের হওয়ার পর পথিমধ্যে যে মুসলমানের সাথে দেখা হয় , তাকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করা।[৬]

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বিনয়ের ব্যাপারে বলেছেন,তোমার অপেক্ষা কম অর্থশালী লোকের কাছে বিনয়ী হওয়াই হচ্ছে প্রকৃত বিনয়। যাতে করে তুমি অনুভব করতে পার যে, তার উপর তোমার দুনিয়াদারীর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

---

[১] .আল-কুরআন(০২ : ২৭)
[২].আল-কুরআন (০৩ : ৭৭)
[৩] .আল-কুরআন(১৩ : ২৫)
[৪] .আল-কুরআন(১৬ : ৯৫)
[৫] .আল-কুরআন(০৫ঃ১৩)
[৬] ইমাম গাজ্জালী, প্রাগুক্ত,৪র্থ খন্ড, পৃ-৭৩,

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে তোমার চাইতে ধনী ব্যক্তির কাছে তুমি উন্নত শির হও, যাতে তুমি অনুভব করতে পার যে, তোমার উপর তার দুনিয়াদারীর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।[১] আর কোমলতা হল শান্ত-ভদ্র মেজাজের অধিকারী হওয়া।

বিনয়–নম্রতা উন্নত নৈতিক মূল্যবোধের বাহকঃ

বিনয়–নম্রতা একটি মহৎ মানবীয় গুণ। বিনয়-নম্রতা নবী-রাসূল ও মহামানবদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । এই মহৎ গুণ মানুষের মধ্যে উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। যা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে সহায়তা করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

'রাহমান-এর বান্দা তাহারাই, যাহারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাহাদিগকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বধোন করে, তখন তাহারা বলে, সালাম;[২] ,

বিনয়–নম্রতা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের মাধ্যমঃ

বিনয়–নম্রতা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের এবং আমল গৃহীত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا

এবং যদি উহাদিগ হইতে তোমার মুখ ফিরাইতেই হয়, যখন তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায়, তখন উহাদের সহিত নম্রভাবে কথা বলিও; [৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً

বল, প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকে এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভূল।[৪]

বিনয়–নম্রতা জ্ঞানী ও মহামানবদের ভূষণঃ

বিনয়–নম্রতা জ্ঞানী ও মহামানবদের ভূষণ। সুলায়মান আঃ একজন বিশ্বখ্যাত নবী এবং অত্যন্ত প্রতাপশালী বাদশা ছিলেন। সৃষ্টিকুলের বড় একটি অংশ তার অনুগত ছিল। আমরা দেখতে পাই যে তিনি এতকিছু লাভের পরেও অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। নিম্মোক্ত ঘটনা তারই প্রমাণ বহন করে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ-وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ-حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ- فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ -

সুলায়মান হইয়াছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলিয়াছিল হে মানুষ! আমাকে বিহংগকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবংআমাকে সকল কিছু দেওয়া হইয়াছে , ইহা ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।সুলইমান সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে জিন্ন ,মানুষ ও বিহংগকুলকে এবং উহাদিগকে বিণ্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যুহে। যখন উহারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল তখন এক পিপীলিকা বলিল, হে পিপীলিকা বাহিনী ! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর , যেন সুলায়মান এবং তাহার বাহিনী তাহাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগকে পদতলে পিষিয়া নাফেলে । সুলায়মান মৃদ হাস্য করিল এবং বলিল, হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে সামথ্য দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কতিে পারি,আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে

---

[১]. হাসান আইউব, ইসলামের সামাজিক আচরণ, প্রগুক্ত,পৃ-৭৬,

[২] .আল-কুরআন(২৫ : ৬৩)

[৩] .আল-কুরআন(১৭ : ২৮)

[৪] .আল-কুরআন(১৭৪৮৪)

Dhaka University Institutional Repository

অনুগ্রহ করিয়াচ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি , যাহা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের মধ্যে শামিল কর।[১]

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন–দান-সাদাকাহ দ্বারা সম্পদ কমে না, ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ বান্দার ইজ্জত সম্মান বাড়ান এবং কেউ আল্লাহর কাছে বিনয়ী হলে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।[২]

কোমলতা ঃ

কোমলতা এমন একটি উত্তম গুণ যা সমাজের মানুষের কাছাকাছি করে। কোমল স্বভাবের মানুষ সকলের নিকট প্রিয় ও সহজেই গ্রহণযোগ্য অর্জন করেন। ।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

আল্লাহর দয়ায় তুমি তাহাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হইয়াছিলে ; যদি তুমি রূঢ় ও কঠিরচিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশ-পাশ হইতে সরিয়া পড়িত। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং কাজে কর্মে তুমি তাহাদের সহিত পরামর্শ কর, অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করিলে আল্লাহর উপর নির্ভর করিবে, যাহারা নির্ভর করে আল্লাহ তাহাদিগকে ভালবসেন।[৩]

২৩.ক্ষমা, উদারতা, ও মহানুভবতা ঃ

ক্ষমা ও সহনশীলতা,উদারতা নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির উপাদানঃ

ক্ষমা ও সহনশীলতা, উদারতা উন্নত মানবীয় গুণ যা মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই মহৎ গুণ অর্জনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–**خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ**

তুমি ক্ষমাপরায়নতা অবলম্বন কর , সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে এড়াইয়া চল।[৪]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ-

যাহারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদিগকে ভালবাসেন;[৫]

মহানুভব ব্যক্তিরাই ক্ষমাপরায়ন ও উদারঃ

ক্ষমা মানুষকে উদার ও মহানুভব করে তোলে। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ ইউসূফ আ. কে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেন। ইউসূফ আ. মিশরে অর্থমন্ত্রী থাকাকালে তাঁর ভাইরা সাহায্যের জন্য গেলে ইউসূফ আ. তাঁর ভাইদের উদ্দেশ্যে তাদের আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন যা মহান আল্লাহ এভাবে বলেন–

قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ-قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ-قَالُوا تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ- قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

সে বলিল, তুমি কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তাহার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ? উহারা বলিল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? সে বলিল, আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর; আল্লাহ তো আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি মুত্তাকী এবং ধৈর্যশীল, আল্লাহ সেইরূপ

---

[১] .আল-কুরআন (২৭ঃ১৬-১৯)

[২] **হাসান আইউব, প্রাগুক্ত,পৃ-৭৪,**

[৩] .আল-কুরআন (০৩ : ১৫৯)

[৪] .আল-কুরআন(০৭ঃ১৯৯)

[৫] .আল-কুরআন(০৩ : ১৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। উহারা বলিল, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা তো অপরাধী ছিলাম। সে বলিল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।[১]

মানুষকে ক্ষমা করার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার করুণা লাভ যায়ঃ

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ-

তোমাদের মধ্যে যাহারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তাহারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তাহারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্থকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যাহারা হিজরত করিয়াছে তাহদিগকে কিছুই দিবেনা ; তাহারা যেন উহদিগকে ক্ষমা করে এবং উহাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাহনা যে , আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুণ? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২]

হযরত মুহাম্মাদ সাঃ আমাদের ক্ষমা–উদারতার শিক্ষা দিয়েছেন, শুধু তাই নয়–তিনি তাঁর নিজ জীবন ও কর্মে অসংখ্য ক্ষমা–উদারতার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এ প্রসংগে হযরতের জীবনের একটি ঘটনা হচ্ছে গাজওয়াতুস্ সায়িক[৩] এর অব্যাহতির পর মুহাম্মদ সাঃ তাঁর তাঁবু থেকে কিছুটা দূরে একটি গাছের তলায় নিদ্রা যাচ্ছিলেন; একটি কর্কশ শব্দ শুনে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হলো। তিনি দেখলেন যে, দুরসুর নামীয় একজন দুশমন যোদ্ধা মুক্ত তরবারি হাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে চিৎকার করে বলল, হে মুহাম্মদ! কে এখন তোমাকে সাহায্য করবে? হযরত সাঃ উত্তর দিলেন, "আল্লাহ", দুরন্ত বেদুইন সহসা স্তম্ভিত হয়ে পড়ল ও তার হাত থেকে তরবারী খসে পড়ল। হযরত সাঃ তৎক্ষণাৎ তরবারীখানা নিজ হস্তে ধারণপূর্বক ঘোরাতে ঘোরাতে উচ্চস্বরে বললেন, উহে দুরসুর তোমাকে কে এখন রক্ষা করবে? সৈনিক উত্তর দিল, হায় কেউ নেই। হযরত সাঃ বললেন –তবে আমার কাছ থেকে শিক্ষা নাও কিভাবে দয়ালু হতে হয়। এই বলে তিনি সৈনিককে তরবারী ফেরত দিলেন। আরববাসীটির হৃদয় বিজিত হলো; পরবর্তীকালে তিনি হযরত সাঃ এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবিচল শিষ্যে পরিণত হয়েছিলেন।[৪]

২৪. উত্তম চরিত্র /চারিত্রিক দৃঢ়তাঃ

কুরআন ও সুন্নাহ যেসব গুণাবলী ও কর্ম-আচরণকে পালনের জন্য উৎসাহিত করেছে তাই উত্তম চরিত্র বলে বিবেচিত। উত্তম চরিত্র মনুষ্যত্বের ভূষণ। মহান আল্লাহ উন্নত নৈতিকতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার জন্য নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব নাজিল করেন।

নৈতিক উন্নয়নের প্রধান উপায় উন্নত চরিত্র ঃ

উন্নত চরিত্র মানুষের নৈতিক উন্নয়নের প্রধান উপায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ-

সে যে স্ত্রীলোকের গৃহে ছিল সে তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিল এবং দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিও বলিল, 'আইস। সে বলিল আল্লাহর শরণ লইতেছি, তিনি আমার প্রভু; তিনি আমার থাকিবার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারিরা সফল কাম হয় না।

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

---

[১] .আল-কুরআন(১২ :৮৯-৯২)

[২].আল-কুরআন(২৪ :২২)

[৩] বদর যুদ্ধের পরপরই মক্কার কাফিররা তাদের পরাজয়ের ক্ষোভ মিটাতে মদীনার অভ্যান্তরে অতর্কিতভাবে হামলা করে লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড চালায় ও কিছু খেজুরের বাগান ধ্বংস করে। মুসলমানরা এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বের হলে কাফিররা পলায়ন করে চলে যায় ইতিহাসে এটাই গাজওয়াতুস্ সায়িক।

[৪]. সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম, অনুবাদকঃ রশীদুল আলম,আয়েশা কিতাব ঘর,১মসংস্করণ-২০০২,পৃষ্ঠা-১৩০,

Dhaka University Institutional Repository

قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ-قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ- فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ-

সে বলিল, 'এ-সে যাহার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করিয়াছ। আমি তো তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছি। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রাখিয়াছে; আমি তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছ সে যদি তাহা না করে, তবে সে কারারুদ্ধ হইবেই এবং হীনদের অন্তর্ভূক্ত হইবে। ইউসুফ বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! এই নারীগণ আমাকে যাহার প্রতি আহ্বান করিতেছে তাহা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি উহাদের ছলনা হইতে রক্ষা না করেন তবে আমি উহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব। অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহার আহ্বানে সড়া দিলেন এবং তাহাকে উহাদের ছলনা হইতে রক্ষা করিলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[১]

জেনে রেখো, মানুষের কিছু বৈশিষ্ট এমন যে, তার মানুষ হিসেবে সে প্রকৃতিগত ভাবেই পেয়ে থাকে। তেমনি কিছু বৈশিষ্ট্য তার বৈষয়িক , যা তার পারিপার্শ্বিকতা ও দুরবর্তী কোন প্রভাব থেকে অর্জিত হয় । মানবিক সচ্চরিত্রতা ও বিবেক যে ব্যাপারটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয় ও লক্ষবস্তু হিসেবে নেয় তা হলো মানবিক পরিপূর্ণতা বা পূর্ণাঙ্গ মানবতা। কারণ কখনও কারও এমন কিছু নিয়ে প্রশংসা করা হয়, যা তার প্রকৃতিগত অবায়বের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন তার দৈহিক উচ্চতা কিংবা দেহের বিশালত্বের প্রশংসা। সেটাকে যদি কৃতিত্ব বলা হয়, তাহলে সে কৃতিত্বের পূর্ণতা দেখতে পাবে সুউচ্চ ও সুবিশাল পাহাড়-পর্বতে।.....কখনও কাউকে এমন কিছুর জন্য প্রশংসা করা হয় যা জীব জন্তুর ভেতরেও পাওয়া যায়। যেমন দৈহিক শক্তি, যথেষ্ট খাওয়া, শক্ত হাতে পাঞ্জা লড়া ইত্যাদি। যদি সেটাকে কৃতিত্ব বলা হয় গাধাকে সেক্ষেত্রে সর্বাধিক কৃতিত্বের দাবীদার বলতে হয়। হ্যা কখনও কাউকে এমন কিছুর জন্য প্রশংসা করা হয়, যা শুধু মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন, মার্জিত চরিত্র, উত্তম কর্মধারা, উন্নতমানের গুণাবলী, উচ্চাংগের শিল্প-নৈপুণ্য ও সুউচ্চ মর্যাদা ইত্যাদি। মূলত এগুলোকেই বলা হয় মানবিক যোগ্যতা ও কৃতিত্ব। প্রত্যেক জাতির জাতির জ্ঞানী মনীষীগণ এগুলোকেই লক্ষ্য বানিয়ে নেন এবং এসব ছাড়া অন্য যেসব গুণের কথা বলা হয়েছে, তারা সেগুলোকে আদৌ কোন পছন্দনীয় গুণ বলে মনে করেন না।[২]

২৫.প্রাপ্ত বয়সে বিবাহঃ

বিবাহ নৈতিক চরিত্রের রক্ষাকবচঃ

বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রথা যা মানুষের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণাঙ্গ করে। বিবাহের মাধ্যমে মানুষ অশ্লীলতা, ব্যভিচার সহ নানাবিদ অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে রক্ষা পায়। নৈতিক অবক্ষয় রোধে বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য ইসলাম প্রাপ্ত বয়সে বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

তোমাদের মধ্যে যাহারা 'আয়্যিম' তাহাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যাহারা সৎ তাহাদেরও। তাহারা অভাবগ্রস্থ হইলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়া দিবেন; আল্লাহতো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

যাহাদের বিবাহের সামর্থ্য নাই, আল্লাহ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তাহারা যেন সংযম অবলম্বন করে বিবাহ নৈতিক চরিত্রের রক্ষাকবচ এ মর্মে মহানবী সাঃ বলেন–হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্য থেকে

---

[১].আল-কুরআন (১২ : ২৩,৩২- ৩৪)

[২]. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী,হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ পৃ-১৬২-১৬৩

[৩] .আল- কুরআন(২৪ : ৩২)

Dhaka University Institutional Repository

যাদের বিয়ে করার সামর্থ আছে তাদের বিয়ে করা উচিত কারণ এটি দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। যার বিয়ে করার সামর্থ নেই সে যেন রোযা রাখে । কারণ এটি তার জন্য রক্ষাকবচ।[১]

বিবাহ সুশৃঙ্খল ও শান্তিময় জীবনের ভিত্তিঃ

বিবাহ মানুষের জীবনকে প্রশান্তিময় করে তোলে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের সংগিনীদিগকে যাহাকে যাহাতে তোমর উহাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক ভালবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন।[২]

বিবাহ মানুষকে সুখী-সমৃদ্ধ করে এ সম্পর্কে বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন–সুন্দর বিবাহিত জীবনের মূল কথা হলো একে অপরের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা গভীর হলে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক সম্পর্ক সুনিবিড় হলে যে সুফল পাওয়া যায়জীবনের অন্য ক্ষেত্রে তা মেলে না।[৩]

বিবাহ পূণ্যের কাজ ও নবী-রাসূলদের সুন্নতঃ

ইসলাম বিবাহকে দ্বীনের অর্ধেক পূণ্যের কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছে। বিবাহ নবী-রাসূলদের সুন্নত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

তোমার পূর্বে আমি তো অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়াছিলাম।[৪]

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে সৌন্দর্য ও জাগতিক যোগ্যতা পরিবর্তে দ্বীনিয়াত ও উন্নত নৈতিকতা গুরুত্বপূর্ণঃ

বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে রূপ-সৌন্দর্য ও জাগতিক যোগ্যতা মূখ্য হওয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর উন্নত নৈতিকতা, ঈমান ও দ্বীনিয়াত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহো করিও না। মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করিলেও, নিশ্চয়ই মু'মিন ক্রীতদাসী তাহা অপেক্ষা উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সহিত তোমরা বিবাহ দিও না, মুশরিক পুরুষ তোমাদিগকে মুগ্ধ করিলেও, মু'মিন ক্রীতদাস তাহা অপেক্ষা উত্তম। উহারা অগ্নির দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ তোমাদিগকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তাহারা উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে।[৫]

---

[১] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল,প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ,

[২] .আল-কুরআন (৩০৪২১)

[৩] বার্ট্রান্ড রাসেল, বিবাহ ও নৈতিকতা, অনুবাদ আরশাদ আজিজ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রকাশকাল-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১২৭,

[৪] .আল-কুরআন (১৩৪৩৮)

[৫] .আল-কুরআন(০২ : ২২১)

Dhaka University Institutional Repository

২৬.পর্দা-শালীনতা ও লজ্জাশীলতাঃ

পর্দা সামাজিক নিরাপত্তা ও অশ্লীলতা রোধের প্রধান উপায়ঃ

ইসলামে অশ্লীলতার কোন স্থান নেই। অশ্লীলতা রোধে আল-কুরআন নৈতিক পবিত্রতার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। অশ্লীলতা, যৌন অনাচারের প্রসার না ঘটে এবং পারিবারিক ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা হয় সেজন্য কুরআন পর্দার বিধান দিয়েছে। পর্দা সামাজিক নিরাপত্তা ও অশ্লীলতা রোধের প্রধান উপায় মহান আল্লাহ্ বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

হে নবী ! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীগণকে বল, তাহারা যেন তাহাদের চাদরের কিয়দংশ নিজের উপর টানিয়া দেয়। উহাতে তাহাদিগকে চেনা সহজতর হইবে, ফলে তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত করা হইবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[১]

পর্দার প্রধান উদ্দেশ্য শালীনতা রক্ষা এবং শরীর ভালভাবে আবৃত করাঃ

পর্দার প্রধান উদ্দেশ্য শালীনতা রক্ষা এবং শরীর ভালভাবে আবৃত করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন–

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

হে নবী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশ-ভুষার জন্য আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাক্ওয়ার পরিচ্ছদ, ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট । ইহা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাহতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ-

হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, আহার করিবে ও পান করিবে কিন্তু অপচয় করিবে না।নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদিগকে পছন্দ করেন না।[৩]

অনৈতিকতার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে এমন বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকা পর্দার অন্তর্ভুক্তঃ

সমাজে যাতে অশ্লীলতা ও অনৈতিকতার অনুপ্রবেশ ঘটতে না পারে সেজন্য কুরআনে কতগুলো বিষয়ে থেকে দূরে থাকার সতর্কতামূলক নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা অশ্লীলতার পথে ধাবিত করে। বিষয়গুলো নিম্নে বর্ণিত হল–

দৃষ্টি ও লজ্জাস্থান হেফাজতঃ

দৃষ্টিশক্তির অপব্যবহার মানুষকে অনৈতিকতার দিকে ধাবিত করে। হাদীসে দৃষ্টিতে শয়তানের তীরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাই দৃষ্টি ও লজ্জাস্থান হেফাজতের নির্দেশে মহান আল্লাহ্ বলেন

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ-وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

[১] .আল-কুরআন(৩৩ : ৫৯)

[২] .আল-কুরআন(০৭ : ২৬)

[৩] .আল-কুরআন(০৭ : ৩১)

Dhaka University Institutional Repository

মু'মিনদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম। উহারা যাহা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। আর মু'মিন নারীদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তাহারা যেন যাহা সাধারণ প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতীত তাহাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তাহারা যেন তাহাদের স্বামী, পিতা , শ্বশুর, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাহাদের মালিকানাদীন দাসী, পুরুষের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কাহারও নিকট তাহাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তাহারা যেন তাহাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্য সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।[১]

এ মর্মে মহান আরও আল্লাহ বলেন–

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যাহা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।[২]

গৃহের অভ্যন্তরে পর্দা রক্ষাঃ

ইসলাম গৃহের অভ্যন্তরে শালীনতা রক্ষার জন্য পর্দার নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ-

হে মু'মিনগণ তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসিগণ এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই তাহারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করিতে তিন সময়ের অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহের যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলিয়া রাখ তখন এবং ইশার সালাতের পর; এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিলে তোমাদের জন্য এবং তাহাদের জন্য কোন দোষ নাই। তোমাদের এককে অপরের নিকট তো যাতায়াত করিতেই হয়। এইভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট তাহার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

আর তোমাদের সম্ভ্রান্ত-সম্ভ্রান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করিয়া থাকে তাহাদের বায়োজ্যেষ্ঠগণ, এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৪]

পরপুরুষের সাথে কোমল ও রসালো কথা না বলাঃ

পরপুরুষের সাথে কোমল-রসালো কথা না বলা অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হতে পারেতাই তা নিষেধ করে আল্লাহ বলেন

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا- وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا-

হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নহ ; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সহিত কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলিও না, যাহাতে অন্তরে যাহার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলিবে। আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করিবে এবং প্রাচীনযুগের মত নিজদিগকে প্রদর্শন করিয়া

---

[১] .আল-কুরআন(২৪ : ৩১)

[২] .আল-কুরআন(৪০:১৯)

[৩] .আল-কুরআন(২৪ : ৫৮)

[৩] .আল-কুরআন(৩৩ :৩২-৩৩)

[৪] .আল-কুরআন(২৪ : ৫৯)

Dhaka University Institutional Repository

বেড়াইবে না। তোমরা সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত প্রদান করিবে এবং আল্লাহ ও তাহার রাসূলের অনুগত থাকিবে। হে নবী-পরিবার। আল্লাহতো কেবল চাহেন তোমাদিগ হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে।[১]

ঘরের বাহিরে মেয়েরা মাথা ও বক্ষ চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা ঃ

অনিষ্টরোধে মেয়েরা ঘরের বাহিরে মাথা ও বক্ষ চাদর দিয়ে ঢাকবে । এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

হে নবী ! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীগণকে বল, তাহারা যেন তাহাদের চাদরের কিয়দংশ নিজের উপর টানিয়া দেয়। উহাতে তাহাদিগকে চেনা সহজতর হইবে, ফলে তাহাদিগকে উত্যক্ত করা হইবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[২]

অনুমতি সাপেক্ষে অন্যের গৃহে প্রবেশঃ

অন্যের গৃহে প্রবেশের অনুমতি নিতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ-

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজের গৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না লইয়া এবং তাহাদিগকে সালাম না করিয়া প্রবেশ করিও না। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।[৩]

গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে গৃহে প্রবেশ না করাঃ

গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে কার গৃহে প্রবেশ না করা যাবে না।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ-

যদি তোমরা গৃহে কাহাকেও না পাও তাহা হইলে উহাতে প্রবেশ করিবে না যতক্ষণ না তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদিগকে বলা হয়, 'ফিরিয়া যাও' তবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে, ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, এবং তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সর্বশেষ অবহিত।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

যে গৃহে কেহ বাস করে না তাহাতে তোমাদের জন্য দ্রব্যসামগ্রী থাকিলে সেখানে তোমাদের প্রবেশ কোনও পাপ নাই এবং আল্লাহ জানেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর।[৫]

পর্দার দিকগুলোঃ

-শালীনতার সাথে ভালভাবে সতর ঢাকা
-নারী–পুরুষ নির্বিশেষে দৃষ্টি সংবরণ
-গায়রে মাহরামদের সামনে পূর্ণ পর্দা করা/সতর ঢাকা
-গৃহের অভ্যন্তরে পর্দার নীতিমালা মেনে চলা
-অন্যের গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে পর্দার নিয়ম পালন করা
-সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সুসজ্জিত হয়ে চলাফেরা না করা
-মাথা এবং বক্ষদেশ চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা

---

[১] .আল-কুরআন(৩৩ :৩২-৩৩)
[২] .আল-কুরআন(৩৩ : ৫৯)
[৩] .আল-কুরআন(২৪ : ২৭)
[৪].আল-কুরআন (২৪ : ২৮)
[৫].আল-কুরআন (২৪: ২৯)

Dhaka University Institutional Repository

-লজ্জাস্থানের হেফাজত করা

পর্দাহীনতার প্রধান কুফল ঃ

অশ্লীলতা ও ব্যভিচার বৃদ্ধি
পরকীয়া প্রেম
নারী নির্যাতন বৃদ্ধি

২৭.সর্বাবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বনঃ

মধ্যপন্থা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ভারসাম্যের মূলনীতিঃ

সকল কর্ম ও আচরণে মধ্যপন্থা একটি উত্তম পন্থা। মধ্যপন্থা মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ভারসাম্যের মূলনীতি। একটি মধ্যপন্থী জীবন দর্শন হিসেবে কুরআন মানব জীবনের সকল আচরণ ও কর্ম ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা গ্রহণ শিক্ষা প্রদান করে। এসম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে-

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করিয়া রাখিও না এবং উহা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করিও না, তাহা হইলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হইয়া পড়িবে।[১]

এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

এবং যখন তাহারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না কার্পণ্যও করে না, বরং তাহারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।[২]

জীবনের সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থাই গ্রহণযোগ্য পন্থাঃ

উগ্রতা ও উদাসীনতা কোনটি মানব জীবনের জন্য কল্যাণকর নয়। দু'টি মানবজীবনকে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করে। তাই জীবন এবং সমাজকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পন্থা।

এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে-

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

বল, তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর বা 'রহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সকল সুন্দর নামইতো তাহার। তোমরা সালাতে স্বর উচ্চ করিও না এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না; এই দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।[৩]

২৮.স্বল্পতুষ্টি / দুনিয়ার জীবনের উপর আখেরাতের প্রাধান্য প্রদানঃ

স্বল্পতুষ্টি নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধের উত্তম পাথেয়ঃ

নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে স্বল্প তুষ্টির ভূমিকা অনিস্বীকার্য। স্বল্পতুষ্টি মানুষকে সৎ পথে চলতে সহায়তা করে। তাই নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে ভোগবাদী পথপরিহার করে স্বল্পতুষ্টির নীতি গ্রহণ করতে হবে।

দুনিয়ার জীবন সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণস্থায়ী আর আখেরাতের জীবন অনন্ত ও চিরস্থায়ী। পার্থিব জীবন পরকালীন জীবনের পরীক্ষাক্ষেত্র। এই জীবনের যাবতীয় কর্মের জবাবদিহীতা পরকালীন জীবনে প্রদান করতে হবে। এখানে মানুষ ভাল কাজ করলে পুরস্কৃত হবে আর খারাপ কাজ করলে শাস্তি প্রাপ্ত হবে। তাই ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার জীবনের উত্তম পাথেয় স্বল্পতুষ্টি। দুনিয়ার জীবনের অসারতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

---

[১] .আল-কুরআন(১৭ : ২৯)
[২].আল-কুরআন (২৫: ৬৭)
[৩] .আল-কুরআন(১৭ : ১১০)

Dhaka University Institutional Repository

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ-

পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য আখিরাতের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি অনুধাবন কর না?[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ

আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন; কিন্তু ইহারা পার্থিব জীবনে উল্লাসিত, অথচ দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র।[২]

নির্বোধ ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের সফলতা নিয়ে বিভোরঃ

বুদ্ধিমানরা কখনই চিরস্থায়ী জীবনের উপর ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দিতে পারেনা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নহে। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি উহারা জানিত।[৩] এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى –

তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করিও না উহার প্রতি, যাহা আমি তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়াছি, তদ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমদিগকে প্রবঞ্চিত না করে।[৫]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

যে কেহ আখিরাতের ফসল কামনা করে তাহার জন্য আমি তাহার ফসল বর্ধিত করিয়া দেই এবং যে কেহ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাহাকে উহারই কিছু দেই, আখিরতির তাহার জন্য কিছুই থাকিবে না।[৬]

সম্পদই সত্যিকার মর্যাদা ও সফলতার মানদন্ড নয়ঃ

দূর্নীতিবাজদের সম্পদের পাহাড় দেখে একথা মনে করার কারণ নেই যে, তারা সফল ও মর্যাদাবান। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ- وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ-وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

সত্য প্রত্যাখানে মানুষ এক মতাবলম্বী হইয়া পড়িবে, এই আশংকা না থাকিলে দয়াময় আল্লাহকে যাহারা অস্বীকার করে, উহাদিগকে আমি দিতাম উহাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি যাহাতে উহারা আরোহণ করে, এবং উহাদের গৃহের জন্য দরজা ও পালঙ্ক––যাহাতে উহারা হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতে পারে, এই স্বর্ণ নির্মিতও।

---

[১] .আল-কুরআন(০৬ : ৩২)
[২].আল-কুরআন (১৩ : ২৬)
[৩].আল-কুরআন (২৯ : ৬৪)
[৪].আল-কুরআন(২০ : ১৩১)
[৫] .আল-কুরআন(৩৫ : ০৫)
[৬].আল-কুরআন (৪২ : ২০)

Dhaka University Institutional Repository

আর এই সকলই তো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার। মুত্তাকীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে আখিরাতের কল্যাণ।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

তোমরা জানিয়া রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়-কৌতুক, জাঁক-জমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তানাতিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। উহার উপমা বৃষ্টি, যাদ্দরা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদিগকে চমৎকৃত করে, অতঃপর উহা শুকাইয়া যায়, ফলে তুমি উহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়।[২] এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

যাহারা মু'মিন হইয়া আখিরাত কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য।[৩]

দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ অতি নগণ্য ও সাময়িক ঃ

দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ অতি নগণ্য ও সাময়িক। প্রকৃত বুদ্ধিমানরাই চিরস্থায়ী পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সফলতার জন্য কাজ করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ-قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ-

নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হইয়াছে। এইসব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ তাহারাই নিকট রহিয়াছে উত্তম আশ্রয়স্থল। বল, 'আমি কি তোমাদিগকে এই সব বস্তু হইতে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দিব? যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলে তাহাদের জন্য জান্নাতসমূহ রহিয়াছে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আর সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিগণ এবং আল্লাহর নিকট হইতে সন্তুষ্টি রহিয়াছে। আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যকদ্রষ্টা।[৪]

২৯. মানব রচিত মতাদর্শ পরিহার করে পরিপূর্ণভাবে ইসলামী মতাদর্শ গ্রহণঃ

মানব রচিত মতাদর্শ পরিহার করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূল সাঃ কে অনুসরণঃ

মানব রচিত কোন মতবাদ ও চিন্তাধারা মানুষকে কখনই স্থায়ী মুক্তি-কল্যাণ দিতে পারেনি। আর তা সম্ভবও নয় কারণ স্বল্প জ্ঞান ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, তার পক্ষে সার্বজনীন কল্যাণকর জীবনাদর্শ প্রদান সম্ভবপর নয়। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্বময় কল্যাণের অধিকারী, মানুষের স্রষ্টা তিনি জানেন মানুষের প্রকৃত কল্যাণ কিসে ও কোন পথে নিহিত। তাই আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানেই মানুষের জন্য কল্যাণ নিহিত। আর এ কারণেই মানব রচিত এসব মতাদর্শ উৎখাত করে তদস্থলে আল্লাহ বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে রাসূল প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সা. প্রতি প্রেরিত কুরআনই সবোৎকৃষ্ট মতাদর্শ। যা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–**هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ**

---

[১]. আল-কুরআন (৪৩ : ৩৩-৩৫)

[২]. আল-কুরআন(৫৭ : ২০)

[৩]. আল-কুরআন(১৭ : ১৯)

[৪]. আল-কুরআন(০৩:১৪-১৫)

Dhaka University Institutional Repository

তিনিই তাঁহার রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর উহাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা উহা অপছন্দ করে।[১]

রাসূল সা. জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা অর্জনকারী মহামানব। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির ব্যাপারে এরূপ কোন সনদ পাওয়া যায়না। কাজেই কার্ল মার্কস, লেনিন, হেগেল প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ নয়, বরং রাসূল সা. আমাদের আদর্শ।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্বরণ করে তাহাদের জন্য রাসূলুল্লার মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

রাসূল তোমাদিগকে যাহা দেয় তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে তাহা হইতে বিরত থাক ।[৩]

মানবতার মুক্তির পথনির্দেশ ইসলামে ঃ

মানবতার মুক্তির পথনির্দেশ ইসলামে বিদ্যমান অন্য কোন তন্ত্র-মন্ত্রে তা নেই। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

তাহারা বলে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হও ঠিক পথ পাইবে। বল বরং একনিষ্ঠ হইয়া আমরা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করিব এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন–

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ-

তোমরা বল আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি, এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাহারই নিকট আত্মসমার্পণকারী।[৪]

ইসলামেই প্রকৃত কল্যাণ ও সফলকাম নিহিত ঃ

ইসলামেই প্রকৃত কল্যাণ ও সফলকাম নিহিত । এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

হাঁ, যে কেহ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় তাহার ফল তাহার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না।[৫]

---

[১] .আল-কুরআন(৬১ঃ০৯)

[২] .আল-কুরআন(৩৩ঃ২১)

[৩] .আল-কুরআন(৫৯ঃ০৭)

[৪] .আল-কুরআন(০২: ১৩৫-১৩৬)

[৫] .আল-কুরআন(০২ : ১১২)

Dhaka University Institutional Repository

৩০.ইসলামের আংশিক অনুসরণ লাঞ্ছনার মূলকারণ, সুফল পেতে পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করতে হবেঃ

ইসলামের আংশিক অনুসরণ ও আংশিক পরিহার বর্তমান পৃথিবীর মুসলিম জাতির লাঞ্ছনার মূল কারণ। ইসলামের থেকে প্রকৃত সুফল পেতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক-আধ্যাত্মিক, ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়সহ সামগ্রীক জীবনে ইসলাম পালন করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ-

তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ? সুতরাং তোমাদের যাহারা এরূপ করে তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অবগত।[১]

ইসলামের আংশিক অনুসরণ ও আংশিক পরিহার সত্যিকার মুসলিম হওয়ার অন্তরায়ঃ

আংশিক অনুসরণ ও আংশিক পরিহার সত্যিকার মুসলিম হওয়ার পথে বড় অন্তরায়। সত্যিকার মুসলিম হতে হলে ইসলামে পূর্ণ দাখিল হতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না । নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[২]

প্রকৃত মুসলিমকে সকল বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মান্য করতে হবেঃ

প্রকৃত মুসলিম হতে হলে মতভেদপূর্ণ বিষয় সহ সকল বিষয় আল্লাহ ও রাসূলের মান্য করতে হবে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً-

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর , আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী ; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উহা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। ইহাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।[৩]

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

মু'মিনদের উক্তি তো এই–যখন তাহাদের মধ্যে ফায়সালা করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তাহারা বলে, আমরা শ্রবণ করিলাম ও আনুগত্য করিলাম।আর উহারাই তো সফলকাম।[৪]

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে মু'মিনের বিন্দুমাত্র আপত্তির সুযোগ নেই ।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا-

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ ! তাহারা মু'মিন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তাহাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাহাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে উহা মানিয়া না লয়।[১]

---

[১] .আল-কুরআন(০২ঃ ৮৩)
[২] .আল-কুরআন(০২ঃ২০৮)
[৩] .আল-কুরআন(০৪ঃ৫৯)
[৪] .আল-কুরআন(২৪ঃ৫১)

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশ অমান্য অনৈতিক ও ভ্রষ্টতার পথ ঃ

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের কোন একটি নির্দেশ অমান্য করা অনৈতিক ও সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার পথ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে অমান্য করিলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হইবে।[২]

৩১.সুষম অর্থনৈতিক বন্টন ঃ

নৈতিকতা বর্জিত অর্থনৈতিক নীতিমালা শোষণের হাতিয়ার। তার পরিবর্তে শোষণ ও বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রনয়ন ও কার্যকর করতে হরে। সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে হবে। নৈতিকতাযুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পদ ভোগ ও সুবিধায় সকলের অধিকার যথার্থই স্বীকৃত হয়।

সমাজের এক শ্রেণী সীমাহীন প্রাচুর্যের উদ্দাম স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে আর অপর শ্রেণী থাকবে বঞ্চিত-নিঃস্ব-সর্বহারা, ইসলাম কিছুতেই এটা বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। এ ধরনের অবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইসলাম সরকারকে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে। এটা এমন একটা মূলনীতি যা ঐতিহাসিক ভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে প্রমাণিত। তিনি বনু নজীর থেকে সংগ্রহীত 'ফায়' এর সমগ্র অর্থই শুধুমাত্র দরিদ্র মোহাজেরদের মধ্যে বিতরণ করেন, যাতে প্রথম সুযোগেই ইসলামী সমাজে খানিকটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবলমাত্র দু'জন দরিদ্র আনসারকে তিনি তাদের সাথে শামিল করেন। অতঃপর কোরআন এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত কে সমর্থন করার জন্য এগিয়ে আসে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

যাহাতে তোমাদের মধ্যে যাহারা বিত্তবান কেবল তাহাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।[৩]

এ দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ। এর আলোকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসনকারী মুসলমান শাসক মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাইতুল মাল থেকে অভাবী ও দরিদ্র লোকদেরকে উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য করার সর্বদাই ক্ষমতা রাখে। সামাজের বিভিন্ন পর্যয়ের লোকদের মধ্যে যাতে সাধারণ ভারসাম্য ব্যাহতকারী বৈষম্য বিরাজিত না থাকে এ জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।[৪]

৩২.হালাল উপার্জনঃ

হালাল উপার্জন অর্থ বৈধ উপার্জন। আল্লাহর ও রাসূলের অনুমদিত ও নির্দেশিত পন্থায় যে আয় উপার্জন করা হয় তাকে হালাল উপার্জন বলে। হালাল উপার্জন একটি ইবাদত। আল্লাহর ইবাদত করা যেমন কর্তব্য তেমনি হালাল উপার্জন ও মানুষের একান্ত কর্তব্য। আত্মার কল্যাণের জন্য হালাল উপার্জন অপরিহার্য। হারাম খাবারের যেমন নেতিবাচক প্রভাব অবশ্যম্ভবী, হালাল খাবারের তেমনি ইতিবাচক প্রভাব অনিস্বীকার্য। নৈতিক উৎকর্ষতায় হালাল খাবারের বিকল্প নেই। কুরআন হালাল উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ–

হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যাহা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রহিয়াছে তাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৫]

হালাল জীবিকা অন্বেষণ ফরযের পরের ফরয–ইসলাম বলে গণ্য করেছে।

---

[১].আল-কুরআন (০৪ঃ৬৫)

[২].আল-কুরআন (৩৩ঃ৩৬)

[৩] .আল-কুরআন(০২ : ১১২)

[৪] সাইয়েদ কুতুব,ইসলামের স্বর্ণ যুগে সামাজিক ন্যায়-নীতি,অনুবাদ-আকরাম ফারুক,স্মৃতি প্রকাশনী,৩য় প্রকাশ-২০০৫,পৃ-১০৫

[৫] .আল-কুরআন(০২ঃ১৬৮)

Dhaka University Institutional Repository

হালাল জীবিকা অন্বেষণ ফরযের পরের ফরয–ইসলাম বলে গণ্য করেছে। হালাল উপার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন কিয়ামতের দিন প্রত্যেক আদম সন্তানকে ৫টি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত এক কদম নড়তে দেয়া হবে না। ক. জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে? খ. যৌবন শক্তি-সমার্থ কি কাজে ব্যয় করেছে? গ. ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে? ঘ. উপার্জিত সম্পদ কি কাজে ব্যয় করেছে? ঙ. দ্বীন সম্পর্কে যা জেনেছে সে অনুযায়ী কতটুকু কাজ করেছে?[১]

৩৩.আত্মসমালোচনাঃ

আত্মসমালোচনা হচ্ছে–ব্যক্তি তার নিজের দোষ-ত্রুটি খুঁজে নিজেকে ভর্ৎসনা করা এবং তা সংশোধনে তৎপর থাকা। আইন প্রনয়ন বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সমাজ থেকে অনাচার দুর করা সম্ভব নয়।বরং সমাজ থেকে অনাচার দুর করতে ব্যাক্তির মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের উন্নতি ঘটাতে হবে। আর নৈতিক মূল্যবোধের উৎকর্ষতা অর্জনের পন্থা হল আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসমালোচনা।

পাশবিক শক্তি ও পশু প্রবৃত্তির প্রভাবে মানুষ অনেক সময় ভূল-ভ্রান্তি করতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি যদি নিজের পাপ ও ভুলকে স্মরণ করে যদি নিজেকে ভর্ৎসনা করেন। পাপের স্মৃতি যদি ব্যক্তিকে তীব্র পীড়া ও অনুশোচনায় দগ্ধ করে তাহলে সে নিজে কৃত অপরাধের স্বীকারোক্তি করে শাস্তির জন্য নিজকে পেশ করবে। আর কৃত অপরাধ ছোট-খাট ও নগন্য পর্যায়ের হয় এবং ব্যাক্তি এর জন্য সাথে সাথে তাওবা করে নিজকে সংশোধন করে নেয়। তাহলে সমাজ থেকে স্থায়ীভাবে অপরাধ দূর হবে। পুলিশী ভয়ে নয় বরং স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তি অপরাধ থেকে দূরে থাকবে। এজন্য ইসলাম আত্মসমালোচনার নির্দেশ দেয়। ওমর রা. বলেন– কিয়ামতের দিন হিসাব প্রদানের পূর্বে প্রত্যেহ নিজে নিজের হিসাব গ্রহণ কর। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا-اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তাহার গ্রীবালগ্ন করিয়াছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য বাহির করিয়া এক কিতাব,যাহা সে পাইবে উন্মুক্ত। তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।[২]

এ মর্মে মহান আরও আল্লাহ বলেন–يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যাহা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।[৩]

৩৪.তাওবা ও সংশোধনঃ

তওবা শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুশোচনা,প্রত্যাবর্তন, পাপের স্বীকৃতি ও তা থেকে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প।[৪]

তওবা হচ্ছে সাবেক গুণাহের জন্য অনুশোচনার অনলে অন্তরের বিগলিত হওয়া।

কেউ কেউ বলেন, তওবা হচ্ছে অনাচারের পোষাক খুলে ফেলে সরলতা ও হৃদ্যতার শয্যা পাতা।

সহল ইবনে আবদুল্লাহ রহঃ বলেন, নিন্দনীয় কর্মকান্ডকে প্রসংশনীয় কর্মকান্ডে বদলে দেয়ার নাম তওবা। এটা নির্জনবাস, মৌনতা ও হালাল ভক্ষণ ছাড়া সহজলভ্য নয়।

---

[১] ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, আবওয়াবু সিফাত আল-কিয়ামাহ,পৃ-৬৭,

[২] .আল-কুরআন (১৭ঃ১৩-১৪)

[৩] .আল-কুরআন(৪০ঃ১৯)

[৪] ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআনের পরিভাষা, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৫,

Dhaka University Institutional Repository

তাওবা সৎপথে অটল-অবিচল থাকার চাবিকাঠিঃ

গুণাহ থেকে তওবা করে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে আধ্যাত্ম পথের সূচনা এবং ওলীগণের অমূল্য সম্পদ। সাধকগণ প্রথমে এ পথেই পা বাড়ান। যারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত, তাদের জন্য এ প্রত্যাবর্তনই হচ্ছে সৎপথে অটল থাকার চাবিকাঠি। নৈকট্যশীলদের জন্য এটাই আল্লাহর মনোনয়ন লাভের দিকচক্রবাল্ পরগম্বরগণের জন্য বিশেষত আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ) এর জন্য এটাই সৌভাগ্য লাভের উৎস।[১]

তওবা গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভাবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে,যাহার পাদ দেশে নদী প্রবাহিত।[২]

তাওবা মানুষকে সুপথে অবিচল রাখেএ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىএবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তাহার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, সৎপথে অবিচলিত থাকে।[৩]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

কেহ কোন মন্দকার্য করিয়া অথবা নিজের প্রতি যুলুম করিয়া পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাইবে।[৪]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন– وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

যাহারা অসৎকার্য করে তাহার পরে তাওবা করিলে ও ঈমান আনিলে তোমার প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৫]

তাওবা পরিশুদ্ধি ও মুক্তির পথঃ

তাওবা মানুষের জীবনকেএ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

বল হে আমার বান্দাগণ ! তোমরা যাহারা নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছ,আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দেবেন । তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬]

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

এবং যাহারা কোন অশ্লীল কার্য করিয়া ফেলিলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করিলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করিবে? এবং তাহারা যাহা করিয়া ফেলে , জানিয়া শুনিয়া তাহারই পুনরাবৃত্তি করে না।[৭]

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا-

---

[১] ইমাম গাজ্জালী রহঃ ,এহইয়াউ উলুমিদ্দীন,চতুর্থ খন্ড,প্রাগুক্ত,পৃ-১৩৮,১৩৬,

[২] .আল-কুরআন(৬৬ঃ০৮)

[৩].আল-কুরআন (২০ঃ৮২)

[৪] .আল-কুরআন(৪ ঃ ১১০)

[৫] .আল-কুরআন(০৭ঃ১৫৩)

[৬] .আল-কুরআন(৩৯ঃ৫৩)

[৭] .আল-কুরআন(০৩ঃ১৩৫)

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যাহা গুরুতর তাহা হইতে বিরত থাকিলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলি মোচন করিবএবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে দাখিল করিব।[১]

সারা জীবন ইচ্ছাকৃত পাপচারে লিপ্ত থেকে শেষ জীবনে তাওবা মুক্তি দেবে নাঃ

সারা জীবন জেনে শুনে ইচ্ছাকৃত পাপচারে লিপ্ত থাকলে থেকে শেষ জীবনে তাওবা করলে সে তাওবা মুক্তি দেবে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

আল্লাহ অবশ্যই সেইসব লোকের তাওবা কবুল করিবেন যাহারা ভূলবশত মন্দ কার্য করে এবং সত্বর তাওবা করে ,ইহারাই তাহারা , যাহাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ,প্রজ্ঞাময় । তাওবা তাহাদের জন্য নহে যাহারা আজীবন মন্দ কার্য করে , অবশেষে তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইলে সে বলে, আমি তাওবা করিতেছি এবং তাহাদের জন্যও নহে, যাহাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি।[২]

৩৫.শোকর(কৃতজ্ঞতা)ঃ

শোকর শব্দের আভিধানিক অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, নিয়ামতের স্বীকৃতি।শরিয়তের পরিভাষায় শুক্র বলতে আল্লাহর নিয়ামতের মোকাবিলায় বিশ্বাসে, কথায় ও কাজে তার আনুগত্য করা ও তার অবাধ্যতা হয় এমন কিছু পরিহার করাকে বোঝায়।[৩]

মহাজ্ঞানী, পরম দয়ালু, সর্বশক্তিমান, মহান আল্লাহ অনিন্দ্যসুন্দর এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা। তিনি মানুষের জন্য বিশ্ব-জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অফুরন্ত রিজক ও অগণিত নিয়ামত দিয়ে পৃথিবীতে মানুষের লালন-পালনের সকল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি মানুষকে অতি উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্টত্ব দান করে তাঁর নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর এই মর্যাদা দান ও সীমাহীন দয়া-অনুগ্রহ প্রতি লক্ষ্য করে প্রতিনিয়ত মনে প্রাণে তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে। স্রষ্টার প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন প্রকৃত সৌজনতা ও প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা পরিচায়ক। মানব আল্লাহর এ সব নিয়ামত স্বীকার করবে, মুখেস্বীকৃতি দেবে, নিজ কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতার প্রমাণ পেশ করবে। এই প্রেরণা ও অনুভূতিই হলো ঈমানের ভিত্তি। স্রষ্টা প্রদত্ত এই অসংখ্য নিয়ামতকে অস্বীকার করা এবং নিয়ামতদাতার শুকরিয়া আদায় না করা চরম অকৃতজ্ঞতা ও চরম নির্বুদ্ধিতা। ইউসুফ ইসলাহী বলেন–" আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার স্বাভাবিক দাবী এই যে, বান্দা তাঁর দান ও দয়ায় অপর কাউকে অংশীদার করবে না। সে তার ভালবাসা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের সকল আবেগ ও অনুভূতি একমাত্র আল্লাহর জন্য ধিারিত করবে।বস্তুত এরই নাম ঈমান।"[৪]

শোকর (কৃতজ্ঞতা) দুই প্রকার ক. স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা খ. সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা

স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে নিয়ামত বৃদ্ধি হয়এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। আর সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সুস্পর্ক বিরাজ করে এবং সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

---

[১] .আল-কুরআন(০৪ঃ৩১)

[২].আল-কুরআন (০৪ঃ১৭-১৮)

[৩] ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান,কুরআনের পরিভাষা,পৃ-২৩৬

[৪]. মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী,আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা, অনুবাদ-এ এম এম সিরাজুল ইসলাম,ইফাবা,ঢাকা,২য়সংস্করণ২০০৫,পৃ–৩৩,

Dhaka University Institutional Repository

শোকর আল্লাহর সন্তুষ্টি উপায়ঃ

শোকর আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্যতম উপায় যা মনকে প্রশস্ত করে। এজন্য কৃতজ্ঞতা গুণ অর্জনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন- وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হইও না।[১]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন- فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

আল্লাহ তোমাদিগকে হালাল ও পবিত্র যাহা দিয়েছেন তাহা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[২] মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন- كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا

তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযক ভোগ কর এবং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ প্রকাশ কর।[৩]

শোকরের কল্যাণ বয়ে আনেঃ

শোকর জীবনে নানাবিদ কল্যাণ বয়ে আনে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন

وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ-

যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য, আর যে অকৃতজ্ঞ সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ অভাব মুক্ত।[৪]

মহান আল্লাহ অন্যত্র আরও বলেন-وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করবেন।[৫]

কৃতজ্ঞতা গুরুত্ব ও কারণঃ

১ম কারণঃ আল্লাহ মানুষকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করে জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেক দান করেছেন- এমর্মে আল্লাহ বলেন-

وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আল্লাহ তোমাদিগকে নির্গত করিয়াছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হইতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৬]

২য় কারণঃ আল্লাহ মানুষকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন, যা ছাড়া মানুষ পক্ষে এক মুহূর্ত বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এমর্মে আল্লাহ বলেন-

৩য় কারণঃ স্রষ্টার নিকট কৃতজ্ঞতার মধ্যেই মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত আছে। এমর্মে আল্লাহ বলেন-

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

স্মরণ কর তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে তোমাদিগকে অবশ্যই অধিক দিব আর অকৃতজ্ঞ হইলে অবশ্যই আমার শাস্তি হইবে কঠোর।'[৭]

শোকর না করার অশুভ পরিণামঃ

অকৃতজ্ঞতার পরিণাম ধ্বংস। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلاَءِ وَآبَاءهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ

---

[১] .আল-কুরআন(২৪১৫২)
[২] .আল-কুরআন(১৬৪১১৪)
[৩].আল-কুরআন (৩৪৪১৫)
[৪] .আল-কুরআন(২৭৪৪০)
[৫] .আল-কুরআন (০৩৪১৪৪)
[৬] .আল-কুরআন(১৬৪৭৮)
[৭].আল-কুরআন (১৪৪০৭)

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত আমি উহাদিগকে এবং উহাদের পিতৃপুরুষদিগকে ভোগসম্ভার দিয়াছিলাম; অধিকন্তু উহাদের আয়ুষ্কালও হইয়াছিল দীর্ঘ। উহারা কি দেখিতেছে না যে, আমি উহাদের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি। তবুও কি উহারা বিজয়ী হইবে?[১]

ঈমানদাররা (বিশ্বাসীরা)তাদের দুর্বলতা ও আল্লাহর সম্মুখে তাদের দীনতার বিষয়ে সচেতন হয়ে আল্লাহর প্রতিটি নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ধন-সম্পদই একমাত্র নিয়ামত নয়, যার জন্য ঈমানদাররা আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানান। বরং আল্লাহই সবকিছুর মালিক ও অধিকারী জেনে ঈমানদাররা তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতবোধ করেন। তাদের সুস্বাস্থ্য, সুষমা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধর্মপ্রীতি, অধর্ম বিদ্বেষ, সমঝদারিত্ব, অন্তর্দৃষ্টি ও ক্ষমতার জন্য। তারা কৃতজ্ঞ, ঠিক পথে পরিচালিত হবার জন্য এবং ঈমানদারদের দলে অন্তর্ভক্ত থাকার জন্য। ------ পক্ষান্তরে একজন অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি এমনকি সর্বাধিক মনোরম পরিবেশের মধ্যেও ত্রুটি ও অপূর্ণতা আবিষ্কার করে অতৃপ্ত ও অসুখী হবে। -------- কৃতজ্ঞতার পূর্ব শর্ত হচ্ছে, আন্তরিকতা। আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমপর্ণ না করে এবং আল্লাহর অশেষ করুণা ও অনুকম্পাজনিত অন্তরের শান্তি উপলব্ধি না করে আল্লাহর প্রতি লোক দেখানো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চরম আন্তরিকতাহীনতা তথা ভন্ডামিরই নামান্তর। আল্লাহ জানেন প্রতিটি হৃদয়ের প্রবৃত্তি কি। ভন্ডামি লুকাবে কোথায়? মনের অসৎ উদ্দেশ্যগুলো অন্যদের কাছ থেকে লুকানো যাবে, কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে নয়। এ ধরনের লোকেরা সুদিনে জাঁকজমক করে কৃতজ্ঞতার প্রদর্শনী করতে পারে কিন্তু সুঃসময়ে খুব সহজেই তারা অকৃতজ্ঞতায় পতিত হবে।[২]

৩৬.কিসাস (সমপ্রতিশোধ) এর বিধান প্রতিষ্ঠা ঃ

কিসাস শব্দের আভিধানিক অর্থ হত্যা করা, পদাংক অনুসরণ করা ইত্যাদী। পরিভাষায়-যে যেরুপ করল তার সাথে সেরুপ করাকে কিসাস বলে। সজ্ঞানে অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে শাস্তি হিসেবে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান, ইসলামী শরীয়তে তাকে কিসাস বলে।[৩]

সন্ত্রাস নির্মূলে, সামাজিক-রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় এবং সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠায় কিসাস একটি যুগান্তকারী বিধানঃ

সমাজ থেকে হত্যা, সন্ত্রাস নির্মূলে সামাজিক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠায় কিসাস একটি যুগান্তকারী বিধান। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ- وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীন ব্যাক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী, কিন্তু তাহার ভাইয়ের পক্ষ হইতে কিছু ক্ষমা প্রর্দশন করা হইলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সহিত তাহার দেয় আদায় বিধেয়। ইহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। ইহার পর যে সীমালংঘন করে তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রহিয়াছে, যাহাতে তোমরা সাবধান হইতে পার।[৪]

---

[১] .আল-কুরআন(২১ : ৪৪)

[২] হারুন ইয়াহিয়া, কোরআন মজিদের কিছু গোপন রহস্য,অনুবাদ-আবুল বাশার,খোশরোজ কিতাব মহল,১ম সং,-২০০৩,পৃ-১৬-১৭

[৩] ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান,কুরআনের পরিভাষা,প্রাগুক্ত,পৃ-১৪০

[৪] .আল-কুরআন (০২ঃ ১৭৮-১৭৯)

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ

যদি তোমরা শাস্তি দাওই, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হইয়াছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করিলে ধৈর্যশীলদের জন্য উহাই তো উত্তম।[১]

কিসাসের বিধানের গুরুত্ব প্রসঙ্গে –কুরআন বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্বোধন করে তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, কিসাস বা 'প্রাণ হত্যার শাস্তি স্বরূপ প্রাণদন্ডাদেশের' ওপর সমাজের জীবন নির্ভর করছে। মানুষের প্রাণের প্রতি যারা মর্যাদা প্রদর্শন করে সে আসলে তার জামার আস্তিনে সাপের লালন করছে। তোমরা একজন হত্যাকারীর প্রাণ রক্ষা করে অসংখ্য নিরাপরাধ মানুষের প্রাণ সংকটাপন্ন করে তুলেছো।[২]

কিসাস (সমপ্রতিশোধ) ন্যায় ও সুবিচারের প্রতীকএবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের বিধানঃ

কিসাস (সমপ্রতিশোধ)ন্যায় ও সুবিচারের প্রতীক।তাওরাতে এবিধান দেয়া হয়েছিল। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ-

আমি তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত, এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম । অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহার পাপ মোচন হইবে। আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদানুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই যালিম।[৩]

মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করিয়া দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে তাহার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। আল্লাহ যালিমদিগকে পছন্দ করেন না। তবে অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিবিধান করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।[৪]

৩৭. আল্লাহর প্রতি ভালবাসাঃ

আল্লাহর প্রতি ভালবাসা মানব মনে উন্নত নৈতিকতা ও উৎকৃষ্ট মহৎগুণের অধিকারী করে তোলে। নবী-রাসূল সহ যারা আল্লাহ প্রেমিক ছিলেন তারা প্রত্যেকেই উৎকৃষ্ট মহৎগুণ ও অতি উন্নত মূল্যবোধের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ প্রেমিকরা শুধু নিজেরা ভাল ছিলেন তা নয় বরং তারা মানুষকে সংশোধন ও ভাল করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ-

তথাপি মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাহাদিগকে ভালবাসে; কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় তাহারা সুদৃঢ়।[৫]

আল্লাহ প্রতি ভালবাসার গুরুত্ব সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া বলেন–

মানুষের মন যখন আল্লাহর ভালবাসা ও ইবাদতের মজা পায় তখন তার দৃষ্টিতে এর চেয়ে বড় মজাদার জিনিষ আর কিছু থাকে না। তখন অন্য কোন দিকে যাবার তার প্রয়োজনও পড়ে না। এ কারণেই সরলমতি মু'মিনরা সকল প্রকার খারাপ কাজ ও কথা থেকে এ সাহায্যে মাহফুজ থাকে।[৬]

---

[১] .আল-কুরআন(১৬ঃ১২৬)

[২] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী(রহ), তাফহীমুল কুরআন,১ম খন্ড,প্রাগুক্ত ,পৃ-১৪৯

[৩] .আল-কুরআন(০৫ঃ৪৫)

[৪] .আল-কুরআন(৪২ঃ৪০-৪১)

[৫] .আল-কুরআন(০২ঃ১৬৫)

[৬] .ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবাদতের মর্মকথা,অনুঃ এ বি এম খালেক মজুমদার,আধুনিক প্রকাশনী,ঢাকা,১মপ্রকাশ-২০০৩,পৃ-১০৬,

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে মুহাম্মাদ কুতুব বলেন–
সম্প্রীতি, সৌহার্দ, নিষ্ঠা, সততা এবং জীবনের মহান ও পবিত্র লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ এবং যাবতীয় লোভ–লালসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে উহাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্য যে সাধনার প্রয়োজন তার মূলে একমাত্র কার্যকরী শক্তি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা । ইসলাম এই ভালবাসা বৃদ্ধির শিক্ষাই মানুষকে দান করে। এর সাহায্যে মানুষ বল্গাহীন কামনা–বাসনাকে সংযত রাখতে সক্ষম হয় এবং গোটা জীবনে কেবলমাত্র আল্লাহর ভালবাসাকে পরম ও চরম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতঃ উহাকেই অব্যর্থ শক্তি হিসেবে দেখতে চায় যে ব্যক্তি এই মহান সম্পদ থেকে বঞ্চিত সে মুসলমানই হতে পারে না।[১]

৩৮. ঐক্যবদ্ধ থাকা ঃ

একতাই শক্তি। একতা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শৃঙ্খলা-সংহতি রক্ষা করে। সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। অনৈক্য–বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

اَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।[২]

অনৈক্য, বিভেদ–বিচ্ছিন্নতা সমাজ ও জাতির ভিত্তিকে দূর্বল করেঃ

অনৈক্য, বিবাদ–বিচ্ছিন্নতা সমাজ ও জাতি দূর্বল করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَاَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ-

তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিবে না, করিলে তোমরা সাহস হারাইবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হইবে।[৩]

দ্বীন (ইসলাম) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হওয়াঃ

ইসলাম মানবতার শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তি দিশারী। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠত হবে এবং সমাজ থেকে সকল অনাচারের অবসান ঘটবে। তাই দ্বীন (ইসলাম) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اَنْ اَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন দীন যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নুহকে আর যাহা আমি ওহী করিয়াছি তোমাকে এবং যাহারা নির্দেশ দিয়াছিলাম ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে, এই বলিয়া যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না।[৪]

---

১. মুহাম্মাদ কুতুব,ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৪০,
২ .আল-কুরআন(০৩ঃ১০৩)
৩ .আল-কুরআন(০৮ঃ৪৬)
৪ .আল-কুরআন(৪২ঃ১৩)

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা ও সহযোগিতা-সহানুভূতিঃ

ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা ও সহযোগিতা-সহানুভূতি উত্তম মানবীয় গুণাবলী যা মানুষের চারিত্রিক সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে বৃদ্ধি করে। এসব গুণাবলী সমাজকে শান্তিময় ও সুশৃঙ্খল করে তোলে। আদর্শ সমাজ গঠনে এগুলো মূল্যবান উপাদান। মানুষ যাতে এসব গুণ অর্জন করে সে মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ–

মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই ; সুতারাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।[১]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا-

হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী করেন, যিনি তাহদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর, এবং সর্তক থাকা জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্ক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।[২]

এসব উত্তম গুণাবলী অর্জনের উৎসাহ দিয়ে রাসূল সাঃ বলেন–মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলম করতে পারে না এবং তাকে অসহায় ছেড়ে দিতে পারে না।যে ব্যক্তি ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের একটি অসুবিধা দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার অসুবিধাসমূহের একটি অসুবিধা দূর করে দেবেন।যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখল কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।[৩]

৪০.পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা (সামাজিক ও জাতীয় জীবনে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ)ঃ

ব্যক্তিগত, পারিবাবিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরামর্শ ভিত্তিক কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। পরামর্শ ভিত্তিক কাজ সুন্দর হয়। এতে সকলের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়। মহান আল্লাহ মানুষকে পরামর্শ ভিত্তিক কাজ শিক্ষা দেয়ার জন্য মানব সৃষ্টির প্রারম্ভে ফিরিশতাদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি কুরআনের ৪২ নং সূরার নাম শূরা (পরামর্শ) রেখেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ–

যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে , নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাহাদের আমি যে রিযক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে ।[৪]

গুরুত্বপূর্ণ কাজ মানুষ যাতে উত্তম পরামর্শের ভিত্তিক সম্পন্ন করেন সে নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

হে মুমিনগণ ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচারণ , সীমালংঘন ও রাসূলের বিরূদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয় তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করিও,এবং ভয় আল্লাহকে যাঁহার নিকট তোমাদিগকে সমাবেত করা হইবে।[৫]

---

[১] .আল-কুরআন(৪৯ঃ১০)

[২] .আল-কুরআন(০৪ : ০১)

[৩] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল,প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব মাযালেম ওয়াল কিসাস,পৃ-৩৩০,

[৪] .আল-কুরআন (৪২ঃ৩৮)

[৫] .আল-কুরআন(৫৮ঃ০৯)

Dhaka University Institutional Repository

৪১.ভাল দ্বারা মন্দের মোকাবেলাঃ

সমাজ থেকে মন্দদূর করার একটি উৎকৃষ্ট কৌশল ভাল দ্বারা মন্দের মোকাবেলা করাঃ

মন্দ মন্দের জন্ম প্রদান করে। তাই সমাজ ও জাতীয় জীবন থেকে অন্যায় প্রতিহত ভালোর মাধ্যমে তা করা উত্তম। ভাল মাধ্যমে মন্দ দূর করতে পারলে সমাজ থেকে স্থায়ীভাবে মন্দ দূর হয়ে যাবে। অন্যায়কারী অন্যায় থেকে স্বেচ্ছায় সরে আসবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

মন্দের মুকাবিলা কর যাহা উত্তম তাহা দ্বারা ; উহারা যাহা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ-وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ-

ভাল ও মন্দ সমান হইতে পারে না । মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা ; ফলে তোমার সহিত যাহার শত্রুতা আছে, সে হইয়া যাইবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত । এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকেই, যাহারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকেই, যাহারা মহাভাগ্যবান।[২]

৪২.পূর্ববর্তীদের ভুল-ত্রুটি থেকে শিক্ষাগ্রহণঃ

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে পূর্ববর্তী বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর ভুল-ত্রুটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাদের ভুল-ত্রুটি কারণ উদঘাটন করে তা পরিহার করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে তা থেকে সর্তক করতে হবে এবং সে সব পরিত্রাণের কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ নির্দেশ–

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ-

বল, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছিল।[৩]

মহান আল্লাহ আরও বলেন–

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ

ইহাও কি তাহাদিগকে পথপ্রদর্শন করিল না যে, আমি তো উহাদের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি কত মানব গোষ্ঠী যাহাদের বাসভূমিতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে; তবুও কি ইহারা শুনিবে না?[৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ

ইহাও কি তাহাদিগকে সৎপথ দেখাইল না যে, আমি ইহাদের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি কত মানবগোষ্ঠী যাহাদের বাসভূমিতে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে ? অবশ্যই ইহাতে বিবেকসম্পন্নদের জন্য আছে নিদর্শন।[৫]

৪৩.অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার এবং মানুষকে ভাল কথা বলা ঃ

যবানের বা জিহ্বার হিফাজতঃ

মানুষ তার মুখের মাধ্যমে যত পাপ করে, সম্ভাবত অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে এত পাপ করে না। মুখের মাধ্যমে মানুষের দায়িত্বহীন কথাবার্তা যেমন-গীবত, বিদ্রুপ, গালাগাল, অভিশাপ, চোগলখুরী, মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যাকথা,মিথ্যাসাক্ষ্য ইত্যাদি দ্বারা সীমাহীন ঝগড়া-বিবাদ ও ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাছাড়া অশ্লীল ও

---

[১] .আল-কুরআন(২৩ঃ৯৬)

[২] .আল-কুরআন(৪১ঃ৩৪-৩৫)

[৩] .আল-কুরআন(০৬ঃ১১)

[৪] .আল-কুরআন(৩২ঃ২৬)

[৫] .আল-কুরআন(২০ঃ১২৮)

Dhaka University Institutional Repository

বাজে কথার মাধ্যমে নৈতিক অধঃপতন আসে।এসব কারণে কুরআন যবানের হেফাজত এবং অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার নিষিদ্ধ করেছে।

এ মর্মে আল্লাহ বলেন–مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ- إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ স্বরণ রাখিও, দুই গ্রহণকারী ফিরিশতা তাহার দক্ষিণে ও বামে বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করে; মানুষ যে কথাই উচ্চরণ করে তাহার জন্য তৎপর প্রহরী তাহার নিকটই রহিয়াছে।[১]

একজন মু'মিন সর্বাবস্থায় অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার করবে এ মর্মে আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

এবং যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হইলে স্বীয় মর্যাদার সহিত উহা পরিহার করিয়া চলে।

এ মর্মে মহান আল্লাহ আরও বলেন–

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ-الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

অবশ্যই সফলকাম হইয়াছে মু'মিনগণ। যাহারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে। যাহারা অসার ক্রিয়াকলাপ হইতে বিরত থাকে। যাহারা যাকাত দানে সক্রিয়। যাহারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত। ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না। এবং কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা হইবে সীমালংঘনকারী। এবং যাহারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।এবং যাহারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে।[২]

এ সম্পর্কে রাসূল সাঃ বলেন–যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে নতুবা যেন চুপ থাকে।[৩]

মানুষকে ভাল কথা বলা ঃ

ভাল কথা মানুষের মনে ভাল চিন্তা ও ভাল কাজের দিকে উৎসাহিত করে । মানুষকে ভালের দিকে পরিচালিত করে। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে ভাল কথা বলার নির্দেশ করে বলেন– وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ আমার বান্দাদিগকে যাহা উত্তম তাহা বলিতে বল।[৪]

এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا

সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যাহার শাখা প্রশাখা উর্দ্ধে বিস্তৃত, যাহা প্রত্যেক মওসুমে উহার ফলদান করে উহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।[৫]

এমর্মে মহান আল্লাহ আরও বলেন– وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই ইহার অনুসরণ করিও না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় উহাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।[৬]

এ মর্মে আল্লাহ বলেন–قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

---

[১].আল-কুরআন (৫০ঃ১৮)

[২] .আল-কুরআন(২৩ঃ১-৩)

[৩] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী,প্রাগুক্ত,২য় খন্ড, কিতাবুল আদব,পৃ-৮৮৯,

[৪] .আল-কুরআন(১৭ঃ৫৩)

[৫] .আল-কুরআন(১৪ঃ২৪-২৫)

[৬] .আল-কুরআন(১৭ঃ৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

যে দান করিয়া ক্লেশ দেওয়া হয় তাহা অপেক্ষা ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম।[১]

৪৪.খিদমাতে খালক বা সৃষ্টির সেবা/ মানব কল্যাণঃ

বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। আর এই বিশাল সৃষ্টি পরিবারের মধ্যে মানুষই সেরা সৃষ্টি আশরাফুল মাকলূকাত। পরিবারের প্রধানের যেমন পরিবারের প্রতি অনেক দায়িত্ব থাকে, তেমনি সৃষ্টিকূলের প্রতি মানুষের ও অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। আর এই কর্তব্য পালন করাকে বলে খিদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ-

পূর্ব এবং এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরনোতে কোন পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ পরকাল, ফিরিশ্‌তাগণ, সমস্ত কিতার এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করিলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্থ, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করিলে , সালাত কায়েম করিলে ও যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ-সংকটে দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণ করিলে। ইহারাই তাহারা যাহারা সত্যপরায়ণ এবং ইহারাই মুত্তাকী।[২]

রাসূল সাঃ বলেন–দীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা(কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন) আমরা জিজ্ঞাস করলাম, কার জন্য কল্যাণ কামনা ? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য মুসলমান নেতার জন্য এবং তাদের সর্বসাধারণের জন্য।[৩]

৪৫.ত্যাগ ও কুরবানীঃ

ত্যাগ ও কুরবানী মানব মনের কুবৃত্তিগুলোকে পরিশোধন করে যা উন্নত নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। ত্যাগ ও কুরবানী মানুষকে তাকওয়া অর্জন সহায়তা করে।এ দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন–

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

আল্লাহ নিকট পৌছায় না উহাদের গোশত এবং রক্ত, বরং পৌছায় তোমাদের তাকাওয়া। এইভাবে তিনি ইহাদিগকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মপরায়ণদিগকে।[৪]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ-

তোমরা যাহা ভালবাস তাহা হইতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পূণ্য লাভ করিবে না । তোমরা যাহা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ অবশ্যই সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।[৫]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ-

---

[১] .আল-কুরআন(০২ঃ২৬৩)

[২] .আল-কুরআন(০২ : ১৭৭)

[৩] ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত ২য় খন্ড, কিতাবুল ঈমান,পৃ-৫৪,

[৪] .আল-কুরআন (২২ : ৩৭)

[৫] .আল-কুরআন (০৩ঃ৯২)

Dhaka University Institutional Repository

বল, 'আমার সালাত, আমার ইবাদাত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্য। তাহার কোন শরীক নাই এবং আমি ইহারই জন্য আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমি প্রথম মুসলিম।[১]
তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্য সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।[২]

৪৬. কর্মপ্রচেষ্টা / ব্যক্তির মানউন্নয়নঃ

অভাব, দারিদ্র ও বেকারত্ব, ইত্যাদি যেসব বিষয় মানুষকে অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করে তা রোধ কল্পে কর্মপ্রচেষ্টার ব্যক্তির মান উন্নয়ন ঘটাতে হবে। জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করতে বিভিন্ন কর্মমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নিজের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যেতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.–

আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।[৩]
এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

সালাত সমাপ্ত হইরে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করিবে ও আল্লাহকে অধিক স্বরণ করিবে যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।[৪]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ
প্রত্যেকের মর্যাদা তাহার কর্মানুযায়ী , ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের প্রতিফল দিবেন এবং তাহাদের প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না।[৫]

৪৭. মৃত্যুর কথা পুনঃপুন স্মরণঃ

মৃত্যু মানুষের অনিবার্য পরিণতি। মানুষ যত বড় ক্ষমতাধর, সম্পদশালী ও জ্ঞানী হোক না কেন মৃত্যু থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। জন্মিলে তাকে অবশ্যই মরতে হবে। এই মৃত্যর কথা স্মরণ বারবার মানুষের নৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ-

বল, তোমরা যে মৃত্যু হইতে পালায়ন কর সেই মৃত্যু তোমাদের সহিত অবশ্যই সাক্ষাত করিবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।[৬]
এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ-

জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে। যাহাকে অগ্নি হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতের দাখিল করা হইবে সেই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।[৭]

---

[১] .আল-কুরআন (০৬ : ১৬২-১৬৩)
[২] .আল-কুরআন(১০৮ঃ০২)
[৩] .আল-কুরআন(১৩ঃ১১)
[৪] .আল-কুরআন(৬২ঃ১০)
[৫] .আল-কুরআন(৪৬ঃ১৯)
[৬] .আল-কুরআন (৬২ঃ০৮)
[৭] .আল-কুরআন(০৩ : ১৮৫)

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন– أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ
তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করিলেও।[১]
অন্যত্র মহান আল্লাহ আরও বলেন–

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাকেই নাগাল পাইবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করিলেও। যদি তাহাদের কোন কল্যাণ হয় তবে তাহারা বলে 'ইহা আল্লাহর নিকট হইতে।' আর যদি তাহাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে তাহারা বলে, 'ইহা তোমার নিকট হইতে। বল, সব কিছুই আল্লাহর নিকট হইতে। এই সম্প্রদায়ের হইল কি যে, ইহারা একেবারেই কোন কথা বোঝে না![২]
আরও বলা হয়েছে-

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করি নাই; সুতরাং তোমার মৃত্যু হইলে উহারা কি চিরজীবী হইয়া থাকিবে। জীবন মাত্রই মৃত্যের স্বাদ গ্রহণ করিবে; আমি তোমাদিগকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি এবং আমার নিকট তোমরা প্রত্যানীত হইবে।[৩]
অন্যত্র এসেছে– **الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ**
তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করিবার জন্য -কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশীল, ক্ষমাশীল।[৪]

৪৮.সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসাঃ

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা একটি অতিউত্তম কাজ, যা নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উন্নয়নের প্রধান শর্ত শান্তি। কোন সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা না থাকলে সেখানে উন্নয়ন ও ভাল কাজের প্রচলন করা সম্ভবপর হয় না। পক্ষান্তরে, শান্তিপূর্ণ সমাজে মানুষের মানসিকতা ভাল থাকে । সহজেই তাদের ভাল পথে আনা যায়। পরিচালিত করা যায়। এজন্য কুরআন সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় দান-খায়রাত, সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের; আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কেহ উহা করিলে তাহাকে অবশ্যই আমি মহাপুরস্কার দিব।[৫]
এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

---

[১].আল-কুরআন (০৪:৭৮)
[২] .আল-কুরআন(০৪ : ৭৮)
[৩] .আল-কুরআন(২১:৩৪-৩৫)
[৪].আল-কুরআন (৬৭:০২)
[৫] .আল-কুরআন(০৪:১১৪)

Dhaka University Institutional Repository

মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে তোমরা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে ; আর তাহাদের মধ্যে একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করিলে যাহারা বাড়াবাড়ি করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না তাহারা ফিরিয়া আসে আল্লাহর নির্দেশের দিকে, যদি তাহারা ফিরিয়া আসে তাহাদের মধ্যে ন্যায়ের সহিত ফায়সালা করিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চই আল্লাহ সুবিচারকারীদিগকে ভালবাসেন।[১]

পারস্পারিক আধিকারের সাথে সম্পর্কিত ঃ

আল-কুরআন যেমন মহান আল্লাহর ইবাদত ও অধিকারের কথা বলেছে তেমনি মানব মানব সমাজের অধিকার নিশ্চিত করেছে। প্রত্যেক মানুষকে তার যথাযথ প্রাপ্য অধিকার দিয়েছে। এই অধিকার হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার ইবাদত নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا-

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করিবে ও কোন কিছুকে তাঁহার শরীক করিবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্নীয়স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্থ , নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক ,অহংকারীকে।[২]

৪৯.পিতা-মাতার আধিকারঃ

পৃথিবী সন্তানের সবচেয়ে আপনজন পিতামাতা। সন্তানের প্রতি পিতামাতার অবদান অপরিসীম। তাই কুরআন পিতামাতার অধিকারের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কুরআন মহান আল্লাহর ইবাদতের পরই পিতামাতার প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا-

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তাহাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হইলে তাহাদিগকে 'উফ' বলিও না এবং তাহাদিগকে ধমক দিও না; তাহাদের সহিত সম্মানসূচক কথা বলিও । মমতাবশে তাহাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও এবং বলিও 'হে আমার প্রতিপালক! তাহাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।[৩]

এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

আমি তো মানুষকে তাহার পিতামাতার প্রতি সদচারণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করিয়া গর্ভে ধারণ করে এবং তাহাকে দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসর বয়সে।সুতরাং আমারা প্রতি ও তোমার সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।[৪]

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার, সেবা-যত্ন করা, সম্মান প্রদান করা, সন্তুষ্ট রাখা, আদেশ-নিষেধ পালন,(ইসলাম বিরোধী নির্দেশ পালন করা যাবে না।) ভরণ-পোষণ প্রদান, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, কষ্ট না দেয়া, ওসীয়ত পালন, ঋণ আদায়, মৃত্যুর পর দাফন-কাফন ও দু'আ ইত্যাদী তাদের অধিকার।

---

[১] .আল-কুরআন(৪৯ঃ০৯)
[২] .আল-কুরআন(০৪ঃ৩৬)
[৩] .আল-কুরআন(১৭ঃ২৩-২৪)
[৪] .আল-কুরআন(৩১ঃ১৪)

Dhaka University Institutional Repository

৫০.আত্নীয়-স্বজনের আধিকারঃ

পিতামাতার পরেই ইসলাম আত্নীয়-স্বজনের অধিকারের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আত্নীয-স্বজনের উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রদান ছাড়াও তাদের সাথে সদ্ব্যচারণ, সুসম্পর্ক বজায় রাখা, প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করা,উপঢৌকন প্রদান,আদর-আপ্যায়ন ইত্যাদি তাদের অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

আত্নীয়-স্বজনকে দিবে তাহার প্রাপ্য, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করিও না।[১]

এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন– قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

বল যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যায় করিবে তাহা পিতামাতা , আত্নীয়-স্বজন,ইয়তীম ,মিসকীন,ও মুসাফিরদের জন্য।[২]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

যাহারা আল্লাহ সহিত দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবার পর উহা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।[৩]

রাসূল সাঃ বলেন–মিসকীনদের জন্য ব্যয় করা একটি সাদাকা। আর আত্নীয়দের জন্য ব্যয় করা দু'টি সাদাকা। কারণ একদিকে এটি দান আর অপরদিকে রক্ত সম্পর্ক রক্ষা করা।[৪]

নিজ আত্নীয়-স্বজনদের ইহকালীন ও পরকালীন কলাণ অর্জন এবং অকল্যাণ থেকে ফিরানো প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য।এ প্রসংগে আবু হুরাইরা রা বলেন, যখন ওয়া আনযির আশীরারাতাকাল আকরাবীন আয়াতটি নাজিল হয়, তখন রাসূল সাঃ কুরাইশদের ডাকলেন। এতে তাদের বিশেষ ও সাধারণ ব্যক্তি নির্বিশেষে সবাই একত্রিত হয়। তিনি তাদের সম্বোধন করে বলেন : হে কুরাইশের লোকেরা, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাও।আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাচাঁতে পারব না। হে বনী আবদে মানাফ, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাচাঁতে পারব না। হে আল্লাহর রাসূলের ফুফু,সফিয়া, আল্লাহর শাস্তি থেকে আপনাকে আমি বাচাঁতে পারব না। হে মুহাম্মাদের কণ্যা ফাতিমা , আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা তুমি চেয়ে নাও। কিন্তু আল্লাহর আযাব থেকে আমি তোমাকে বাচাঁতে পারব না।[৫]

৫২.প্রতিবেশীর আধিকারঃ

নিজ বাড়ীর আশপাশের চল্লিশ বাড়ী পর্যন্ত লোকদের প্রতিবেশী গণ্য করা হয়। তবে ব্যক্তি যখন কোন যে স্থলে অবস্থান করে তখন তার নিকট থাকে তারাও প্রতিবেশীর অন্তর্ভূক্ত। প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যচারণ, বিপদে-আপদে পাশে দাড়ানো, কষ্ট না দেয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদি তার অধিকার। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন– وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ

---

[১] .আল-কুরআন(১৭ঃ২৬)

[২] আল-কুরআন(০২ঃ২১৫)

[৩] .আল-কুরআন(০২ : ২৭)

[৪] হাসান আইউব, প্রাগুক্ত, পৃ-২৭৯,

[৫] ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল,প্রাগুক্ত, কিতাবুল তাফসীর,

Dhaka University Institutional Repository

এবং পিতা-মাতা, আত্নীয়স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্থ , নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক ,অহংকারীকে।[১]

এ সম্পর্কে রাসূল সাঃ বলেন– আল্লাহর শপথ, সে ব্যক্তি মু'মিন নয়! আল্লাহর শপথ, সে ব্যক্তি মু'মিন নয়! আল্লাহর শপথ, সে ব্যক্তি মু'মিন নয়! জিজ্ঞাস করা হল : হে আল্লাহর রাসূল, সে ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অন্যায় অনাচার ও দুস্কৃতি থেকে নিরাপদ থাকে না।[২]

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন নিজ মেহমানের সম্মান করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন নিজ ভাল কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।[৩]

আবু হুরাইরা রা ঃ থেকে বর্ণিত । এক ব্যক্তি এস বলল , হে আল্লাহর রাসূল ! অমুক স্ত্রীলোক বেশী বেশী নামাজ পড়ে , দান-সাদাকা করে ও রোজা রাখে কিন্তু তার প্রতিবেশী তার মুখ থেকে নিরাপদ নয়। রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন , সে জাহান্নামী । তারপর লোকটি বলল, ! অমুক স্ত্রীলোক নামাজ-রোজা কম করে , সামান্য পনির টুকরা দান-সাদাকা করে কিন্তুপ্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না । রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন- সে জান্নাতী।[৪]

৫৩.এতীমদের অধিকারঃ

ইয়াতীম হল পিতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান। তাদের সাথে সদ্ব্যবহার, উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রদান, তাদের সম্পদ আত্নসাৎ না করা, প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করা, আদর-যত্ন করা, দেখা-শুনা করা, ক্ষেত্র বিশেষে ভরণ-পোষণ প্রদান ইত্যাদি তাদের অধিকার।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হইও না।[৫]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا-

ইয়াতীমদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ সমার্পণ করিবে এবং ভালোর সহিত মন্দ বদল করিবে না। তোমাদের সম্পদের সহিত তাহাদের সম্পদ মিশাইয়া গ্রাস করিও না; নিশ্চয়ই ইহা মহাপাপ ।[৬]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায় ছাড়া তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইও না।[৭]

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– যাহারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাহারা তো তাহাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; তাহারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলিবে।[৮]

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন–যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে থেকে কোন ইয়াতীমকে নিজ খাবার ও পানীয়ের প্রতি টেনে আনে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যদি না সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গুনাহ করে।[৯]

---

[১] .আল-কুরআন(০৪ঃ৩৬)

[২] ইমাম মুহাম্মদ ইসমাইল আল- বুখারী,প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, পৃ-৮৮৯

[৩] ইমাম মুহাম্মদ ইসমাইল আল- বুখারী,প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, পৃ-৮৮৯

[৪] হাসান আইয়ুব ,প্রাগুক্ত,পৃ-২৯১,

[৫]. আল-কুরআন (৯৩ঃ০৯)

[৬].আল-কুরআন (০৪ঃঃ০২)

[৭] .আল-কুরআন(১৭ঃ৩৪)

[৮] .আল-কুরআন(০৪ঃ১০)

[৯] ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিজী, প্রাগুক্ত, আবওয়াবু বির্রে ওয়াস সিলাহ,পৃ-১৩,

Dhaka University Institutional Repository

৫৪.দুঃস্থ-দরিদ্র ও অসহায় এবং সাধারণ মানুষের(শ্রমিক,কর্মজীবী) অধিকারঃ

সামজের দুঃস্থ-দরিদ্র, বিধবা,অসহায় মানুষ, চাকর, শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের অধিকার হাক্কুল ইবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কাজেই তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। বিপদ-আপদ, দুঃখ- কষ্টে তাদের পাশে দাড়াতে হতে। তাদের সাথে অসৌজন্য আচরণ করা যাবে না।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ এবং তুমি প্রার্থীকে (ফকির/মিসকীন)ধমক দিও না।[১]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

লোকে কি ব্যয় করিবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে । বল, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করিবে পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন , ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য । উত্তম কাজের জন্য যাহা কিছু তোমরা কর না কেন আল্লাহ তো সে সম্বন্ধে অবহিত।[২]

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন–বিধবা ও মিসকীনের খেদমতকারী আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি একথাও বলেছেন, সে ব্যক্তি ঐ নামাজীর মত যে সর্বদা নামাজ পড়ে এবং সর্বদা রোজা রাখে।[৩]

অধীন চাকর-চাকরানী,কর্মচারী ও শ্রমিকদের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখা। এ মর্মে আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেন–তারা তোমাদের ভাই এবং এবং তোমাদের কাজের লোক।আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। যদি কোন ভাই তার অধীন থাকে তাহলে সে যেন নিজে যা খায় ও পরিধান করে তাকেও যেন তা খাওয়ায় ও পরিধান করায়। তাদের শক্তি বাইরে তাদেরকে খটানো উচিত নয়। আর যদি খাটাও তাহলে তাদেরকে সাহায্য কর।[৪]

এ মর্মে আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেন– যে ব্যক্তি লোকের উপর রহম করে না, আল্লাহও তাদের প্রতি রহম করেন না।[৫]

৫৫.বিবিধঃ নারীদের আধিকারও শিশুদের আধিকারঃ

ক.নারীদের আধিকারঃ

নারীদের প্রতি সম্মান প্রর্দশন, সদাচারণ ও তাদের প্রাপ্য সকল অধিকার প্রদান করতে হবে। কুরআন পুরুষের মত তাদেরকেও সম্মান ও মৌলিক অধিকার দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

মু'মিন হইয়া পুরূষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎ কর্ম করিবে তাহাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করিব।[৬]

নারীদের সাথে সদাচারণের নির্দেশে মহান আল্লাহ বলেন–

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا–

তোমরা তাহাদের সহিত সৎভাবে জীবন যাপন করিবে; তোমরা যদি তাহাদিগকে অপছন্দ কর তবে এমন হইতে পারে যে, তোমরা আল্লাহ যাহাতে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন তোমরা তাহাকেই অপছন্দ করিতেছ।[৭]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন– وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا-

---

[১] .আল-কুরআন (৯৩ঃ১০)

[২] আল-কুরআন(০২ঃ২১৫)

[৩] ইমাম মুহাম্মদ ইসমাইল আল- বুখারী,প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব,পৃ-৮৮৮

[৪] হাসান আইউব, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯৭,

[৫] ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিজী, প্রাগুক্ত, আবওয়াবু বির্রে ওয়াস সিলাহ,

[৬] .আল-কুরআন (১৬ঃ৯৭)

[৭] .আল-কুরআন (০৪ঃ১৯)

Dhaka University Institutional Repository

আর তোমরা নারীদিগকে তাহাদের মাহর স্বঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রদান করিবে ; সন্তুষ্ট চিত্তে তাহারা মাহরের কিয়াদংশ ছাড়িয়া দিলে তোমরা তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবে।[১]

খ.সন্তান-সন্ততির অধিকার /শিশুদের আধিকারঃ

সন্তান-সন্ততির ও শিশুদের অধিকার প্রতি কুরআন নজর দিয়েছে। প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের যাবতীয় ভরণ-পোষণ, সুশিক্ষা সহ প্রতিপালনের যাবতীয় দায়িত্ব মাতাপিতার উপর ন্যাস্ত করেছে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

জননীগণ তাহাদের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্যপান করাইবে।[২]

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন–يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হইতে।[৩]

এ সম্পর্কে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন– رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যাহারা হইবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদিগকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।[৪]

রাসূল সাঃ বলেন তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। জনগণের নেতা তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তার দায়িত্ব সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে।একজন পুরুষ তার পরিবার পরিজনের উপর দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৫]

---

[১].আল-কুরআন (০৪ঃ০৪)

[২] .আল-কুরআন(০২ঃ২৩৩)

[৩].আল-কুরআন(৬৬ঃ০৬)

[৪] .আল-কুরআন(২৫ঃ৭৪)

[৫]ইমাম মুহাম্মদ ইসমাইল আল- বুখারী, ১ম খন্ড,প্রাগুক্ত, দাস কর্তৃক মালিকের সম্পদ হিফাজত অধ্যায়,পৃ-৩৪৭,

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে বিভিন্ন ধর্ম/ধর্মগ্রন্থের শিক্ষা ঃ

ইহুদী ধর্মের নৈতিক শিক্ষাঃ

ইহুদী ধর্মের নৈতিক শিক্ষার মধ্যে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত দশটি করণীয় আদেশ উল্লেখযোগ্য:

১. আমি (আল্লাহ) ছাড়া কোন উপাস্য নেই।
২. তোমরা অবশ্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে।
৩. তোমরা কখনো কোন মূর্তি তৈরী করবে না।
৪. শনিবারের মর্যাদা রক্ষা করবে।(ইহুদীরা মনে করে শনিবার ছুটির দিন। এদিন এরা সারাদিন ঘর হতে বের হয় না। এসময় তারা প্রার্থনা করে। বাইরে গেলে পায়ে হেঁটে যায়।)
৫. বাবা এবং মাকে যথাযথ সম্মান কর।
৬. কখনো প্রাণী হত্যা করো না।
৭. ব্যভিচার তথা নারী-পুরুষ অবৈধ সম্পর্ক কারো না।
৮. তোমরা কখনো চুরি করো না। যেটা তোমার প্রাপ্য নয় সেটা নেবে না।
৯. তোমার প্রতিবেশির বিরুদ্ধে কখনো মিথ্যা স্বাক্ষী দেবে না।
১০. গৃহ-পারিচারিকা (চাকর), পশু এবং তোমার প্রতিবেশীর উপর কখনো অত্যাচার করবে না।[১]

খ্রিষ্টান ধর্মের নৈতিক শিক্ষাঃ

খ্রিষ্ট ধর্মে মানব প্রীতি, অহিংসা এবং মানব সেবাকে অতি উচ্চ মর্যদা দেয়া হয়েছে। তিনি (যীশু খ্রিষ্ট)বলেন, সমগ্র মানব জাতি একটি অভিন্ন পরিবারভুক্ত। তাই ঈশ্বরের পিতৃত্বের অধীনে সকল মানুষের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। খ্রিষ্টের পরিকল্পিত রাষ্ট্রে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই, মানব সেবাই সেখানে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান কাজ। যিশু খ্রিষ্ট আরো বলেন,"যে লোক নিজের জন্য ধন -সম্পত্তি জমা করে, সে খোদার চোখে ধনী নয়।" কারণ একদিন তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। সুতরাং এ উক্তির মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে ধনসম্পদ কেবল নিজের জন্য নয় বরং তার সুফল সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বিলি করতে হবে।

খ্রিষ্টের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে দরকারী হুকুম হল-'তোমার সমস্ত অন্তর' তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে প্রভু, যিনি তোমার ঈশ্বর, তাকে মহব্বত করবে।' তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করবে।' স্রষ্টা এবং তার সৃষ্টির প্রতি যে ভালবাসা তাই প্রকৃত ধর্ম। কেবল প্রতিবেশীকে নয়, নয় তিনি শত্রুকেও ভালবাসতে বলেছেন এবং বলেছেন, যারা তোমাদের উপর অত্যাচার করে তাদের জন্য মুনাজাত করো যাতে তারা সৎ পথে ফিরে আসে। অনন্ত জীবন কিভাবে পাওয়া সম্ভব এ প্রশ্নের জবাবে যীশু বলেন, "খুন করিও না ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, পিতা-মাতাকে সম্মান করিও। আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করিও। বস্তুত এসব কিছু সমাজের প্রত্যেকে মেনে চললে সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ও কল্যাণ সহজেই ফিরে আসবে।[২]

হিন্দ ধর্মের নৈতিক শিক্ষাঃ

হিন্দুধর্মে সততা, ন্যায়পরায়নতা ও মানবতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই ধর্মের মূলগ্রন্থ বেদে দেবতার ন্যায়পরায়ণতা, সংযম ব্রহ্মোপলব্ধি হবে না। ঋগবেদ মানবতার সহায়ক সততা, সরলতা, সত্যপরায়ণতা, সংযম ব্রহ্মচর্য প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। কঠোপনিষদে উল্লেখ আছে, যে নিজেকে পাপ থেকে বিরত রাখে না,নিজের ইন্দ্রিয়কে সংযত করে না এবং যার মন প্রশান্ত নয়, তার ব্রহ্মোপলব্ধি হবে না।

---

[১] .মোঃ আবদুল ওদুদ, ধর্মদর্শন, মনন পাবলিকেশন, ঢাকা,১ম প্রকাশ-২০০৭, পৃ-৩৪৬-৩৪৭,

[২] .মোঃ আবদুল ওদুদ, প্রাগুক্ত পৃ-৩৪৪-৩৪৫,

Dhaka University Institutional Repository

মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের করুণা লাভ ছাড়া মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়। আর ঈশ্বরের করুণা লাভের প্রধান শর্ত হলো নৈতিক জীবন ।

গীতায় মুক্তি লাভের জন্য চারটি পথের কথা বলা হয়েছে, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ও ভক্তিযোগ। কিন্তু এর প্রত্যেকটির পূর্বশর্ত হলো আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংযম।[১]

বৌদ্ধ ধর্মের নৈতিক শিক্ষাঃ

গৌতম বুদ্ধ এ মতাদর্শের প্রবর্তক। গৌতমবুদ্ধও মূলত একজন নৈতিক শিক্ষক। তাঁর মতে দুঃখের হাত হতে নির্বাণ লাভই হচ্ছে জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। আর এ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য আটটি পথের কথা বলেছেন । এই আটটি পথ বা মার্গ হলো –সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, ও সম্যক সমাধি। এর অধিকাংশ পথই আমাদের সৎ, চরিত্রবান ও আত্মত্যাগী হতে শিখায়। বৌদ্ধধর্মেও বর্জনীয় ও বাঞ্ছনীয় – এ দুভাগে কাজকে ভাগ করা হয়েছে। বর্জনীয় কাজ হচ্ছে – ক.হত্যা, খ. চৌর্যবৃত্তি, গ.ব্যভিচার, ঘ.অসৎ বাক্য, ঙ.মাদক দ্রব্য ইত্যাদি। বাঞ্ছনীয় কাজ হচ্ছে – ক. প্রেম ও ভালবাসা, খ. দয়া ও বদান্যতা, গ. সততা ও আত্মসংযম, ঘ. সৎ ও মহৎ চিন্তা ইত্যাদি। গৌতম বুদ্ধ বলেন, তিনিই সুখী যিনি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে ভালবাসেন এবং যিনি সব সময়েই অন্যের কল্যাণ কামনা করেন। ফুলের সৌরভ বাতাসের গতির বিপরীত দিকে যায় না; কিন্তু মানুষের গুণের সৌরভ চারদিকে ছড়ায়। লোহার মরিচাই লোহাকে ধ্বংস করে, তেমনিভাবে আমাদের নিজেদের পাপই আমাদের অনিষ্টের মূল। মেঘমুক্ত আকাশ যেমন অন্ধকার রাত্রিকে আলোকিত করে তেমনি মানুষের সৎকর্ম পৃথিবীকে উজ্জ্বল করে তোলে।[২]

কনফুসিয়াস এর নৈতিক শিক্ষাঃ

চীনা দর্শনিক কনফুসিয়াস এ মতাদর্শদের প্রবর্তক। কনফুসিয়াসের মতে, তিনিই সমাজের শ্রেয় ব্যক্তি, যিনি সৎ ও মধ্যপন্থা অবলম্বণ করেন ।এই মধ্যপন্থা বলতে তিনি মনে করেন, জ্ঞান ও উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিকতা, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয় এবং বিশ্বশান্তি। কনফুসিয়াস বলেন, বাড়াবাড়ি করো না, করো ক্ষতি করো না, তাহলে কেউ তোমাকে অনুসরণ করবে না। তিনি আরও বলেন যে, তোমার জন্য যা কামনা কর না অন্যের জন্য জন্য ও তা কামনা করো না। সৎ গুণের উপর এ ধর্মের এতো বেশী জোর দেয়া হয়েছে যে, এ ধর্ম অনুসারে একজন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব হলো তার সৎ গুণের সাথে বন্ধুত্ব। কনফুসিয়াস বলেন, স্বর্গকে পেতে হলে মানুষকে জয় করো; মানুষকে জয় করতে হলে তার হৃদয়কে জয় করো।[৩]

তাওইজম ধর্মমতের নৈতিক শিক্ষাঃ

তাওইজমের প্রতিষ্ঠাতা লাও যু বলেন যে, আমার কাছে তিনটি জিনিষ আছে যাকে আমি অনেক অনেক শক্ত করে ধরে রেখেছি এবং যাকে আমি অনেক মূল্য দেই। এর প্রথমটি হলো–ভদ্রতা, দ্বিতীয়টি–মিতব্যয়িতা, তৃতীয়টি হলো– বিনয়, যা আমাকে অন্যদের কাছে বড় করে দেখানো থেকে বিরত রাখছে। তোমরা ভদ্র হও, তাহলে সাহসী হতে পারবে, মিতব্যয়ী হও তাহলে উদার হতে পারবে। অন্যদের কাছে নিজকে বড় করা থেকে বিরত থাকো, তাহলে তুমি নেতা হতে পারবে।তিনি আরও বলেন, তোমার প্রতিবেশীর লাভ ও ক্ষতিকে নিজের লাভ–ক্ষতির মতোই মনে কর। পূণ্যের পথ থেকে দূরে সরে যেও না। স্বার্থপরতাকে সংযত কর এবং কামনা–বাসনার পরিমাণ কমাও।[৪] তাওইজমও মূলত নৈতিক শিক্ষার ধর্ম । এ ধর্মে পাঁচটি কাজ বর্জনীয় এবং দশটি কাজ বাঞ্ছনীয়।

---

[১] আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, তুলনামূলক ধর্ম এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃষ্ঠা–১৮-১৯,

[২]. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম,প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা–৩২-৩৩,

[৩]. প্রাগুক্ত ,পৃষ্ঠা–১৬,

[৪]. প্রাগুক্ত ,পৃষ্ঠা–১৬-১৭,

Dhaka University Institutional Repository

বর্জনীয় কাজ হচ্ছে–১.মাদকদ্রব্য, ২.হত্যা, ৩.মিথ্যা ভাষণ, ৪.চৌর্যবৃত্তি, এবং ৫.ব্যভিচার।
বাঞ্ছনীয় কাজ হচ্ছে–১.জনক-জননীর প্রতি শ্রদ্ধা, ২.সম্রাট ও গুরুর প্রতি আনুগত্য, ৩.সর্বজীবে দয়া, ৪.ধৈর্য ধারণ করা ও ভুল কাজ থেকে বিরত থাকা, ৫.আত্মত্যাগ, ৬.দাসকে মুক্তি দেয়া, ৭. কুপ খনন ও রাস্তা নির্মাণ, ৮.জ্ঞানহীনকে জ্ঞান দান, ৯.সামাজিক মঙ্গল সাধন, এবং ১০.ধর্মপুস্তক পাঠ।[১]

জৈন ধর্মের নৈতিক শিক্ষাঃ

জৈন মাতদর্শে প্রবর্তক মহাবীর .জৈন ধর্ম মানুষের মুক্তির জন্য নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এ ধর্ম অনুসারে মুক্তির উপায় হলো: ১.সম্যগ দর্শন বা সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ২.সম্যগ জ্ঞান বা সংশয় শূন্য ভ্রমমুক্ত বিষদ জ্ঞান, ও ৩.সম্যগ চরিত্র বা হিত আচরণে প্রবৃত্ত হওয়া এবং অহিতকর আচরণ থেকে বিরত থাকা। এদেরকে ত্রিরত্ন বলা হয়।[২]

জরথ্রুষ্ট ধর্মের নৈতিক শিক্ষাঃ

জরোষ্ট্রিয়ানিজমও সততা ও নৈতিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ ধর্ম অনুসারে তিনটি কাজ অবশ্যকরণীয়। এবং তিনটি কাজ অবশ্য বর্জনীয়।
করণীয় তিনটি হলো– ১.হুমাতা বা সৎচিন্তা, ২.হুকতা বা সৎ বাক্য ৩.হবার্শতা বা সৎ কর্ম।
বর্জনীয় তিনটি হলো–১.দুশ্মাতা বা অসৎ চিন্তা, ২.দুঝুকতা বা অসৎ বাক্য এবং ৩.দুশর্বাতা বা অসৎ কর্ম। জরথুষ্ট্র বলেন–মানুষের পূর্ণতার প্রথমে সৎ চিন্তা, সৎবাক্য এবং পরে সৎ কাজ। পৃথিবীর সমস্ত লোকও যদি মিথ্যা বলে তবে একজন সত্যবাদী তাদের চেয়ে শ্রেয়। সৎ চিন্তা, সৎবাক্য এবং সৎ কাজ স্বর্গে যাওয়ার ছাড়পত্র। চারটি অভ্যাস হলো এ ধর্মের মূলতন্ত্রঃ ১. যোগ্য ব্যক্তিদের প্রশ্নে উদার হওয়া, ২.ন্যায়বিচার করা, ৩. সবার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হওয়া এবং ৪. আন্তরিকতা ও সততার মাধ্যমে মিথ্যাকে দূরে রাখা।[৩]

শিখ ধর্মের নৈতিক শিক্ষাঃ

গুরু নানক বলেন, চারটি উপায়ে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়; ক.সাধুসঙ্গ, খ.সততা, গ.সন্তোষ, ঘ.ইন্দ্রিয় সংযম।[৪]

---

[১]. প্রাগুক্ত ,পৃষ্ঠা–১৬-১৭,
[২]. প্রাগুক্ত ,পৃষ্ঠা–১৭-১৮,
[৩]. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত ,পৃষ্ঠা–১৭
[৪].প্রাগুক্ত,পৃ-২১,

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিকার কৌশল ও গবেষকের প্রস্তাবঃ

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিকারে অবক্ষয়সৃষ্টিকারী ভয়াবহ ক্ষতিকর বিষয়গুলো সমাজ থেকে দূরীভূত করতে নিম্নোক্ত কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এক. বিশ্বাস ও চেতনা মানব জীবনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা জীবন গঠনে ও আচরণ নিয়ন্ত্রণে বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখে। বিশ্বাস ও চেতনা দ্বারাই মানুষ জীবনের সমগ্র আচরণ ও কর্মকাণ্ড পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষার আলোকে ঈমান-আকীদা, চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধ সংশোধিত ও পরিমার্জিত করতে হবে। মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনাকে নৈতিকতার দিকে ধাবিত করতে হবে। শিরক, কুফর, নাস্তিকতা, রিয়া, নিফাক, প্রবৃত্তির অনুসরণ, অন্ধবিশ্বাস-অন্ধঅনুসরণ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। এগুলোর ক্ষতি ও ভয়াবহতা তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করতে হবে। এক্ষেত্রে আলেম সমাজ ও জ্ঞানীমহলকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

দুই. নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে ধর্মীয় মূল্যবোধ বিশেষভাবে কুরআনের শিক্ষা, পরকালীন জবাবদিহীতা ও শাস্তির ভয়াবহ চিত্র ব্যাপকভাবে তুলে ধরে অনাচার ও অবক্ষয়ের ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরতে হবে। অমুসলিম নাগরিকদের ক্ষেত্রে নিজ নিজ ধর্মের আলোকে নৈতিক ও মানসিক উন্নতির প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

তিন. মিথ্যাচার, সত্য গোপন, সত্য অস্বীকার, সত্যের বিরূদ্ধাচারণ, সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রণ, গীবত, চোগলখুরী, অহংকার-আত্মম্ভরিতা, হিংসা, ঘৃণা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, প্রতারণা, ছলচাতুরি, ধোকাবাজি, অশ্লীলতা, অশালীনতা বেহায়াপনা, লোভ-লালসা,আত্মহত্যা, ভোগ-বিলাস, কারো বিরূদ্ধে দোষ অন্বেষণ করা, কারো ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করা, কাউকে উপহাস বা বিদ্রূপ করা ইত্যাদি পাপাচার ও অপরাধ রোধকল্পে বিশেষভাবে উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকে নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে পারিবারিক মূল্যবোধ তৈরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা চালুর উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় আছে যে সব বিষয় প্রশাসন ও রাষ্ট্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সেক্ষেত্রে প্রশাসন ও রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ সব ব্যাপারে আলেম ও বুদ্ধিজীবী মহল বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

চার. হত্যা, সন্ত্রাস, ব্যভিচার, ধর্ষণ, পরকীয়া প্রেম, সমকামিতা, যৌনবিকার, মিথ্যাসাক্ষ্য মিথ্যা অপবাদ,সুদ ঘুষ, মদ,জুয়া,অত্যাচার ও অবিচার, খিয়ানত(বিশ্বসঘাতকতা), চুরি-ডাকাতি, প্রতারণা ছিনতাই, ফিৎনা-ফাসাদ, অপব্যয়-অপচয়, কৃপনতা, হারাম উপার্জন,আত্মসাৎ, দূর্নীতি, ফুসূক(বিদ্রোহ ,সীমালংঘন ও পাপাচার) মাপে বা ওজনে কম দেয়া মজুতদারী, কালোবাজারী, অপসাংস্কৃতির আগ্রাসন প্রভৃতি অনাচার বন্ধে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের পাশাপাশি যে সকল অপরাধ শাস্তি ও দণ্ডযোগ্য রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের মাধ্যমে সেগুলোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও যথাযথ দণ্ড প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন মোতাবেক এগুলো সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রে নিযুক্ত কর্মচারী-কর্মকর্তা, বিচারক, বুদ্ধিজীবী মহল, রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ সমন্বিত প্রয়াস গ্রহণ করবে।

পাচ.রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, বুদ্ধিজীবীমহল, গণমাধ্যম, ও আলেম সমাজকে একযোগে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে জনমত তৈরীতে ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা পালন করতে হবে। সর্বত্র এই সব অনাচার প্রতিরোধে প্রচারণা, গণজগরণ ও সচেনতা সৃষ্টি করতে হবে। প্রচার মাধ্যমকে এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ছয়. নৈতিকতা বর্জিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নীতিমালার পরিবর্তে শোষণ ও বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রনয়ন ও কার্যকর করতে হরে। সম্পদের সুষম বণ্ঠন নিশ্চিত করতে হবে। নৈতিকতাযুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পদ ভোগ ও সুবিধায় সকলের অধিকার যথার্থই স্বীকৃত হয়। তাই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে যুগপৎ নৈতিক উন্নয়নও অপরিহার্য।

সাত. স্কুল, কলেজ মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল পর্যায়ের পাঠ্যসূচীতে বাধ্যতামূলভাবে নৈতিক শিক্ষা অন্ত র্ভূক্ত করতে হবে।

আট. অপসংস্কৃতি আগ্রাসন রোধে উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ ও সুস্থ্য-কল্যাণধর্মী চলচিত্র, সিনেমা ও নাটক বিনির্মাণ এবং সেগুলোর বহুল প্রচার ঘটাতে হবে। অপসংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও অশ্লীলতারোধ কঠোর ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নয় দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থা রোধকল্পে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে সকল স্তরের উন্নয়ন ও কার্যনির্বাহ ব্যাহত হবে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতার জন্যও রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্বাহকদের কয়েকটি বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সৎ-নীতিবান ও কর্তব্যপরায়ন লোকদের সমন্বয়ে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন ঢেলে সাজাতে হবে। সর্বোপরি দুর্নীতি দমন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। এছাড়াও নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃর্থকীকরণ, ন্যায়পাল নিয়োগের আইন কার্যকরকরণ, রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসন, রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়-অপব্যয় নিয়ন্ত্রন ইত্যাদী উল্লোখযোগ্য।

দশ. আল-কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তাই আল-কুরআন থেকে পরিপূর্ণ সুফল পেতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক-আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সমানভাবে এর শিক্ষা কার্যকর করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আল-কুরআন একটি ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, এক মহান আলোকবর্তীকা এবং বিশ্বমানবতার মুক্তির মহাদিশারী। আল-কুরআন এসেছে পথহারা মানুষকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য, অধঃপতিত ও অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষকে অধঃপতন ও অন্ধকার থেকে মুক্তি শান্তি, কল্যাণ ও আলোর পথ দেখানোর জন্য। মানুষের মনুষ্যত্ববোধ বিকোশিত ও নৈতিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্য। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ-

আল্লাহর নিকট হইতে এক জ্যেতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে। যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাহে, ইহা দ্বারা তিনি তাহাদিগকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া যান এবং উহাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করেন।[১]

এ মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেন– **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ**

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহার আরগ্য এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়ত ও রহমত।[২]

কুরআন চায় মানুষকে নিষ্কলুষ, পরিশুদ্ধ ও পবিত্র মানুষে পরিণত করতে। আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত করতে। মানুষের মনুষ্যত্ব ও বিবেককে জাগ্রত করতে। মানুষের অন্তরাত্মা থেকে সকল অসৎ গুণাবলীকে দূরীভূত করতে। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, মিথ্যা, প্রতারণা, অহংকার-আত্মম্ভরিতা, পরিশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাভাষণ, অত্যাচার-অনাচার, অবিচার প্রভৃতিকে সমূলে উৎপাটন করে একটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–

قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا-

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই আসিয়াছে। সুতারাং কেহ উহা দেখিলে উহা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হইবে, কেহ না দেখিলে তাহাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ।[৩]

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ে ভয়ানকভাবে জর্জরিত, শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাপারে হতাশাগ্রস্থ বর্তমান পৃথিবীর মানব জাতির জন্য আল-কুরআন আশার আলো। ইতোপূর্বে আল-কুরআনেই অশান্ত পৃথিবীর চরম অসভ্য, বর্বর, উশৃঙ্খল, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব জাতিকে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে পৃথিবীর সবচেয়ে সুসভ্য-সুশৃঙ্খল জাতি শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করে। উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ, চারিত্রিক মাধুর্যতা, সাম্য, সামাজিক সুবিচার, ন্যায়পরায়নতা, উদারতা, ভ্রাতৃত্ব, আদর্শ-কল্যণকর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখে। অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীবাসীকে আলোর পথে নিয়ে আসে। সেই কুরআন তার চিরন্তন শিক্ষা নিয়ে আজ স্বমহিমায় জ্যাজ্বল্যমান। আমরা দেখতে পাই বর্তমান মানব সমাজে যেসব বিষয় অবক্ষয় সৃষ্টি করছে কুরআন চৌদ্দশত বছর পূর্বে সেগুলোকে অবক্ষয়কারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং সেগুলো প্রতিকারের নীতিমালাও দিয়ে শতভাগ সফল হয়েছে। অবক্ষয় রোধ কল্পে কুরআন প্রদত্ত সেই নীতিমালা আজকের সমাজের অবক্ষয় প্রতিকারে শুধু সক্ষম নয় বরং এরচেয়ে উত্তম ও বিকল্প নীতিমালা আমার জানা আর নেই। নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ে কুরআনের নীতিমালাই সার্বজনীন নীতিমালা। এটাই মানবতার মুক্তির একমাত্র কর্মপন্থা বলে আমি মনে করি।

---

[১] .আল-কুরআন(০৫ঃ১৫-১৬)

[২]. **আল-কুরআন.** (১০ঃ৫৭)

[৩] . আল-কুরআন.(০৬ঃ১০৪)

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআন হচ্ছে নৈতিকতার প্রধান উৎস। কুরআন ঘোষিত মূল্যবোধ মানুষকে নৈতিক জীবনাচরণের উদ্বুদ্ধ করে। কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী মরোণোত্তর জীবনে মানুষের কঠোর জবাবদিহীতা এবং ভাল কাজের জন্য সুখ-শান্তি আর খারাপ কাজের জন্য দুঃখ-কষ্ট রয়েছে। মানুষ তার কর্মের দ্বারা দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করে সুখ-শান্তি অর্জন করতে পারে। এ জন্য মানুষকে পার্থিব জীবনে নৈতিক কর্ম সাধন করতে হয়। মানুষ ইহ জীবনে নৈতিকতা অবলম্বন করবে এ কারণে যে, এর বিনিময়ে সে পরকালে জীবনে সুখ-শান্তিতে অনন্তকাল অতিবাহিত করবে। কুরআন অনুসারে যারা পর্থিব জীবনে অসৎকর্ম করে মরণোত্তর জীবনে তাদের জন্য রয়েছে দুঃখ-কষ্ট, বেদনাক্লিষ্ট যন্ত্রণ ও শাস্তিভোগের আবাস জাহান্নাম। আর যারা পার্থিব জীবনে সৎকর্ম করে মরণোত্তর জীবনে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত সুখ-শান্তি উপভোগের আবাস জান্নাত। এই ধারণার মাধ্যমে মু'মিনরা জাহান্নামের অগ্নি থেকে বেচেঁ জান্নাতের শান্তিপ্রাপ্তির জন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রিত, সংযত এবং পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার প্রয়াস পায়।

এরপর নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ যথা– শির্ক ,কুফর, নিফাক, ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি, সমকামিতা-বিকৃত যৌনলিপ্সা, মিথ্যাচার, মিথ্যাসাক্ষ্য ও সাক্ষ্য গোপন, সত্য বিমুখতা, সত্যের বিরূদ্ধাচারণ, সত্যের প্রতি বিদ্রুপ ও সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রন, মানুষকে সত্য থেকে বিভ্রান্ত করা, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ-আত্মপুজা,অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ, লোভ-লালসা, অবিচার, আগ্রাসন,জবর-দখল, সীমালংঘন, স্বৈরাচার-স্বেচ্ছাচার হয়রানি, হত্যা, গর্ভপাত ও আত্মহত্যা,অহংকার, আত্মম্ভরিতা, গীবত, বুহতান ,পরর্চচা,মিথ্যা অপবাদ, চোগলখুরী-দু'মুখো নীতি, উপহাস অপমান, হেয়তুচ্ছ-তাচ্ছিল,কুধারণা পোষণ হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা,অজ্ঞতা-মূর্খতা, কুসংস্কার ,চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ,অপহরণ, চাঁদাবাজি, খিয়ানত (আত্মসাৎ), বিশ্বাসঘাতকতা ,ওয়াদাভঙ্গ ,সুদ ,ঘুষ, পক্ষপাতিত্ব,মদ-মাদকাসক্তি, নেশা, জুয়া, অশ্লীলতা -বেহায়াপনা, পর্দাহীনতা, ফিৎনা-ফাসাদ, অনৈক্য-বিভেদ, প্রতারণা, ছলচাতুরি, ধোকাবাজি, ভোগবিলাস, অপচয়-অপব্যয়, কৃপনতা, অবৈধ(হারাম) উপার্জন, দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য, ধর্মব্যবসা, সাম্প্রদায়িকতা, ভ্রান্ত বিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, উগ্রপন্থা-চরমপন্থা ,আল্লাহ বিধানের পরিবর্তে মানব রচিত বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ মতবাদ-মতাদর্শে অনুসরণ, শয়তান ও তাগুতের অনুসরণ ,ফুসূক (অবাধ্যতা-পাপাচার), বৈষম্য, বর্ণবাদ, চরিত্রহীনতা, ইয়াতীম ও অসহায় মানুষের অধিকার হরণ, অকৃজ্ঞতা, হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম গণ্য করা,মাপে বা ওজনে কম দেয়া, খাদ্যদ্রবে ভেজাল, মজুতদারী (কৃত্রিম সংকট) ও কালোবাজারী, দূর্নীতি, পক্ষপাত, ক্ষমতার অপব্যবহার স্বজন প্রীতি ও সন্ত্রাস ইত্যাদি বিষয় প্রতিরোধ করার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধ সম্ভব।

নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে আল-কুরআনের শিক্ষাসমূহ– জ্ঞানার্জন ও তদানুযায়ী নিজকে প্রস্তুত, সালাত(নামাজ) কায়েম,সাওম (রোজা)পালন, জাকাত আদায়,হাজ্জ আদায়, তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) অবলম্বন এবং আল্লাহার প্রতি সর্বোচ্চ ভালবাসা পোষণ, সাম্য-সুবিচার ও ন্যায়পরয়নতাপ্রতিষ্ঠা,সততা,সৎ পথ,সত্যবাদিতা ও সৎসঙ্গ অবলম্বন,সৎ কাজের আদেশ, সদপোদেশ, সৎ কাজের প্রসার, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা,অসৎ কাজের নিষেধ,আমানতদারীতা, ধৈর্য সহশীলতা অবলম্বন, আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা, অবলম্বন,ইখলাস (নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা),ইহসান (দয়া ও সদাচারণ) অবলম্বন, তায্কিয়াতুন নাফস (আত্মশুদ্ধি),যিকরূলাহ (আল্লাহর স্বরণ),প্রতিশ্রুতি,অঙ্গীকার ও চুক্তি পালন,বিনয়-নম্রতা ও কোমলতা ,ক্ষমা, উদারতা,উত্তম চরিত্র, প্রাপ্ত বয়সে বিবাহ,পর্দা-শালীনতা ও লজ্জাশীলতা,সর্বাবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন,স্বল্পতুষ্টি, মানব রচিত মতাদর্শ পরিহার করে পরিপূর্ণভাবে ইসলামী মতাদর্শ গ্রহণ,সুষম অর্থনৈতিক বন্ঠন,হালাল উপার্জন,আত্মসমালোচনা,তাওবা ও সংশোধন,শোকর (কৃতজ্ঞতা),কিসাস (সমপ্রতিশোধ) এর বিধান প্রতিষ্ঠা , আল্লাহর প্রতি ভালবাসা,ঐক্যবদ্ধ থাকা , ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা ও সহযোগিতা-সহানুভূতি,পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ, ভাল দ্বারা মন্দের মোকাবেলা, পূর্ববর্তীদের ভূল-ত্রুটি থেকে শিক্ষাগ্রহণ,অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার .খিদমাতে খাল্ক বা সৃষ্টির সেবা,মানব কল্যাণ,ত্যাগ ও কুরবানী,ব্যক্তির মানউন্নয়ন, মৃত্যুর কথা পুনঃপুন স্মরণ,সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মধ্যে আপোষ-

Dhaka University Institutional Repository

মীমাংসা,পিতা-মাতার আধিকার,আত্নীয়-স্বজনের আধিকার,প্রতিবেশীর আধিকার,এতীমদের অধিকার,দুঃস্থ-দরিদ্র ও অসহায় শ্রমিক,কর্মজীবী মানুষের অধিকার রক্ষা ইত্যাদি বিষয় পালনের মাধ্যমে নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ সম্ভব।

এভাবে পরকালীন জীবনে বিশ্বাস এবং সে বিশ্বাস কেন্দ্রিক জীবনাচরণ মানুষকে ইহজগতে নৈতিক ও আর্দশ মানবে পরিণত করে। এ পবিত্র পরিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ মানুষ দ্বারা সঙ্গী, প্রতিবেশী, সমাজে ও রাষ্ট্র কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং এরূপ যথার্থ ধার্মিক মানুষের দ্বারা পারিবারিক, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত উপকৃত হবে। সুতরাং তাওহীদ রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাস মানুষকে অধঃপতিত না করে নৈতিক প্রগতিতে উন্নীত করে।

কাজেই বর্তমান মানব জাতির বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের নৈতিক অবক্ষয় দেখে হতাশ হওয়া কিছুই নেই। রাত্রির গভীরতা যত বৃদ্ধি পায় প্রভাত তত নিকটবর্তী হয় । তাই আমাদের আশা ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে অবক্ষয়রোধে এবং নৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যেতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে–নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় যেমন একদিনে সৃষ্টি হয়নি, ঠিক তেমনি আকস্মিকভাবে এর থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এ থেকে নৈতিক প্রগতি ও স্বচ্ছতায় উত্তরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী, শক্তিশালী ও সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইতিহাসে অন্ধকারের পরে আলো, অবক্ষয়ের পর উত্তরণ, অন্ধত্ব-কুসংস্কারের পরে রেঁনেসা বা জাগরণ ঘটেছে বারংবার। এ হিসেবে আমাদের অবক্ষয়ক্লিষ্ট দেশ ও জাতি নৈতিক প্রগতি ও উত্তরণের পথে ধাবিত হবে এটা আশা করা যায়। তবে এ উত্তরণ এমনিতেই হবে না। এজন্য চেষ্টা-তদবির ও প্রয়াসের প্রয়োজন। আমাদের নৈতিকতা ও নিয়ম-নীতির চর্চা ও অনুশীলন বাড়াতে হবে। নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের পুরাতন দ্বার বন্ধ করে দিতে হবে এবং নতুন দ্বার যেন উন্মোচন না ঘটে তাও কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রন করতে হবে। সাথে সাথে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোধে আল-কুরআনের শিক্ষা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকর করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১.আল-কুরআনুল কারীম	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনূদিত,
২.হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসীর (রহ.)	তাফসীর ইব্নে কাসীর, অনুবাদ-ড.মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রকাশক,তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি। ২০০৬, ঢাকা,
৩.মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)	তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ-মাও. মুহীউদ্দীন খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০,
৪.সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী(রহ.)	তাফহীমুল কুরআন, অনুবাদ-আবদুল মান্নান, প্রকাশ, আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা,২০০১
৫. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী(রহ.),	সহীহ আল-বুখারী, দেওবন্দ, ভারত, ১৯৮৫,
৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ(রহ.)	সহীহ মুসলিম, শাহরানপুর, ভারত, ১৯৮৬,
৭. ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযি(রহ.)	জামে আত-তিরমিযী, দেওবন্দ,ভারত,১৯৮৫,
৮. আবূদাউদ সুলাইমানইবনে আশয়াআস(রহ.)	সুনানে আবূ দাউদ, শাহরানপুর, ভারত, ১৯৮৫,
৯. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, (রহ.)	আল-মুসনাদ,
১০. আহমাদ মোল্লা জিওন,	নূরুল আনোয়ার
১১.সৈয়দ আমীর আলী,	দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম, অনুবাদকঃ রশীদুল আলম,আয়েশা কিতাব ঘর,১মসংস্করণ-২০০২
১২.মাও.আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ	মহাগন্থ আল-কোরআন কি ও কেন? ,খেলাফত পাবলিকেশন্স, একাদশ প্রকাশ-২০০৪
১৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম,	অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ-২০০৭,
১৪.আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাববারা,	ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ, অনুঃ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ-২০০৪,
১৫.আবদুল মতিন জালালাবাদী,	কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, আধুনিক প্রকাশনী-ঢাকা, প্রকাশকাল-২০০১
১৬. ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর,	কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ,প্রকাশকাল-২০০৭,
১৭.আহমাদ দীদাত রচনাবলি,	অনুঃ ফজলে রাব্বী ও মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০৪
১৮.ড অনাদি কুমার মহাপাত্র,	বিষয় সমাজতত্ব, তয় সংস্করণ, কলিকাতা,

Dhaka University Institutional Repository

১৯.ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য,	সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ, অনন্যা প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ-২০০১
২০.মুহাম্মদ আবদুল মজিদ,	শিরক ও বিদাআত, আল-ফুরকান প্রকাশনী, প্রকাশকাল-২০০৫
২১.আবদুল হামিদ আবু সুলাইমান,	মুসলিম মানসে সংকট, অনুঃ মাহবুবুল হক, বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, প্রকাশ-২০০৬,
২২.ড.আব্দুল্লাহ আল মুসলিহ ও সালাহ আস্‌সাবী,	মুসলমানকে যা জানতেই হবে, ভাষান্তর আঃ মান্নান তালিব ও রুহুল আমিন, জামেয়া কাসেমিয়া প্রকাশনী, প্রকাশকাল-১৯৯৯,
২৩.ইমাম ইবনে তাইমিয়া,	ইবাদতের মর্মকথা, অনুঃ এ বি এম খালেক মজুমদার,আধুনিক প্রকাশনী,ঢাকা,১মপ্রকাশ-২০০৩
২৪. ইমাম ইবনে তাইমিয়া	শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা,অনুঃ মাও.জুলকিফার আহমদ কিসমতী,আহসান পাবলিকেশন,প্রকাশকাল-২০০৮,
২৫.আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাবী,	ইসলামে হালাল–হারামের বিধান,অনুঃ মাও.মুহাম্মদ আবদুর রহীম,খায়রুন প্রকাশনী-১৯৯৭,
২৬.এম এ মান্নান,	ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ইসলামিক ইকনমিক রিচার্স ব্যুরো, ঢাকা, ১৯৮৩,
২৭.এ এফ মোঃ এনামুল হক,	মূল্যবোধ কি এবং কেন? ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১ম প্রকাশ-২০০৪,
২৮.শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী,	হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, অনুবাদ- আখতার ফারুক, রশীদ বুক হাউস,ঢাকা,২য় মুদ্রন-২০০১,
২৯.কুরআন পরিচিতি,	ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রকাশকাল-১৯৯৫
৩০.কেনেথ ডাব্লিউ মর্গান,	ইসলাম ও আধুনিক চিন্তাধারা, প্রকাশনায়, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, প্রকাশকাল–১৯৬৩,
৩১.ইমাম গাজ্জালী, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন,	অনুঃ-মাওঃ মুহীউদ্দীন খান, প্রকাশনায়, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা,
৩২.ইমাম হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী,	কিতাবুল কাবায়ের, অনুঃ-আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান,ইফা বা,২য় সং-২০০৫,
৩৩.জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী,	আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, কায়রো সংস্করণ,
৩৪.মান্ন আল কাত্তান ,	মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, বৈরুত, লেবানন
৩৫.ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান.	কুর'আন পরিচিতি, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা ২য় সংস্করণ–১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

৩৬.ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান,	কুরআনের পরিভাষা, কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, প্রকাশকাল-১৯৯৮,
৩৭.মরিস বুকাইলি,	বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, আখতার-উল-আলম অনূদিত, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী,৭ম সংস্করণ-১৯৯৬,
৩৮.মরিস বুকাইলি,	বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, ওসমান গনি অনূদিত, প্রীতি প্রকাশন, ১ম সংস্করণ-১৯৯৪,
৩৯.মুহাম্মাদ কুতুব,	ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম,অনুঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রাজ্জাক,আধুনিক প্রকাশনী-ঢাকা,প্রকাশকাল-২০০৩
৪০.মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী,	আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা, অনুবাদ-এ এম এম সিরাজুল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২য় সংস্করণ-২০০৫,
৪১. মুহিউদ্দীন খান,	কোরআন পরিচিতি, মদীনা পাবলিকেশন্স,ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৯২,
৪২. মুহাম্মদ আলী সাবুনী,	মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, আত-তিবইয়ান ফী উলূমিল কুরআন,বৈরূত,
৪৩.মোঃ আবদুল ওদুদ	ধর্মদর্শন, মনন পাবলিকেশন, ঢাকা,১ম প্রকাশ-২০০৭,
৪৪.রশীদ রিদা,	তাফসীরুল মানার, ১ম খন্ড,২য় সংস্কার, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন,
৪৫.রশীদুল আলম	কোরআনের দর্শন, ,আয়েশা কিতাব ঘর, প্রকাশকাল-২০০২
৪৬.হাসনা বেগম,	নৈতিকতা নারী ও সমাজ , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রকাশকাল-১৯৯০,
৪৭.হামমুদাহ আবদাল 'আতি,	ইসলাম একমাত্র জীবন বিধান,অনুঃ-মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, খাইরুন প্রকাশনী, প্রকাশকাল-১৯৯৪,
৪৮. হাসান আইউব,	ইসলামের সামাজিক আচরণ,অনুঃ,এ.এন এম সিরাজুল ইসলাম, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা,প্রকাশ-২০০৪
৪৯. হারুন ইয়াহিয়া,	কুরআনে নৈতিক মূল্যবোধ, অনুবাদ, হোমায়রা বানু,স্মরনী প্রকাশনি, প্রথম প্রকাশ-২০০২
৫০. হারুন ইয়াহিয়া,	কোরআন মজিদের কিছু গোপন রহস্য,অনুবাদ-আবুল বাশার,খোশরোজ কিতাব মহল, ১ম সংস্করণ ২০০৩,
৫১.সাইয়েদ কুতুব,	ইসলামের স্বর্ণ যুগে সামাজিক ন্যায়-নীতি,অনুবাদ-আকরাম ফারুক,স্মৃতি প্রকাশনী,৩য় প্রকাশ-২০০৫,

Dhaka University Institutional Repository

৫২. ড.সুবহী সালেহ,	মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন, বৈরুত, দারুল কুতুব, ১৯৮৫
৫৩.সালাহউদ্দীন,	মৌলিক মানবাধিকার,অনুঃ মাওঃ মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১ম প্রকাশ-২০০৪,
৫৪.সংসদ বাংলা অভিধান,	সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা,৪র্থ সংস্করণ-১৯৮৪,
৫৫.সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম,	লেখক মন্ডলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১ম প্রকাশ-২০০১
৫৬.স্রষ্টা ও ইসলাম,	লেখক মণ্ডলী প্রবন্ধ সংকলন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ,২য় সংস্করণ-২০০৪,
৫৭.সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম,	সম্পাদনা-নুরুল ইসলাম মানিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১ম প্রকাশ-২০০৫, , ৫ম সংস্করণ, ২০০৩,
৫৮. সাইয়েদ হামেদ আলী,	ইসলাম আপনার কাছে কি চায়, অনুঃ আবদুস শহীদ নাসিম, শতাব্দী প্রকাশনী,-২০০২,
৫৯.গাজী শামছুর রহমান,	অপরাধ বিদ্যা, পল্লব পাবলিসার্স, প্রথম সংস্করণ, বাংলাদেশ বুক হউজ, ঢাকা,১৯৮৯
৬০.বার্ট্রান্ড রাসেল,	বিবাহ ও নৈতিকতা, অনুবাদ, আরশাদ আজিজ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রকাশকাল-১৯৯৮,
৬১.দর্শন ও প্রগতি	১৯বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর-২০০২, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
62.Oxford Advanced Learner's Dictionary	sixth edition, Oxford University press
63.Oxford Reference Dictionary	Oxford University press, 2001